শব্দে শব্দে
আল কুরআন
অষ্টম খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

অষ্টম খণ্ড

সূরা আল আম্বিয়া, আল হাজ্জ, মু'মিনূন, আন নূর, ফুরকান

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০৭

১ম প্রকাশ
শাবান ১৪৩০
শ্রাবণ ১৪১৬
জুলাই ২০০৯

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 8th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 200.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতোপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; (২) মা'আরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের অষ্টম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত

—প্রকাশক

সূচিপত্র

সূরা আল আম্বিয়া-মাক্কী
আয়াত ঃ ১১২
রুকূ' ঃ ৭

নামকরণ

সূরাটির নাম 'আল আম্বিয়া'। যেহেতু এ সূরায় অনেক নবীর আলোচনা এসেছে, তাই সূরাটির পরিচিতির জন্য এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব সূরাটি মাক্কী।

আলোচ্য বিষয়

সূরা আল আম্বিয়ার মূল আলোচ্য বিষয় হলো—রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কাফিরদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এ পর্যায়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ-সংশয় ও জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করতো তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদের গাফলতি ও অহংকার-এর কারণে তারা যে দীনের দাওয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল সেজন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অবশেষে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মসীবতের কারণ বলে ভাবছো, আসলে তিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

সূরায় আলোচিত বিষয়গুলোকে নিম্নোক্তরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—

১. কাফিররা মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে মানতে রাজী নয়, কারণ তাদের ধারণা হলো মানুষ কখনো রাসূল হতে পারে না—কাফিরদের এ ভুল ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ (স) ও কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পরস্পর বিরোধী আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে এবং কোনো কথার উপর তাদের অবিচল না থাকা অর্থাৎ বারবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। অতপর সে সম্পর্কে তাদেরকে জোরালোভাবে পাকড়াও করা হয়েছে।

৩. আখিরাতকে তারা বিশ্বাস করতো না ; তাই সেখানে হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাসও তাদের ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের প্রতি তাদের অবজ্ঞা-অবহেলার মূল কারণ হলো আখিরাতের প্রতি তাদের অবিশ্বাস । তাই এ সম্পর্কে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. তাদের তাওহীদের প্রতি বিদ্বেষের কারণ হলো শিরকের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিরোধের মূল কারণও এটিই। তাই শিরকের বিপক্ষে এবং তাওহীদের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

৫. তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বারবার মিথ্যা বলে আসছে। তাদের ধারণা ছিল— তিনি যদি সত্যিকার নবী হতেন, তাহলে তো এ মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য আমাদের উপর আযাব নাযিল হতো, যেহেতু কোনো আযাব নাযিল হয় না সুতরাং সে আসলেই মিথ্যাবাদী। তাদের এ ধারণাকে যুক্তি-প্রমাণ ও উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমেই দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অতপর নবী-রাসূলগণ সবাই যে মানুষ ছিলেন—তাঁদের উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিপদ-মসীবত এসেছে, তাঁদের বিরোধীরা তাদের উপর যুলম-নির্যাতন করেছে, রোগ-শোক তাঁদেরও হতো, তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সাহায্য করতেন। এ সবই বুঝার জন্য অতীতে যেসব নবী এসেছে তাদের জীবনের ঘটনাবলী থেকে কিছু নযীর পেশ করা হয়েছে।

আর সকল নবী যে একই দীনের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং শেষ নবীও সেই দীনের দিকেই মানুষকে ডাকছেন, তা-ই হলো একমাত্র আসল দীন। বাকী যেসব ধর্ম দুনিয়াতে চালু আছে সবই মানুষের নিজের বানানো এবং মানুষকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন তা মেনে চলার মধ্যেই সমগ্র দুনিয়ার মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যারা এ দীনকে মেনে চলবে, তারাই শেষ বিচারে মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে এবং এ দুনিয়ার উত্তরাধিকারী তারাই হবে। আর যারা এ দীনকে অমান্য করবে, এ দীনের প্রতি অবহেলা দেখাবে, শেষ বিচারে তারাই পাকড়াও হবে এবং অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হবে।

আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির পর থেকেই নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য দীন সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে আসছেন—এটি তাঁর বিরাট দয়া। অতএব যারা নবীর আসা-কে অকল্যাণকর মনে করে তারা যথার্থই মূর্খ ও দুর্ভাগা।

❐

রুকূ'-৭ **২১. সূরা আল আম্বিয়া-মাক্কী** আয়াত-১১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

① اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ

১. নিকটে এসে গেছে মানুষের জন্য তাদের হিসাব-নিকাশ[১] অথচ তারা গাফলতে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।[২]

② مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ

২. তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসেনা এছাড়া যে, তারা তা শোনে[৩]

① اِقْتَرَبَ-নিকটে এসে গেছে ; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; حِسَابُهُمْ-(حساب+هم)-তাদের হিসাব-নিকাশ ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; فِيْ غَفْلَةٍ-গাফলতে ; مُّعْرِضُوْنَ-মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ② مَا يَأْتِيْهِمْ-(ما+ياتى+هم)-তাদের নিকট আসে না ; مِّنْ ذِكْرٍ-এমন উপদেশ ; مُّحْدَثٍ-নতুন ; اِلَّا-এছাড়া যে, اسْتَمَعُوْهُ-তারা তা শোনে ;

১. অর্থাৎ মানুষের সকল কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়ার সময় তথা কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। শেষ নবীর আগমনও কিয়ামতের একটি আলামত। মানব ইতিহাসের সূচনাকাল শেষ হয়ে মধ্যবর্তী কালও শেষ হয়ে গেছে। এখন শেষ পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। মানুষ এখন পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আমি এমন সময় প্রেরিত হয়েছি যে, আমি ও কিয়ামত এ দুটো আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি অবস্থান করছি।" একথা বলে তিনি হাতের দুটো আঙ্গুলকে পাশাপাশি রেখে দেখালেন। প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর পর হিসেব দিতে হবে। এ জন্য মানুষের মৃত্যুকেই তার কিয়ামত বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি মরে যায় তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়ামত ঘনিয়ে আসার অর্থ সুস্পষ্ট। মানুষের মৃত্যু দূরে নয়। হায়াত কার কত দিন এটা জানা না থাকাতে প্রতিটি মুহূর্তেই মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। সুতরাং গাফলতের মধ্যে ডুবে না থেকে হিসেবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. অর্থাৎ তারা কোনো সতর্কতার বাণীকে আমলই দেয় না। কারণ পরকাল ও সেখানকার হিসাব-নিকাশকে বিশ্বাস করে না—পরিণামের কথা তারা ভাবে না। যে নবী তাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছেন, তারা তাঁর কথা কানেই দেয় না।

৩. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের কোনো নতুন সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) যখন তা তাদের পাঠ করে শোনাতে চান, তখন তারা কৌতুক ও উপহাসের সাথে শোনে। অথবা তারা তাদের অস্থায়ী এ জীবনের খেলায় মত্ত থাকে।

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ

এমতাবস্থায় যে, তারা খেলা-ধুলায় মত্ত আছে।[৪] ৩. তাদের মন থাকে অমনোযোগী ; আর যারা যুল্ম করে তারা গোপনে পরামর্শ করে,

هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۝

একি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্যকিছু ? তোমরা কি যাদুতে জড়িয়ে পড়ছো ? অথচ তোমরা (তা) দেখছো।[৫]

۝ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ

৪. তিনি (রাসূল) বললেন—আমার প্রতিপালক আসমান ও যমীনের সকল কথাই জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা

وَ-এমতাবস্থায় যে, هُمْ-তারা ; يَلْعَبُونَ-খেলা-ধুলায় মত্ত আছে।③ لَاهِيَةً-অমনোযোগী থাকে ; قُلُوبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের মন ; وَ-আর ; اَسَرُّوا-তারা গোপনে করে ; النَّجْوَى-(ال+نجوى)-পরামর্শ ; الَّذِينَ-যারা ; ظَلَمُوا-যুলম করে ; هَلْ-কি ; هَٰذَا-এ ; إِلَّا-ছাড়া, অন্য কিছু ; بَشَرٌ-মানুষ ; مِّثْلُكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো ; أَفَتَأْتُونَ-(ا+ف+تاتون)-তোমরা কি জড়িয়ে পড়েছো ; السِّحْرَ-(ال+سحر)-যাদুতে ; وَ-অথচ ; أَنتُمْ-তোমরা ; تُبْصِرُونَ-(তা) দেখছো।④ قَالَ-তিনি (রাসূল) বললেন ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; يَعْلَمُ-জানেন ; الْقَوْلَ-(ال+قول)-সব কথাই ; فِي السَّمَاءِ-(فى+ال+سماء)-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيعُ-(ال+سميع)-সর্বশ্রোতা ;

৪. খেলায় মত্ত থাকার দুটো অর্থ হতে পারে—

(১) তারা বাস্তবেই কোনো খেলায় মত্ত থাকে।

(২) 'খেলা' অর্থ জীবনের খেলা। মানুষের জীবনটাই একটা খেল-তামাশা। তাই দুনিয়াবী যেসব কাজকর্ম মানুষ করে সবই খেল-তামাশা বলে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত আছে। সূরা আনকাবূতের ৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে—"এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।"

৫. অর্থাৎ 'পরস্পর কানাকানি' কাফিররা একে অপরকে বলছে যে, "এ লোকটিতো আমাদের মতই মানুষ, ফেরেশতা-তো নয়। সেতো আমাদের মতই খায়, পান করে, হাটে-বাজারে যায়, তারও পরিবার-পরিজন আছে, তাহলে সে যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে, তা কি করে সত্য হতে পারে ? আসলে সে যা বলছে তা সত্যি নয়। তবে লোকটার

ٱلْعَلِيمُ ۝ بَلْ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

সর্বজ্ঞ।[৬] ৫. বরং তারা বলে—এসব অলীক কল্পনা—বরং সে এটা রচনা করে নিয়েছে—বরং সে একজন কবি।[৭]

فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۝ مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ

সুতরাং সে আমাদের কাছে নিয়ে আসেনা কেন এমন কোন নিদর্শন যেমন (নিদর্শনসহ) পাঠানো হয়েছিল পূর্ববর্তীগণকে। ৬. ঈমান আনেনি তাদের আগের সেসব জনপদবাসী,

ٱلْعَلِيمُ-(ال+عليم)-সর্বজ্ঞ। ⑤بَلْ-বরং ; قَالُوٓا-তারা বলে ; أَضْغَاثُ-অলীক, মিথ্যা ; أَحْلَامٍ-কল্পনা, স্বপ্ন ; بَلْ-বরং ; افْتَرَىٰهُ-(افترى+ه)-সে এটি রচনা করে নিয়েছে ; بَلْ-বরং ; هُوَ-সে ; شَاعِرٌ-একজন কবি ; فَلْيَأْتِنَا-(ف+ليات+نا)-সুতরাং সে আমাদের কাছে নিয়ে আসেনা কেন ; بِـَٔايَةٍ-(با+اية)-এমন কোনো নিদর্শন ; كَمَآ-যেমন ; أُرْسِلَ-পাঠানো হয়েছিল, (নিদর্শনসহ); ٱلْأَوَّلُونَ-(ال+اولون)-পূর্ববর্তীগণকে। ⑥مَآ ءَامَنَتْ-ঈমান আনেনি ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগের ; مِّن قَرْيَةٍ-সেসব জনপদবাসী ;

কথায় যাদু আছে, তাই যে কেউ তার কথা শোনে, সে-ই তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সবাই তার যাদুর জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। অতএব দেখেশুনে এ যাদুর জালে জড়ানো যাবে না।

৬. অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনে যেসব কথা হয় তা সবই আমার প্রতিপালক জানেন' এখানে রাসূলুল্লাহ (স) কাফির সরদারদেরকে লক্ষ করে একথা বলেননি যে, তোমরা যে কথাগুলো বানিয়ে বলছো সেগুলো কানে কানে বলো আর জোরে বলো আমার প্রতিপালক সবই জানেন। এ জাতীয় কথা বলে তিনি তাদের সাথে ঝগড়া বাধাননি।

৭. কাফির সরদাররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার গতিকে যখন কোনোভাবেই রোধ করতে পারলো না, তখন তারা পরামর্শ করলো যে, মক্কায় যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যখন বাইরে থেকে লোকজন আসবে, তখন তাদের সামনে মুহাম্মাদ-এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা চালাতে হবে যাতে কোনো লোক তার কাছে না ঘেঁষে। এ পর্যায়ে তারা যা বলতো তা হলো—এসব তার অলীক কল্পনা। সে একজন যাদুকর। সে একজন কবি। সুতরাং কেউ যেন তার কোনো কথা না শোনে, তার কাছে কেউ যেন না যায়, কারণ তার কথায় যাদু আছে, তার কাছে গেলেই যাদুর কবলে পড়ে যাবে। এ জাতীয় বিরূপ প্রচার তারা সদা-সর্বদা করতে থাকলো। বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে অনেক লোককে এ কাজে নিয়োজিত করতো। তারা মক্কায় আসার বিভিন্ন পথে মানুষদেরকে নবী-(স)-এর বিরুদ্ধে সতর্ক করতে থাকলো। যার ফলে মানুষের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং মানুষের তাঁর সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে গেলো। এভাবে ইসলাম আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো।

أَهْلَكْنٰهَا ۚ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا

তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; তবে কি তারা ঈমান আনবে ?[৮] ৭. আর আমিতো আপনার আগে মানুষ ছাড়া (কাউকে) রাসূল হিসেবে পাঠাইনি—

نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম।[৯] অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যদি তোমরা না জেনে থাক।[১০]

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خٰلِدِينَ ۞

৮. আর আমি তাদেরকে এমন শরীরবিশিষ্ট বানাইনি যে, তারা খাবার খেতো না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

أَهْلَكْنٰهَا-(اهلكنا+ها)-তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ-(أ+ف+هم+يومنون)-তবে কি তারা ঈমান আনবে? ⑦-وَ-আর ; مَآ أَرْسَلْنَا-আমিতো রাসূল হিসেবে পাঠাইনি (কাউকে) ; قَبْلَكَ-(قبل+ك)-আপনার আগে ; إِلَّا-ছাড়া ; رِجَالًا-মানুষ ; نُّوحِىٓ-আমি ওহী পাঠাতাম ; إِلَيْهِمْ-(الى+هم)-যাদের প্রতি ; فَسْـَٔلُوٓا۟-(ف+اسئلوا)-অতএব তোমরা জিজ্ঞেস করে দেখো ; أَهْلَ ٱلذِّكْرِ-(اهل+الى+ذكر)-জ্ঞানীদেরকে ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ-তোমরা না জেনে থাক। ⑧-وَ-আর ; مَا جَعَلْنٰهُمْ-(ما جعلنا+هم)-আমি তাদেরকে বানাইনি ; جَسَدًا-এমন শরীর বিশিষ্ট ; لَّا يَأْكُلُونَ-যে, তারা খেতো না ; ٱلطَّعَامَ-(ال+طعام)-খাবার ; وَ-আর ; مَا كَانُوا۟-তারা ছিল না ; خٰلِدِينَ-চিরস্থায়ী।

৮. অর্থাৎ তোমরা তো নিদর্শন চাচ্ছো। তোমাদের আগে যারা সমসাময়িক নবীদের নিকট তোমাদের মতো নিদর্শন চেয়েছিল, তারা নিদর্শন দেখার পরও যখন ঈমান আনতে টাল-বাহানার আশ্রয় নিয়েছে তখন তাদের এ অপকর্মের দরুন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তোমরাও তাদের মতো নিদর্শন চাচ্ছো, কিন্তু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখার পর ঈমান না আনলে পরিণতি তাদের মতই হবে। এখনতো ঈমান আনতে অস্বীকৃতিকে তেমন কঠোরতার সাথে পাকড়াও করা হচ্ছে না।

৯. অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-কে নবী মানতে রাজী হচ্ছে না এ অজুহাতে যে, সে একজন মানুষ। কিন্তু তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, আগেকার সকল নবীই তো মানুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউতো ফেরেশতা ছিলেন না। আর মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী মানুষের মধ্য থেকে হবেন—এটাই তো যুক্তিযুক্ত। (নবীর মানবত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা ইয়াসীনের ১১ টীকায় দ্রষ্টব্য)।

৯ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৯. অতপর আমি সত্যে পরিণত করলাম তাদের প্রতি (আমার) ওয়াদা, অতএব আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা করেছি এবং ধ্বংস করে দিয়েছি সীমা লংঘনকারীদেরকে।[11]

১০ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

১০. নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ ; তবে কি তোমরা বুঝবে না।[12]

৯ ثُمَّ-অতপর ; صَدَقْنٰهُمُ-(صدقنا+هم)-আমি সত্যে পরিণত করলাম তাদের প্রতি ; الْوَعْدَ-(ال+وعد)-(আমার) ওয়াদা ; فَأَنْجَيْنٰهُمْ-(ف+انجينا+هم)-অতএব আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে ; وَ-এবং ; مَنْ-যাদেরকে ; نَشَاءُ-আমি ইচ্ছা করেছি ; وَ-এবং ; أَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; الْمُسْرِفِيْنَ-(ال+مسرفين)-সীমা লংঘনকারীদেরকে। ১০ لَقَدْ أَنْزَلْنَا-(ل+قد+انزلنا)-নিসন্দেহে আমি নাযিল করেছি ; إِلَيْكُمْ-(الى+كم)-আপনার প্রতি ; كِتٰبًا-একটি কিতাব ; فِيْهِ-তাতে রয়েছে ; ذِكْرُكُمْ-(ذكر+كم)-তোমাদের জন্য উপদেশ ; أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তবে কি তোমরা বুঝবে না।

১০. অর্থাৎ যাদের আসমানী কিতাবের জ্ঞান আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো। ইহুদীরাতো ইসলামের সাথে দুশমনী করছে। তোমরা তাদের আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো যে, মূসা (আ) মানুষ ছিলেন না অন্য কিছু। একইভাবে খৃস্টান আলেমদেরকেও জিজ্ঞেস করো যে, ঈসা (আ) মানুষ ছিলেন না ফেরেশতা।

১১. অর্থাৎ আগেকার নবী-রাসূলগণ শুধু মানুষ ছিলেন এতটুকুই আহলে কিতাবের জ্ঞানীদের কাছে জানা যাবে, তা নয়, বরং তাদের কাছে এটাও জানা যাবে যে, সেসব নবীগণের বিরোধীদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং যারা সেসব নবীগণের উপর ঈমান এনেছে, তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন, সে কিতাবে তো তোমাদের কথাই বলা হয়েছে। তোমাদের আচার-আচরণ, তোমাদের ব্যবহারিক জীবনের সংশোধন এবং তোমাদের পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কেই তো আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এ কিতাবকে তোমাদের সম্মান করা উচিত। কুরআন তোমাদের জন্য একটি চিরস্থায়ী খ্যাতির উপকরণ। পরবর্তীতে বিশ্ববাসী দেখেছে যে, এ কুরআনের বরকতেই আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপরে প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। সমগ্র দুনিয়ায় তাদের সম্মান-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ সহজ বিষয়টা বুঝতে না পারাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের হায়াত নির্ধারিত সময়েই শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে আলমে 'বারযাখ'-এর জীবন। কিয়ামত পর্যন্ত এ জীবনের মেয়াদ। অতপর হাশর। এখানেই দিতে হবে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের হিসাব। আমাদেরকে এ হিসাব দেয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

২. কিয়ামত তথা হিসাব দেয়ার সময় যেহেতু সুনির্দিষ্ট, সুতরাং আমরা সবাই সেদিকেই প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে মানুষ যেন অচেতন অবস্থায় আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ মুহূর্ত থেকে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। তাই আসুন আমরা অচেতনতাকে ঝেড়ে ফেলে সচেতন হই এবং জীবনের হিসাব-নিকাশ করি।

৩. দুনিয়াতে যে কাজের উদ্দেশ্য আখিরাত না হয় তা খেল-তামাশায় পরিণত হয়। সুতরাং আমাদের সকল কাজ যেন আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখেই করতে পারি, আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা সেজন্য যেন হয়, সেদিকে আমরা লক্ষ রাখি।

৪. আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ। তাই আমাদের সকল কথা ও কাজ তাঁর শোনা ও জানার বাইরে নেই। অতএব আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কথা আমরা না বলি—এমন কাজও যেন আমরা না করি।

৫. আল কুরআন নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী। এটি কোনো যাদুর গ্রন্থ বা কবিতার গ্রন্থ নয়। তাই এর বিধান অনুসারে আমাদের জীবন গড়তে হবে। এর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত।

৬. আল কুরআন-এর বিধানকে উপেক্ষা করা বা সে সম্পর্কে উদাসীন থাকা দুনিয়া ও আখিরাতে অশান্তির মূল কারণ। সুতরাং দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন ছাড়া বিকল্প নেই।

৭. দুনিয়াতে যতো নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আর সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করে নবী-রাসূল হিসেবে তাঁদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

৮. যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়নি তাদের কর্তব্য হচ্ছে—যাদেরকে আল্লাহ উক্ত জ্ঞান দান করেছেন, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে আমল করা।

৯. নবী-রাসূলগণ খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজনহীন কোনো অশরীরীরূহ বিশিষ্ট প্রাণী ছিলেন না। তাঁরাও আমাদের মতো পানাহার করতেন, রোগ-শোক ও দুঃখ-বেদনার অনুভূতিও তাদের ছিল। তাঁদেরও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজন সবই ছিল। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, তাঁরা ওহীর দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবন গঠন ও পরিচালনা করতেন। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন। আর তাই তাঁদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা আগেকার নবীদের সাথে তাদের বিরোধীদের শাস্তির ব্যাপারে যেসব ওয়াদা করেছেন, তা সবই পূরণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের যে শাস্তি দেয়া প্রয়োজন ছিল তা তিনি দিয়েছেন। আর ঈমানদারদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

১১. আল কুরআন হলো উপদেশ-নসীহত বিশিষ্ট কিতাব। উপদেশ-নসীহত ছাড়া আর যতো আলোচনা রয়েছে তা হলো প্রাসঙ্গিক। সুতরাং আল কুরআনকে মানার অর্থ তার উপদেশ-নসীহতগুলো মেনে কাজে পরিণত করা। অন্যথায় মুখে মুখে মানার কথা বলে বেড়ানো দ্বারা কোনো কল্যাণ লাভ করা যাবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৯

⑪ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ○

১১. আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কত জনপদ, জনপদগুলো থেকে যারা (অধিবাসীরা) ছিল যালিম এবং তাদের পরে আমি নতুনভাবে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করেছি।

⑫ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑬ لَا تَرْكُضُوا

১২. অতপর যখন তারা আমার আযাব বুঝতে পারলো,[১৩] তখনই তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল । ১৩. তোমরা পালিয়ে যেওনা

وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ○

এবং ফিরে এসো তাতে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং তোমাদের বাড়ী-ঘরে হয়ত তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে।[১৪]

⑪ وَ-আর ; كَمْ-কত (জনপদ) ; قَصَمْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; مِنْ قَرْيَةٍ-(من+قرية)-জনপদগুলো থেকে ; كَانَتْ-ছিল ; ظَالِمَةً-যারা (অধিবাসীরা) যালিম ; وَّ-এবং ; أَنْشَأْنَا-আমি নতুনভাবে সৃষ্টি করেছি ; بَعْدَهَا-(بعد+ها)-তাদের পরে ; قَوْمًا - এক জাতি; آخَرِينَ-অন্য। ⑫ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; أَحَسُّوا-তারা বুঝতে পারলো; بَأْسَنَا-(باس+نا)-আমার আযাব ; إِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; مِنْهَا-(من+ها)-সেখান থেকে ; يَرْكُضُونَ-পালাতে লাগলো। ⑬ لَا تَرْكُضُوا-তোমরা পালিয়ে যেও না ; وَ-এবং ; ارْجِعُوا-তোমরা ফিরে এসো ; إِلَىٰ-দিকে ; مَا-যে ; أُتْرِفْتُمْ-ভোগ বিলাসের উপকরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে ; فِيهِ-তাতে ; وَ-এবং ; مَسَاكِنِكُمْ-তোমাদের বাড়ীঘরে ; لَعَلَّكُمْ-হয়তো তোমাদেরকে ; تُسْأَلُونَ-জিজ্ঞেস করা হতে পারে।

১৩. অর্থাৎ তারা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের সীমালংঘনের শাস্তি এসে গেছে। মুফাসসিরদের কেউ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দ্বারা ইয়ামনের 'হাযূরা' ও 'কালাবা' নামক জনপদের কথা বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কাছে আল্লাহ তায়'আলা একজন রাসূল পাঠিয়েছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর নাম ছিল মূসা ইবনে মিশা ; অপর বর্ণনা অনুসারে তাঁর নাম শোআয়ব বলে উল্লিখিত হয়েছে। তবে ইনি মাদায়েন-বাসী—শোআয়ব (আ) নন।

⑭ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑮ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى

১৪. তারা বললো—'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! অবশ্যই আমরা যালিম ছিলাম।
১৫. অতপর তাদের সেই আহাজারী বন্ধ হয়নি যতক্ষণ না

جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ⑯ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

আমি তাদেরকে করে দিলাম কাটা ফসল—নেভানো আগুনের মতো। ১৬. আর আমি তৈরি করিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু আছে

بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ⑰ لَوْ أَرَدْنَآ أَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ

এতদুভয়ের মাঝে খেলার ছলে।[১৫] ১৭. আমি যদি চাইতাম যে, আমি খেলার সামগ্রী নেবো তাহলে অবশ্য আমি তা নিতাম

⑭ قَالُوْا-তারা বললো ; يٰوَيْلَنَا-(يا+ويل+نا)-হায় আমাদের দুর্ভোগ ; إِنَّا-অবশ্যই ; كُنَّا-আমরা ছিলাম ; ظٰلِمِيْنَ-যালিম। ⑮ فَمَا زَالَتْ-(ف+مازالت)-অতপর বন্ধ হয়নি; تِلْكَ-সেই ; دَعْوٰىهُمْ-(دعوى+هم)-তাদের আহাজারী ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; جَعَلْنٰهُمْ - (جعلنا+هم)-আমি তাদেরকে করে দিলাম ; حَصِيْدًا-কাটা ফসল ; خٰمِدِيْنَ-নেভানো আগুনের মতো। ⑯ وَ-আর ; مَا خَلَقْنَا-আমি তৈরি করিনি ; السَّمَآءَ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-যাকিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-এতদুভয়ের মাঝে ; لٰعِبِيْنَ-খেলার ছলে। ⑰ لَوْ-যদি ; أَرَدْنَآ-আমি চাইতাম ; أَنْ-যে, نَّتَّخِذَ-আমি নেবো ; لَهْوًا-খেলার সামগ্রী ; لَّاتَّخَذْنٰهُ-তাহলে অবশ্যই আমি তা নিতাম ;

১৪. অর্থাৎ তোমরা এখন পালাচ্ছো কেন ; জীবনকে আরও উপভোগ করে নাও ; আর আমার আযাবটাও ভালোভাবে দেখ, যাতে করে কেউ জিজ্ঞেস করলে যথাযথভাবে বলতে পার। নিজেদের বাড়ী-ঘর, সমাজ-সংস্কৃতি চাকর-চাকরানী, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যেভাবে দিন গুজরান করছিলে, তা ছেড়ে চলে যাবে কেন ?

১৫. অর্থাৎ তোমরা মনে করছো যে, 'এ আসমান-যমীন, এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে—প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, এসব কিছু এমনি এমনি কোনো সুচিন্তিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকেও সৃষ্টি করা হয়েছে খেলার সামগ্রী হিসেবে। দুনিয়াতে যে কোনোভাবে হেসে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিলে মৃত্যুর সাথে সাথে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। কখনো কোথাও কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, এর জন্য কোনো শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়া যাবে না। সুতরাং দুনিয়াতে জীবন যে কয়দিন আছে তা উপভোগ করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।' তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। এসবই সৃষ্টির পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সৃষ্টির পেছনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রয়েছে।

مِنْ لَّدُنَّآ ۖ إِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ⑰ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

আমার নিকট থেকেই, কিন্তু আমি তা করার নই।[১৬]

১৮. বরং আমি সত্যকে ছুড়ে দেই মিথ্যার উপর

فَيَدْمَغُهٗ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○

ফলে তা (সত্য) মগয বের করে দেয় তার (মিথ্যার), আর তখনই তা (মিথ্যা) নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; আর তোমাদের জন্য দুর্ভোগ যা তোমরা বলছো সেজন্য।[১৭]

⑲ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

১৯. আর আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা তাঁরই ;[১৮] আর যারা (ফেরেশতারা) তাঁর নিকটে আছে,[১৯] তারা অহংকার করে

مِنْ-থেকেই; لَّدُنَّآ-আমার নিকট; اِنْ كُنَّا-কিন্তু আমি নই; فٰعِلِيْنَ-তা করার। ⑱ بَلْ-বরং ; نَقْذِفُ-আমি ছুড়ে দেই ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যকে ; عَلَى-উপর الْبَاطِلِ-(ال+باطل)-মিথ্যার ; فَيَدْمَغُهٗ-(ف+يدمغ+ه)-ফলে তা (সত্য) মগজ বের করে দেয় তার (মিথ্যার) ; فَاِذَا-(ف+اذا)-আর তখনই ; هُوَ-তা ; زَاهِقٌ-নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; وَ-আর ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْوَيْلُ-(ال+ويل)-দুর্ভোগ ; مِمَّا-(من+ما)-সেজন্য যা ; تَصِفُوْنَ-তোমরা বলছো। ⑲ وَ-আর ; لَهٗ-তাঁরই ; مَنْ-যারা আছে তারা ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; مَنْ-যারা আছে ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-তাঁর নিকটে ; لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ-অহংকার করে ফিরে থাকে না ;

তেমনি এসব জনপদ ধ্বংসের পেছনেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। সুতরাং এসব খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয়নি।

১৬. অর্থাৎ আমি যদি খেলার ইচ্ছা করতাম তাহলে আসমান-যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যকার বিচিত্র সব সৃষ্টি, মানুষ ও জিন সৃষ্টি এবং সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ জন্য আমার নিকটস্থ বস্তুই যথেষ্ট ছিল।

অনর্থক রং-তামাশা তো একজন বিবেকবান মানুষও করে না, আর মহান আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এ ধরনের কাজের কল্পনাও করা যায় না।

১৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিসমূহ খেলার উপকরণ নয়। এতে রয়েছে স্রষ্টার এক বিরাট পরিকল্পনা ও সুচিন্তিত এক লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এখানে মিথ্যার টিকে থাকা সম্ভব নয়। মিথ্যা যখনই মাথাচাড়া দেয় তখনই সত্যের সাথে তার সংঘাত বাধে, আর এ সংঘাতে সত্য অবশ্যই জয়ী হয়। এভাবে এ সংঘাত চলতেই থাকে, এর মধ্য দিয়েই সত্য-

عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

তাঁর ইবাদত থেকে ফিরে থাকে না এবং ক্লান্তও হয়না ।[২০] ২০ তারা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে রাতে ও দিনে

لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ○

অলসতা করে না তারা । ২১. তারা কি বহু ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে যমীন থেকে ? তারা কি জীবন দিতে পারে ?[২১]

عَنْ-থেকে ; عِبَادَتِهٖ-(عبادة+ه)-তাঁর ইবাদাত ; وَ-এবং ; لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ-ক্লান্তও হয় না । (২০)يُسَبِّحُوْنَ-তারা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; الَّيْلَ-রাতে ; وَ-ও ; النَّهَارَ-দিনে ; لَا يَفْتُرُوْنَ-তারা অলসতা করে না । (২১)اَمِ اتَّخَذُوْٓا-(ام+اتخذوا)-তারা কি বানিয়ে নিয়েছে ; اٰلِهَةً-বহু ইলাহ ; مِّنَ-থেকে ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীন ; هُمْ-তারা কি ; يُنْشِرُوْنَ-জীবন দিতে পারে ।

মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে । সত্যের অনুসারীদের পরীক্ষা হয়ে যায় । যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারিত হয় । আর মিথ্যার অনুসারীদের প্রতিফল কি হবে তা-ও নির্ধারিত হয়ে যায় । তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসে পড়ে তখন তাদের বক্তব্য এটাই হয় যে, 'আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই যালিম ছিলাম ।' কিন্তু তাদের এ অনুভূতি সময়মত না আসার কারণে এটা কোনো ফল বয়ে আনে না ।

১৮. রাসূলুল্লাহ (স) ও কাফিরদের মধ্যে যে বিরোধ, তার মূল বিষয় ছিল তাওহীদ বনাম শিরক । তাওহীদ হলো সত্য আর শিরক হলো মিথ্যা । বাস্তবতা হলো সত্য, আর শিরক হলো অবাস্তব । সুতরাং বাস্তবতাই অবশেষে জয়ী হয়, আর যা অবাস্তব তা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য ।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহর নিকটে আছে, তারা হলো, ফেরেশতা । ফেরেশতারা সদা-সর্বদা আল্লাহর ইবাদাতে রত রয়েছে । তাদের ইবাদাতে বিরাম-বিরতি নেই । মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্য না-ও করে, তাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না । মানুষ নিজের অবস্থার উপর অন্যকে বিচার করে । তাদের স্থায়ী ইবাদাতের পথে তাদের বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়—(১) অহংকার—অন্যের ইবাদাত বা দাসত্ব করাকে তারা নিজের মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে, তাই তারা ইবাদাতের কাছেই যেতে অনিচ্ছুক থাকে । (২) ক্লান্তি—ইবাদাতের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে ইবাদাত করতে পারে না ।

২০. এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার কথা হলো—আমার নিকটে যারা আছে তারা কখনো তোমাদের মতো অহংকার বশত আমার ইবাদাত থেকে ফিরে থাকে না । আবার তারা তোমাদের মতো ক্লান্ত হয় না, তাই তারা বিরাম-বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদাতে মশগুল থাকে ।

﴿٢٢﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ

২২. তাতে (আসমান-যমীনে) যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকতো, তাহলে তা (আসমান-যমীন) ধ্বংস হয়ে যেতো,[২২] অতএব আল্লাহ পবিত্র-মহান

﴿٢٢﴾ لَوْ-যদি ; كَانَ-থাকতো ; فِيهِمَا-(فى+هما)-তাতে (আসমান-যমীনে) ; آلِهَةٌ-অন্য কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَفَسَدَتَا-তাহলে তা (আসমান-যমীন) ধ্বংস হয়ে যেতো ; فَسُبْحَانَ-(ف+سبحن)-অতএব পবিত্র-মহান ; اللَّهِ-আল্লাহ ;

২১. অর্থাৎ তারা যেসব প্রাণহীন বস্তুকে ইলাহ হিসেবে পূজা করে তাদের মধ্যে কি এ ক্ষমতা আছে যে, তারা কোনো প্রাণহীন বস্তুতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে, অথচ 'ইলাহ' হওয়ার জন্য এ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। আবার তারা এমনই নির্বোধ যে, ইলাহ হিসেবে তারা যমীনের সৃষ্ট জীবকে ইলাহ বানিয়ে নিচ্ছে, আকাশ রাজ্যে আল্লাহর সৃষ্টজীবের চেয়ে যমীনের সৃষ্টজীব সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট। মুশরিকরা নিজেরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টির এ ক্ষমতা নেই—তাহলে তারা কোন যুক্তিতে ইলাহ বা মা'বূদ হিসেবে মানে এবং পূজা করে ?

২২. এটা তাওহীদের প্রমাণ। অর্থাৎ আসমান-যমীনে একাধিক 'ইলাহ' যদি থাকতো তাহলে সকলেই সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হতো। এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকেই চাইতো যে, তার নির্দেশ কার্যকরী হোক। স্বাভাবিকভাবে তাদের সকলের পছন্দ-অপছন্দ একই হবে তা অসম্ভব। তাই একজনের আদেশ অন্যজনের আদেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল থাকাও সম্ভব নয়। যেমন একজন চাইতো যে, দিন হোক ; অপরদিকে অন্যজন চাইতো, রাত হোক। একের অধিক বলতে দুজন হলেও সকল ব্যাপারে সে দু-জনের মধ্যে ঐকমত্য হওয়া কোনো মতেই সম্ভব হতো না। তখন তাদের আদেশের মধ্যে পার্থক্য হেতু আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনায় দেখা দিত বিপর্যয়। আর সে বিপর্যয়ের কারণেই এ বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতো অনেক আগেই। আমরা আমাদের ছোট একটি পরিবারের দিকেও যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, এখানেও দুজন কর্তা থাকেন না ; কারণ যে পরিবারে দুজন কর্তা তা কোন মতেই সুষ্ঠুভাবে দু-চার দিনও চলতে পারে না। সুতরাং বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা যমীনের অভ্যন্তর ভাগ থেকে নিয়ে সুদূর গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই যে, এক বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনে চলছে এর অসংখ্য-অগণিত জিনিসগুলোর মধ্যে যে সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, সমতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা না থাকতো তাহলে এ বিশ্ব এক মুহূর্তের জন্য টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আর এ ঐক্য ও সমন্বয় একাধিক সার্বভৌম সত্তার দ্বারা কখনো সম্ভব ছিল না। তাই-নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা এবং যুক্তি-প্রমাণ ও জ্ঞান-গবেষণার সাক্ষ্য এই যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক-ব্যবস্থাপক একজনই। যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, একাধিক 'ইলাহ' পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব পরিচালনা করলে তাতে অসুবিধা কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, তারা তাহলে পরামর্শ ছাড়া বিশ্বকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তারা পরামর্শের অধীন হয়ে যায়। আর তাই তাদের কেউ-ই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বিধায় সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারীও কেউ নয়। অতএব

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ۞

আরশের প্রতিপালক—তা থেকে যা তারা বলে থাকে।[২৩] ২৩. তাঁকে জিজ্ঞেস করা যাবে না সে সম্পর্কে যা তিনি করেন, বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে।

۞ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ

২৪. তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে ? আপনি বলুন— 'তোমরা প্রমাণ নিয়ে এসো' ;

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ

এটাই আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং (এটাই) উপদেশ ছিল তাদের জন্য যারা আমার আগে ছিল[২৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানেনা

رَبِّ-প্রতিপালক ; الْعَرْشِ-(ال+عرش)-আরশের ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যা ; يَصِفُوْنَ-তারা বলে থাকে। ۞ لَا يُسْئَلُ-তাঁকে জিজ্ঞেস করা যাবে না ; عَمَّا-(عن+ما)-সে সম্পর্কে যা ; يَفْعَلُ-তিনি করেন ; وَ-বরং ; هُمْ-তারাই ; يُسْئَلُوْنَ-জিজ্ঞাসিত হবে। ۞ اَمِ اتَّخَذُوْا-(ام+اتخذوا)-তারা কি গ্রহণ করেছে ; مِنْ دُوْنِهٖٓ-(من+دون+ه)-তাঁকে ছাড়া ; اٰلِهَةً-বহু ইলাহ ; قُلْ-আপনি বলুন ; هَاتُوْا-তোমরা নিয়ে এসো ; بُرْهَانَكُمْ-(برهان+كم)-তোমাদের প্রমাণ ; هٰذَا-এটাই ; ذِكْرُ-উপদেশ ; مَنْ-যারা আছে তাদের জন্য ; مَّعِيَ-(مع+ى)-আমার সঙ্গে ; وَ-এবং ; ذِكْرُ-উপদেশ ছিল ; مَنْ-তাদের জন্য যারা ; قَبْلِيْ-(قبل+ى)-আমার আগে ছিল ; بَلْ-কিন্তু ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-জানে না ;

যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তাদের 'ইলাহ' হওয়ারই যোগ্যতা নেই। কারণ তারা একে অন্যের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম।

২৩. 'রাব্বুল আরশ' দ্বারা এখানে বিশ্ব-জাহানের শাসক ও মালিক আল্লাহ-কে বুঝানো হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ এ কুরআন এবং পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জীল—এগুলোর কোনো কিতাবেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ আছে এ রকম শিক্ষা নেই। তাওরাত ও ইঞ্জীলে অনেক পরিবর্তন হওয়ার পরও কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কোনো ইলাহ-কে শরীক করে তার ইবাদাত করো। আর এর আর একটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ কুরআন আমার সাথীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও উপদেশ। আমার সাথীদের জন্য দাওয়াত, বিধি-বিধান ও ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ আর পূর্ববর্তীদের জন্য উপদেশ হলো—তাদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও ঘটনাবলী—এর মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে।

الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

প্রকৃত সত্য, ফলে তারা (সত্যকে) অমান্যকারী হয়ে থাকে।[২৫] ২৫. আর আমি আপনার আগে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি

إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا

যার প্রতি এ ওহী করিনি যে, নিশ্চয়ই আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমারই ইবাদাত করো। ২৬. আর তারা বলে—

اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন[২৬], তিনি পবিত্র-মহান ; বরং তারা (তাঁর) সম্মানিত বান্দাহ।

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

২৭. তারা কথায় তাঁর আগে বাড়তে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে থাকে। ২৮. তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে

الْحَقَّ-(ال+حق)-প্রকৃত সত্য ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; مُعْرِضُونَ-(সত্যকে) অমান্যকারী হয়ে থাকে। ﴿٢٥﴾ وَ-আর ; مَا أَرْسَلْنَا-আমি পাঠাইনি ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; مِنْ رَسُولٍ-এমন কোনো রাসূল ; إِلَّا نُوحِي-(الا+نوحى)-এ ওহী করিনি ; إِلَيْهِ-যার প্রতি ; أَنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; أَنَا-আমি ; فَاعْبُدُونِ-(ف+اعبدوا+نى)-অতএব আমার-ই ইবাদাত করো। ﴿٢٦﴾ وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করেছেন ; الرَّحْمَٰنُ-দয়াময় (আল্লাহ) ; وَلَدًا-সন্তান ; سُبْحَانَهُ-(سبحان+ه)-তিনি পবিত্র-মহান ; بَلْ-বরং ; عِبَادٌ-তারা বান্দাহ ; مُكْرَمُونَ-সম্মানিত। ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ-(لا يسبقون+ه)-তাঁর আগে বাড়তে পারে না ; بِالْقَوْلِ-(ب+ال+قول)-কথায় ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; بِأَمْرِهِ-(ب+امر+ه)-তাঁর আদেশেই ; يَعْمَلُونَ-কাজ করে থাকে। ﴿٢٨﴾ يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা আছে ; بَيْنَ أَيْدِيهِمْ-(بين+ايدى+هم)-তাদের সামনে ;

২৫. অর্থাৎ তারা অজ্ঞতা-মূর্খতার কারণেই নবীর কথা অমান্য করে। প্রকৃত সত্য তারা জানে না, তাই তারা নবীর কথার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজনই মনে করে না।

২৬. মক্কার কাফিররা বা মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ

ও যা আছে তাদের পেছনে এবং তারা সুপারিশ করতে পারে না, তবে যাদের প্রতি তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে

مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ

ভীত-সন্ত্রস্ত।[২৭] ২৯. আর তাদের মধ্যে যে বলবে—'আমিই ইলাহ, তিনি ছাড়া' তবে

نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

তাকে প্রতিদান দেবো জাহান্নাম ; এভাবেই আমি যালিমদেরকে সাজা দিয়ে থাকি।

وَ-ও ; مَا-যা আছে ; خَلْفَهُمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে ; وَ-এবং ; لَا يَشْفَعُونَ-তারা সুপারিশ করতে পারে না ; إِلَّا-তবে ; لِمَنِ-(ل+من)-যাদের প্রতি ; ارْتَضَىٰ-তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; مِّنْ خَشْيَتِهِ-(من+خشية+ه)-তাঁর (আল্লাহর) ভয়ে ; مُشْفِقُونَ-ভীত-সন্ত্রস্ত। ﴿٢٩﴾ وَ-আর ; مَن-যে ; يَقُلْ-বলবে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; إِنِّي-আমিই ; إِلَٰهٌ-ইলাহ ; مِّن دُونِهِ-(من+دون+ه)-তিনি ছাড়া ; فَذَٰلِكَ-(ف+ذلك)-তবে এভাবেই ; نَجْزِيهِ-(نجزى+ه)-তার প্রতিদান দেবো ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِي-সাজা দিয়ে থাকি ; الظَّالِمِينَ-যালিমদেরকে।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যে ফেরেশতাদেরকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছো আর ভাবছো যে, তারা সুপারিশ করে তোমাদেরকে পার করে দেবে। তোমাদের এ বিশ্বাস সঠিক নয় ; কারণ তাদের অদৃশ্য জগতের কোনো জ্ঞান নেই। তাদের সামনে-পেছনের সবকথা শুধুমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। আর মানুষেরও সামনে পেছনের এবং অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সবকিছু যেহেতু ফেরেশতাদের জানা নেই, সুতরাং তারা কি করে শাফায়াত তথা সুপারিশের অধিকার পেতে পারে। কোনো ফেরেশতা, নবী, অলী স্বাধীনভাবে কারও জন্য কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যদি কারও উপর সন্তুষ্ট হন এবং যার জন্য সুপারিশ তার উপরও সন্তুষ্ট হন, তাহলে কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি দিতে পারেন। তবে তা কবুল করা না করা পুরোপুরিভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অতএব এ রকম ক্ষমতাহীন সুপারিশকারীর সামনে মাথানত করার এবং তার কাছে হাত পাতার কি কোনো উপযোগিতা আছে বলেতো মনে হয় না।

২য় রুকূ' (১১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শেষ নবীর আগমনের আগে আল্লাহ তা'আলা অনেক জাতি-গোষ্ঠীকে তাদের সীমালংঘনের জন্য তাঁর গযব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার কিছু কিছু জাতি-গোষ্ঠীর নাম ও ঘটনা সম্পর্কে আমরা কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে জানতে পারি। বাকীদের সম্পর্কে আমাদের জানার কোনো সুযোগ নেই। তবে আল্লাহর বাণীর উপর ঈমান রাখা মু'মিনের কর্তব্য।

২. আসমানী আযাব নাযিল হওয়ার আগেই তাওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং আযাব থেকে রেহাই দেন। কিন্তু আযাব এসে পড়লে তা থেকে পালানোর কোনো পথ থাকে না। আর তাই আমাদেরকে সদা-সর্বদা তাওবা ইসতিগফার জারী রাখতে হবে।

৩. তাওবা শব্দের অর্থ ফিরে আসা। অর্থাৎ গুনাহ থেকে অনুশোচনা সহকারে ফিরে আসা। আর ইসতিগফার অর্থ অতীতে কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। সুতরাং সজাগ-সচেতনভাবে গুনাহ থেকে ফিরে এসে অতীতের গুনাহের ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়াই তাওবা। না বুঝে মুখে মুখে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করা তাওবা নয়। আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে তাওবা করতে হবে।

৪. তাওবা তখন পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ-জ্ঞান থাকে। কিন্তু মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। গলায় গড়গড়ালি আরম্ভ হয়ে গেলে আর তাওবা কবুল হবে না।

৫. আল্লাহ তা'আলা এ মহাবিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা কোনো উদ্দেশ্যহীন খেলার উপকরণ হিসেবে সৃষ্টি করেননি। এক মহান লক্ষ-উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন।

৬. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব মানব জাতির শুরু থেকেই চলে আসছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্তই থাকবে। তবে এ দ্বন্দ্বে সর্বদা সত্যই জয়ী হবে, মিথ্যা হবে পরাজিত। আমাদেরকে নিরবধি সত্যের পক্ষেই থাকতে হবে।

৭. সত্য যেহেতু বাস্তবের অনুরূপ, তাই শেষ পর্যন্ত সত্যইতো টিকে থাকার কথা। আর মিথ্যা যেহেতু বাস্তবের বিপরীত। তাই মিথ্যা অবশ্যই অপসারিত হবে।

৮. সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। তাঁর লক্ষ হাসিল হবে। এর মধ্য দিয়েই পরীক্ষা হয়ে যাবে—ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা ঈমানের মিথ্যা দাবীদার। আর সে জন্যই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

৯. সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব যেমন অনিবার্য ; তেমনি মিথ্যার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটাও অনিবার্য।

১০. নিখিল বিশ্ব ও এর মধ্যকার যা আমরা দেখি বা না দেখি যাবতীয় প্রাণী, উদ্ভিদ, পদার্থ এবং আসমান-যমীনে যতো ফেরেশতা ও জ্বিন রয়েছে সবার স্রষ্টা আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবই মাখলুক বা সৃষ্ট।

১১. ফেরেশতারা সদা-সর্বদা বিরাম-বিরতিহীনভাবে আল্লাহর হুকুম পালন তথা ইবাদাতে রত। তারা ইবাদাত করতে গিয়ে অহংকারও করে না, আর এ কাজে তাদের ক্লান্তিও নেই।

১২. অগণিত-অসংখ্য ফেরেশতা আল্লাহর তাসবীহ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে। এ কাজে তাদের কোনো অলসতা নেই।

১৩. মুশরিকদের বানানো দেব-দেবী কেমন করে ইলাহ হতে পারে ; যেহেতু ইলাহ হওয়ার জন্য মৃতকে জীবন দান করতে পারা অত্যাবশ্যক কিন্তু তাদের দেব-দেবীগুলো নিজের দেহ থেকে মাছিও তাড়াতে পারে না। সুতরাং এগুলো কোনো মতেই ইলাহ হতে পারে না।

১৪. বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তার শাসক। সুতরাং 'ইলাহ' বা আইনদাতাও তিনিই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

১৫. বিশ্ব-জাহানের সুষ্ঠু নিয়ম-শৃংখলা এবং সূচনা থেকে নিয়ে একই নিয়মে চলা, এতে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম না হওয়াই প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এক আল্লাহ। কেননা একাধিক ইলাহ হলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে বিশ্ব-জাহান ধ্বংস হয়ে যেতো।

১৬. আল্লাহ তা'আলাকে তার কাজের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা-অধিকার কারো নেই ; বরং তিনিই সবাইকে ও সবকিছুকে জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৭. আল কুরআন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সর্বকালের, সর্বস্থানের ও সর্বজনের জন্য উপদেশ। যখন, যেখানে ও যারা এ উপদেশ গ্রহণ করবে উভয় জাহানে তারা সফলতা লাভ করবে।

১৮. প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো ফরয। কারণ তা না জানার কারণেই মানুষ চিরন্তন সত্য আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে।

১৯. দুনিয়াতে যতো নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের সকলের দাওয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এ তিনটি বিষয়ের উপর ছিল।

২০. আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রকার মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। তিনি একক সত্তা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকেও জন্ম দেয়নি। কোনো দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

২১. আল্লাহ তা'আলার বিনা অনুমতিতে কোনো ফেরেশতা, জ্বিন বা মানুষ কারো জন্য কোনো প্রকারের সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে না।

২২. আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট হয়ে কাউকে কারো জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেন সে ব্যক্তি ততোটুকুই সুপারিশ করতে পারবে। তবে কোনো মতেই সে প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

২৩. আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তিনি ফেরেশতাদেরকেও সে বান্দার জন্য সুপারিশের অনুমতি দিতে পারেন। তবে সুপারিশকারী মানুষ হোক বা ফেরেশতা, কেউই যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবে না। ন্যায্য ও সংগত কথাই সে বলবে।

২৪. যে বা যারা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে এবং মানুষের উপর আল্লাহর বিধানের বিপরীত নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রসূত বিধান বলবৎ করতে চায়, সে প্রকারান্তরে নিজেকে ইলাহ দাবী করে । মানুষের নিকট যদি সে তার আনুগত্য দাবী করে, তবে তার স্থান হবে জাহান্নাম। এটাই সেসব যালিমের শাস্তি।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٣٠﴾ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ

৩০. যারা কুফরী করে তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনা যে, অবশ্যই আসমান ও যমীন মিলে-মিশে একাকার হয়েছিল, অতপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম ;[২৮]

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ

এবং পানি থেকে বানালাম প্রত্যেকের প্রাণসম্পন্ন বস্তু ;[২৯] তবুও কি তারা ঈমান আনবে না ? ৩১. আর আমি বানালাম যমীনে

رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿﴾

সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে তা (যমীন) সেসব সহ ঝুঁকে না পড়ে ;[৩০] এবং আমি সেখানে করে দিলাম চওড়া চওড়া রাস্তা,[৩১] যাতে তারা তাদের গন্তব্যে সহজে পৌঁছতে পারে।[৩২]

﴿٣٠﴾ أَوَلَمْ يَرَ-(ا+و+لم ير)-তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; أَنَّ-অবশ্যই ; السَّمَاوَاتِ-(ال+سموت)-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীন ; كَانَتَا رَتْقًا-উভয়েই মিলে মিশে একাকার হয়েছিল ; فَفَتَقْنَاهُمَا-(ف+فتقنا+هما)-অতপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-বানালাম ; مِنَ-থেকে ; الْمَاءِ-পানি ; كُلَّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বস্তু ; حَيٍّ-প্রাণসম্পন্ন ; أَفَلَا يُؤْمِنُونَ-(ا+ف+لايؤمنون)-তবুও কি তারা ঈমান আনবে না। ﴿٣١﴾ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি বানালাম ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; رَوَاسِيَ-সুদৃঢ় পর্বতমালা ; أَنْ تَمِيدَ-যাতে ঝুঁকে না পড়ে ; بِهِمْ-(ب+هم)-সেসব সহ ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-আমি করে দিলাম ; فِيهَا-(فى+ها)-সেখানে ; فِجَاجًا-চওড়া চওড়া ; سُبُلًا-রাস্তা (সমূহ) ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যাতে তারা ; يَهْتَدُونَ-সহজে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

২৮. অর্থাৎ আদিতে আসমান ও যমীনকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। শুধু তাই নয়, গ্রহ-নক্ষত্রগুলোও আলাদা ছিল না ; বরং সবই একটি অকঠিন বস্তুসমূহের ডেলার মতো ছিল। অতপর আল্লাহ তা'আলা আসমান, যমীন, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ও ছায়াপথ ইত্যাদিতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা হা-মীম আস-সাজদার ১৩, ১৪, ও ১৫ টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩২ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۚ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ ৩৩ وَهُوَ

৩২. আর আসমানকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে বানিয়েছি[৩৩]; কিন্তু তারা তার (আসমানের) আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।[৩৪] ৩৩. আর তিনিই

الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র ; প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করছে।[৩৫]

৩২ وَ-আর ; جَعَلْنَا-বানিয়েছি ; السَّمَاءَ-(ال+سماء)-আসমানকে ; سَقْفًا - ছাদ হিসেবে ; مَحْفُوظًا-সুরক্ষিত ; وَ-কিন্তু ; هُمْ-তারা ; عَنْ-থেকে ; آيَاتِهَا-(ايت+ها)-তার আয়াতসমূহ ; مُعْرِضُونَ-মুখ ফিরিয়ে রাখে। ৩৩ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِي-সে সত্তা যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللَّيْلَ-(ال+ليل)-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিন ; وَ-এবং ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চন্দ্র ; كُلٌّ-প্রত্যেকে ; فِي فَلَكٍ-এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ; يَسْبَحُونَ-বিচরণ করছে।

২৯. অর্থাৎ পানিই প্রাণের উৎস। আল্লাহ তা'আলার বাণীর মর্ম অনুসারে প্রাণী ও উদ্ভিদ-এর জীবনের উৎপাদক হলো পানি। সূরা আন নূর-এর ৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহ তা'আলা যমীনে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

৩০. কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় যমীনে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির বহু উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তবে এর প্রধান উপকারিতা বলা হয়েছে যে, যমীনকে দৃঢ়ভাবে সুস্থির রাখা, যাতে করে চলমান যমীন যেন এদিক সেদিক ঝুঁকে না পড়ে।

৩১. অর্থাৎ পাহাড় পর্বতকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে গিরিপথ, ঝরণা, খাল-নদী তৈরী করে দেয়া হয়েছে ; যাতে করে দুনিয়ার এক অংশ থেকে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হয়। যদি এরূপ না করে সবগুলো পাহাড়কে সমান উচ্চতার বাঁধের মতো করে তৈরি করা হতো তাহলে যমীনকে ঝুঁকে যাওয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য সফল হলেও যাতায়াতের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়তো। ফলে দুনিয়ার এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াতের ব্যবস্থাও কঠিন হতো।

৩২. অর্থাৎ লোকেরা যেন দুনিয়াতে সহজে চলাফেরা করতে পারে এবং নিজেদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে। আর এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়ে থাকতে পার যে, মানুষ স্রষ্টার এ কাজের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তা, কলা-কৌশল এবং কারিগরি দক্ষতা দেখে তাঁর আনুগত্যে মাথা নুয়ে দেবে যাতে করে মূল সত্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৩৩. আসমানকে সুরক্ষিত 'ছাদ' হিসেবে বানানোর অর্থ সুদৃঢ় দুর্গ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অনেক সূরাতেই 'বুরুজ' তথা মযবুত দুর্গের কথা বলা হয়েছে। (যেমন সূরা হিজরের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"আসমানে আমি অনেক 'বুরুজ' তথা

৩৪ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُونَ ○

৩৪. আর[৩৬] (হে নবী !) আমি আপনার আগে কোন মানুষকে অনন্তজীবন দান করিনি ; সুতরাং আপনার যদি মৃত্যু হয় তবে কি তারা অমর হয়ে যাবে ?

৩৫ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী[৩৭]; এবং আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি মন্দ ও ভাল দিয়ে[৩৮]—বিশেষভাবে পরীক্ষা এবং আমারই নিকট

৩৪-وَ-আর ; مَا جَعَلْنَا-আমি দান করিনি ; لِبَشَرٍ-কোনো মানুষকে ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; الْخُلْدَ-(ال+خلد)-অনন্ত জীবন ; أَفَإِنْ-(أ+ف+ان)-সুতরাং যদি, কি ; مِتَّ-আপনার মৃত্যু হয় ; فَهُمُ-তবে তারা ; الْخٰلِدُونَ-(ال+خالدون)-অমর হয়ে যাবে। ৩৫ كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-প্রাণীই ; ذَائِقَةُ-স্বাদ গ্রহণকারী ; الْمَوْتِ-মৃত্যুর ; وَ-এবং ; نَبْلُوكُمْ-(نبلو+كم)-আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি ; بِالشَّرِّ-(ب+ال+شر)-মন্দ দিয়ে ; وَ-ও ; الْخَيْرِ-(ال+خير)-ভাল দিয়ে ; فِتْنَةً-বিশেষভাবে পরীক্ষা ; وَ-এবং ; إِلَيْنَا-আমারই নিকট ;

মযবুত দুর্গ বানিয়েছি। সূরা ফুরকানের ৬১ আয়াতে বলা হয়েছে—"অসীম বরকতময় তিনি, যিনি আসমানে বুরুজ তৈরি করেছেন।"

৩৪. অর্থাৎ আসমানের সেসব নিদর্শন যেগুলো মানুষের চোখে দেখা যায়।

৩৫. 'ফালাক' শব্দ দ্বারা সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথকে বুঝানো হয়েছে, যা বৃত্তাকার। সূতার চরকায় লাগানো গোলাকার চামড়াকে 'ফালাকাতুল মিগযাল' বলা হয়। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রাকার কক্ষপথগুলো মহাশূন্যে একটি থেকে অপরটি সুনির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত। তাই একটির সাথে অপরটির টক্কর লাগে না। (বিস্তারিত অবগতির জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইয়াসীনের ৪০ আয়াতের 'ফালাক' শব্দের ব্যাখ্যা ৩৭ টীকা দ্রষ্টব্য)

৩৬. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে আর তাঁর সাথে বিরোধীদের যে বিরোধ, সে সম্পর্কেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ 'প্রাণ' যাদের আছে তাদের সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ-আস্বাদন করতে হবে। এখানে 'নাফস' বলে দুনিয়ার সকল প্রাণীই বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ এবং জান্নাতের হুর-গেলমান মৃত্যুর আওতাভুক্ত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এক মুহূর্তের জন্য সবাই মৃত্যুবরণ করবে আবার কারো মতে, তারা মৃত্যুর আওতাভুক্ত নয়। তবে কুরআন মাজীদের ভাষ্য মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর এক আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকবে না, কিছুই থাকবে না এদিক থেকে প্রমাণিত হয় মানুষ, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, ফেরেশতারা এবং জান্নাতের হুর-গেলমান এমনকি উদ্ভিদ রাজীসহ সকল প্রাণীই এর

تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। ৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে তারা তামাশার পাত্র হিসেবে ছাড়া গ্রহণ করে না।

أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

(তারা বলে) এ কি সে লোক, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করতো[৩৯] ; অথচ তারাই (আল্লাহর) 'রহমান' নামটি উল্লেখ করতে অস্বীকার করে।[৪০]

تُرْجَعُونَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। ㉟-وَ-আর ; إِذَا-যখন ; رَآكَ-(را+ك)-আপনাকে দেখে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; إِنْ-(ان+) يَتَّخِذُونَكَ-(يتخذون+ك)-তারা আপনাকে গ্রহণ করে না ; إِلَّا-ছাড়া ; هُزُوًا-তামাশার পাত্র হিসেবে ; أَهَٰذَا-(ا+هذا)-এ কি ; الَّذِي-সে লোক যে ; يَذْكُرُ-সমালোচনা করে ; آلِهَتَكُمْ-তোমাদের দেব-দেবীদের ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারাই ; بِذِكْرِ-(ب+ذكر)-উল্লেখ করতে ; الرَّحْمَٰنِ-(ال+رحمن)-রহমান নামটি ; هُمْ-তারা ; كَافِرُونَ-অস্বীকার করে।

আওতাভুক্ত। উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। আবার জড় পদার্থের মধ্যে পাথরের প্রাণ আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পাথরও এর আওতা বহির্ভূত নয় বলে অনেকের বিশ্বাস।

৩৮. অর্থাৎ মন্দ ও ভাল অবস্থা উভয়টা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। মন্দ দ্বারা দুঃখ-দৈন্যতা, রোগ-শোক ও বিপদ-মসীবতকে বুঝানো হয়েছে। আর ভাল দ্বারা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সুস্থতা-নিরাপত্তা ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। মানব জীবনে এ উভয় অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। মন্দ দ্বারা পরীক্ষায় সবরের মাধ্যমে হক আদায় করলে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। আর ভাল দ্বারা পরীক্ষায় শোকর তথা কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যমে হক আদায় করলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। তবে বিপদাপদে ও দুঃখ-দৈন্যে সবর-এর মাধ্যমে হক আদায় করার চেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর বা কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে হক আদায় অত্যন্ত কঠিন। আর এজন্য হযরত ওমর (রা) বলেছেন—

বিপদাপদের পরীক্ষায় আমরা 'সবর' করলাম, কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরীক্ষায় আমরা সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ শেষোক্ত পরীক্ষায় আমরা সবর করতে পারলাম না, তাই উত্তীর্ণ হতে পারলাম না।

৩৯. অর্থাৎ 'তোমাদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে।' এটা ছিল কাফিরদের নেতৃস্থানীয় লোকদের উক্তি। এতে তারা বুঝাতে চেয়েছে যে, এ লোক তোমাদের উপাস্যদের অবমাননা করার কারণেই উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে পড়েছে। তাদের উল্লিখিত মন্তব্য বিদ্রূপাত্মক কথা নয়। এটা ছিল তাদের মনের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ; কেননা তিনি তাদের মনগড়া 'ইলাহ'দের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

﴿٣٧﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٨﴾ وَيَقُولُونَ

৩৭. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরা প্রবণ করে[৪১]; শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমার নিদর্শনাবলী, অতএব আমার নিকট তাড়াহুড়া কামনা করো না।[৪২] ৩৮. আর তারা বলে—

مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

কখন এ ওয়াদা পুরো হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৩৯. যারা কুফরী করে তারা যদি জানতো

৩৭ خُلِقَ-সৃষ্টি করা হয়েছে ; الْإِنسَانُ-(ال+انسان)-মানুষকে ; مِنْ عَجَلٍ-(من+عجل)-ত্বরাপ্রবণ করে ; سَأُورِيكُمْ-(ساوری+کم)-শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাবো ; آيَاتِي-(ايت+ی)-আমার নিদর্শনাবলী ; فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ-(ف+لا تستعجلوا+ن)-অতএব আমার নিকট তাড়াহুড়ো কামনা করো না। ৩৮ وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; مَتَىٰ-কখন ; هَٰذَا-এ ; الْوَعْدُ-(ال+وعد)-ওয়াদা পূরণ হবে ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ-তোমরা হও ; صَادِقِينَ-সত্যবাদী। ৩৯ لَوْ-যদি ; يَعْلَمُ-তারা জানতো ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ;

৪০. এ কাফিররা আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে ইচ্ছুক নয়। এরা আল্লাহর 'রহমান' নাম শুনলেই রেগে আগুন হয়ে যায়। অথচ তারা তাদের বানোয়াট 'ইলাহ'দের বিরুদ্ধে কোনো কথা সহ্য করতে পারে না এবং এ জন্য তারা আপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং প্রতিশোধ হিসেবে আপনার প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ করতে কোনো কসুর করে না।

৪১. অর্থাৎ 'মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে।' আয়াতের শাব্দিক অর্থ হয় 'মানুষকে ত্বরা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে' ; কিন্তু একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করে ধীরস্থীরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালোভাবে বুঝে-শুনে কাজ করে না। এমনকি কোনো কাজ সময়ের আগেই করে ফেলতে চায়। কুরআন মাজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের ১১ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ ত্বরাপ্রবণ প্রমাণিত হয়েছে। মূসা (আ) যখন তুর পাহাড়ে যান তখন তিনি সঙ্গীদের পেছনে ফেলে আগেই গিয়ে পৌঁছেন। এখানে ত্বরাপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও এটা দোষের নয়। সৎ ও পুণ্য কাজে আগ্রহের বহিপ্রকাশ দোষের কিছু নয়। মূলত আয়াতে যা বুঝানো হয়েছে কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করাটা মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা।

৪২. অর্থাৎ 'আমার সে নিদর্শন দেখিয়ে দেবো যা দেখার জন্যে এ কাফিররা তাড়াহুড়ো করছে।' রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর আযাব, কিয়ামত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা বলতেন, এ কাফিররা তা-তো বিশ্বাস করতোই না, উপরন্তু এ নিয়ে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তারা যা বলতো তার সারকথা হলো—'এ লোকতো সবসময় আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে

حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ

—যখন তারা ফিরিয়ে রাখতে পারবে না আগুনকে তাদের সামনের দিক থেকে, আর না তাদের পেছনের দিক থেকে এবং না তাদেরকে

يُنْصَرُوْنَ ۝٤٠ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ

সাহায্য করা হবে। ৪০. বরং আচানক তাদের উপর এসে পড়বে এবং তাদেরকে দিশেহারা করে ফেলবে, ফলে তারা তা রোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদেরকে

يُنْظَرُوْنَ ۝٤١ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ

অবকাশ দেয়া হবে। ৪১. আর নিঃসন্দেহে আপনার আগেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল, ফলে তা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল, যারা

سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

বিদ্রূপ করেছিল তাদের মধ্যে, যে সম্পর্কে তারা বিদ্রূপ করতো।

حِيْنَ-যখন ; لَا يَكُفُّوْنَ-তারা ফিরিয়ে রাখতে পারবে না ; عَنْ-থেকে ; وُجُوْهِهِمْ-(وجوه+هم)-তাদের সামনের দিক ; النَّارَ-(ال+نار)-আগুনকে ; وَ-আর ; لَا-না ; عَنْ-থেকে ; ظُهُوْرِهِمْ-(ظهور+هم)-তাদের পেছনের দিক ; وَ-এবং ; لَا-না ; هُمْ-তাদেরকে ; يُنْصَرُوْنَ-সাহায্য করা হবে। ⑷⓪ بَلْ-বরং ; تَأْتِيْهِمْ-(تاتى+هم)-তাদের উপর এসে পড়বে ; بَغْتَةً-আচানক ; فَتَبْهَتُهُمْ-(ف+تبهة+هم)-এবং তাদেরকে দিশেহারা করে ফেলবে ; فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-ফলে তারা সক্ষম হবে না ; رَدَّهَا-(رد+ها)-তা রোধ করতে ; وَ-আর ; لَا-না ; هُمْ-তাদেরকে ; يُنْظَرُوْنَ-অবকাশ দেয়া হবে। ⑷① وَ-আর ; لَقَدِ اسْتُهْزِئَ-নিসন্দেহে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; بِرُسُلٍ-(ب+رسل)-অনেক রাসূলকে ; مِّنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগেও ; فَحَاقَ-ফলে তা ঘিরে ফেলেছিল ; بِالَّذِيْنَ-(ب+الذين)-তাদেরকে যারা ; سَخِرُوْا-যারা বিদ্রূপ করেছিল ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; مَّا-যে ; كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ-(كانوا+به+يستهزءون)-সম্পর্কে বিদ্রূপ করতো।

আসছে, আর আমরাও তা শুনে আসছি, যদিও আমরা তা বিশ্বাস করি না, আমরাতো দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি, কোথাও কোনো আযাব আসতে তো দেখা যাচ্ছে না।' কাফিরদের এ মনোভাবের জবাবই দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

৩য় রুকূ' (৩০-৪১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আদিতে আসমান ও যমীন, চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা এবং যা কিছু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে আছে, এসবই পিণ্ড বা ডেলার মতো ছিল। অতপর আল্লাহ এগুলোর আলাদা আলাদা অস্তিত্ব দান করেন।

২. যেসব আয়াতে আমাদের ধরা-ছোয়ার বাইরের জগত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং যেগুলো আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এসব আয়াত আল্লাহর বাণী। কালক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এসবের মর্ম হয়তো জানা যাবে।

৩. বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল যদি আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে বিপরীত ধারণা প্রকাশ করে তবে আমাদের কর্তব্য কুরআনকে তথা আয়াতের বর্ণিত বিষয়কে বিজ্ঞানের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। কেননা ওহীর জ্ঞান হলো নির্ভুল ও নিরেট সত্য। আর 'বিজ্ঞান হলো ধারণীয়'।

৪. পানি হলো প্রাণের উৎস। আর তাই পানি ছাড়া প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় কিছুই বাঁচতে পারে না। আর এ পানিই আল্লাহ তা'আলা বিনামূল্যে দিয়েছেন। সেজন্য পানি ব্যবহারকালে আল্লাহর এ অমূল্য দানের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে শোকর তথা কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

৫. আল্লাহ তা'আলা যমীনকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পাহাড়কে ভারসাম্য রক্ষার উপায় হিসেবে তৈরী করেছেন। এসবই আল্লাহর করুণার দান। নচেৎ আমরা এখানে বাস করতে পারতাম না। কারণ পৃথিবীর গতির কারণে আমরা স্থির থাকতে পারতাম না। আমাদের কর্তব্য পাহাড়কে রক্ষা করা।

৬. সুউচ্চ খুঁটি বিহীন সুসংরক্ষিত আসমান আল্লাহর কুদরতের এক মহা নিদর্শন।

৭. রাত ও দিনের সৃষ্টি, চাঁদ-সুরুজ ও তারকারাজীর অনুপম সৌন্দর্য, প্রত্যেকের কোনো প্রকার সংঘর্ষ ছাড়া যথা নিয়মে বিচরণ এসব কিছুই এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করে দেখতে হবে। তাহলেই আমাদের ঈমান মযবুত হবে।

৮. এ দুনিয়াতে কোনো মানুষেরই অন্তহীন জীবন লাভ সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তেমন প্রাণী-ই সৃষ্টি করেননি। সুতরাং কাফিরদেরকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এমন নয় যে, আপনার মৃত্যু হলে তারা অমর হয়ে যাবে। সুতরাং সবাইকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ভাবতে হবে।

৯. আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যখন, যেখানে যে অবস্থায় রাখেন তার উপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার মনের বিরুদ্ধে দুঃখ দৈন্যতা ও বিপদ-মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, বান্দাহর তাকদীরে বিশ্বাস আছে কিনা—সে সবর করে কিনা।

১১. আল্লাহ বান্দাহকে তার কামনা-বাসনার চাহিদা পূরণ করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখে তাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, বান্দাহ আরাম-আয়েশে থেকে তার মালিকের শোকর তথা কৃতজ্ঞতা আদায় করে কিনা এবং তার উপর যাদের অধিকার রয়েছে সেসব অধিকার সে আদায় করে কিনা।

১২. ভাল অবস্থায় থেকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি বা মন্দ অবস্থায় থেকে অংশ গ্রহণ করি আমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

১৩. কাফিরদের দেব-দেবীদের সমালোচনা তারা সহ্য করতে পারে না অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামগুলো সম্পর্কে বিদ্রূপ মন্তব্য করে। এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী ব্যক্তিও

আল্লাহর নাম শুনতে চায়না, আল্লাহ-ই জানেন হাশরের ময়দানে কাদের সাথে উঠবে এবং তাদের কি পরিণতি হবে।

১৪. কোনো ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা এবং কোনো কাজে ত্বরিত ফল পেতে চাওয়া, সময় হওয়ার আগেই কোনো কিছু পেতে চাওয়া ইত্যাদি মানুষের মজ্জাগত অভ্যাস। ত্বরাপ্রবণতা যদিও মানুষের সৃষ্টিগত উপাদান আবার এটা শয়তানের কুমন্ত্রণাও। সুতরাং এ ধরনের নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে আমাদের নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা অতীতে যেসব জাতিকে তাদের সীমালংঘনের কারণে আসমানী আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন তার ধ্বংসাবশেষ কাফিরদের চোখের সামনে থাকার পরও নতুন নিদর্শন দাবী করা কাফিরদের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৬. কাফিরদের এসব হঠকারী তৎপরতার কারণে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে সামনে ও পেছনের দিক থেকে ঘিরে নেবে কোনো দিকে তাদের পালাবার পথ থাকবে না। আর তারা কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

১৭. জাহান্নামের শাস্তি হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়বে এবং তাদেরকে দিশেহারা করে ফেলবে। তাদের এ শাস্তি রোধ করার মত কোনো উপায়ই থাকবে না।

১৮. সকল নবী-রাসূলই বাতিলের অনুসারীদের বিদ্রূপ ও উপহাস ; অত্যাচার-অবিচার এবং বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এটাই এ পথের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নবীদের পরে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা চলবে তাদের উপরও এরূপ অবস্থা গড়াবে, এটাই স্বাভাবিক আর এটাই এ পথের সত্যতার প্রমাণ।

☐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৯

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ

৪২. আপনি বলুন—তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়াময় থেকে কে বাঁচাবে ?[৪৩] বরং তারা

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ؕ

তাদের প্রতিপালকের 'যিকর' থেকে বিমুখ। ৪৩. তবে কি আমি ছাড়া তাদের এমন কোনো ইলাহ আছে যে তাদেরকে বাঁচাতে পারে ?

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا

তারাতো তাদের নিজেদেরকেই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, আর না আমার মুকাবিলায় তারা কারো সাহচর্য পাবে। ৪৪. বরং আমি ভোগ্য বস্তু দিয়েছিলাম

هٰؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ

তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমন কি তাদের হায়াতও অনেক দীর্ঘ হয়েছিল ;[৪৪] তারা কি দেখছে না আমি অবশ্যই তাদের দেশটিকে

(৪২) قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কে ; يَكْلَؤُكُمْ-(يكلؤ+كم)-তোমাদেরকে বাঁচাবে ; بِالَّيْلِ-(ب+ال+ليل)-রাতে; وَ-ও ; النَّهَارِ-দিনে ; مِنَ-থেকে ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময় ; بَلْ-বরং; هُمْ-তারা ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِ-যিকর ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; مُعْرِضُونَ-বিমুখ। (৪৩) أَمْ-তবে কি ; لَهُمْ-তাদের আছে ; اٰلِهَةٌ-এমন কোনো ইলাহ ; تَمْنَعُهُمْ-(تمنع+هم)-যে তাদেরকে বাঁচাতে পারে ; مِنْ دُونِنَا-(من+دون+نا)-আমি ছাড়া ; لَا يَسْتَطِيعُونَ-তারা তো ক্ষমতা রাখে না ; نَصْرَ-সাহায্য করার ; أَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদেরকে ; وَ-আর ; لَا-না ; هُمْ-তারা ; مِنَّا-আমার মুকাবিলায় ; يُصْحَبُونَ-তারা কারো সাহচর্য পাবে। (৪৪) بَلْ-বরং ; مَتَّعْنَا-আমি ভোগ্য বস্তু দিয়েছিলাম ; هٰؤُلَاءِ-তাদেরকে ; وَ-এবং ; اٰبَاءَهُمْ-(اباء+هم)-তাদের বাপদাদাদেরকে ; حَتّٰى-এমন কি ; طَالَ-অনেক দীর্ঘ হয়েছিল; عَلَيْهِمُ-তাদের; الْعُمُرُ-হায়াত; أَفَلَا يَرَوْنَ-(ا+ف+لايرون)-তারা কি দেখছে না; أَنَّا-আমি অবশ্যই ; نَأْتِي-নিয়ে আসছি ; الْأَرْضَ-দেশটিকে ;

نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۖ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ

তার চারদিক থেকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছি।[৪৫] তবুও কি তারা (আশা করে যে) বিজয়ী হবে?[৪৬]
৪৫. আপনি বলুন—আমিতো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করছি ;

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ

আর বধিররাতো সতর্কবাণী শোনেনা, যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়। ৪৬. আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করে একটি ঝাপটাও[৪৭]

نَنْقُصُهَا-(ننقص+ها)-তাকে সংকুচিত করে ; مِنْ-থেকে ; اَطْرَافِهَا-(اطراف+ها)-তার চারদিক ; اَفَهُمْ-(ا+ف+هم)-তবুও কি তারা ; الْغٰلِبُوْنَ-(ال+غالبون)-(আশা করে) তারা বিজয়ী হবে। ﴿٤٥﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; اِنَّمَآ-আমিতো কেবল ; اُنْذِرُكُمْ-(انذر+كم)-তোমাদেরকে সতর্ক করছি ; بِالْوَحْيِ-(ب+ال+وحى)-ওহী দ্বারাই ; وَ-আর ; لَا يَسْمَعُ-শোনে না ; الصُّمُّ-(ال+صم)-বধিররাতো ; الدُّعَآءَ-(ال+دعاء)-সতর্কবাণী, ডাক ; اِذَا مَا-যখন ; يُنْذَرُوْنَ-তাদেরকে সতর্ক করা হয়। ﴿٤٦﴾ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; مَسَّتْهُمْ-(مست+هم)-তাদেরকে স্পর্শ করে ; نَفْحَةٌ-একটি ঝাপটাও ;

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি রাত বা দিনের কোনো এক সময় তোমাদের উপর আযাব নাযিল করেন, তাহলে তোমাদেরকে বাঁচানোর মত কোনো শক্তি আছে ? তিনি চাইলে যে-কোনো সময় আযাব নাযিল করতে পারেন ; তবে তিনি যে তা করছেন না এটা তাঁর দয়া-অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়।

৪৪. অর্থাৎ তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে আমি যে দয়া করে ভোগের উপকরণ দিয়েছি এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে দীর্ঘ হায়াতও দিয়েছি, এতে তারা মনে করেছে যে, এটা তাদের অধিকার। তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চির অক্ষয়, এটা কেউ তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আল্লাহর কথা তাদের একবারও স্মরণে আসে না। তারা ভাবে না যে, যে আল্লাহ এসব দিয়েছেন, তিনি আবার নিয়েও যেতে পারেন।

৪৫. অর্থাৎ তারাতো দেখছে এবং বুঝতেও পারছে যে, আমি তাদের ভূখণ্ড চারদিক থেকে ক্রমেই সংকুচিত করে দিচ্ছি। আর এসব দিক আস্তে আস্তে মুসলমানদের হাতেই চলে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তাদের অধিকৃত এলাকা আরও ছোট হয়ে আসবে। এভাবে একদিন তাদের হাতে আর কিছুই থাকবে না। মুসলমানরাই সম্পূর্ণ আরব ভূমির উপর বিজয় লাভ করবে। ক্ষমতাতো আল্লাহর হাতে, আর নির্দেশও আল্লাহর। তাঁর নির্দেশ কেউ খণ্ডন করতে পারবে না।

৪৬. অর্থাৎ উপরে ৪২ আয়াত থেকে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিজয়ের আশা কিভাবে করতে পারে ? যেহেতু আমি চাইলে তাদেরকে রাতের বা দিনের যে কোনো সময় পাকড়াও করতে পারি, তখন তাদেরকে বাঁচাবার কেউ

مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝٤٦ وَنَضَعُ

আপনার প্রতিপালকের আযাবের, তবে তারা অবশ্যই বলে উঠবে—'হায় দুর্ভোগ আমাদের। নিশ্চিত আমরা যালিম ছিলাম।' ৪৭. আর আমি স্থাপন করবো

الْمَوَٰزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ

কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের পরিমাপ যন্ত্র[৪৮] অতএব কারো প্রতি কিছুমাত্রও যুলম করা হবে না ; আর যদি হয় তা (কাজ)

مِنْ عَذَابِ-(من+عذاب)-আযাবের ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَيَقُولُنَّ-তবে তারা অবশ্যই বলে উঠবে ; يَٰوَيْلَنَا-(يا+ويل+نا)-হায় আমাদের দুর্ভোগ ; اِنَّا-নিশ্চিত আমরা ; كُنَّا-ছিলাম ; ظَٰلِمِينَ-যালিম। ৪৭ وَ-আর ; نَضَعُ-আমি স্থাপন করবো ; الْمَوَٰزِينَ-(ال+موازين)-পরিমাপ যন্ত্র ; الْقِسْطَ-(ال+قسط)-ন্যায় বিচারের ; لِيَوْمِ-দিন ; الْقِيَٰمَةِ-(ال+قيامة)-কিয়ামতের ; فَلَا تُظْلَمُ-(ف+لاتظلم)-অতএব যুলম করা হবে না ; نَفْسٌ-কারো প্রতি ; شَيْـًٔا-কিছুমাত্রও ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; كَانَ-হয়তো ;

নেই ; তাদের উপাস্য দেবতাগুলোতো নিজেদেরকেই বাঁচাতে পারে না, তাদের নেতা-নেত্রীরাও নিজেদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা-ই রাখে না। আমি তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ভোগ-বিলাসের উপকরণগুলো দিয়েছি, আমি চাইলে সেগুলো কেড়ে নিয়ে যেতে পারি ; তাদের আবাস ভূমিতো ক্রমে ক্রমে সংকুচিত করে আমি নিয়ে আসছি, এক সময় তাদের পায়ের নিচের মাটিটুকুও তাদের অধিকারে থাকবে না ; এতসব কিছুর পরেও তারা আমার মুকাবিলায় বিজয়ের স্বপ্ন দেখে, এটি বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে পারে।

৪৭. অর্থাৎ তারা যে আযাব নিয়ে আসার দাবী জানাচ্ছে সে আযাবের একটা ঝাপটা যদি তাদেরকে আঘাত করে তাহলে তারা তখন নিজেদের হঠকারিতা থেকে ফিরে আসবে এবং নিজেদের যুলমের কথা স্বীকার করবে; কিন্তু তখন তো তা আর কোনো কাজে আসবে না।

৪৮. এখানে 'মাওয়াযীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি 'মীযান' শব্দের বহুবচন। আর 'মীযান' শব্দের অর্থ দাঁড়িপাল্লা যা ওযন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আখিরাতে মানুষের আমল পরিমাপের জন্য কি ধরনের পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হবে তা বুঝা আমাদের জন্য কঠিন। কারণ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে আমরাতো বস্তু ওজন করতে পারি। মানুষের আমল তথা ভাল কাজ বা মন্দ কাজতো ধরা ছোয়া যায় না, কেননা তার আকার-আকৃতি নেই, তা কিভাবে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে ? তা ছাড়া দাঁড়িপাল্লা একটি হবে—না একাধিক হবে তা-ও স্পষ্ট নয়। তবে হাদীসে হযরত সালমান (রা)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন আমল ওযন করার জন্য এতো বড় দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, তাতে আসমান ও যমীনকে ওযন করতে চাইলে তা-ও ওজন করা যাবে। এর দ্বারা মনে

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا

সরিষার বীজ পরিমাণ, আমি তা-ও হাজির করবো ; হিসাব রক্ষক হিসেবে আমিই যথেষ্ট। ৪৮. আর[৪৯] আমি তো দিয়েছিলাম

مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

মূসা এবং হারূনকে ফুরকান ও আলো, আর মুত্তাকীদের জন্য[৫০] উপদেশ।[৫১]

مِثْقَالَ-পরিমাণ ; حَبَّةٍ-বীজ ; مِنْ خَرْدَلٍ-সরিষার ; اَتَيْنَا-আমি হাজির করবো ; بِهَا-(ب+ها)-তা-ও ; وَ-আর ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِنَا-আমিই ; حٰسِبِيْنَ-হিসাব রক্ষক হিসেবে। ৪৮ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-(ل+قد اتينا)-আমি তো দিয়েছিলাম ; مُوْسٰى-মূসা ; وَ-এবং , هٰرُوْنَ-হারূনকে ; الْفُرْقَانَ-(ال+فرقان)-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী-কিতাব) ; وَ-ও ; ضِيَاءً-আলো ; وَ-আর ; ذِكْرًا-উপদেশ ; لِلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকীদের জন্য।

হয় দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে, তবে তার কাজ হবে বহুমুখী। এর দ্বারা দেহধারী বস্তু যেমন মাপা যাবে, তেমনি আমল বা সুনীতি, দুর্নীতিও মাপা যাবে। মোট কথা কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের পরিমাপক যন্ত্র হবে একটি বহুমুখী পরিমাপক যন্ত্র।

৪৯. এখান থেকে সামনে বেশ কয়েকজন নবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে।

এক ঃ হযরত আদম (আ) থেকে মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-ই মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের ফেরেশতা বা অন্য কোনো নতুন সৃষ্টি না হয়ে মানুষ হওয়া-ই সংগত ও যুক্তিযুক্ত।

দুই ঃ সকল নবীর দাওয়াত একই ছিল এবং সেটিই ছিল তাঁদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।

তিন ঃ তাঁদেরকে দুঃখ-মুসীবত ও বড় বড় বিপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে। নিজস্ব ও বিরোধীদের সৃষ্ট সকল বিপদেই তাঁরা আল্লাহর সাহায্য লাভ করেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁদের বিপদ-মুসীবত দূর করে দেন। বিরোধীদের পরাজিত করেন এবং তাঁদেরকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেন।

চার ঃ আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম বান্দাহ হওয়া এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর বান্দাহ ও একজন মানুষ। তাঁদের কেউ আল্লাহর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। মতামত ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদেরও ভুল হতো ; তারা রোগাক্রান্তও হতেন এবং কিছু কিছু ভুল-চুক তাদের দ্বারাও হয়ে যেতো। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ওহীর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিতেন এবং তারা নিজেদেরকে শুধরে নিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে গুনাহ থেকে নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ রেখেছেন।

৪৯ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○

৪৯. (মুত্তাকী তারাই) যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে—না দেখেই, এবং তারা কিয়ামতের ব্যাপারে আতঙ্কিত।[৫২]

৫০ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

৫০.আর এটাতো (কুরআন) কল্যাণকর উপদেশ, আমিই তা নাযিল করেছি ; তবুও কি তোমরা তার অস্বীকারকারী থাকবে ?

৪৯ الَّذِيْنَ-যারা ; يَخْشَوْنَ-ভয় করে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-না দেখে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; مِنَ-ব্যাপারে ; السَّاعَةِ-(ال+ساعة)-কিয়ামতের ; مُشْفِقُوْنَ-আতঙ্কিত। ৫০ وَ-আর ; هٰذَا-এটাতো (কুরআন); ذِكْرٌ-উপদেশ ; مُبٰرَكٌ-কল্যাণকর ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-আমিই তা নাযিল করেছি ; اَفَاَنْتُمْ-(ا+ف+انتم)-তবুও কি তোমরা ; لَهٗ-তার ; مُنْكِرُوْنَ-অস্বীকারকারী থাকবে ?

৫০. মূসা ও হারূন (আ)-কে দেয়া 'তাওরাত' যদিও তৎকালীন সমগ্র মানব জাতির জন্য নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা থেকে কল্যাণ লাভ করেছে তখনকার মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু লোকেরাই।

৫১. এখানে তিনটি কথা দ্বারা তাওরাতের পরিচয় দেয়া হয়েছে-(১) তাওরাত ছিল 'ফুরকান' তথা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। (২) মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথপ্রদর্শনকারী আলোক রশ্মি (৩) মানব জাতিকে তাদের ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য উপদেশমালা।

৫২. অর্থাৎ হিসেব-নিকেশের সেইসময় যখন মানুষের সকল কাজই নিখুঁত পরিমাপ-যন্ত্রের সাহায্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে পরিমাপ করা হবে।

৪র্থ রুকূ' (৪২-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. "দিন-রাতের যে কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন"—একথা জানা সত্ত্বেও কাফিররা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মানতে রাজী নয়। তাই আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারো নেই।

২. তাদের উপাস্য দেব-দেবীরাতো নিজেদেরকে বাঁচাবার কোনো ক্ষমতা রাখে না, অন্যদের জন্য সুপারিশ করা দূরের কথা। মূলত দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার ব্যাপারে কেউ কারো সাহায্যকারী নেই। এ ব্যাপারে কাউকে সাহায্যকারী মনে করা শিরক।

৩. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শোকর আদায় না করলে জীবনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে, যখন যেখানে ও যেভাবে রাখেন সে অবস্থায়ই আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে।

৪. রাসূলুল্লাহ (স) মানুষকে আখিরাতের আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, তা নিজ থেকে বলেননি, বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে তা করেছেন। সুতরাং রাসূলের সতর্ক বাণীকে না মানা তথা উপেক্ষা করা কুফরী।

৫. জীবনের শেষ মুহূর্তের গুনাহর স্বীকৃতি দান ও তাওবা করা গ্রহণযোগ্য নয়। তাওবা করতে হবে শারিরীক সুস্থতা ও সক্ষমতা থাকতে। তবেই তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।

৬. হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়ের মানদণ্ড—পরিমাপযন্ত্র স্থাপন করবেন। তার দ্বারা সকল মানুষের ভাল-মন্দ, সকল কাজ অতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা হবে।

৭. এ পরিমাপযন্ত্র এতই নিখুঁত হবে যে, সরিষা-বীজের পরিমাণও কারো প্রতি যুলম করা হবে না। এমনকি সে পরিমাপযন্ত্র দ্বারা কারো প্রতি যুলম হতে পারে এমন আশংকাও কেউ করবে না।

৮. আখিরাতে এ হিসাব গ্রহণ করবে অর্থাৎ এ পরিমাপ করবেন আল্লাহ নিজেই।

৯. হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব 'তাওরাত' ছিল—সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, পথ নির্দেশকারী আলো এবং ভুলে যাওয়া হিদায়াত-এর স্মারক।

১০. যারা নিজেদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে এবং শেষ বিচারের দিনের হিসেব-নিকেশ দেয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে, তারাই মুত্তাকি।

১১. আর এ কুরআনও আল্লাহ-ই নাযিল করেছেন যা বিশ্ব-মানবতার জন্য এক মহাকল্যাণকর উপদেশমালা সম্বলিত। সুতরাং এ কিতাবের নির্দেশনা মেনে চলার মধ্যেই বিশ্ব-মানবতার মুক্তি নিহিত।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-২৫

﴿٥١﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝

৫১. আর নিঃসন্দেহে আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি অবহিত ছিলাম।[৫৩]

﴿٥٢﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝

৫২. যখন[৫৪] তিনি বললেন তাঁর পিতা ও তাঁর জাতিকে—'এ মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা লেগে আছ?'

﴿٥١﴾ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَآ-(ل+قد اتينا)-আমি নিসন্দেহে দিয়েছিলাম ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমকে ; رُشْدَهٗ-(رشد+ه)-তার সৎপথের জ্ঞান ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-এবং ; كُنَّا-আমি ছিলাম ; بِهٖ-তার ব্যাপারে ; عٰلِمِيْنَ-পুরোপুরি অবহিত।﴿٥٢﴾ اِذْ-যখন ; قَالَ-তিনি বললেন ; لِاَبِيْهِ-(ل+ابى+ه)-তাঁর পিতাকে ; وَ-ও ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর জাতিকে ; مَا-কী ; هٰذِهِ-এ ; التَّمَاثِيْلُ-(ال+تماثيل)-মূর্তিগুলো ; الَّتِيْٓ-যাদের ; اَنْتُمْ-তোমরা ; لَهَا-তাদের ; عٰكِفُوْنَ-পূজায় লেগে আছ।

৫৩. এখানে 'রুশদ' শব্দের অর্থ—ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা যাঁচাই করে সঠিক পথ খুঁজে নেয়ার জ্ঞান। এ জ্ঞান আমি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলাম। আর তাঁকে এ জ্ঞান দেয়ার কারণ হলো, আমি তাঁকে ভাল করেই জানি—তাঁর মধ্যে যে যোগ্যতা আছে তা ভালভাবে জেনেই তাঁকে সৎ ও সত্য পথের জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

এখানে মক্কার কুরাইশদেরকে ইংগিতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যে মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছো, এ প্রশ্ন ইবরাহীম (আ) সম্পর্কেও উঠেছিল। কিন্তু নবুওয়াতের এ গুরুদায়িত্ব কাকে দিতে হবে এবং কে এ কাজের জন্য যোগ্য পাত্র, তাতো আমার ভালভাবেই জানা। সুতরাং মুহাম্মাদ (স)-কেও বাছাই করা হয়েছে সে একই পদ্ধতিতে, যেভাবে ইবরাহীম (আ)-কে বাছাই করা হয়েছে।

সূরা আল আনআম-এর ১২৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আল্লাহ ভালো করেই জানেন তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর দেবেন।"

৫৪. এখান থেকে যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে আরবের কুরাইশদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। কুরাইশরা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। কা'বাঘর তিনিই তৈরী করেছিলেন। আর তাঁর বংশধরগণই কা'বার খাদেম, তাই কুরাইশদের মর্যাদা আরবের সর্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হয়ে তাঁর নির্মিত কা'বাঘরে

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ

৫৩. তারা বললো—'আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে সেগুলোর উপাসনাকারী হিসেবে পেয়েছি।' ৫৪ তিনি (ইবরাহীম) বললেন—'নিঃসন্দেহে পড়ে আছো তোমরা

وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ

এবং তোমাদের বাপ-দাদারা প্রকাশ্য গুমরাহীতে।' ৫৫. তারা বললো—'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছো না-কি তুমি

مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

খেল-তামাশাকারীদের শামিল'[৫৫]। ৫৬. তিনি বললেন—'(না, তামাশা নয়) বরং তোমাদের (আসল) প্রতিপালকতো আসমান ও যমীনের প্রতিপালক

الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ

যিনি সেসব সৃষ্টি করেছেন ; আর আমি এ বিষয়ে সাক্ষীদের শামিল। ৫৭. আর আল্লাহর কসম !

(৫৩) قَالُوْا-তারা বললো ; وَجَدْنَآ-আমরা পেয়েছি ; اٰبَآءَنَا-(ابآء+نا)-আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; لَهَا-সেগুলোর ; عٰبِدِيْنَ-উপাসনাকারী হিসেবে। (৫৪) قَالَ -তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; لَقَدْ كُنْتُمْ-(ل+قد كنتم)-নিসন্দেহে পড়ে আছো ; اَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-এবং ; اٰبَآؤُكُمْ-(اٰباؤ+كم)-তোমাদের বাপ-দাদারা ; فِيْ ضَلٰلٍ-গুমরাহীতে ; مُّبِيْنٍ-প্রকাশ্য। (৫৫) قَالُوْٓا-তারা বললো ; اَجِئْتَنَا-আমাদের কাছে নিয়ে এসেছো ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য নিয়ে ; اَمْ-না-কি ; اَنْتَ-তুমি ; مِنَ-শামিল ; اللّٰعِبِيْنَ-(ال+لاعبين)-খেল-তামাশাকারীদের। (৫৬) قَالَ-তিনি বললেন ; بَلْ-বরং ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকতো ; رَبُّ-প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-(ال+سموت)-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; الَّذِيْ-যিনি ; فَطَرَهُنَّ-সেসব সৃষ্টি করেছেন ; وَ-আর ; اَنَا-আমি ; عَلٰى ذٰلِكُمْ-এ বিষয়ে ; مِّنَ-শামিল ; الشّٰهِدِيْنَ-(ال+شهدين)-সাক্ষীদের। (৫৭) وَ-আর ; تَاللّٰهِ-আল্লাহর কসম ;

তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর তাই ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করে কুরাইশদের ধর্ম, তাদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের পৌরহিত্য ও তাদের আচরণের উপর আঘাত হানা হয়েছে।

لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا

আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে তোমাদের ফিরে চলে যাওয়ার পর একটি কৌশল অবলম্বন করবো।[৫৬] **৫৮. অতপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন**[৫৭]

إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا

তাদের প্রধানটি ছাড়া, যাতে তারা তাঁর নিকট ফিরে আসে।[৫৮]
৫৯. তারা বললো—'এটা কে করেছে

لَأَكِيدَنَّ-আমি অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করবো ; أَصْنَامَكُمْ-(اصنام+كم)-তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে ; بَعْدَ-পর; أَن تُوَلُّوا-চলে যাওয়ার ; مُدْبِرِينَ-ফিরে। ﴿٥٨﴾ فَجَعَلَهُمْ-(ف+جعل+هم)-অতপর তিনি করে দিলেন তাদেরকে ; جُذَاذًا-চূর্ণ-বিচূর্ণ ; إِلَّا-ছাড়া ; كَبِيرًا-বড়টি ; لَّهُمْ-তাদের ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যাতে তারা ; إِلَيْهِ-তার নিকট ; يَرْجِعُونَ-ফিরে আসে। ﴿٥٩﴾ قَالُوا-তারা বললো ; مَن-কে ; فَعَلَ-করেছে ; هَٰذَا-এটা ;

৫৫. অর্থাৎ 'তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা-মস্করা করছো, নাকি এটাই তোমার মনের কথা।' ইবরাহীম (আ)-এর জাতির লোকদের—তাদের ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই কোন লোক—সে যে-ই হোক না কেন তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারে এটা তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই তারা ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করছে যে, তিনি যা বলছেন তা-কি সত্য-সত্যই বলছেন, না-কি তাদের সাথে মস্করা করছেন।

৫৬. অর্থাৎ এ মূর্তিগুলোর যে কোন ক্ষমতা নেই এবং এরা ইলাহ হতে পারে না তা তোমাদেরকে আমি কৌশলে প্রমাণ করে দেবো। এ কথাগুলো তিনি লোকদের সামনে বলেননি, বরং তিনি এসব মনে মনে বলেছিলেন, অথবা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু-একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল তাদের সামনে বলেছিলেন। অতপর যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা সংঘটিত হলো এবং খোঁজাখুঁজি শুরু হলো, তখন সে লোকগুলোই এ তথ্যগুলো সরবরাহ করেছে।–কুরতুবী

৫৭. অর্থাৎ পূজারী ও পৌরহিতদের অনুপস্থিতিতে তিনি তাদের মন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। শুধুমাত্র বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন—এটাকে তারা খুবই মেনে চলতো।

৫৮. অর্থাৎ বড় মূর্তিটিকে এজন্য রেখে দেয়া হয়েছে, তারা যেন তার কাছে এসে যখন দেখবে যে, তার বর্তমানে কে একাজ করেছে, সে কেন বাধা দিল না। অথবা তারা যেন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, আর তখন তিনি মূর্তিগুলোর অক্ষমতা

بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ

আমাদের দেবতাদের সাথে, নিশ্চয়ই সে যালিমদের মধ্যে শামিল।' ৬০. তারা (কতেক) বললো—'আমরা শুনেছি এক যুবক তাদের (দেবতাদের) সমালোচনা করতো তাকে বলা হয়

اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

ইবরাহীম'। ৬১. তারা বললো—'তাহলে তাকে জনসমক্ষে নিয়ে এসো, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে'।[৫৯]

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ

৬২. তারা বললো—'হে ইবরাহীম! তুমি-ই কি আমাদের দেবতাদের প্রতি এটা করেছো' ৬৩. তিনি বললেন—বরং ওটা করেছে

كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا

তাদের এই বড়টিই, অতএব তোমরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যদি তারা কথা বলতে পারে।[৬০] ৬৪. অতপর তারা ফিরে গেলো

بِاٰلِهَتِنَا-(ب+الهة+نا)-আমাদের দেবতাদের সাথে ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; لَمِنَ-শামিল ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظالمين)-যালিমদের। ﴿٦٠﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; سَمِعْنَا-আমরা শুনেছি ; فَتًى-এক যুবক ; يَذْكُرُهُمْ-(يذكر+هم)-তাদের (দেবতাদের) সমালোচনা করতো ; يُقَالُ-বলা হয় ; لَهٗ-তাকে ; اِبْرٰهِيْمُ-ইবরাহীম। ﴿٦١﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; فَاْتُوْا بِهٖ-(ف+اتوا+ب+ه)-তাহলে তাকে নিয়ে এসো ; عَلٰٓى اَعْيُنِ-সমক্ষে ; النَّاسِ-জন ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যাতে তারা ; يَشْهَدُوْنَ-সাক্ষ্য দিতে পারে। ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا-তারা বললো ; ءَاَنْتَ-(ء+انت)-তুমি-ই কি ; فَعَلْتَ-করছো ; هٰذَا-এটা ; بِاٰلِهَتِنَا-(ب+الهة+نا)-আমাদের দেবতাদের সাথে ; يٰٓاِبْرٰهِيْمُ-(يا+ابرهيم)-হে ইবরাহীম। ﴿٦٣﴾ قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; بَلْ-বরং ; فَعَلَهٗ-(فعل+ه)-ওটা করেছে ; كَبِيْرُهُمْ-(كبير+هم)-তাদের বড়টি ; هٰذَا-এই ; فَسْئَلُوْهُمْ-(ف+اسئلوا+هم)-অতএব তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ; اِنْ-যদি ; كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ-তারা কথা বলতে পারে। ﴿٦٤﴾ فَرَجَعُوْٓا-(ف+رجعوا)-অতপর তারা ফিরে গেলো ;

সম্পর্কে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। আর তখন তারা মূর্তিপূজার অসারতা বুঝতে পেরে ইবরাহীম (আ)-এর দীনের দিকে ফিরে আসবে।

৫৯. অবশেষে তা-ই ঘটলো, যা ইবরাহীম (আ) চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এ মূর্তিগুলোর অসহায়ত্ব সাধারণ জনগণের সামনেও যেন সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তারাও যেন

إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا۟

তাদের মনের দিকে (তারা মনে মনে ভাবলো) তারপর (একে অপরকে) বলতে লাগলো—'তোমরাই নিশ্চিত সীমালংঘনকারী'। ৬৫. অতপর বিগড়ে দেয়া হলো

عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ

তাদের মাথাগুলো[৬১] (তারা বললো) 'নিঃসন্দেহে তুমি জান—এরা কথা বলতে পারে না'। ৬৬. তিনি ইবরাহীম বললেন—'তবে কি তোমরা ইবাদাত করছো

إِلَىٰ-দিকে ; أَنفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের মনের দিকে ; فَقَالُوٓا-(ف+قالوا)-তারপর তারা (একে অপরকে) বলতে লাগলো ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চিত তোমরা ; أَنتُمُ-তোমরাই ; ٱلظَّٰلِمُونَ-(ال+ظالمون)-সীমালংঘনকারী। ﴿٦٥﴾ثُمَّ-অতপর ; نُكِسُوا-বিগড়ে দেয়া হলো ; عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ-(على+رء وس+هم)-তাদের মাথাগুলো ; لَقَدْ عَلِمْتَ-(ل+قد علمت)-নিসন্দেহে তুমি তো জান ; مَا-না ; هَٰٓؤُلَآءِ-ওরা ; يَنطِقُونَ-কথা বলতে পারে। ﴿٦٦﴾قَالَ-তিনি বললেন ; أَفَتَعْبُدُونَ-(ا+ف+تعبدون)-তবে কি তোমরা ইবাদাত করছো ;

বুঝতে পারে যে, যাদের পূজা তারা করছে। তারা নিজেদেরকেও ধ্বংস থেকে বাঁচাবার কোন ক্ষমতা রাখেনা, পূজারীদেরকে তারা কি করে বিপদ থেকে বাঁচাবে।

৬০. অর্থাৎ তোমাদের দেবতাদের প্রধান তো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই তো তোমরা জানতে পারো, কে একাজ করেছে। ইবরাহীম (আ) এভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে, তাদের মুখেই মূর্তিগুলোর অসহায়ত্বের প্রমাণ বের করতে চেয়েছিলেন। আর বাস্তবেও তাই হয়েছে, যা তিনি চেয়েছিলেন। ইবরাহীম (আ)-এর একথা মিথ্যা ছিল না, মিথ্যা বলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না ; কেননা তিনি একথা বলেননি যে এটা আমি ভাঙ্গিনি, কে ভেঙ্গেছে, তা-ও আমি বলতে পারবো না ; বরং তিনি বড় মূর্তিকে জিজ্ঞেস করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন যদি সে কথা বলতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তারাতো তখন বলবে যে, মূর্তিগুলোতো কথা বলতে পারে না এবং নিজেদের রক্ষা করার জন্য নড়াচড়াও করতে পারে না। আর তখন মূর্তিপূজার অসারতা সাধারণ জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৬১. অর্থাৎ তাদের মাথা আবার বিগড়ে গেলো। তারা আবার বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়লো। কিছুক্ষণ আগেও তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এ মূর্তিগুলো এমনই অসহায় যে, তারা নিজেদেরকে রক্ষাতো করতেই পারলো না ; তাদের এ অবস্থা কে করেছে, কিভাবে হয়েছে তা-ও তারা বলতে পারলো না। এমতাবস্থায় তারা একে অপরকে দোষারোপ করে বললো যে, তোমরাই সীমালংঘনকারী, তোমরা এ পাথরের মূর্তিকে তোমাদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছ ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাদের মাথা আবার বিগড়ে গেলো। তারা উল্টো চিন্তা করতে লাগলো এবং তারা ইবরাহীম (আ)-কে বললো "তুমিতো জানো যে, এরা কথা বলতে পারবে না।"

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ

আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর যা তোমাদের কিছুমাত্র উপকার করতে পারে না, আর না করতে পারে, তোমাদের ক্ষতি।' ৬৭. 'ধিক্কার তোমাদের জন্য

وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ

এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করছো তাদের জন্যও ; তবে তোমরা বুঝবে না ?' ৬৮. তারা বললো—'তাকে (ইবরাহীমকে) আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং

انْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا

তোমরা সাহায্য করো তোমাদের দেবতাদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।' ৬৯. আমি বললাম—হে আগুন! তুমি হয়ে যাও শীতল ও নিরাপদ

عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنٰهُ

ইবরাহীমের উপর।[৬২] ৭০. আর তারা চেয়েছিল তাঁর সাথে ষড়যন্ত্র করতে ; কিন্তু আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম। ৭১. আর উদ্ধার করলাম তাঁকে

مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; مَا-এমন কিছুর যা ; لَا يَنْفَعُكُمْ-(لاينفع+كم)-তোমাদের উপকার করতে পারে না ; شَيْـًٔا-কিছুমাত্র ; وَّ-আর ; لَا يَضُرُّكُمْ-না করতে পারে তোমাদের ক্ষতি। ﴿٦٧﴾ اُفٍّ-ধিক্কার ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; لِمَا-তাদের জন্যও যাদের ; تَعْبُدُوْنَ-তোমরা ইবাদাত করছো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তবে কি তোমরা বুঝবে না। ﴿٦٨﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; حَرِّقُوْهُ-(حرقوا+ه)-তাকে (ইবরাহীমকে) আগুনে জ্বালিয়ে দাও ; وَ-এবং ; انْصُرُوْٓا-তোমরা সাহায্য করো ; اٰلِهَتَكُمْ-(الهة+كم)-তোমাদের দেবতাদেরকে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ-(كنتم+فاعلين)-তোমরা কিছু করতে চাও। ﴿٦٩﴾ قُلْنَا-আমি বললাম ; يٰنَارُ-হে আগুন ; كُوْنِىْ-তুমি হয়ে যাও ; بَرْدًا-শীতল ; وَّ-ও ; سَلٰمًا-নিরাপদ ; عَلٰى-উপর ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের। ﴿٧٠﴾ وَ-আর ; اَرَادُوْا-তারা চেয়েছিল ; بِهٖ-তার সাথে ; كَيْدًا-ষড়যন্ত্র করতে ; فَجَعَلْنٰهُمْ-(ف+جعلنا+هم)-কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম ; الْاَخْسَرِيْنَ-(ال+اخسرين)-সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। ﴿٧١﴾ وَ-আর ; نَجَّيْنٰهُ-(نجينا+ه)-তাঁকে উদ্ধার করলাম ;

৬২. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর জাতির লোকেরা যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো তখন আল্লাহ তাআলা আগুনকে নির্দেশ দিলেন যে, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর

وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ

ও লূতকে[৬৩]—(নিয়ে গেলাম) সেই দেশের দিকে যেখানে আমি বরকত রেখেছি সেখানে—বিশ্ববাসীর জন্য।[৬৪] ৭২. আর আমি দান করলাম তাঁকে (ইবরাহীমকে)

اِسْحٰقَ ۗ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً

(পুত্র) ইসহাক এবং (পৌত্র) ইয়াকুব অতিরিক্ত[৬৫] ; আর প্রত্যেককেই আমি নেককার বানালাম। ৭৩. আর বানালাম তাদেরকে নেতা,

وَ-ও ; لُوْطًا-লূতকে ; اِلَى-দিকে ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-সে দেশের ; الَّتِيْ-যেখানে ; بٰرَكْنَا-আমি বরকত রেখেছি ; فِيْهَا-সেখানে ; لِلْعٰلَمِيْنَ-(ل+ال+عالمين)-বিশ্ববাসীর জন্য। ﴿٧٢﴾ وَ-আর ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لَهٗ-তাঁকে (ইবরাহীমকে) ; اِسْحٰقَ-পুত্র ইসহাক ; وَ-এবং ; يَعْقُوْبَ-(পৌত্র) ইয়াকুব ; نَافِلَةً-অতিরিক্ত ; وَ-আর ; كُلًّا-প্রত্যেককেই ; جَعَلْنَا-বানালাম ; صٰلِحِيْنَ-নেককার। ﴿٧٣﴾ وَ-আর ; جَعَلْنٰهُمْ-(جعلنا+هم)-বানালাম তাদেরকে ; اَئِمَّةً-নেতা ;

শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যা। আগুন আল্লাহর নির্দেশে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এটা কুরআন মাজীদে বর্ণিত মু'জিযাগুলোর একটি। আগুন ইবরাহীম (আ)-এর আশ-পাশের সবকিছুই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিল, কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর একটি পশমও পুড়েনি। ইবরাহীম (আ)-কে যে রশি দিয়ে বেঁধে আগুনে ফেলা হয়েছিল সেগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ইবরাহীম (আ) সাতদিন অগ্নিকুণ্ডে ছিলেন। তিনি বলতেন—এ সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি সারা জীবন তা ভোগ করিনি।'–মাযহারী

৬৩. অর্থাৎ ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ তথা ইরাক থেকে উদ্ধার করে এমন একটি দেশে (সিরিয়ায়) পৌঁছে দিলাম যেখানে আমি বিশ্বের মানুষদের জন্য অনেক কল্যাণ রেখেছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাইবেলের বর্ণনানুসারে লূত (আ) ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর ভাইয়ের সন্তান। সূরা আনকাবূতে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একমাত্র লূত (আ)-ই সে সম্প্রদায় থেকে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

৬৪. অর্থাৎ ফিলিস্তীন ও সিরিয়া। উভয় দেশেই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় প্রকার কল্যাণ বিদ্যমান ছিল। বাহ্যিক কল্যাণ হলো—দেশের আবহাওয়া ছিল মনোরম, প্রচুর নদ-নদীর কারণে সেখানে ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকার উদ্ভীদের প্রাচুর্য ছিল। আর আভ্যন্তরীন কল্যাণ হলো—ফিলিস্তীন ও সিরিয়া হলো অধিকাংশ নবী রাসূলের জন্মস্থান ও কর্মস্থল ; উভয়ে দেশের উৎপাদিত ফল-ফসল সে দেশের অধিবাসীরা নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

يَهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ

তারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎপথ দেখাতেন (লোকদেরকে); আর আমি তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম ভাল কাজ করতে ও নামায কায়েম করতে

وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا

এবং যাকাত দিতে ; আর তারা আমারই ইবাদাতকারী ছিল।[৬৬] ৭৪. আর লূত— আমি দান করেছিলাম তাঁকে হিকমত

وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۗ اِنَّهُمْ

ও জ্ঞান[৬৭] এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম সেই জনপদ থেকে যারা করতো অশ্লীল কাজ ; নিশ্চয়ই তারা

يَهْدُوْنَ-তারা দেখাতেন সৎপথ (লোকদেরকে) ; بِاَمْرِنَا-(ب+امر+نا)-আমার আদেশ অনুযায়ী ; وَ-আর ; اَوْحَيْنَا-আমি ওহী করেছিলাম ; اِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের প্রতি ; فِعْلَ-কাজ করতে ; الْخَيْرٰتِ-(ال+خيرات)-ভাল ; وَ-ও ; اِقَامَ-কায়েম করতে ; الصَّلٰوةِ-নামায ; وَ-এবং ; اِيْتَآءَ-দিতে ; الزَّكٰوةِ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-আর ; كَانُوْا-তারা ছিল ; لَنَا-আমারই ; عٰبِدِيْنَ-ইবাদাতকারী।(৭৪)-وَ-আর ; لُوْطًا-লূত ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-আমি দান করেছিলাম তাঁকে ; حُكْمًا-হিকমত ; وَّ-ও ; عِلْمًا-জ্ঞান ; وَّ-এবং ; نَجَّيْنٰهُ-(نجينا+ه)-তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম ; مِنَ-থেকে ; الْقَرْيَةِ-(ال+قرية)-সেই জনপদ ; الَّتِىْ-যারা ; كَانَتْ تَّعْمَلُ-কাজ করতো ; الْخَبٰٓئِثَ-(ال+خبائث)-অশ্লীল ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ;

৬৫. অর্থাৎ তার ছেলে ইসহাককেও নবুওয়াত দান করেছি। অতপর তার দোয়ার অতিরিক্ত দান হিসেবে নাতি ইয়াকূবকেও নবুওয়াত দানে ভূষিত করেছি।

৬৬. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইরাকী যুগের ঘটনাবলী উল্লিখিত হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জীলে এ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে তাতে ইবরাহীম (আ)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এসব ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের পরিবর্তিত গ্রন্থ 'তালমূদ' এবং খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাথে কুরআনের বর্ণনার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। আমাদেরকে কুরআনের বর্ণনাকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ কুরআন অপরিবর্তিত, আর বাইবেল ও তালমূদ খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের ধর্মনেতাদের হাতে নিজেদের ভাষায় লিখিত। সুতরাং সেসব বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿٧٥﴾

ছিল অসৎ সম্প্রদায়—পাপাচারী।৭৫. আর আমি তাঁকে শামিল করে নিলাম আমার রহমতে ; তিনি অবশ্যই নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

كَانُوا-ছিল ; قَوْمَ-সম্প্রদায় ; سَوْءٍ-অসৎ ; فَسِقِينَ-পাপাচারী। ⑦⑤ وَ-আর ; أَدْخَلْنَهُ-(ادخلنا+ه)-তাঁকে শামিল করে নিলাম ; فِي رَحْمَتِنَا-(فى+رحمة+نا)-আমার রহমতে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-তিনি অবশ্যই ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; الصَّلِحِينَ-(ال+صالحين)-নেক লোকদের।

৬৭. অর্থাৎ 'তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম।' হিকমত ও জ্ঞান দ্বারা নবুওয়াতও হতে পারে ; আবার হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব করার বিধিসংগত অনুমতিও হতে পারে। আর 'জ্ঞান' দ্বারা এমন জ্ঞান যা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দান করা হয়েছে।

৫ম রুকূ' (৫১-৭৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবুওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক মহান মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা যাকে এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করেন তাকেই বাছাই করে নবী হিসেবে নিয়োজিত করেন।

২. দুনিয়াতে যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠানো মানব জাতির জন্য রহমানুর রাহীম আল্লাহর এক বিশেষ রহমত। তা না হলে মানুষ জাহেলিয়াতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতো।

৩. সকল নবী-রাসূলের শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ তাআলা। তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর নির্ভুল জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাদের জ্ঞান ধারণাপ্রসূত নয় ; বরং অকাট্য। ওহী ছাড়া আর সব জ্ঞানই ধারণাপ্রসূত।

৪. একজন মু'মিনও আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী কুফর ও শিরকের সাথে কোনোরূপেই আপোষ করতে পারে না, এমনকি নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজন যেই হোকনা কেন।

৫. একজন মু'মিন হবে দুঃসাহসী ও কৌশলী। বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে সে বাতিলের মুকাবিলা করবে।

৬. যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের প্রতিপালক। সুতরাং সৃষ্টি ও প্রতিপালনের দায়িত্ব যাঁর আদেশ-নিষেধ তাঁরই মানতে হবে। অন্য কথায়—সৃষ্টি যার আইন তার।

৭. দুনিয়া থেকে যুলম তথা সকল প্রকার পাপাচার প্রতিরোধ করতে হবে হাত দ্বারা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগে। প্রয়োগ করার শক্তি না থাকলে মুখ দ্বারা প্রতিরোধ করতে হবে। সে শক্তিও যদি না থাকে তবে মনে মনে প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় সে চিন্তা করতে হবে। তবে শেষের অবস্থা দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।

৮. বাতিলের বিরুদ্ধে যত ধরনের সংগ্রাম আমরা করবো, সকল সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। আর এ কাজের লক্ষ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৯. ইবরাহীম (আ) মূর্তি ভাঙ্গা সম্পর্কে বাতিলের প্রশ্নের জবাবে কৌশল অবলম্বন করে যেমন উত্তর দিয়েছিলেন, এভাবে কৌশল অবলম্বন করা বৈধ। কেননা এটা মিথ্যা ছিল না। মিথ্যা তখনি হতো, যদি তিনি সরাসরি বলতেন— 'আমি ভাঙিনি', অথবা 'কে ভেঙেছে আমি জানি না'।

১০. ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের মুখ দিয়েই তাদের দেবতাদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার কথা বের করতে এবং তাদেরকে নিজের দীনের দিকে ফিরিয়ে আনতে। নবী-রাসূলগণ মিথ্যা ও পাপাচার থেকে পবিত্র।

১১. মানুষ যদি সঠিকভাবে চিন্তা-ফিকির করে তাহলে কুফর, শিরক ও পাপাচার যে যুলম তা তারা নিজেরাই বুঝতে সক্ষম ; কারণ মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞান দিয়েছেন তার দ্বারাই এটা বুঝা সম্ভব।

১২. শয়তানের কুমন্ত্রণা-ই মানুষকে বিপথগামী করে; সুতরাং হিদায়াত লাভ ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১৩. ইবরাহীম (আ) আল্লাহর প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, আগুনে নিক্ষেপের কথা শোনার পরও তিনি একটুও বিচলিত হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কোন শক্তি-ই আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না। আর যদি আমাকে ফেলার তাঁর ইচ্ছা হয় তাহলে কোন শক্তি-ই আমাকে আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাসকে এমনই দৃঢ় করতে হবে।

১৪. আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে ইবরাহীম (আ)-কে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। আগুন তাঁর একটি পশমও জ্বালাতে পারলো না, যদিও সে রশিটিও জ্বলে ছাই হয়ে গেছে, যা দিয়ে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল। মু'মিনদেরকে আল্লাহ এভাবেই রক্ষা করেন।

১৫. মু'মিনদের জন্য যদি দুনিয়ার কোনো লোকই সাহায্যকারী না থাকে, তবে তখন আল্লাহ-ই তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। মানুষের সাহায্য করার ক্ষমতা যেখানে শেষ, আল্লাহর সাহায্য সেখান থেকে শুরু।

১৬. বাতিলের সকল ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে হবে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করার মাধ্যমে। নিজেদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করার পর আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে।

১৭. শেষ পর্যন্ত বাতিল পরাজিত হয়েই থাকে। হক-ই হলো মৌলিক, বাতিল কৃত্রিম, কৃত্রিম কখনো স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে না।

১৮. আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ) এবং লূত (আ)-কে তাঁদের অনুসারীদেরসহ নমরূদের কবল (ইরাক) থেকে উদ্ধার করে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় নিয়ে গেলেন, সেখানে তিনি রেখেছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য অফুরন্ত কল্যাণ। মু'মিনদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতেও এভাবে কল্যাণ দান করেন, আর আখিরাতেও কল্যাণ দান করবেন।

১৯. ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে সকল নবীর শরীয়তেই বিধিবদ্ধ ছিল। সালাত ও যাকাত এমনই একটি বিধান যা ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে পালনীয়। সুতরাং মু'মিনের প্রথম কাজ সালাত; তারপর যাকাত তারপর রোযা ও হজ্জ।

২০. আল্লাহ তাআলা লূত (আ)-এর জাতির লোকদেরকে পাপকাজে সীমালংঘন করার জন্য একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর লূত (আ) তার অনুসারীদেরকে উদ্ধার করে অন্য দেশে পুনর্বাসন করেছিলেন।
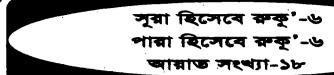
⑯ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ

৭৬. আর নূহ(কে স্মরণ করুন)—যখন তিনি আহ্বান করেছিলেন এর আগে,[৬৮] তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তাঁর আহ্বানে এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করেছিলাম

مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ⑰ وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟

মহাসংকট থেকে।[৬৯] ৭৭. আর আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল

بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ○

আমার নিদর্শনসমূহকে ; নিশ্চয়ই তারা খুব খারাপ লোক ছিল, তাই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি।

⑯ وَ-আর ; نُوحًا-নূহ ; اِذْ-যখন ; نَادٰى-তিনি আহ্বান করেছিলেন ; مِنْ قَبْلُ-এর আগে ; فَاسْتَجَبْنَا-(ف+استجبنا)-তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম ; لَهٗ-তাঁর আহ্বানে ; فَنَجَّيْنٰهُ-(ف+نجينا+ه)-এবং রক্ষা করেছিলাম তাঁকে ; وَ-এবং ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবার-পরিজনকে ; مِنَ-থেকে ; الْكَرْبِ-(ال+كرب)-সংকট ; الْعَظِيْمِ-(ال+عظيم)-মহা। ⑰ وَ-আর ; نَصَرْنٰهُ-(نصرنا+ه)-তাঁকে সাহায্য করেছিলাম ; مِنَ-মুকাবিলায় ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসমূহকে ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-ছিল ; قَوْمَ-লোক ; سَوْءٍ-খুব খারাপ ; فَاَغْرَقْنٰهُمْ-(ف+اغرقنا+هم)-তাই আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে।

৬৮. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ)-এর আগে নূহও আমার কাছে দোয়া করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–"হে আমার প্রতিপালক! আমি হেরে গেছি, আমাকে আপনি সাহায্য করুন।" তিনি আরো বলেছিলেন—"হে আমার প্রতিপালক! যমীনের উপর একজন কাফিরকেও ছেড়ে দেবেন না।" এখানে নূহ (আ)-এর ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে ; বিস্তারিত আলোচনা সূরা নূহ-এ করা হয়েছে।

৬৯. 'মহাসংকট' বলে মহাপ্লাবনের কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা প্রতিকূল পরিবেশে কাফিরদের সাথে বসবাস করা ও তাদের যুল্ম নির্যাতনকে বুঝানো হয়েছে।

⑦⑧ وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ

৭৮. আর (স্মরণ করুন) দাউদ ও সুলায়মান—যখন তাঁরা বিচার করছিলেন ফসলের ক্ষেত সম্পর্কে, তাতে রাতের বেলা কোন সম্প্রদায়ের বকরীর পাল ঢুকে ফসল নষ্ট করে ফেলেছিল

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ⑦⑨ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا

আর আমি ছিলাম তাদের বিচারের পরিদর্শক। ৭৯. অতপর আমি সুলায়মানকে তা (সঠিক রায়) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ; এবং উভয়কে আমি দিয়েছিলাম

حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط

হিকমত ও জ্ঞান[৭০] ; আর আমি অনুগত করে দিয়েছিলাম পর্বতমালাকে, তারা দাউদের সাথে তাসবীহ পাঠ করতো এবং (অনুগত করে দিয়েছিলাম) পাখিদেরকেও[৭১] ;

⑦⑧ وَ-আর ; دَاوٗدَ-দাউদ ; وَ-ও ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মান ; اِذْ-যখন ; يَحْكُمٰنِ-তাঁরা বিচার করছিলেন ; فِى الْحَرْثِ-(فى+ال+حرث)-ফসলের ক্ষেত সম্পর্কে ; اِذْ-যখন ; نَفَشَتْ-রাতের বেলা ঢুকে ফসল নষ্ট করে ফেলেছিল ; فِيْهِ-তাতে ; غَنَمُ-বকরীর পাল ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-কোন সম্প্রদায়ের ; وَ-আর ; كُنَّا-আমি ছিলাম ; لِحُكْمِهِمْ-(ل+حكم+هم)-তাদের বিচারের ; شٰهِدِيْنَ-পরিদর্শক। ⑦⑨ فَفَهَّمْنٰهَا-(ف+فهمنا+ها)-অতপর আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মানকে ; وَ-এবং ; كُلًّا-উভয়কে ; اٰتَيْنَا-আমি তা দিয়েছিলাম ; حُكْمًا-হিকমত ; وَ-ও ; عِلْمًا-জ্ঞান ; وَّ-আর ; سَخَّرْنَا-আমি অনুগত করে দিয়েছিলাম ; مَعَ-সাথে ; دَاوٗدَ-দাউদের ; الْجِبَالَ-(ال+جبال)-পর্বতমালাকে ; يُسَبِّحْنَ-তারা তাসবীহ পাঠ করতো ; وَ-এবং (অনুগত করে দিয়েছিলাম) ; الطَّيْرَ-পাখিদেরকেও ;

৭০. এখানে যে ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে তাহলো—হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট দুজন লোক আসলো একটি বিচার নিয়ে। এদের একজন একটি ফসলী ক্ষেতের মালিক, অপরজন একপাল ছাগলের মালিক। অভিযোগ হলো—রাতের বেলা ছাগলের পাল ফসলী ক্ষেতে ঢুকে সব ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। (সম্ভবত বিবাদী ছাগলের মালিক অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে)। অতপর দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, যেহেতু বিনষ্ট ফসলের মূল্য ও ছাগলের মূল্য সমান, তাই ছাগলের মালিক তার ছাগলগুলো ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফসলের মালিককে দিয়ে দেবে। এরপর বাদী-বিবাদী যখন দাউদ (আ)-এর আদালত থেকে বের হয়ে আসলো, দরজায় দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর সাথে দেখা হলে তিনি রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা রায় সম্পর্কে তাঁকে বলার পর তিনি বললেন যে, 'আমি রায় দিলে তা ভিন্নরকম হতো এবং তাতে উভয়ে উপকৃত হতো।' তারপর

وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ

আর (এসব কিছুর) আমি-ই ছিলাম কর্তা। ৮০. আর আমি তাঁকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য লোহার বর্ম তৈরির কৌশল যাতে তা তোমাদেরকে আঘাত থেকে বাঁচায়—[৭২]

وَ-আর ; كُنَّا-আমিই ছিলাম (এসব কিছুর) ; فٰعِلِيْنَ-কর্তা। ﴿٨٠﴾ وَ-আর ; عَلَّمْنٰهُ-(علمنا+ه)-আমি তাকে শিখিয়েছিলাম ; صَنْعَةَ-তৈরীর কৌশল ; لَبُوْسٍ-লোহার বর্ম তৈরীর ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; لِتُحْصِنَكُمْ-(لتحصن+كم)-যাতে তা তোমাদেরকে বাঁচায় আঘাত থেকে ;

তিনি পিতা দাউদ (আ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে এটা জানালেন। দাউদ (আ) পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—এ রায় থেকে উত্তম ও উভয়ের জন্য উপকারী রায়টি কি ? সুলায়মান (আ) বললেন, আপনি ছাগলের পাল ফসলের মালিককে দিয়ে দিন, সে এগুলোর দুধ ও পশম দ্বারা উপকার লাভ করতে থাকুক। আর ফসলের ক্ষেত ছাগলের মালিককে দিয়ে দিন, সে ক্ষেতের তত্ত্বাবধান করতে থাকুক। ফসল যখন আগের অবস্থায় পৌঁছবে, তখন ফসলের ক্ষেত তার মালিককে এবং ছাগলের পাল তার মালিককে ফেরত দিয়ে দেয়া হবে। হযরত দাউদ (আ) এ রায় পছন্দ করলেন এবং তাদেরকে ডেকে আগের দেয়া রায় বাতিল করে সুলায়মান (আ)-এর প্রস্তাবিত রায় কার্যকর করলেন।

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, নবীগণ নবী হওয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যেহেতু মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের দ্বারা ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তবে তাঁরা এ ভুলের উপর স্থির থাকতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সংশোধন করে দেন। এ ঘটনায় আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-কে ওহী দ্বারা সাহায্য না করায় তাঁর ইজতিহাদে ভুল হয়েছে। আর সুলায়মান (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে সাহায্য করায় তিনি নির্ভুল রায় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এ থেকে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতিও জানা যায় যে, একটি মোকদ্দমায় দুজন বিচারপতির রায় যদি দু-রকম হয় এবং একটি রায় সঠিক হয় ও অপরটি সঠিক না হয়, তাহলেও দুজন বিচারকই ন্যায়-বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে শর্ত এই যে, দু-জনেরই বিচারকার্য করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।

৭১. হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ তাআলা সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা। তিনি যখন 'যাবুর' পাঠ করতেন অথবা আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতেন তখন পাহাড়-পর্বতে তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো এবং পাখিদের কল-কাকলী থেমে যেতো। এমনকি পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও পাখিদের থেকে তাসবীহ পাঠের আওয়াজ আসতো। এটি ছিল নবীর মু'জিযা ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

একটি হাদীস থেকে দাউদ (আ)-এর সুরেলা কণ্ঠস্বরের সমর্থন পাওয়া যায়। একবার হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত

مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ

তোমাদের পরস্পর যুদ্ধকালে ; তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না ?[৭৩] ৮১. আর (অনুগত করে দিয়েছিলাম) সুলায়মানের জন্য হাওয়াকে

عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِأَمْرِهٖٓ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا

জোরে বহমান, যা তাঁর আদেশেই প্রবাহিত হয় সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি বরকত রেখেছি;[৭৪] আর আমিই হলাম

مِنْ بَأْسِكُمْ-(من+باس+كم)-তোমাদের পরস্পর যুদ্ধকালে ; فَهَلْ-(ف+هل)-তবুও কি ; أَنْتُمْ-তোমরা ; شٰكِرُوْنَ-কৃতজ্ঞ হবে না।(৮০) وَ-আর ; لِسُلَيْمٰنَ-(ال+سليمن)-সুলায়মানের জন্য ; الرِّيْحَ-(ال+ريح)-হাওয়াকে ; عَاصِفَةً-জোরে বহমান ; تَجْرِىْ-যা প্রবাহিত হয় ; بِأَمْرِهٖٓ-(ب+امر+ه)-তাঁর আদেশেই ; إِلَى-দিকে ; الْأَرْضِ-সেই দেশের ; الَّتِىْ-যেখানে ; بٰرَكْنَا-আমি বরকত রেখেছি ; فِيْهَا-যেখানে ; وَ-আর ; كُنَّا-আমিই হলাম ;

সুমধুর ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ শুনলেন। তাঁর পড়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন—'এ লোক দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরের একটি অংশ পেয়েছে।'

৭২. হযরত দাউদ (আ) থেকে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। লোহাকে গলিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং যুদ্ধকালে শত্রুর তরবারীর আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে এমন উপকরণ তথা লৌহ-বর্ম তৈরী করার কৌশল আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। সূরা সাবা'র ১০ ও ১১ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি, (তাকে আদেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণ মাপের বর্ম বানাও এবং সংযোজন করার সময় পরিমাণ ঠিক রেখো।" প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলেও প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃষ্টপূর্ব ১২০০ সাল থেকে ১০০০ পর্যন্ত সময়কালে লৌহযুগ আরম্ভ হয়েছে। আর এ সময়টিই দাউদ (আ)-এর যুগ ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়ার ৮০ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।)

৭৩. অর্থাৎ এতসব মু'জিযা ও কুদরতে ইলাহীর নিদর্শন দেখার পরও তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ না হও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান না আন, তবে তা হবে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

৭৪. হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে পাহাড়-পর্বত ও পাখিরা অনুগত হয়ে গিয়েছিল যে, যখন দাউদ (আ) সমধুর কণ্ঠে যাবুর কিতাব এবং আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতেন তখন তাঁর সাথে পাহাড়-পর্বত ও পাখিরা পাঠ করতো, তারা দাউদ (আ)-এর অনুমতির অপেক্ষা করত না ; কিন্তু সুলায়মান (আ)-এর জন্য বাতাসকে অনুগত করে দেয়ার ব্যাপারে দাউদ (আ) থেকে একটু ভিন্নতা রয়েছে। বাতাসকে সুলায়মান (আ)-এর আদেশের অনুগত

بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ

সব বিষয়ে পুরোপুরি অবগত। ৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কেউ কেউ তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এবং তারা করত

عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ

এছাড়া অন্য কাজও ; আর আমিই ছিলাম তাদের নিয়ন্ত্রক।[৭৫] ৮৩. আর (স্মরণ করুন)আইয়ুব[৭৬]— যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন—

بِكُلِّ-সব ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عٰلِمِيْنَ-পুরোপুরি অবগত।(৮২)-وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে ; الشَّيٰطِيْنِ-(ال+شياطين)-শয়তানদের ; مَنْ-কেউ কেউ ; يَغُوْصُوْنَ-ডুবুরীর কাজ করতো ; لَهٗ-তার জন্য ; وَ-এবং ; يَعْمَلُوْنَ-করতো ; عَمَلًا-অন্য কাজ ; دُوْنَ-ছাড়া; ذٰلِكَ-এ ; وَ-আর ; كُنَّا-আমিই ছিলাম ; لَهُمْ-তাদের ; حٰفِظِيْنَ- নিয়ন্ত্রক।(৮৩)-وَ-আর (স্মরণ করুন) ; اَيُّوْبَ-আইয়ুব ; اِذْ-যখন ; نَادٰى-তিনি আহ্বান করে বলেছিলেন ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালককে ;

বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি বাতাসকে আদেশ করলে বাতাসের গতি পরিবর্তিত হয়ে তার আদেশের অনুকূলে বয়ে যেতো। আর তাঁর সিংহাসনকেও সেদিকে বহন করে নিয়ে যেতো। এটি ছিল সুলায়মান (আ)-এর মু'জিযাসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে সূরা সাবা'র ১২ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর আমি বাতাসকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা সকালে এক মাসের পথ ও বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো।" সূরা সাদ-এর ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে—অতপর আমি বাতাসকে তাঁর জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো, যেদিকে তিনি চাইতেন।

৭৫. হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য এমন কিছু সংখ্যক শয়তানকে আল্লাহ তাআলা বশীভূত করে দিয়েছিলেন যারা তাঁর জন্য সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনি মুক্তা সংগ্রহ করে আনত এবং এ ছাড়া তারা অন্য কাজও করত। সূরা সাবা'র ১২ ও ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে—তার সামনে তার প্রতিপালকের আদেশে কিছুসংখ্যক জিন কাজ করত। তাদের মধ্য যে আমার আদেশ অমান্য করবে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। জিনেরা তাঁর জন্য সেসব জিনিস তৈরী করত যা তিনি চাইতেন—বড় বড় দূর্গ, মূর্তি, চৌবাচ্চার মত বড় বড় পাত্র এবং চুলোর উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় আকারের ডেগসমূহ।"

'শয়তান' দ্বারা এখানে জিনদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। জিনদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল, তারা স্বেচ্ছায় সুলায়মান (আ)-এর আদেশ মেনে কাজ করত। কাফির জিনদেরকে বশীভূত করার মাধ্যমেই কাজ আদায় করে নেয়া হতো। আল্লাহ স্বয়ং এসব কাফির জিনদের নিয়ন্ত্রণ করতেন, না হয় তাদের দ্বারা ক্ষতির আশংকা সবসময়ই ছিল। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণেই তারা ক্ষতি করতে পারত না।

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

অবশ্যই আমাকে পেয়ে বসেছে দুঃখ-কষ্ট, আর আপনিতো দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৭৭] ৮৪. তখন আমি কবুল করলাম তাঁর দোয়া

أَنِّي-অবশ্যই আমাকে ; مَسَّنِيَ-(مس+نى)-পেয়ে বসেছে ; الضُّرُّ-(ال+ضر)-দুঃখ-কষ্ট; وَ-আর ; أَنتَ-আপনিতো ; أَرْحَمُ-সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ; الرَّاحِمِينَ-(ال+رحمين)-দয়াবানদের মধ্যে।﴿٨٤﴾ فَاسْتَجَبْنَا-(ف+استجبنا)-তখন আমি কবুল করলাম দোয়া ; لَهُ-তার ;

দাউদ (আ)-এর জন্য চোখে দেখা যায় এবং কঠিন বস্তুকে আল্লাহ তাআলা বশীভূত করে দিয়েছেন। যেমন পাহাড়-পর্বত ও লৌহ ইত্যাদি। অপরদিকে সুলায়মান (আ)-এর জন্য দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করে দিয়েছেন। যেমন বাতাস ও জিন ইত্যাদি। এতে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কুদরত তথা শক্তি সব ধরনের জিনিসেই বিরাজমান।–কাবীর

৭৬. আইয়ুব (আ) একজন নবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য আছে। কুরআন মাজীদে ও সহীহ হাদীসসমূহে যতটুকু তাঁর সম্পর্কে রয়েছে ততটুকুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা-ই আমাদের কর্তব্য। সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় হলো—তিনি বনী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং রোগমুক্ত করেন। অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব সবাই তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সন্তান-সন্ততি ফিরিয়ে দেন। অধিকন্তু তাঁকে আরও অধিক সন্তান দান করেন।

আইয়ুব (আ) যেহেতু নবী ছিলেন, তাই তাঁর পরীক্ষাও কঠিন ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন—"নবীগণ সবচেয়ে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাঁদের পর নেককার লোকেরা পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তা অনুযায়ী হয়ে থাকে। ঈমানের দিক থেকে যার ঈমান যত বেশী মযবূত তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত কঠোর হয়ে থাকে (যাতে করে তাকে সেই পরিমাণ উচ্চ মর্যাদা দেয়া যায়)।

৭৭. হযরত আইয়ুব (আ)-এর এ দোয়া সবর বা ধৈর্যের বিরোধী ছিল না। তাঁর দোয়ার ধরন ছিল অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। তিনি ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে নীত হন। সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করে। এর জন্য তিনি কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও কোন অভিযোগ করেননি। এমনকি মনের ক্ষোভ প্রকাশ পায় এমন কথাও কোনদিন মুখে উচ্চারণ করেননি। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ একবার আরয করলেন—"আপনার কষ্ট বেড়ে গেছে, আপনি এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।" তিন জবাব দেন—আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় প্রচুর নিয়ামত ভোগ করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর আমার জন্য কঠিন হবে কেন? নবীসুলভ দৃঢ়তা

فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً

এবং আমি দূর করে দিলাম[৭৮] তাঁর যে দুঃখ-কষ্ট ছিল, আর তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাদের সাথে তাদের মত (আরো দিলাম) রহমত হিসেবে

مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ

আমার পক্ষ থেকে, আর ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ হিসেবে।[৭৯] ৮৫. আর (স্মরণ করুন) ইসমাঈল ও ইদরীস[৮০] এবং যুলকিফল[৮১]—

فَكَشَفْنَا-(ف+كشفنا)-এবং আমি দূর করে দিলাম ; مَا-যে ; بِهٖ-তার ছিল ; مِنْ-(ضُرٍّ-দুঃখ কষ্ট ; وَّ-আর ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবার-পরিজন ; وَ-এবং ; مِثْلَهُمْ-(مثل+هم)-তাদের মত ; مَّعَهُمْ-(مع+هم)-তাদের সাথে ; رَحْمَةً-রহমত হিসেবে ; مِّنْ-থেকে ; عِنْدِنَا-(عند+نا)-আমার পক্ষ ; وَ-আর ; ذِكْرٰى-উপদেশ হিসেবে ; لِلْعٰبِدِيْنَ-(ل+ال+عابدين)-ইবাদাতকারীদের জন্য। ﴿٨٥﴾وَ-আর ; اِسْمٰعِيْلَ-ইসমাঈল ; وَ-ও ; اِدْرِيْسَ-ইদরীস ; وَ-এবং ; ذَا الْكِفْلِ-(ذا+الكفل)-যুল কিফল ;

ও সহিষ্ণুতার কারণে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করার সাহস করতেন না, যেন সবরের খেলাফ হয়ে না যায়। (অবশেষে) একেবারে নমনীয় বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের একথা কয়টি বলে থেমে যাচ্ছেন—"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তো দুঃখ কষ্ট পেয়ে বসেছে, আপনিতো দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াকারী।" এরপর তিনি আর কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারেননি। বর্ণিত আছে যে, তাঁর জিহ্বা ও অন্তর বাদে শরীরের সব অংশেই দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন।

৭৮. হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগমুক্তির বর্ণনা সূরা সা'দ-এর ৪২ আয়াতে এভাবে এসেছে—(আমি আদেশ করলাম)—আপনি আপনার পায়ের গোড়ালী দিয়ে যমীনে আঘাত করুন (সাথে সাথে একটি ঝরণাধারা বের হল) তা ছিল সুশীতল গোসলের পানি ও পান করার পানি। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তা পান করা এবং তা দিয়ে গোসল করার সাথে সাথে তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান।

৭৯. অর্থাৎ হযরত আইয়ুব (আ)-এর জীবন থেকে মু'মিনদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে। যাদের প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আছে, তাদের জন্য যেমন উপদেশ রয়েছে, তেমনি যাদের কোন সম্পদ নেই, নেই কোনো সন্তান-সন্ততি, যারা বলতে গেলে একেবারে নিঃস্ব এবং এ সাথে যারা চরম রোগাক্রান্ত, তাদের জন্যও রয়েছে এক অনুপম উপদেশ।

কুরআন মাজীদ যেখানে আইয়ুব (আ)-কে একজন নিষ্ঠাবান আবিদ, যাক্বির ও সাবির হিসেবে উপস্থাপন করেছে, বাইবেল সেখানে তাঁকে একজন ধৈর্যহীন, আল্লাহর

كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

তাঁদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীলদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ৮৬. আর আমি তাদেরকে দাখিল করেছিলাম আমার রহমতের মধ্যে ; নিশ্চয় তাঁরা নেকলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

كُلٌّ-তাদের প্রত্যেকেই ; مِنَ-শামিল ছিলেন ; الصّٰبِرِيْنَ-ধৈর্যশীলদের মধ্যে। ৮৬ وَ-আর ; اَدْخَلْنٰهُمْ-(ادخلنا+هم)-আমি তাদেরকে দাখিল করেছিলাম; فِىْ-মধ্যে ; رَحْمَتِنَا-(رحمة+نا)-আমার রহমতের ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয় তারা ; مِنَ -অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; الصّٰلِحِيْنَ-(ال+صلحين)-নেককারদের।

প্রতি অভিযোগকারী ও বিক্ষুব্ধ এবং নিজের ভাগ্যের দোষারোপকারী না-শোকর মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছে।

(এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়ার ৮৪ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।)

৮০. হযরত ইদরীস (আ) সম্পর্কে দুটো মত পাওয়া যায়—(১) তিনি বনী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। (২) তিনি নূহ (আ)-এর আগেই গত হয়েছেন এবং তিনি ছিলেন আদম (আ)-এর সন্তান। বাইবেলে যার নাম উল্লেখিত হয়েছে 'হনোক।' হনোক সম্পর্কে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমূদে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা মারইয়ামের ৩৩ টীকা দ্রষ্টব্য)।

মুফাসসিরীনে কিরাম তাঁর সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন, তা হলো—হযরত ইদরীস (আ) হযরত নূহ (আ)-এর এক হাজার বছর আগে তাঁর পিতৃ-পুরুষদের অন্যতম ছিলেন। –মুসতাদরাক হাকেম

হযরত আদম (আ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল ছিলেন। তাঁর প্রতি ত্রিশটি সহীফা নাযিল হয়েছিল।–যামাখশারী

হযরত ইদরীস (আ) ছিলেন সর্বপ্রথম মানুষ, যাঁকে মু'জিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্রের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল।–বাহরে মুহীত

হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লিখা ও বস্ত্র সেলাই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর আগে মানুষ বস্ত্রের পরিবর্তে পশুর চামড়া পরিধান করত। তিনি সর্বপ্রথম ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কারও তার সময় থেকেই আরম্ভ হয়। তিনি অস্ত্র তৈরী করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।

–বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রুহুল মাআনী।

৮১. 'যুল কিফ্‌ল' শব্দের অর্থ 'ভাগ্যবান' বা সৌভাগ্যের অধিকারী। অথবা এর অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পালনকারী। যুল কিফ্‌ল নবী ছিলেন, না অলী ছিলেন এ সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। কুরআন মাজীদে দুই জায়গায় নবীদের আলোচনায় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে উভয় জায়গায় শুধুমাত্র তাঁর নামই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে আর কোন তথ্য না কুরআন থেকে পাওয়া যায়, আর না হাদীসের কোন বর্ণনা থেকে। কুরআন

٨٧ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى

৮৭. আর (স্মরণ করুন) যুন-নূন[৮২]—যখন তিনি রাগ করে চলে গিয়েছিলেন[৮৩] এবং মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে পাকড়াও করব না[৮৪], অতপর তিনি ডাকলেন[৮৫]

فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অন্ধকার থেকে (এই বলে) যে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র-মহান! আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম।

٨٧ وَ-আর ; ذَا النُّوْنَ-(ذا+ال+نون)-যুন-নূন; اِذْ-যখন ; ذَّهَبَ-তিনি চলে গিয়েছিলেন; مُغَاضِبًا-রাগ করে ; فَظَنَّ-(ف+ظن)-এবং মনে করেছিলেন ; اَنْ-যে, لَّنْ نَّقْدِرَ-কখনো পাকড়াও করব না ; عَلَيْهِ-তাঁকে ; فَنَادٰى-(ف+نادى)-অতপর তিনি ডাকলেন ; فِى-থেকে ; الظُّلُمٰتِ-(ال+ظلمت)-অন্ধকারে ; اَنْ-যে, لَّآ-নেই ; اِلٰهَ-কোন ইলাহ ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَنْتَ-আপনি ; سُبْحٰنَكَ-(سبحان+ك)-আপনি পবিত্র-মহান ; اِنِّىْ-(ان+ى)-আমি অবশ্যই ; كُنْتُ-ছিলাম ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-সীমালংঘনকারীদের।

মাজীদ থেকে যা কিছু তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায় তা হলো—তিনি একজন ধৈর্যশীল, নেককার ও উত্তম বান্দাহ ছিলেন। তিনি আল্লাহর রহমত লাভ করেছিলেন।

৮২. 'যুন-নূন' অর্থ মাছওয়ালা। এটা হযরত ইউনুস (আ)-এর একটি উপাধি। তাঁর পুরো নাম ইউনুস ইবনে মাত্তা। তাঁর আর একটি উপাধি হলো 'সাহিবুল হূত', এর অর্থও মাছওয়ালা। আল্লাহর হুকুমে তাঁকে একটি মাছ গিলে ফেলেছিল, তিনি কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন, তাই তাঁকে এ উপাধি দুটো দেয়া হয়েছিল। সূরা সাফফাতের ১৪২ আয়াতে একথা বলা হয়েছে—"অতপর তাঁকে একটি মাছ গিলে ফেলে, এমতাবস্থায় তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন।"

৮৩. অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন ঈমান আনতে অস্বীকার করলো, তখন তিনি রাগ করে নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনও হিজরত করার অনুমতি আসেনি। এর ফলেই তাঁকে মাছের পেটে যেতে হয়।

৮৪. ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আসমানী আযাব আসার ধমক দিয়েছিলেন। পরপর দুবার ধমক দেয়ার পরও যখন তারা মানতে রাজী হলো না তখন তৃতীয় বার বলেছিলেন যে, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আযাব এসে পড়বে। তৃতীয় দিন ভোরে আযাব আসার লক্ষণ দেখা গেলে লোকেরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ আযাব প্রত্যাহার করে নেন। এ দিকে রাতের বেলায়ই ইউনুস (আ) নিজ এলাকা ছেড়ে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

⑧⑧ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৮৮. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে নাজাত দিলাম দুশ্চিন্তা থেকে; আর এভাবেই আমি নাজাত দান করে থাকি মুমিনদেরকে

⑧⑨ وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৮৯. আর (স্মরণ করুন) যাকারিয়া—তিনি যখন তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বলেছেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একাকী ছেড়ে দেবেন না, যেহেতু আপনি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

⑨⓪ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ

৯০. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দান করলাম ইয়াহইয়া, আর সন্তান ধারণের যোগ্য করে দিলাম তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে[৮৬] ; নিশ্চয়ই তারা

كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا

সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত এবং তারা ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকত, আর তারা ছিল

⑧⑧ فَاسْتَجَبْنَا-(ف+استجبنا)-তখন আমি সাড়া দিলাম ; لَهٗ-তাঁর ডাকে ; وَ-এবং ; نَجَّيْنٰهُ-(نجينا+ه)-তাঁকে নাজাত দিলাম ; مِنَ-থেকে ; الْغَمِّ-দুঃশ্চিন্তা ; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُـْۨجِي-নাজাত দিয়ে থাকি ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদেরকে। ⑧⑨ وَ-আর ; زَكَرِيَّاۤ-যাকারিয়া ; اِذْ-যখন ; نَادٰى-তিনি ডেকে বলেছেন ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালককে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; لَاتَذَرْنِيْ-(لاتذر+نى)-আমাকে ছেড়ে দেবেন না ; فَرْدًا-একাকী ; وَّ-যেহেতু ; اَنْتَ-আপনি ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الْوٰرِثِيْنَ-উত্তরাধিকারী। ⑨⓪ فَاسْتَجَبْنَا-(ف+استجبنا)-অতপর আমি সাড়া দিলাম ; لَهٗ-তাঁর ডাকে ; وَ-এবং ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لَهٗ-তাকে ; يَحْيٰى-ইয়াহইয়া ; وَ-আর ; اَصْلَحْنَا-(সন্তান ধারণের) যোগ্য করে দিলাম ; لَهٗ-তার জন্য ; زَوْجَهٗ-(زوج+ه)-তাঁর স্ত্রীকে ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ-তারা প্রতিযোগিতা করতো ; فِي الْخَيْرٰتِ-(فى+ال+خيرت)-সৎকাজে ; وَ-এবং ; يَدْعُوْنَنَا-(يدعون+نا)-আমাকে ডাকত ; رَغَبًا-আশা নিয়ে ; وَّ-ও ; رَهَبًا-ভয় (নিয়ে) ; وَ-আর ; كَانُوْا-তারা ছিল ;

৮৫. অর্থাৎ মাছের পেটের অন্ধকার থেকে। ইউনুস (আ) তিন অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন—(১) সমুদ্রের পানির নিচের অন্ধকার, (২) মাছের পেটের অন্ধকার, (৩) পেটের ভেতর পাকস্থলীর ভেতরের অন্ধকার।

لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝٩٠ وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

আমার সামনে বিনীত।[৮৭] ৯১. আর (স্মরণ করুন) সেই নারী—যিনি নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন[৮৮]; অতপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম[৮৯]

لَنَا-আমার সামনে ; خٰشِعِيْنَ-বিনীত। ۝٩١ وَ-আর ; الَّتِيْٓ-সেই নারী যিনি ; اَحْصَنَتْ-রক্ষা করেছিলেন ; فَرْجَهَا-(فرج+ها)-নিজ সতীত্ব ; فَنَفَخْنَا-(ف+نفخنا)-অতপর আমি ফুঁকে দিয়েছিলাম ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাঁর মধ্যে ; مِنْ-থেকে ; رُّوْحِنَا-আমার রূহ ;

৮৬. অর্থাৎ যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁকে সন্তান গর্ভধারণের যোগ্য করে দেয়া। 'সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আপনি সন্তান দানের মালিক। আপনি সন্তান না দিলে দুঃখ পাবার কারণ নেই। আপনার পবিত্র সত্তা-ই উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

৮৭. অর্থাৎ এ পর্যন্ত যতজন নবীর কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল ছিলেন। তাঁদের কারোই কোনা সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। কেননা তাঁরা সবাই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। তাঁরা কাউকে সন্তান দান করতে পারতেন না ; বরং নিজেরাই আল্লাহর কাছে সন্তান চাইতেন। তাঁরা ভুলও করতেন, আল্লাহ তাঁদেরকে পাকড়াও করে সংশোধন করে দিতেন। তাঁদের উপরও রোগ-শোক ও দুঃখ-দৈন্যতার প্রভাব পড়ত। তারা ত্রাণকারী ছিলেন না ; বরং আল্লাহর কাছে ত্রাণ ভিক্ষাকারী ছিলেন। এসব সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন তাওহীদের দাওয়াত দানকারী। তাঁরা তাঁদের সকল প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহর নিকট পেশ করতেন। আল্লাহ তাআলা সদা-সর্বদা অস্বাভাবিকভাবে তাদেরকে সাহায্য করতেন। তাঁদের জীবনের শুরুতে তাঁরা যত পরীক্ষার মুখোমুখী হোন না কেন? অবশেষে অলৌকিকভাবে তাঁদের আবেদনই মঞ্জুর হয়েছে।

৮৮. এখানে হযরত মারইয়াম (আ)-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা।

৮৯. আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক সৃষ্টি-নিয়মের পরিবর্তে কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে সৃষ্টি করলে সেখানে 'নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছি' কথা দ্বারা তা প্রকাশ করেন। এ সৃষ্টিকর্ম অলৌকিকভাবে হয়েছে বলেই এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহ নিজের সাথে জুড়ে নেন। যেমন হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি সূরা সাদ-এর ৭১ ও ৭২ আয়াতে বলেন—"আমি মাটি থেকে মানুষ তৈরি করছি। অতএব আমি যখন তাকে পুরোপুরি তৈরী করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা (ফেরেশতারা) তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।"

সূরা আলে ইমরানের ১৭১ আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে—"আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর ফরমান, যা তিনি (আল্লাহ) মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ।"

وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ز

এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্য এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম।[৯০]
৯২. নিশ্চয়ই তোমাদের এই জাতি একই জাতি।

وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۞ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط

আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমারই ইবাদত করো। ৯৩. কিন্তু তারা (মানুষ) তাদের কাজ কর্মে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে ;[৯১]

كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

প্রত্যেককে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

وَ-এবং ; جَعَلْنٰهَا-(جعلنا+ها)-বানিয়েছিলাম তাঁকে ; وَ-ও ; ابْنَهَآ-তাঁর পুত্রকে ; اٰيَةً-এক নিদর্শন ; لِّلْعٰلَمِيْنَ-(ل+ال+عالمين)-দুনিয়াবাসীর জন্য। ৯২ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذِهٖ-এই ; اُمَّتُكُمْ-(امة+كم)-তোমাদের জাতি ; اُمَّةً-জাতি ; وَّاحِدَةً-একই ; وَّ-আর ; اَنَا-আমিই ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; فَاعْبُدُوْنِ-(ف+اعبدوا+نى)-সুতরাং আমারই ইবাদাত করো। ৯৩ وَ-কিন্তু ; تَقَطَّعُوْٓا-তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে ; اَمْرَهُمْ-(امر+هم)-তাদের কাজ কর্মে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-নিজেদের মধ্যে ; كُلٌّ-প্রত্যেককে ; اِلَيْنَا-আমার কাছে ; رٰجِعُوْنَ-ফিরে আসতে হবে।

সূরা তাহরীমের ১২ আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে—"আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম, যে নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করেছিলেন ; অতএব আমি তার মধ্যে "নিজের রূহ ফুঁকে দিলাম।"

সূরা আলে ইমরানের ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বলেছিলেন 'হয়ে যাও' অমনি সে হয়ে যায়।"

৯০. হযরত মারইয়াম এবং পুত্র ঈসা (আ) উভয়েই ছিলেন আল্লাহ তাআলার কুদরত তথা ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা কেউ-ই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার ছিলেন না।

৯১. অর্থাৎ দুনিয়ার সকল মানুষই মূলত একটি দীন ও একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত। সেই দীন হলো 'ইসলাম' আর সেই জাতি হলো 'মুসলিম'। দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবাই একই দীন নিয়েই এসেছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াত ছিল—'আল্লাহ-ই মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, ইবাদত বা দাসত্ব পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই।' কিন্তু দুনিয়াতে

আমরা যত ধর্ম দেখি তা সবই মানুষের বানানো এবং সেই একমাত্র দীন ইসলামের বিকৃত রূপ। আমরা মনে করি অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, আসলে সকল নবী-ই একটি ধর্মের-ই প্রবর্তক। আর তা হলো 'ইসলাম'। এক নবীর মৃত্যুর পর মানুষ আবার যখন তাঁর দীনকে নিজেদের মতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বিকৃত করে ফেলে, তখনই আবার আর এক নবীর আগমন ঘটে। তিনি আবার মানুষকে সেই দীনের উপরই নিয়ে আসার জন্য তাঁর সার্বিক চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যান। অতপর এ নবীর ইন্তেকালের পর আবার মানুষ সেই তাওহীদ ভিত্তিক দীনকে বিকৃত করা শুরু করে। আবার নবীর আগমন ঘটে। এভাবেই আবহমান কাল থেকে নবীদের আগমন ধারা জারি থাকে। অতপর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবীর আগমন ঘটে এবং দীন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৭৬-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবী-রাসূল—তাঁদের সকল প্রয়োজন, আবেগ-অনুভূতি, বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-দৈন্যতার কথা সবই একমাত্র আল্লাহর নিকট পেশ করতেন। আর নবীদের অনুসরণ করে আল্লাহর নেক বান্দাগণও একই পথে চলেন। আমাদেরও সেই পথ অনুসরণ করা কর্তব্য।

২. আল্লাহ বলেছেন—'তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করবো।' আল্লাহ কোনো কোনো দোয়ার প্রতিদান অনতিবিলম্বেই দিয়ে দেন, কোনোটা কিছুটা বিলম্বে আবার কোনোটা জীবদ্দশায় কোনো এক সময়ে দিয়ে দেন। আবার কোনোটার প্রতিদান আখিরাতের জন্য রেখে দেন।

৩. দুনিয়াতে যেসব দোয়ার ফল পাওয়া যায় না এবং তা আখিরাতে বান্দাহ যখন আমলনামায় তা দেখতে পাবে, তখন সে জানতে চাইবে যে, এতসব কিছু তার আমল নামায় কোথা থেকে এলো, তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, দুনিয়াতে তুমি চেয়েছিলে কিন্তু তখন তোমাকে সেখানে না দিয়ে রেখে দেয়া হয়েছিল, সেগুলোই এখানে যুক্ত হয়েছে। তখন সে বলবে যে, দুনিয়াতে যদি আমার সব দোয়া-ই না মঞ্জুর করে আখিরাতের জন্য রেখে দেয়া হতো, তাহলে কতইনা ভাল হতো।

৪. আল্লাহ তাআলা সব নবী-রাসূলকেই কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং অলৌকিকভাবে তাঁদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন। মু'মিন হওয়ার দাবী যারা করবে তাঁদেরকেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং সেজন্য মানসিকভাবে যে কোন ধরনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যুগে যুগে নবী-রাসূলকে গাইড হিসেবে পাঠানো মানব জাতির জন্য তাঁর এক বিরাট রহমত। নচেৎ মানুষকে সঠিক পথ চেনার জন্য অন্ধকারে পথ খুঁজে ফিরতে হতো। সুতরাং গাইডকে যথাযথভাবে অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।

৬. যারা আল্লাহ প্রদত্ত এ গাইডকে অমান্য করবে এবং পরীক্ষাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তাদের পরিণতি নূহ (আ)-এর জাতির মত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

৭. যারা নূহ (আ)-কে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর কথা অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে, তারা ছাড়া আর সবাই সেই মহাবন্যায় ডুবে মরেছে। সুতরাং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই।

৮. দুনিয়াতে ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে ওহীর জ্ঞানভিত্তিক বিধান ছাড়া তা করা সম্ভব নয়।

৯. ওহীর জ্ঞানভিত্তিক বিধান হলো ইসলামী বিধান। সুতরাং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

১০. শিরক ও কুফর আল্লাহর অধিকার হরণ করে, সুতরাং এগুলো বড় যুলুম। অতএব কাফির ও মুশরিকদের দ্বারা দুনিয়াতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা মোটেই সম্ভব নয়।

১১. দুনিয়াতে জীব, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ, সবই সদা-সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র তথা আল্লাহকে স্মরণ করছে। শুধুমাত্র মানুষই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়।

১২. দুনিয়াতে মানুষ যেসব নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে সেসব উদ্ভাবনের কৌশল উদ্ভাবকের মস্তিষ্কে আল্লাহ-ই ঢেলে দেন।

১৩. সকল প্রযুক্তি মানব কল্যাণে ব্যবহার করাই আল্লাহর ইচ্ছা ; কিন্তু মানুষ নিজেরাই এগুলোকে মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার করে। সুতরাং সেজন্য মানুষই দায়ী।

১৪. আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে বাতাসকে এবং জিন জাতির কতেককে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। এটি ছিল আল্লাহর কুদরতের বহিপ্রকাশ এবং তাঁর নবীর মু'জিযা।

১৫. সুলায়মান (আ) বাতাসকে আদেশ দিয়ে তার প্রবাহের দিক পরিবর্তন করাতে পারতেন। কাফির জিনদেরকে দিয়ে কঠিন কঠিন কাজ করিয়ে নিতেন। কাফির জিন তথা শয়তানরা সুলায়মান (আ)-এর আদেশ মানতে বাধ্য থাকত।

১৬. আল্লাহ তাআলা হযরত আইয়ুব (আ)-কে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আল্লাহর রহমতেই তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১৭. আল্লাহ মু'মিনদেরকেও ভয়, ক্ষুধা-দারিদ্র, সম্পদহানি, ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এসব পরীক্ষায় ধৈর্যশীলরাই উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। সুতরাং সবর বা ধৈর্য মু'মিনের জন্য অপরিহার্য গুণ।

১৮. নবীগণের দায়িত্ব যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই তাঁদের সামান্যতম ভুলও আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে পাকড়াও করেন।

১৯. মু'মিনদের গুনাহ তথা অপরাধের জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও পাকড়াও করেন ; কিন্তু কাফির মুশরিকদের অপরাধের জন্য দুনিয়াতে তাদেরকে সেরূপ পাকড়াও করেন না।

২০. হযরত ইউনুস (আ) তাঁর সামান্যতম ইজতিহাদী ভুলের কারণে তাঁকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিল। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তিনি তাঁর ভুলের জন্য মাছের পেটে অন্ধকারে থেকেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং মাছের পেট থেকে তাঁকে মুক্তি দান করেন। যে কোনো ধরনের বিপদ উদ্ধারের জন্য আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে এবং তাওবা করতে হবে।

২১. যাকারিয়া (আ)-কে আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দান করেছেন। সন্তান একমাত্র আল্লাহ-ই দিতে পারেন। কোনো পীর-ফকীর ঝাড়-ফুঁক বা তাবীয-কবয-এর সন্তান দান করার কোনো শক্তি নেই।

২২. হযরত মারইয়াম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) দু'জনই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা চাইলে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত ব্যবস্থার অধীনে এর জন্মলাভ তাঁরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২৩. মানবজাতির মূল হলো ইসলাম। সুতরাং সমগ্র মানবজাতি এক জাতি তথা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষই নিজেদেরকে সে সনাতন দীন থেকে সরিয়ে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে। মানুষকে সে মূলের দিকে ফিরে আসতে হবে। তাহলেই মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

﴿٩٤﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ

৯৪. সুতরাং যে কেউ নেককাজ করে এমতাবস্থায় যে, সে মু'মিন, তবে তার প্রচেষ্টা অবমূল্যায়ন হবে না

وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

এবং আমি অবশ্যই তার লিখক। ৯৫. আর সেই জনপদের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি—তারা আর কখনো ফিরে আসবে না।[৯২]

﴿٩٦﴾ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○

৯৬. এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে ছুটে আসবে।[৯৩]

৯৪ فَمَنْ-(ف+من)-সুতরাং যে কেউ ; يَعْمَلْ-কাজ করে ; مِنَ الصّٰلِحٰتِ-(من+ال+صلحت)-নেক ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُوَ-সে ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন ; فَلَا كُفْرَانَ-(ف+لا+كفران)-তবে অবমূল্যায়ন হবে না ; لِسَعْيِهٖ-(ل+سعى+ه)-তার প্রচেষ্টা ; وَ-এবং ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; لَهٗ-তার ; كٰتِبُوْنَ-লেখক। ৯৫ وَ-আর ; حَرٰمٌ-নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ; عَلٰى-উপর ; قَرْيَةٍ-সেই জনপদের ; اَهْلَكْنٰهَا-(اهلكنا+ها)-যাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা আর কখনো ; لَا يَرْجِعُوْنَ-ফিরে আসবে না। ৯৬ حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; فُتِحَتْ-মুক্তি দিয়ে দেয়া হবে ; يَاْجُوْجُ-ইয়াজূজ ; وَ-ও ; مَاْجُوْجُ-মা'জূজকে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; حَدَبٍ-উঁচু জায়গা ; يَنْسِلُوْنَ-ছুটে আসবে।

৯২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে জাতিকে তাদের গুনাহে সীমালংঘনের কারণে আসমানী আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তারা আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের নব জীবন লাভ করার আর কোনো পথ নেই।

অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ধ্বংস হয়ে যাবার পর দুনিয়াতে আবার ফিরে আসা এবং পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ লাভ করা সম্ভব হবে না। এরপর তো বাকী থাকে আল্লাহর দরবারে বিচার।

অথবা এ আয়াতের মর্ম এটাই হতে পারে যে, যে জাতির অন্যায় আচরণ, ব্যভিচার, সত্যের পথে বাধা দান, সত্য থেকে দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে থাকা ইত্যাদি অপরাধের

⑰وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا

৯৭. আর নিকটে এসে যাবে প্রকৃত ওয়াদাকৃত সময়, তখন যারা অস্বীকার করে (এ দিনটিকে) তাদের চোখগুলো হঠাৎ অবাক হয়ে স্থির হয়ে থাকবে ;

يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ⑱ إِنَّكُمْ

হায় দুর্ভোগ আমাদের ! নিঃসন্দেহে আমরা এ বিষয়ে গাফলতে ডুবে ছিলাম, বরং আমরাই সীমা লংঘনকারী ছিলাম।[৯৪] ৯৮. অবশ্যই তোমরা

⑰وَ-আর ; اقْتَرَبَ-নিকটে এসে যাবে ; الْوَعْدُ-(ال+وعد)-ওয়াদাকৃত সময় ; الْحَقُّ-(ال+حق)-প্রকৃত ; فَاِذَا-(ف+اذا)-তখন হঠাৎ ; هِيَ-তা ; شَاخِصَةٌ-অবাক হয়ে স্থির হয়ে যাবে ; اَبْصَارُ-চোখগুলো ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-অস্বীকার করে (এ দিনটিকে) ; يٰوَيْلَنَا-(يا+ويل+نا)-হায় আমাদের দুর্ভোগ ; قَدْ كُنَّا-নিসন্দেহে আমরা ছিলাম ; فِيْ غَفْلَةٍ-গাফলতে ডুবে ; مِنْ هٰذَا-(من+هذا)-এ বিষয়ে ; بَلْ-বরং ; كُنَّا-আমরা ছিলাম ; ظٰلِمِيْنَ-সীমালংঘনকারীই। ⑱اِنَّكُمْ-(ان+كم)-অবশ্যই তোমরা ;

কারণে তাদেরকে আল্লাহ আযাব দিয়ে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তাদেরকে আর তাওবা করে ফিরে আসার সুযোগও দেন না। তারা পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতের পথে আর কখনো ফিরে আসতে পারে না।

৯৩. অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজকে খুলে দেয়ার অর্থ তারা এখন আবদ্ধ আছে। আর যখন তাদেরকে খুলে দেয়া হবে, তখন তারা দুনিয়ার উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে যেমন কোনো হিংস্র পশুকে খাঁচা বা বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলে সে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। "আর নিকটে এসে যাবে প্রকৃত ওয়াদাকৃত সময়" অর্থাৎ কিয়ামত তখন অত্যন্ত নিকটে এসে যাবে। সহীহ মুসলিমে হুযায়ফা ইবনে আসীদিল গিফারী থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়—(১) ধোঁয়া (২) দাজ্জাল, (৩) মাটির পোকা, (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ, (৬) ইয়াজূজ-মাজূজের আক্রমণ, (৭) তিনটি বৃহত্তম ভূমি ধস—প্রথমটি পূর্বে (৮) দ্বিতীয়টি পশ্চিমে (৯) তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে ; (১০) সব শেষে ইয়ামন থেকে একটি ভয়াবহ আগুন উঠবে যা লোকদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ এর পরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

ইয়াজূজ ও মাজূজের ব্যাখ্যা সূরা কাহাফের ৯৪ আয়াত-এর টীকায় উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতের টীকাংশ দ্রষ্টব্য।)

৯৪. অর্থাৎ তারা নিজেরাই স্বীকার করবে যে, নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে এ দিনটি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু আমরা গাফলতের মধ্যে ডুবেছিলাম। আসলে আমরা শুধু গাফেল ও বেখবর ছিলাম না বরং আমরা দোষী ও অপরাধী। আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছি।

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ○

এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত করো সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন ; তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।[৯৫]

⑨⑨ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৯৯. ওরা যদি ইলাহ-ই হতো, তাহলে তারা তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করতোনা ; এবং প্রত্যেকেই তারা সেখানে (জাহান্নামে) স্থায়ী হবে।

وَ-এবং ; مَا-যাদের সেগুলো ; تَعْبُدُونَ-তোমরা ইবাদাত করো ; مِنْ دُونِ-পরিবর্তে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; حَصَبُ-ইন্ধন ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; أَنْتُمْ-তোমরা সকলেই ; لَهَا-তাতে ; وَارِدُونَ-প্রবেশ করবে। ⑨⑨ لَوْ-যদি ; كَانَ-হতো ; هَٰؤُلَاءِ-ওরা ; آلِهَةً-ইলাহ-ই; مَا وَرَدُوهَا-(ماوردو+ها)-তাহলে তারা তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করতো না ; وَ-এবং ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; فِيهَا-(فى+ها)-সেখানে (জাহান্নামে) ; خَالِدُونَ-চিরস্থায়ী।

৯৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া যেসব কৃত্রিম মা'বূদদের পূজা করা হয় তারাও তাদের উপাসকদের সাথে জাহান্নামে যাবে এবং এসব পাথরের মূর্তি বা কাঠের মূর্তি সবই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা হচ্ছে, তারাও কি জাহান্নামে যাবে ? এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস উল্লেখ করে বলা যায় যে, 'হা এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার বন্দেগী করা হোক, সে তাদেরই সাথী হবে যারা তার বন্দেগী করেছেন।" এ থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দুনিয়াতে যারা মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছেন, লোকেরা তাদেরকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর এবং দুনিয়াতে যে তাদের পূজা-উপাসনা চলছে তাতে তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কোনো দখল নেই। সুতরাং তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে যারা নিজেরা চায় যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে পূজা-উপাসনা করা হোক, তাদের কথাই মেনে চলা হোক, এমন লোকেরা অবশ্যই তাদের পূজারী ও উপাসকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অপরদিকে যারা নিজেদের স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অন্যকে ইলাহ হিসেবে দাঁড় করায় তারাও জাহান্নামে যাবে। এদিক থেকে শয়তানও এ দলে শামিল হয়ে যায় ; কারণ তার চেষ্টায় যাদেরকে উপাস্য হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, তারা আসল উপাস্য হয় না ; বরং শয়তানই হয় আসল উপাস্য। সুতরাং শয়তানও তাদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এছাড়া পাথর বা কাঠের মূর্তি তাদের পূজারীদের সাথে জাহান্নামে যাবে, যাতে জাহান্নামের আগুন আরো বেশী করে জ্বলে। মুশরিকরা যখন দেখবে যে, তারা যাদের পূজা করেছে, তারাতো তাদের জন্য কোন সুপারিশ করতেই পারলো না, অধিকন্তু তাদেরকে যে আগুনে ফেলা হয়েছে তার তেজকে এসব মা'বূদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে তাদের মনের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

⑩⑩ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ⑩⑪ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ

১০০. সেখানে থাকবে তাদের আর্তচিৎকার[৯৬] এবং তারা সেখানে কিছুই শুনতে পাবে না। ১০১. নিশ্চয়ই যাদের জন্য আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে

مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ⑩⑫ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا

কল্যাণ, আমার পক্ষ থেকে তারা তা (জাহান্নাম) থেকে বহু দূরে থাকবে।[৯৭] ১০২. তারা শুনবেনা তার (জাহান্নামের) ক্ষীণতম আওয়াজও

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ⑩⑬ لَا يَحْزُنُهُمُ

এবং তারা তাদের মন যা চায় তাতে চিরকাল (ভোগরত) থাকবে। ১০৩. তাদেরকে চিন্তাযুক্ত করবে না

الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي

মহাভয়[৯৮] এবং ফেরেশতাগণ তাদের সাথে সাক্ষাত করবে (বলবে)—এটাই তোমাদের সেই দিন যার

⑩⑩ لَهُمْ-তাদের ; فِيهَا-সেখানে থাকবে ; زَفِيرٌ-আর্তচিৎকার ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; فِيهَا-সেখানে ; لَا يَسْمَعُونَ-কিছুই শুনতে পাবে না। ⑩⑪ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যাদের ; سَبَقَتْ-আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্যে ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; الْحُسْنَىٰ-কল্যাণ ; أُولَٰئِكَ-তারা ; عَنْهَا-(عن+ها)-তা থেকে ; مُبْعَدُونَ-বহু দূরে থাকবে। ⑩⑫ لَا يَسْمَعُونَ-তারা শুনবে না ; حَسِيسَهَا-(حسيس+ها)-তার (জাহান্নামের) ক্ষীণতম আওয়াজও ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; فِي-তাতে ; مَا-যা ; اشْتَهَتْ-চায় ; أَنْفُسُهُمْ-(انفس+هم)-তাদের মন ; خَالِدُونَ-চিরকাল (ভোগরত) থাকবে। ⑩⑬ لَا يَحْزُنُهُمُ-(لايحزن+هم)-তাদেরকে চিন্তাযুক্ত করবে না ; الْفَزَعُ-(ال+فزع)-ভয় ; الْأَكْبَرُ-(ال+اكبر)-মহা ; وَ-এবং ; تَتَلَقَّاهُمُ-(تتلقى+هم)-তাদের সাথে সাক্ষাত করবে ; الْمَلَائِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতাগণ ; هَٰذَا-(বলবে) এটাই ; يَوْمُكُمُ-(يوم+كم)-তোমাদের সেই দিন ; الَّذِي-যার ;

৯৬. 'যাফীর' শব্দের মূল অর্থ—ভয়ংকর, গরম, হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও ক্লান্ত অবস্থায় মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস এমনভাবে উঠানামা করা যে, দু-দিকের পাঁজর ফুলে উঠে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—"যাফীর সজোরে আর্তচীৎকারকে বলা হয়।"

৯৭. অর্থাৎ সেসব লোক যারা দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে জীবনযাপন

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। ১০৪. সেদিন আমি গুটিয়ে নেবো আসমানকে লিখিত কাগজপত্র গুটিয়ে নেয়ার মত[৯৯]

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম (সেভাবে) পুনরায় তা (সৃষ্টি) করব; ওয়াদা পালন আমার কর্তব্য ; আমি অবশ্যই পালন করবো।

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ-সেদিন ; نَطْوِي-আমি গুটিয়ে নেবো ; السَّمَاءَ-(ال+سماء)-আসমানকে ; كَطَيِّ-(ك+طي)-গুটিয়ে নেয়ার মতো ; السِّجِلِّ-(ال+سجل)-কাগজ-পত্র ; لِلْكُتُبِ-(ل+ال+كتب)-লিখিত ; كَمَا-যেভাবে ; بَدَأْنَا-আমি সূচনা করেছিলাম ; أَوَّلَ-প্রথমবার ; خَلْقٍ-সৃষ্টির ; نُعِيدُهُ-(نعيد+ه)-(সেভাবে) পুনরায় তা (সৃষ্টি) করবো ; وَعْدًا-ওয়াদা পালন ; عَلَيْنَا-আমার কর্তব্য ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; كُنَّا فَاعِلِينَ-পালন করবো।

করেছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আগেই ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবেন।

৯৮. 'ফাযাউল আকবার' সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে এর দ্বারা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকারের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে মানুষ জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য দৌড়াবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন—এর দ্বারা শিঙ্গায় প্রথম ফুঁৎকার বুঝানো হয়েছে, যা হবে মহাত্রাস সৃষ্টিকারী।

মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেন যে, এর অর্থ হাশরের দিন আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার সময়কার আতঙ্ক। সাধারণ মানুষের জন্য এটি হবে অত্যন্ত ভীতিকর ও পেরেশানীর ব্যাপার। তবে নেককার বান্দাহগণ একটি মানসিক নিশ্চিন্ততার মধ্যে থাকবে। কেননা, সবকিছুইতো তাদের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী-ই ঘটতে থাকবে। ঈমান ও সৎকাজের যে পুঁজি নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, তা তাদের মনোবলকে দৃঢ় রাখবে। তাদের মনে আল্লাহর রহমতে ভয় ও দুঃখের পরিবর্তে এ ধরনের একটি আশা জাগবে যে, শীঘ্রই তারা তাদের কর্ম-প্রচেষ্টা ও কাজ-কর্মের সুফল লাভ করবে।

৯৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সাত আসমান ও এদের মধ্যকার সবকিছু এবং সাত যমীন ও এদের মধ্যকার সবকিছুসহ গুটিয়ে একত্র করে ফেলবেন। সবমিলে আল্লাহর হাতে একটি সরিষার দানার পরিমাণ হবে। এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যমীন ও আসমানকে গুটিয়ে নিজের হাতে নেবেন।"

১০৫. আর নিঃসন্দেহে আমি লাওহে মাহফুযের পর আসমানী কিতাবে লিখে দিয়েছি[১০০] —অবশ্যই যমীনের উত্তরাধিকারী হবে

আমার সৎ ও যোগ্য বান্দাহগণ। ১০৬. নিশ্চয়ই এতে ইবাদাতকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত উপদেশবাণী রয়েছে।

১০৭. আর আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের রহমত ছাড়া (অন্য কিছু হিসেবে) পাঠাইনি।[১০১] ১০৮. আপনি বলুন—আমার নিকট এ ওহী-ই করা হয় যে,

১০৫ وَ-আর ; لَقَدْ كَتَبْنَا-নিসন্দেহে আমি লিখে দিয়েছি ; فِى الزَّبُوْرِ-(فى+ال+زبور)-আসমানী কিতাব ; مِنْ بَعْدِ-(من+بعد)-পর ; الذِّكْرِ-(ال+ذكر)-লাওহে মাহফুযের ; أَنَّ-অবশ্যই ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনের ; يَرِثُهَا-(يرث+ها)-তার উত্তরাধিকারী হবে ; عِبَادِيَ-(عباد+ى)-আমার বান্দাগণই ; الصّٰلِحُوْنَ-(ال+صلحون)-সৎ ও যোগ্য। ১০৬ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِى هٰذَا-এতে রয়েছে ; لَبَلٰغًا-(ل+بلاغا)-নিশ্চিত উপদেশবাণী ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সম্প্রদায়ের জন্য ; عٰبِدِيْنَ-ইবাদাতকারী। ১০৭ وَ-আর ; مَآ أَرْسَلْنٰكَ-(ما+ارسلنا+ك)-আমিতো আপনাকে পাঠাইনি ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু হিসেবে) ; رَحْمَةً-রহমত ; لِلْعٰلَمِيْنَ-(ل+ال+عالمين)-বিশ্ব জগতের জন্য। ১০৮ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّمَا يُوْحٰٓى-(انما+يوحى)-এ ওহী-ই করা হয় যে ; إِلَىَّ-(الى+ى)-আমার নিকট ;

১০০. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে 'যিকর' শব্দ দ্বারা 'লাওহে মাহফুয' এবং 'যবূর' দ্বারা সমস্ত আসমানী কিতাব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে লিখার পর সকল আসমানী কিতাবেই লিখা হয়েছে যে, যমীনের মালিক হবে নেক বান্দারা। এখানে 'আল আর্দ' দ্বারা জান্নাতের যমীন বুঝানো হয়েছে। দুনিয়ার যমীনের মালিকতো মু'মিন কাফির সবাই হয়ে থাকে। তাছাড়া নেক বান্দাদের এ আলোচনা কিয়ামতের আলোচনার পর আখিরাতের জীবনে মু'মিন-কাফির সকলের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যমীনের মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটি বলা যায় যে, এর দ্বারা জান্নাতের যমীনের মালিকানা বুঝানো হয়েছে।

সূরা আয-যুমারের ৭৪ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا

তোমাদের ইলাহ তো অবশ্যই-একই ইলাহ, তবে কি (এখন) তোমরা মুসলিম হবে ?' ১০৯. অতপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়

فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ

তাহলে আপনি বলে দিন—আমি তো তোমাদেরকে হুবহু জানিয়ে দিয়েছি ; আমি জানিনা তা কি নিকটবর্তী, না-কি দূরবর্তী

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ-(ان+ما+اله+كم)-তোমাদের ইলাহতো : إِلَٰهٌ-ইলাহ ; وَاحِدٌ-একই ; فَهَلْ-(ف+هل)-তবে কি (এখন) ; أَنتُمْ-তোমরা ; مُّسْلِمُونَ-মুসলিম হবে। ﴿١٠٩﴾ فَإِنْ-(ف+ان)-তারপর যদি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَقُلْ-(ف+قل)-তাহলে আপনি বলে দিন ; آذَنتُكُمْ-(اذنت+كم)-তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি ; عَلَىٰ سَوَاءٍ-(على+سواء)-হুবহু ; وَ-এবং ; إِنْ أَدْرِي-আমি জানি না ; أَقَرِيبٌ-(ا+قريب)-তা কি নিকটবর্তী ; أَم-না-কি ; بَعِيدٌ-দূরবর্তী ;

এমন যমীনের উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা নিজেদের থাকবার জায়গা তৈরী করে নিতে পারি। অতএব "সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান কতই না উত্তম।"

আর দুনিয়ার যমীনের একক মালিকানাও আল্লাহ তাআলা এক সময়ে মু'মিনদেরকে দেবেন। কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে এ ওয়াদা রয়েছে। তবে সে মালিকানা স্থায়ী নয় ; বরং পরীক্ষার জন্যই এ মালিকানা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন একবার মুসলমানরা দুনিয়ার অধিকাংশ নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিল। দীর্ঘকাল এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। আবার ইমাম মাহদী (আ)-এর যমানায় এরূপ একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

১০১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে মানুষ-জিন, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থ সবকিছুর জন্য রহমত হিসেবে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর যিকর ও ইবাদাত-ই হলো সমগ্র সৃষ্টি-জগতের সত্যিকার রূহ। আর এজন্যই যখন দুনিয়া থেকে এ রূহ বিদায় নেবে এবং 'আল্লাহ' শব্দ বলার কোনো লোক থাকবে না, ফলে সব বস্তুই রূহ বিহীন তথা মৃত হয়ে যাবে অর্থাৎ কিয়ামত হয়ে যাবে। যখন জানা গেলো যে, আল্লাহর যিকর ও ইবাদাত হলো সব বস্তুর রূহ তখন রাসূলুল্লাহ (স) যে সকল কিছুর জন্য রহমত স্বরূপ, তা সহজেই বুঝা যায়। কেননা দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর যিকর ও ইবাদাত তাঁর শিক্ষার বদৌলতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, "আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন—রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আমি আল্লাহর প্রেরিত রহমত যাতে (আল্লাহর আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের আসনে আসীন করি এবং (আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই।"

مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।[১০২] ১১০. নিশ্চয়ই তিনি জানেন সশব্দে কথা এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন রাখ।[১০৩]

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ

১১১. আর আমি জানি না হয়ত তা (শীঘ্রই আযাব না আসা) তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা[১০৪] এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ মাত্র ১১২. তিনি (রাসূল বললেন)—'হে আমার প্রতিপালক!

احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

আপনি ন্যায্য ফায়সালা করে দিন। আর আমাদের প্রতিপালক তো অত্যন্ত দয়াময়, তোমরা যা বলছো তার জন্য তিনিই সাহায্য চাওয়ার পাত্র।[১০৫]

مَا-যার ; تُوعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; يَعْلَمُ-জানেন ; الْجَهْرَ-(ال+جهر)-সশব্দ ; مِنَ الْقَوْلِ-(من+ال+قول)-কথা ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা ; تَكْتُمُونَ-তোমরা গোপন রাখ। ﴿١١١﴾ وَ-আর ; إِنْ أَدْرِي-আমি জানি না ; لَعَلَّهُ-(لعل+ه)-হয়ত তা (শীঘ্রই আযাব না আসা) ; فِتْنَةٌ-একটি পরীক্ষা ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; مَتَاعٌ-জীবন উপভোগের সুযোগ মাত্র ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; حِينٍ-একটি নির্দিষ্ট সময়। ﴿١١٢﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; احْكُمْ-আপনি ফায়সালা করে দিন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-ন্যায্য ; وَ-আর ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক তো ; الرَّحْمَٰنُ-(ال+رحمن)-অত্যন্ত দয়াময় ; الْمُسْتَعَانُ-(ال+مستعان)-সাহায্য চাওয়ার পাত্র ; عَلَىٰ-তার জন্য ; مَا-যা ; تَصِفُونَ-তোমরা বলছো।

এ থেকে এটাও জানা গেলো যে, কুফর ও শির্ককে নির্মূল করার জন্য এবং কাফিরদের দুর্বল করে দেয়ার জন্য জিহাদ করাও রহমত।

১০২. অর্থাৎ রিসালাত অমান্য করার কারণে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করবেন, তবে সে আযাব কখন আসবে তার সঠিক সময় আমার জানা নেই।

১০৩. অর্থাৎ তোমাদের বিরোধিতাপূর্ণ কথা, ষড়যন্ত্র, গোপন আলাপ সবকিছুই আল্লাহ শুনেছেন এবং সেসব তিনি জানেন। তোমরা এটা মনে করো না যে, এসব বাতাসে উড়ে গেছে, এর জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

১০৪. অর্থাৎ তাৎক্ষণিক আযাব দিয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও না করার অর্থ এ নয় যে, নবীর কথা মিথ্যা ; বরং এর কারণ হলো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখী করে দিয়েছেন। আসলে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট অবকাশ দিয়েই বিলম্ব করছেন যাতে করে তোমরা সামলে উঠতে পারো। কিন্তু তোমরা তো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছো। তোমরা ভাবছো যে, মুহাম্মাদ (স) মিথ্যা নবী, নচেৎ তিনি যদি সত্য নবী হতেন, তাহলে তাঁকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার কারণে আমাদেরকে আল্লাহ কবেই আযাব দিয়ে পাকড়াও করতেন।

১০৫. এখানে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছেন যে, হে আমার প্রতিপালক! এ কাফির মুশরিকরা যা কিছু বলছে এবং করছে তাঁর হক ফায়সালা আপনি করে দিন। আর এরা আমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে প্রচার করছে তার মুকাবিলায় আপনিই আমার একমাত্র সাহায্যকারী।

৭ম রুকূ' (৯৪-১১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রকৃত ঈমানদারের কোনো নেককাজ নিষ্ফল হবে না। যেহেতু আল্লাহ নিজেই তার সংরক্ষণকারী তাই হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার বা যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার আশংকা নেই। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

২. কোনো সম্প্রদায় বা জাতি নিজেদের গুনাহে সীমালংঘনের কারণে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেলে তাদের পুনরুত্থান হতে পারে না।

৩. ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি দুনিয়াতে ফিরে এসে নিজেরা পরিশুদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ পায় না। আর পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগও তারা লাভ করতে পারে না।

৪. কিয়ামত যখন একেবারে অত্যাসন্ন হয়ে পড়বে তখন কিয়ামতের ১০টি আলামতের মধ্যে অন্যতম আলামত ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব ঘটবে।

৫. ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাবের পর খুব বেশী দিন অতিবাহিত হবে না ; কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। অতপর মানুষ হাশর ময়দানে সমবেত হবে। অবিশ্বাসীরা অবাক বিস্ময়ে চোখ উপরে তুলে পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকবে।

৬. অবিশ্বাসীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু এখনতো তা কোনো কাজে আসবে না। তারা বলতে থাকবে—আমরা এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম, আমরা নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি, আমরাই যালিম।

৭. কাফির-মুশরিকরা তাদের উপাস্য-মা'বুদদেরকে সহ জাহান্নামে ঢুকবে (আর তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল)।

৮. জাহান্নামে জাহান্নামবাসীদের আর্তচীৎকার ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না।

৯. আর যাদের জন্য আল্লাহ তাআলা আগে থেকে কল্যাণের ফায়সালা করে রেখেছেন, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এত দূরে রাখা হবে যে, জাহান্নামের কোনো প্রকার মৃদু আওয়াজও তারা শুনতে পাবে না।

১০. এমন লোকেরা জান্নাতে তাদের মনের চাহিদা মতই সবকিছু ভোগ-ব্যবহার করবে। তাদের মনের চিন্তা বা ভয় আসতে পারে এমন কোনো কারণ সেখানে দেখা দেবে না।

১১. ফেরেশতারা এসে তাদেরকে অভিবাদন জানাবে। বলবে, তোমাদেরকে যে দিনের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল এটিই সেই দিন।

১২. কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান-যমীনকে কাগজপত্রের মত করে নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। অতঃপর পুনরায় দুনিয়া সৃষ্টি হবে। যেহেতু এটিই আল্লাহর ওয়াদা ; তাই এটি অবশ্য অবশ্যই ঘটবে।

১৩. কিয়ামতের পরে জান্নাতী দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র নেক বান্দারা। এতে কাফির মুশরিক ও ফাসিক-ফাজিরদের কোনো অংশ থাকবে না।

১৪. আর দুনিয়ার জীবনে যদি ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করা যায়, তাহলে এ পার্থিব দুনিয়ার উত্তরাধিকারীত্বও মু'মিনদের জন্যই রয়েছে।

১৫. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগত ও জড়োজগত সকলের জন্যই আল্লাহর রাসূল এক বিরাট রহমত।

১৬. বিশ্ব জগতের স্রষ্টা যিনি তার প্রতিপালকও তিনি। সুতরাং 'ইলাহ' হিসেবে ইবাদত বা দাসত্ব পাওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

১৭. শিরক ও কুফর এবং গুনাহে হঠকারিতার জন্য তাৎক্ষণিক আযাব না দেয়া এবং কিছুকাল অবকাশ দেয়াও একটি পরীক্ষা বিশেষ।

১৮. আল্লাহ তাআলা মানুষের সশব্দে কথা, গোপন আলোচনা এমনকি মনের গভীরে লালিত বাসনা সবই জানেন।

১৯. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা যা কিছু সুসংবাদ, সতর্কবাণী ও গায়েবী বিষয়ের খবর এবং ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক বিষয়ের বিবরণ পেশ করেছেন তা সবই অকাট্য সত্য বলে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী। আর এ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন গড়া দ্বারাই দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সূরা আল হাজ্জ-মাদানী
আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ' ঃ ১০

নামকরণ

সূরার ২৭ আয়াতের 'বিল হাজ্জ' শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরার কিছু অংশ মাক্কী জীবনের শেষদিকে হিজরতের কিছুদিন আগে নাযিল হয়েছে। ১ম থেকে ২৪তম পর্যন্ত আয়াত মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে। ২৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে। অধিক সংখ্যক মুফাসসিরের মতে সূরাটি মিশ্র। অর্থাৎ মক্কায়ও এর কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে, আবার মদীনায়ও এর অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী (র) এ মতকে বিশুদ্ধতম বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন—এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে নাযিল হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত 'নাসেখ' তথা রহিতকারী, কিছু আয়াত 'মানসুখ' বা রহিত এবং কিছু 'মুহকাম' তথা সুস্পষ্ট ও কিছু 'মুতাশাবিহ' বা অস্পষ্ট।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় প্রথমত মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা হঠকারিতা ও জিদের বশে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব ইলাহর উপর ভরসা করছো যারা কিছুই করতে পারে না। আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছো। তোমাদের আগে যেসব জাতি তোমাদের মত এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের যে পরিণতি হয়েছে, তোমাদের পরিণতিও তা-ই হবে। নবীকে অমান্য করে, জাতির ভাল লোকগুলোর উপর যুল্ম-নির্যাতন করে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি করছো। আল্লাহর গযব যখন তোমাদের উপর এসে পড়বে তখন তোমাদের বানানো মাবুদগুলো তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এ পর্যায়ে মুশরিকদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে বুঝানোর চেষ্টাও করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে। শির্কের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে জোরালো যুক্তি-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

অতপর সেসব মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার ও ধমক দেয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এ পথে কোনো প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলো না, তাদেরকে কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে যে, আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তোমরা আল্লাহকে মেনে চল, আর আল্লাহর পথে কোনো বিপদ-আপদ দেখলে তখন তোমরা পেছনে হটে যাও ; কিন্তু পেছনে হটে গিয়ে তোমরা নিজেদের

চেষ্টায় কোনো ক্ষতি ও কষ্ট থেকে রেহাই পাবে ? বরং আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তা-ই ঘটবে।

সূরায় ঈমানদারদের ও আরবের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহর হুকুমে কাবাঘর তৈরী করেছেন। তিনি এ ঘরে হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছেন। তখন থেকেই এ ঘরে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের অধিকারকে সমানভাবে দেখা হয়েছে। তাছাড়া এ ঘরটিতো এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্যই তৈরী করা হয়েছিল। এখানে শিরক করার জন্যতো তৈরী হয়নি। অথচ সে ঘরে মূর্তি ও দেব-দেবী স্থান পেয়েছে—স্থান নেই শুধু এক আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতকারী মুসলমানদের। অথচ মাসজিদে হারাম তথা কাবাঘর কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এখানে হজ্জ করতে কাউকে বাধা দেয়ার কারো অধিকার নেই। কুরাইশরাতো আর কা'বার মালিক নয়—খাদেম। ব্যক্তিগত শত্রুতায় তারা আজ একদলকে হজ্জ করতে বাধা দিচ্ছে, কাল তারা আবার আর এক দলকে বাধা দেবে। তাদের এ পদক্ষেপকে কোনো মতেই মেনে নেয়া যায় না।

আর শুধুমাত্র মু'মিনদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, কুরাইশদের যুল্মের জবাবে তোমরাও শক্তি প্রয়োগ করতে পারো। এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া গেলো। এ প্রসংগে মুসলমানরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করলে তখন তাদের নীতি-পদ্ধতি কি হবে, নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের কি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে।

অতপর মু'মিনদের জন্য 'মুসলিম' নামটির ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরাই ইবরাহীম (আ)-এর প্রকৃত অনুসারী। তোমরাই দুনিয়ার মানব জাতির সামনে সাক্ষ্য-দানকারীর স্থানে রয়েছো। তোমাদেরকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ প্রতিরোধ করবে ; আর এর মাধ্যমে আল্লাহর কালেমাকে উর্ধে তুলে ধরার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

❑

রুকূ'-১০

২২. সূরা আল হাজ্জ-মাদানী

আয়াত-৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ○

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো ; নিশ্চয় কিয়ামতের কাঁপুনী অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার।[১]
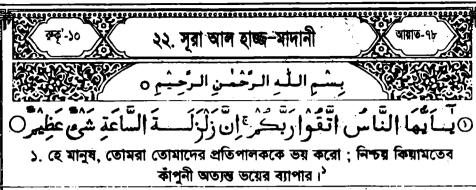
① يٰۤاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-(ال+ناس)-মানুষ ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালককে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; زَلْزَلَةَ-কাঁপুনি ; السَّاعَةِ-(ال+ساعة)-কিয়ামতের ; شَيْءٌ-ব্যাপারে ; عَظِيْمٌ-অত্যন্ত ভয়ের।

১. কিয়ামতের ভূকম্পন কখন হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও কুরআন মাজীদ ও হাদীসের আলোকে প্রসিদ্ধ মতানুসারে এ ভূকম্পন হবে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায়ে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, শিঙ্গায় তিনবার ফুঁক দেয়া হবে—প্রথম ফুঁক হবে ভীতি সৃষ্টিকারী, দ্বিতীয় ফুঁক হবে সংজ্ঞা বিলুপ্তকারী এবং তৃতীয় ফুঁক হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হবার ফুঁক। প্রথম ফুঁকে মানুষ এক ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়বে। তারা হতভম্ব হয়ে এদিক সেদিক দৌড়াতে থাকবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সব মানুষসহ প্রাণী মরে পড়ে থাকবে। আর তৃতীয় ফুঁকে সবাই জীবিত হয়ে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই এ কম্পনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-হাক্কার ১৩ থেকে ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁক—যমীন ও পাহাড়-পর্বতকে উঠানো হবে। তারপর উভয়কেই একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেই দিনই সংঘটিত হবে সেই নিশ্চিত সত্য ঘটনা—মহাপ্রলয়। আর আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং তা নিস্তেজ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।"

সূরা আল মুযযাম্মিলের ১৭ ও ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"যদি তোমরা কুফরী কর তবে সেদিনের বিপদ থেকে কিভাবে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করবে, যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।"

সূরা আন নাযিআতের ৬ থেকে ৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"সেদিন প্রথম ফুঁক একেবারে কাঁপিয়ে দেবে প্রচণ্ডভাবে। তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী ফুঁক। সেদিন অনেক হৃদয় ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত।"

সূরা আল ওয়াকিয়ার ৪ থেকে ৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"যখন যমীনকে কাঁপিয়ে

② يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

২. সেদিন তোমরা তা দেখবে—প্রত্যেক দুগ্ধদায়িনী তাকে ভুলে যাবে, যাকে সে দুধ পান করায়[২] এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে ;

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ○

আর তুমি মানুষকে মাতালের মত দেখবে অথচ তারা মাতাল নয়, মূলত আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন।[৩]

③ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ○

৩. আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা কোন জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে[৪] এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের।

② يَوْمَ-সেদিন ; تَرَوْنَهَا-তোমরা তা দেখবে ; تَذْهَلُ-ভুলে যাবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; مُرْضِعَةٍ-দুগ্ধ দায়িনী ; عَمَّا-(عن+ما)-তাকে, যাকে ; أَرْضَعَتْ-সে দুধ পান করায় ; وَ-এবং ; تَضَعُ-পাত করে ফেলবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; ذَاتِ حَمْلٍ-(ذات+حمل)-গর্ভবতী ; حَمْلَهَا-(حمل+ها)-তার গর্ভ ; وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখবে ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষকে ; سُكَارَى-মাতালের মতো ; وَ-অথচ ; مَا-নয় ; هُمْ-তারা ; بِسُكَارَى-(ب+سكرى)-মাতাল ; وَلَٰكِنَّ-মূলত ; عَذَابَ-আযাব ; اللَّهِ-আল্লাহর ; شَدِيدٌ-খুবই কঠিন। ③ وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; مَنْ-এমনও আছে যারা; يُجَادِلُ-বিতর্ক করে ; فِي-সম্পর্কে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়াই ; عِلْمٍ-কোনো জ্ঞান ; وَ-এবং ; يَتَّبِعُ-অনুসরণ করে ; كُلَّ-প্রত্যেক ; شَيْطَانٍ-শয়তানের; مَرِيدٍ-অবাধ্য ;

দেয়ার মত কাঁপিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে ; ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।"

সূরা আল যিলযালের ১ থেকে ৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"যখন যমীনকে তার ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে ; এবং যমীন তার বোঝা বের করে দেবে ; আর মানুষ বলবে তার কি হলো।"

২. অর্থাৎ কিয়ামতের কম্পন শুরু হবে, তখন দুধ পানরত অবস্থা থেকে শিশুকে ফেলে দিয়ে মায়েরা পালাবার চেষ্টা করবে এবং নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের কি হবে তা তার মনেই থাকবে না।

৩. কিয়ামতের এ অবস্থা এবং তার পরবর্তী হাশরের ময়দানের সেসব কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত দ্বীনের

④ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ○

৪. তার (শয়তানের) সম্পর্কে লিখিত আছে যে, যে-কেউ তাকে বন্ধু বানাবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে সে জাহান্নামের শাস্তির দিকে পথ দেখিয়ে দেবে।

⑤ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

৫. হে মানুষ ! তোমরা যদি পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে থাক তবে ভেবে দেখো নিশ্চিত আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ

মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে[৫], তারপর লেগে থাকা চাকা-রক্ত থেকে, পরে গোশতের চাকা থেকে—(যা) পুরো মানুষের আকারে

كُتِبَ-লিখিত আছে ; عَلَيْهِ-তার সম্পর্কে ; اَنَّهُ-নিশ্চয়ই সে ; مَنْ-যে ; تَوَلَّاهُ-(تولا+ه)-বন্ধু বানাবে তাকে ; فَاَنَّهُ-(ف+ان+ه)-সে (শয়তান) অবশ্যই ; يُضِلُّهُ-(يضل+ه)-তাকে পথভ্রষ্ট করবে ; وَ-এবং ; يَهْدِيْهِ-(يهدى+ه)-সে পথ দেখিয়ে দেবে ; اِلَى-দিকে ; عَذَابِ-শাস্তির ; السَّعِيْرِ-(ال+سعير)-জাহান্নামের। ⑤ يَاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-(ال+ناس)-মানুষ ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা পড়ে থাক ; فِىْ رَيْبٍ-(فى+ريب)-সন্দেহে ; مِنَ-সম্পর্কে ; الْبَعْثِ-(ال+بعث)-সন্দেহে ; فَاِنَّا-(ف+انا)-তবে (ভেবে দেখো) নিশ্চিত ; خَلَقْنٰكُمْ-(خلقنا+كم)-আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; مِّنْ-থেকে ; تُرَابٍ-মাটি ; ثُمَّ-অতপর ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-শুক্র ; ثُمَّ-তারপর ; مِنْ-থেকে ; عَلَقَةٍ-লেগে থাকা চাকা রক্ত ; ثُمَّ-পরে ; مِنْ-থেকে ; مُّضْغَةٍ-গোশতের চাকা ; مُّخَلَّقَةٍ-যা পুরো মানুষের আকার ;

আলোকে জীবন পরিচালনা করার জন্য সামনে আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে স্মরণীয় যে, কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য সেটিই, যা সামনের দিকে আলোচনা করা হচ্ছে।

৪. এ আয়াতে কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেস সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, সে আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্ক না করলেও আল্লাহর অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পর্কে বিতর্ক করছে। অথচ এ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। এ ধরনের লোক অতীতে সর্বযুগেই ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এসব লোক তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাসী নয়। রাসূলুল্লাহ (স) চাচ্ছিলেন এদের থেকে তাওহীদ ও আখিরাতের স্বীকৃতি ; কিন্তু তারা তা এড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ কি করতে পারেন এবং কি করতে পারেন না এবং বিশ্ব জাহানের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কি শুধুমাত্র এক আল্লাহরই হাতে সমর্পিত, না-কি অন্য কতক সত্তার

وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

অথবা অপূর্ণ মানুষের আকারে৬—যাতে আমি প্রকাশ করি (আমার কুদরত) তোমাদের কাছে ; তারপর আমি (মায়ের) গর্ভে স্থির রাখি যা আমি চাই একটি মেয়াদ পর্যন্ত,

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ

অতপর তোমাদেরকে শিশু হিসেবে বের করি, পরে তোমরা যাতে পরিপূর্ণ বয়সে পৌঁছে যাও ; আর তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয়,

وَ-অথবা ; غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ-অপূর্ণ মানুষের আকারে ; لِنُبَيِّنَ-যাতে আমি প্রকাশ করি ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের কাছে (আমার কুদরত) ; وَ-তারপর ; نُقِرُّ-আমি স্থির রাখি ; فِي الْأَرْحَامِ-(فى+ال+ارحام)-(মায়ের) গর্ভে ; إِلَى-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-একটি মেয়াদ ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; ثُمَّ-অতপর ; نُخْرِجُكُمْ-(نخرج+كم)-তোমাদেরকে বের করি ; طِفْلًا-শিশু হিসেবে ; ثُمَّ-পরে ; لِتَبْلُغُوا-তোমরা যাতে পৌঁছে যাও ; أَشُدَّكُمْ-(اشد+كم)-তোমাদের পরিপূর্ণ বয়সে ; وَ-আর ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; مَنْ-কারো কারো ; يُتَوَفَّى-মৃত্যু ঘটানো হয় ;

উপরও ন্যস্ত রয়েছে। এখানে আয়াতটি ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে নাযিল হলেও এর হুকুম অত্যন্ত ব্যাপক।

৫. অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির সূচনা যখন হয় তখন মাটি থেকেই তার সব উপাদান গৃহীত হয়, যা শুক্র নামে পরিচিত হয় ; অথবা মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয়েছে আদম (আ) থেকে, আর তিনি মাটি থেকেই সৃষ্ট। তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন সূরা আস সাজদার ৭ ও ৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে। তারপর তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগণ্য পানির নির্যাস থেকে।"

৬. এখানে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন—"বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে, অতপর তা জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তার আরও চল্লিশ দিন পর গোশত পিণ্ডে পরিণত হয়। অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময় তার সম্পর্কে ৪টি বিষয় লিখে দেয়া হয়—(১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযক পাবে (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।—কুরতুবী

অপর এক হাদীসে আছে—অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে যে, 'এ গোশত পিণ্ড দ্বারা আপনার মানব সৃষ্টি অবধারিত ('মুখাল্লাকাহ') কি না, উত্তরে আল্লাহ তা'আলা যদি বলেন,

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ

এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় সবচেয়ে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত, ফলে কোন বিষয়ে জানার পরও সে (সে বিষয়ে) আর জ্ঞাত থাকে না।[৭]

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

আর তুমি যমীনকে শুকনো দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি (তখন) তা তরতাজা হয়ে দুলতে থাকে ও ফুলে উঠে

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ

এবং উৎপন্ন করে সব রকম সুদৃশ্য উদ্ভিদ। ৬. এটা এজন্য যে, অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ একমাত্র সত্য,[৮] এবং নিশ্চয়ই তিনি

يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

জীবিত করেন মৃতকে এবং তিনি-ই সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। ৭. আর কিয়ামত নিশ্চিত আগমনকারী

وَ-এবং ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; مَنْ-কাউকে কাউকে ; يُرَدُّ-ফিরিয়ে নেয়া হয় ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; أَرْذَلِ-অকর্মণ্য ; الْعُمُرِ-বয়স ; لِكَيْلَا يَعْلَمَ-(ل+كى+لايعلم)-ফলে সে জ্ঞাত থাকে না ; مِنْ بَعْدِ-পরও ; عِلْمٍ-জানার ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখতে পাও ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ; هَامِدَةً-শুকনো ; فَإِذَا-(ف+اذا)-তারপর যখন ; أَنْزَلْنَا-আমি বর্ষণ করি ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার উপর ; الْمَاءَ-(ال+ماء)-পানি ; اهْتَزَّتْ-(তখন) তা তরতাজা হয়ে দুলতে থাকে ; وَ-ও ; رَبَتْ-ফুলে উঠে ; وَ-এবং ; أَنْبَتَتْ-উৎপন্ন করে ; مِنْ كُلِّ-সবরকম ; زَوْجٍ-উদ্ভিদ ; بَهِيجٍ-সুদৃশ্য। ⑥ذَٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّ-(ب+ان)-এজন্য যে, অবশ্য অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই; الْحَقُّ-(ال+حق)-একমাত্র সত্য ; وَ-এবং ; أَنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; يُحْيِي-জীবিত করেন ; الْمَوْتَىٰ-(ال+موتى)-মৃতকে ; وَ-এবং ; أَنَّهُ-(ان+ه)-তিনি-ই ; عَلَىٰ-উপর ; كُلِّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুর ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান। ⑦وَ-আর ; أَنَّ-নিশ্চিত ; السَّاعَةَ-(ال+ساعة)-কিয়ামত ; آتِيَةٌ-আগমনকারী

'গায়রি মুখাল্লাকাহ' তখন গর্ভপাত করে দেয়া হয়। আর যদি আল্লাহ তা'আলা বলেন 'মুখাল্লাকাহ', তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, ছেলে না মেয়ে, ভাগ্যবান না হতভাগা, বয়স কত, কি কাজ করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে ? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়।–কুরতুবী

لَا رَيْبَ فِيهَا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ

এতে নেই কোনো সন্দেহ ; এবং আল্লাহ অবশ্যই পুনরায় উঠাবেন তাদেরকে যারা আছে কবরে।[৯] ৮. আর মানুষের মধ্য থেকে

لَارَيْبَ-(لا+ريب)-কোনো সন্দেহ নেই ; فِيهَا-এতে ; وَ-এবং ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰه-আল্লাহ ; يَبْعَثُ-পুনরায় উঠাবেন ; مَنْ-তাদেরকে যারা আছে ; فِى الْقُبُوْرِ-(فى+ال+قبور)-কবরে।⑧ وَ-আর ; مِنَ-মধ্য থেকে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ;

৭. অর্থাৎ এমন বার্ধক্য যখন মানুষের নিজের সম্পর্কেও কোনো খোঁজ খবর থাকে না। যে অন্যদের জ্ঞান বিতরণ করতো, সে তখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার কথা শুনে একটি ছোট ছেলেও হাসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ-ই একমাত্র সত্য, তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা। তিনি প্রতিটি মুহূর্তে নিজের শক্তি-সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিনি এ বিশ্বকে কোনো খেয়াল-খুশী বা খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি যে, খেলা শেষ হলে তিনি তা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবেন ; বরং তিনি-ই একমাত্র সত্য, তাঁর সকল কাজ গুরুত্বপূর্ণ, সদুদ্দেশ্যসম্পন্ন ও বিজ্ঞানময়।

৯. ইতিপূর্বে আলোচিত আয়াতগুলো থেকে যে বিষয়গুলো প্রমাণিত হয় তাহলো—

এক ঃ আল্লাহ-ই একমাত্র সত্য। এর প্রমাণের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজের জন্মের বিভিন্ন স্তরের দিকে লক্ষ করে, তাহলে সে জানতে পারবে যে, প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই এক মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা ও কর্ম-নৈপুণ্য কিভাবে সার্বক্ষণিকভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। মানুষের খাদ্যের মধ্যে কি কোথাও প্রাণের বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে ? কিন্তু এ খাদ্যের দ্বারাই তো মানুষের মধ্যে মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এ খাদ্য শরীরে প্রবেশ করে কোথাও চুল, কোথাও মাংস, কোথাও হাড় আবার কোনো এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে শুক্রে পরিণত হয়। যার মধ্যে মানুষ সৃষ্টির যোগ্যতাসম্পন্ন বীজ থাকে। আবার এ শুক্রের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষ কোটি শুক্রকীট থেকে একটি কীট নারীর ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হয়ে একটি অতিক্ষুদ্র জিনিস সৃষ্টি হয় যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। আর এ ক্ষুদ্র জিনিসটিই নয় মাস কয়েক দিন পর অসংখ্য স্তর পার হয়ে একটি জ্বলজ্যান্ত মানব শিশু রূপে দুনিয়াতে পা রাখে। অতপর শৈশব-কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধ্যক্য প্রভৃতি স্তর পার হয়ে আবার মাটিতেই তাকে বিলীন হয়ে যেতে হয়। এই যে সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেই-তো এক মহাবিজ্ঞানী, মহাশক্তিমান একক স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এ রকম অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়িয়ে আছে যা দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতার প্রমাণ মিলে।

দুই ঃ আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন। উপরের আলোচনার মধ্যেই এটার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যে খাদ্য খায় তাতেতো প্রাণের কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব খাদ্য থেকে যেসব উপাদান পাওয়া যায়—যেমন কয়লা, লৌহ, চূন, লবণজাত উপাদান—এগুলোর মধ্যেও প্রাণের বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু এসব মৃত প্রাণহীন পদার্থগুলো থেকে একটি জীবিত মানুষ সৃষ্টি হয় কি করে? এটি কি মৃতকে জীবিত করা নয়? তাছাড়া আমাদের চারিপাশে তাকালেও আমরা এর অসংখ্য প্রমাণ পাই। বৃষ্টিহীন শুকনো মাটিতে বাতাস ও পাখি উদ্ভিদের বীজ ছড়িয়ে রাখে, তখন তাদের মধ্যে প্রাণের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন বৃষ্টি হয় তখন দেখা যায় শুকনো খনখনে মাটি থেকে উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম হওয়া শুরু হয় এবং চারিদিক সবুজ-শ্যামলিমায় ভরে উঠে। এটা কি মৃতকে জীবিত করা নয়?

তিন ঃ আল্লাহ সর্বশক্তিমান। উপরে বর্ণিত মানুষ ও উদ্ভিদের উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় সম্পর্কে চিন্তা করলেইতো আমরা আল্লাহর শক্তিমত্তার অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখতে পাই। আমরা আল্লাহর শক্তিমত্তার যে পরিচয় অহরহ দেখছি, তিনি শুধু এতটুকুই করতে পারেন—এর বেশী কিছু করতে পারেন না, এমন কথা কোনো নির্বোধ মানুষও বলতে পারে না। আল্লাহতো অসীম সত্তা, মানুষ সম্পর্কেও এমন সীমিত ধারণা পোষণ করা বুদ্ধির পরিচয় বহন করে না। বিগত একশ বছর আগেও মানুষ বাতাসে উড়ে-চলা যান তৈরী করতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করত না, কিন্তু মানুষ তা করতে সক্ষম হয়েছে। তাহলে সর্বত্র সর্বস্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সীমিত ধারণা পোষণ করা কেমন করে সঠিক হতে পারে? মূলত আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তা কোনো প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয় নয়।

চার ঃ কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং

পাঁচ ঃ আল্লাহ অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন। আমরা ভেবে দেখি—আল্লাহ যখন একমাত্র সত্য ; তিনি যখন মৃতকে জীবিত করেন, তিনি যখন সর্বশক্তিমান—তখন তিনি কিয়ামত সংঘটিত করতে পারেন এবং অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন। এ দুটো কাজ করা না হলে যুক্তির দাবী পূরণ হয় না। একজন মহান বিজ্ঞানময় সত্তা যুক্তির এ দাবী পূরণ করবেন না—এটা একেবারেই অসম্ভব। একজন মানুষ যে নিতান্ত নগণ্য জ্ঞানের মালিক তার সম্পর্কেও এ ধারণা পোষণ করা যায় না যে, সে নিজের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে হিসেব নেবেন না ; তার আমানত যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে কিনা তার হিসাব নেয়ার পরই তো তা জনসমক্ষে প্রকাশ হতে পারে। আর তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার দ্বারা সে পুরস্কার পাওয়ার এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য সাজা পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে। একজন নগণ্য মানুষ যদি তাদের নিজেদের ব্যাপারে এভাবে পুরস্কার দান বা শাস্তিদানের জন্য বিধান তথা আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে যে সত্তা তাদেরকে এ সম্পর্কিত অনুভূতি ও জ্ঞান দান করেছেন, তাঁর ব্যাপারে কিভাবে আমরা মনে করতে পারি যে, তিনি মানুষকে প্রদত্ত এত বড় দুনিয়া ও এত সাজ-সরঞ্জাম দান করেছেন, তিনি এসবের হিসাব নেবেন না এবং তাঁর আমানত রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য কোনো পুরস্কার দেবেন না, আর আমানত রক্ষার দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা আমানতের খিয়ানত করার জন্য কোনো শাস্তি দেবেন না।

مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝ ثَانِيَ عِطْفِهٖ

কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে কোন জ্ঞান[10] ছাড়া, আর না আছে (তাদের কাছে) কোন পথ নির্দেশ[11] এবং না কোন আলোকময় কিতাব।[12] ৯. —সে তার ঘাড় বাঁকিয়ে[13] (তর্ক করে)

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

যাতে করে সে (লোকদেরকে) গুমরাহ করে দিতে পারে আল্লাহর পথ থেকে ;[14] দুনিয়াতে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তাকে মজা দেখাবো

عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ

আগুনের শাস্তির। ১০. (সেদিন তাকে বলা হবে)—এটা তারই ফল যা করে আগে পাঠিয়েছে তোমার হাত ; আর আল্লাহ অবশ্যই নন

بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

বান্দাদের প্রতি যুল্‌মকারী।

مَنْ-কেউ কেউ ; يُجَادِلُ-বিতর্ক করে ; فِي-সম্পর্কে ; اللّٰه-আল্লাহ ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়া ; عِلْمٍ-কোনো জ্ঞান ; وَّ-আর ; لَا-না আছে ; هُدًى-কোনো পথনির্দেশ ; وَّ-এবং ; لَا-না ; كِتٰبٍ-কিতাব ; مُّنِيْرٍ-আলোকময়। ⑨ ثَانِيَ-সে বাঁকিয়ে (তর্ক করে) ; عِطْفِهٖ-(عطف+ه)-তার ঘাড় ; لِيُضِلَّ-যাতে করে সে গুমরাহ করে দিতে পারে (লোকদেরকে) ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَهٗ-তার জন্য রয়েছে ; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; خِزْيٌ-লাঞ্ছনা ; وَّ-এবং ; نُذِيْقُهٗ-(نذيق+ه)-তাকে মজা দেখাবো ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيامة)-কিয়ামতের ; عَذَابَ-শাস্তির ; الْحَرِيْقِ-(ال+حريق)-আগুনের। ⑩ ذٰلِكَ-এটা ; بِمَا-(ب+ما)-তারই ফল যা ; قَدَّمَتْ-করে আগে পাঠিয়েছে ; يَدٰكَ-(يدا+ك)-তোমার হাত ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَيْسَ-নন ; بِظَلَّامٍ-(ب+ظلام)-যুল্‌মকারী ; لِّلْعَبِيْدِ-(ل+ال+عبيد)-বান্দাদের প্রতি।

অতএব বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের দাবী হলো—কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং আগে-পরের সকল মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, আর নেয়া হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব এ দুনিয়ার জীবনের সকল চিন্তা ও কাজের।

১০. অর্থাৎ সেই জ্ঞান যা ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার আলোকে সংগৃহীত হয়।

১১. পথনির্দেশ অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আসা ওহীর জ্ঞান। অথবা যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।

১২. অর্থাৎ আসমানী কিতাব যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন সেই কিতাবের জ্ঞান।

১৩. 'ঘাড় বাঁকিয়ে তর্ক করা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এদের কোনো প্রকার জ্ঞান না থাকার কারণে এরা মূর্খতাসুলভ জিদ ও হঠকারিতায় ডুবে থাকে ; অহংকার করে এবং নিজেকে নিজে অনেক বড় ভাবে। এসব লোক কোনো উপদেশ দানকারীর উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করে না।

১৪. অর্থাৎ কিছু লোক আছে যারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট। আর কিছু আছে যারা নিজেরা পথ ভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠেপড়ে লাগে।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর আমাদের সবাইকে দুনিয়ার জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর সামনে পেশ করতে হবে। সে দিনের কথা সদা-সর্বদা মনে রেখে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে।

২. কিয়ামতের ঘটনা এতই ভয়ংকর হবে যে, দুগ্ধপানরত সন্তানকে ভুলে মা পালাবে এবং আতংকে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। এ থেকে কিয়ামতের ভয়াবহতা অনুমান করা যায়।

৩. মানুষকে মাতালের মত মনে হবে অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা মাতাল হবে না। কিয়ামত যখন এসে পড়বে তখন আর নিজেদেরকে শুধরে নেয়ার সময় পাওয়া যাবে না ; সুতরাং আমাদেরকে এখন থেকেই তাওবা করে সঠিক পথে চলা শুরু করতে হবে।

৪. আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর কিতাবে ও রাসূল (স)-এর হাদীসে। আর এ দুয়ের উপর ভিত্তি করে সঠিক পথে গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে সঠিকভাবে জানা যেতে পারে।

৫. ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক করা যাবে না। আল্লাহর যাত বা সত্তা সম্পর্কে মানুষের পক্ষে ধারণা লাভ সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জ্ঞান একেবারে নগণ্য। সুতরাং চিন্তা করতে হবে আল্লাহর সিফাত ও সৃষ্টি সম্পর্কে।

৬. আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে মনে যেসব বিপরীত কথা জাগ্রত হয় তা অবাধ্য শয়তানের কুমন্ত্রণা মনে করতে হবে। এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাইতে হবে।

৭. শয়তানকে কেউ বন্ধু বানালে শয়তান অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে। যার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সুতরাং শয়তান ও তার দোসরদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে দূরে থাকতে হবে।

৮. আমাদের সৃষ্টি কাজে যেসব স্তর অতিক্রম করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা যদি চিন্তা-ফিকির করি তাহলেই মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকবে না। সুতরাং আমাদের সৃষ্টি কাজে আল্লাহর কুদরতের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তার মাধ্যমে পুনর্জীবন লাভের বিশ্বাসকে মনে দৃঢ়মূল করতে হবে। কারণ পুনর্জীবনে বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

৯. মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিলয় সম্পর্কে চিন্তা করলেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও কুদরত সম্পর্কে যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা-ফিকির করতে হবে।

১০. আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন। দুনিয়াতেই অহরহ আল্লাহর এ কুদরতের প্রকাশ ঘটছে। আল্লাহ মানুষকে যেমন অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন ; তেমনি মৃত যমীন থেকে সজীব, শস্য-শ্যামল উদ্ভীদ জীবনের সমারোহ ঘটাচ্ছেন।

১১. কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় যেমন সন্দেহাতীত সত্য, তেমনি সকল প্রাণের পুনর্জীবনও সন্দেহাতীত সত্য। সুতরাং অনাগত অমোঘ সত্য আখিরাতকে সামনে রেখে আমাদের চলতে হবে এবং সকল ব্যাপারে আখিরাতকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১২. আল্লাহ সম্পর্কে যারা অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টি করে তারা নিরেট বিশ্বজনীন ও একটা প্রমাণিত সত্য সম্পর্কেই বিতর্ক সৃষ্টি করে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করাই তাদের লক্ষ। এমন লোকেরা দুনিয়াতে যেমন লাঞ্ছিত হয়ে থাকে, আর আখিরাতে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। অতএব এ ধরনের বিতর্ক থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকতে হবে।

১৩. আখিরাতে তারা যে শাস্তি ভোগ করবে, তা তাদের কর্মেরই ফল হিসেবে ভোগ করবে। তাদের শাস্তি ভোগ করাই ইনসাফের দাবী। আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি এক বিন্দুও যুল্‌ম করেন না।

১৪. আল্লাহ আখিরাতে যাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাত দান করবেন এটা আল্লাহর রহমতের প্রকাশ। মানুষ তার নেক আমলের জোরে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভের অধিকারী হতে পারে না। সুতরাং আমাদের আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয় ও আল্লাহর রহমতের আশা অন্তরে সদা জাগরুক রাখতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১২

⑪ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ

১১. আর মানুষের মধ্যে কতেক (লোক) নিরাপদ কিনারায় থেকে আল্লাহর ইবাদত করে[১৫] তাই, যদি তার (দুনিয়াবী) কোন স্বার্থ হাসিল হয় ; সে তাতে প্রশান্তি লাভ করে ;

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ

আর যদি তার কোনো বিপদ ঘটে, ফিরে যায় তার আগের অবস্থানে[১৬] ; দুনিয়া ও আখিরাত (তার) উভয়ই বরবাদ হয়ে গেল

⑪ وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-মানুষের ; مَنْ-কতেক (লোক) ; يَعْبُدُ-ইবাদাত করে ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; عَلٰى حَرْفٍ-(নিরাপদ) কিনারায় থেকে ; فَاِنْ-(ف+ان)-তাই যদি ; اَصَابَهٗ-(اصاب+ه)-তার হাসিল হয় ; خَيْرٌ-(দুনিয়াবী) কোনো স্বার্থ ; اطْمَاَنَّ-সে প্রশান্তি লাভ করে ; بِهٖ-তাতে ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; اَصَابَتْهُ-(اصابته)-তার ঘটে ; فِتْنَةٌ-কোনো বিপদ ; انْقَلَبَ-ফিরে যায় ; عَلٰى وَجْهِهٖ-(على+وجه+ه)-তার আগের অবস্থানে ; خَسِرَ-বরবাদ হয়ে গেলো ; الدُّنْيَا-দুনিয়া ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাত ;

১৫. অর্থাৎ এসব লোক কুফর ও ইসলামের সীমানার কাছাকাছি থেকে আল্লাহর ইবাদাত করে মুসলমানদের কোনো সংকট সৃষ্টি হলে তারা যেন কাফিরদের দলে গিয়ে ভিড়তে পারে। যেমন কোনো দোদিল-মনা লোক কোনো সৈন্যদলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে ; এ দলের বিজয় দেখলে তাদের সাথে এসে মিশে যায় ; আর যদি এ দলের পরাজয় দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

১৬. অর্থাৎ এমন লোক যারা শর্তসাপেক্ষে ইসলাম গ্রহণ করেছে। শর্তগুলো তাদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক কোনো ক্ষতি হতে পারবে না ; তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে হবে ; সকল প্রকার নিরাপত্তা থাকতে হবে। ইসলাম তাদের কাছে কোনো স্বার্থ ত্যাগের দাবী জানাতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের কোনো ইচ্ছা-বাসনা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। এসব শর্ত পূরণ হলে ইসলাম তাদের কাছে খুবই ভালো ; কিন্তু যদি এ পথে কোনো বিপদ-মসীবত নেমে আসে বা কোনো প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় কিংবা কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়, তখন আল্লাহর কুদরত বা সার্বভৌম ক্ষমতা রাসূলের রিসালাত ও দীনের সত্যতা কোনটাই তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তারপর তারা যেখানে তাদের লাভের নিশ্চয়তা পায় এবং ক্ষতির আশংকা থেকে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পায়, সেখানে মাথা নোয়াতে থাকে। আল্লাহর দীনের গুরুত্ব তাদের নিকট গৌণ

ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا

এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।[১৭] ১২. সে আল্লাহকে ছেড়ে ডাকে এমন কিছুকে যে তার ক্ষতিও করতে পারে না আর যে

لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ

না করতে পারে তার কোন উপকার ; এটাই চরম গুমরাহী। ১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশী কাছে[১৮] ;

ذٰلِكَ هُوَ-এটাই ; الْخُسْرَانُ-(ال+خسران)-ক্ষতি ; الْمُبِيْنُ-(ال+مبين)-প্রকাশ্য। ﴿١١﴾ يَدْعُوْا-তারা ডাকে ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; مَا-এমন কিছুকে যে ; لَا يَضُرُّهٗ-(لايضر+ه)-তার ক্ষতিও করতে পারে না ; وَ-আর ; مَا-যে ; لَا يَنْفَعُهٗ-(لاينفع+ه)-না করতে পারে তার কোনো উপকার ; ذٰلِكَ هُوَ-এটাই ; الضَّلٰلُ-(ال+ضلال)-গুমরাহী ; الْبَعِيْدُ-(ال+بعيد)-চরম। ﴿١٣﴾ يَدْعُوْا-সে ডাকে ; لَمَنْ-(ل+من)-এমন কিছুকে ; ضَرُّهٗٓ-(ضر+ه)-যার ক্ষতি ; اَقْرَبُ-বেশী কাছে ; مِنْ-চেয়ে ; نَّفْعِهٖ-(نفع+ه)-তার উপকারের ;

হয়ে যায়। তাদের চিন্তা থাকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরা করার এবং তাদের ক্ষতি-লোকসান থেকে বেঁচে থাকার—এদের আকীদা-বিশ্বাস হয় নড়বড়ে এবং এরাই হয় প্রবৃত্তির পূজারী।

১৭. অর্থাৎ এ ধরনের দো-মনা মুসলমানদের দুনিয়া-আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। যে লোক আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, আল্লাহর আইনের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে দৌড়াতে থাকে, সে পরকাল হারালেও দুনিয়ার স্বার্থ কিছু না কিছু হাসিল করতে পারে ; আর একনিষ্ঠ মু'মিন ধৈর্য সহকারে আল্লাহর দীনের আনুগত্য করে এবং এ পথে বিপদ মসিবতের ঝুঁকি গ্রহণ করে, দুনিয়া যদি তার নাগালের বাইরে চলেও যায়, তবুও তার আখিরাতের সাফল্য নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে বাস্তবে দেখা যায়—দুনিয়াবী সফলতাও নিষ্ঠাবান মু'মিনের পদচুম্বন করে। কিন্তু দো-মনা মুসলমানের অবস্থা সবচেয়ে মন্দ হয়। ঝুঁকি গ্রহণ করতে না পারার কারণে সে দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করতে পারে না ; আর আখিরাতেও তার সফলতার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। তার মন-মানসিকতায় আল্লাহ ও আখিরাতের অস্তিত্বের যে বিশ্বাস রয়েছে এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে কিছু কিছু নিয়ম-রীতি মেনে চলার ঝোঁক তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে—দুনিয়ার দিকে দৌড়াতে চাইলে সেগুলো তার গতি থামিয়ে দেয়, ফলে সে কাফিরের মত দৃঢ় ও একনিষ্ঠভাবে দুনিয়ার স্বার্থ আদায়ের জন্য এগিয়ে যেতে পারে না। অপরদিকে একনিষ্ঠভাবে আখিরাতের কাজ করতে গেলে দুনিয়াবী স্বার্থ ও কামনা-বাসনা এবং ক্ষতি লোকসানের আশংকা তাকে সেদিকে এগিয়ে যেতে দেয় না। যার ফলে সে দুনিয়াতেও সফল

لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٤﴾ إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কতই না মন্দ অভিভাবক আর কতইনা খারাপ সঙ্গী সাথী।[১৯] ১৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ দাখিল করবেন—তাদেরকে যারা ঈমান আনে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۖ إِنَّ اللّٰهَ

এবং নেক কাজ করে[২০]—এমন জান্নাতে যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ বয়ে যাচ্ছে ; অবশ্যই আল্লাহ

يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٥﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

যা চান তা-ই করেন।[২১] ১৫. যে লোক ধারণা করে যে, আল্লাহ তাঁকে (রাসূলকে) দুনিয়া ও আখিরাতে কখনই সাহায্য করবেন না,

لَبِئْسَ-কতই না মন্দ ; الْمَوْلٰى-(ال+مولى)-অভিভাবক ; وَ-আর ; لَبِئْسَ-কতই না খারাপ ; الْعَشِيْرُ-(ال+عشير)-সঙ্গী-সাথী। ⑭ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُدْخِلُ-দাখিল করবেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-কাজ করে ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-নেক ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাত ; تَجْرِيْ-বয়ে যাচ্ছে ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-(تحت+ها)-যার নীচে ; الْأَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহরসমূহ ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَفْعَلُ-করেন ; مَا-যা, তাই ; يُرِيْدُ-চান। ⑮ مَنْ-যে লোক ; كَانَ يَظُنُّ-ধারণা করে ; أَنْ-যে ; لَنْ يَّنْصُرَهُ-কখনই সাহায্য করবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতে ;

হতে পারে না আর আখিরাতেও তার সফলতার সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে তার দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে আখিরাতও হারায়।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদের কাছে অভাব-অভিযোগ জানিয়ে তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণ করার আবেদন জানিয়ে সে নিজের ঈমান সাথে সাথেই হারিয়ে বসে ; কিন্তু যে লাভের আশায় সে তাদের কাছে ধর্ণা দিয়েছিল তা-ও অনিশ্চিত হয়ে যায় এবং তার নিকটতর কোনো সম্ভাবনাও থাকে না। তাই প্রকৃত সত্য বাদ দিলেও প্রকাশ্য অবস্থার দৃষ্টিতে তার ক্ষতির আশংকাই বেশী থাকে। যদিও সেসব মাবুদের কারো উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা-ই নেই।

১৯. অর্থাৎ সেই সাথী বা সঙ্গী, যে তাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদের কাছে নিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব বন্ধু-বান্ধব সঙ্গী-সাথী অথবা মুরুব্বী-অভিভাবক অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ

তবে সে যেন একটি রশির সাহায্যে আসমানে পৌঁছে যায় তারপর যেন তা কেটে দেয়, এরপর সে দেখুক তার কৌশল তা দূর করতে পারে কিনা,

مَا يَغِيظُ ⑮ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ○

যা সে অপছন্দ করে।[২২] ১৬. আর এভাবেই আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে, আর আল্লাহ অবশ্যই যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন।

فَلْيَمْدُدْ-(ف+ليمدد)-তবে সে যেন পৌঁছে যায় ; بِسَبَبٍ-(ب+سبب)-একটি রশির সাহায্যে ; إِلَى السَّمَاءِ-(الى+ال+سماء)-আসমানে ; ثُمَّ-তারপর ; لْيَقْطَعْ-যেন তা কেটে দেয় ; فَلْيَنْظُرْ-(ف+لينظر)-এরপর সে দেখুক ; هَلْ يُذْهِبَنَّ-সে দূর করতে পারে কিনা ; كَيْدُهُ-(كيد+ه)-তার কৌশল ; مَا-তা, যা ; يَغِيظُ-সে অপছন্দ করে। ⑯ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; أَنْزَلْنَاهُ-(انزلنا+ه)-আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি ; آيَاتٍ-নিদর্শন রূপে ; بَيِّنَاتٍ-সুস্পষ্ট ; وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يَهْدِي-হিদায়াত দান করেন ; مَنْ-যাকে, তাকে ; يُرِيدُ-চান।

২০. অর্থাৎ সেসব মুসলমান যাদের অবস্থা উপরে উল্লিখিত সুবিধাবাদী, দো-মনা স্বার্থ পূজারী মুসলমানের মত নয় ; বরং প্রশান্ত মনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এ পথে যতরকম বিপদ মসীবত আসুক না কেন তা ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করে সত্যের পথে এগিয়ে চলে। তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করবেন।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা এমন যে, তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি কাউকে কিছু দিতে চাইলে তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই এবং কারো নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে চাইলে তা ধরে রাখার ক্ষমতাও কারো নেই। আর কাউকে কিছু না দিলে তা আদায় করার ক্ষমতাও কারো নেই।

২২. এখানে সেই ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে, যে নিরাপদ সীমানায় দাঁড়িয়ে নেক আমল করে। অবস্থা ভাল দেখলে সে নিশ্চিন্ত থাকে, আর যখনই কোনো বিপদ মসীবত আসে অথবা তার মতের বিরুদ্ধে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তখনই সে আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির কাছে মাথা নত করে। সে মনে করে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো সাহায্য করবেন না। এ ধরনের লোকের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, সে যদি এ ধরনের চিন্তা করে থাকে তাহলে সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখুক আল্লাহর তাকদীরের এমন কোনো ফায়সালাকে বদলাতে সক্ষম কিনা যা সে অপছন্দ করে। এ ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা এটাই হতে পারে যে, সে আসমানে পৌঁছে তা ছিদ্র করে উপরে উঠে আল্লাহর ফায়সালা রদ করে দেয়ার চেষ্টা করবে—সে যদি এটা পারে তাহলে করে দেখুক।

⑰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ

১৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে[২৩] ও (যারা) ইয়াহুদী হয়েছে[২৪] এবং (যারা) সাবেয়ী[২৫] ও (যারা) খৃস্টান[২৬] আর (যারা) আগুনের পূজারী[২৭]

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

এবং যারা শিরক করেছে[২৮]—নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন;[২৯] অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি

⑰ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; الَّذِيْنَ-যারা ; هَادُوْا-ইয়াহুদী হয়েছে ; وَ-এবং ; الصّٰبِئِيْنَ-(ال+صبئين)-সাবেয়ী ; وَ-ও ; النَّصٰرٰى-(ال+نصرى)-খৃস্টান ; وَ-আর ; الْمَجُوْسَ-(ال+مجوس)-আগুনের পূজারী ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَشْرَكُوْا-শিরক করেছে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَفْصِلُ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيامة)-কিয়ামতের ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلٰى-প্রতি ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ের ;

২৩. অর্থাৎ সেসব 'মুসলমান' যারা নিজ নিজ যুগের নবী-রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের নবীদের উপর যে আসমানী কিতাব এসেছে তাও মেনে নিয়েছে। আর যারা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যুগ পেয়ে তাঁকে এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআনকে মেনে নিয়েছে আর তা নিষ্ঠার সাথে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নও করেছে। আর তাদের মধ্যে এমন ঈমানদারও ছিল, যারা নিরাপদ কিনারায় থেকে ইবাদাত করতো এবং ঈমান ও কুফর এর মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল।

২৪. অর্থাৎ যারা প্রথমেতো মুসলমান-ই ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ইয়াহুদী বানিয়ে নিয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে ইয়াহুদী হয়েই থাকলো।

২৫. 'সাবেয়ী' বলতে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে, যারা প্রাচীনকালে ইরাকের আল জাজীরা উঁচু ভূমিতে অধিকহারে বসবাস করতো। তারা কাউকে ধর্মান্তরিত করতে তার মাথায় পানি ছিটিয়ে দেয়ার নিয়ম মেনে চলতো।

২৬. 'নাসারা' দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী—যারা ঈসা (আ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে সাধারণভাবে এখানে সকল খৃস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানোর জন্যই 'নাসারা' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু ঈসা (আ) কখনও তাঁর অনুসারীদেরকে 'নাসারা' 'মাসীহী' বা 'ঈসায়ী' কোনো নামেই সম্বোধন করেননি। এসব নাম সবই পরবর্তীকালের লোকেরা উদ্ভাবন করেছে।

২৭. 'মাজুসী' দ্বারা আগুন পূজারীদের বুঝানো হয়েছে। এদের বাস ছিল ইরানে। এরা আলো ও অন্ধকারের দুজন 'ইলাহ' আছে বলে মনে করতো এবং নিজেদেরকে 'যারদাশত'

شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

তীক্ষ্ম নযরদানকারী। ১৮. তুমি কি দেখছোনা—নিশ্চয়ই আল্লাহ্—তাঁর প্রতি সিজদা করে[৩০] যা কিছু আছে আসমানে[৩১] এবং যা কিছু আছে যমীনে

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

এবং সুরুজ ও চাঁদ, আর তারাগুলো ও পাহাড়-পর্বত এবং গাছ-গাছালী ও জীবজন্তু

شَهِيْدٌ-তীক্ষ্ণ নযরদানকারী। ⑱ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم+ تر)-তুমি কি দেখছো না ; اَنَّ-নিশ্চয়ই; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَسْجُدُ-সিজদা করে ; لَهٗ-তাঁর প্রতি ; مَنْ-যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-এবং ; مَنْ-যাকিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; الشَّمْسُ-সুরুজ ; وَ-ও ; الْقَمَرُ-(ال+قمر)-চাঁদ ; وَ-আর ; النُّجُوْمُ-(ال+نجوم)-তারাগুলো ; وَ-ও ; الْجِبَالُ-(ال+جبال)-পাহাড়-পর্বত ; وَ-এবং ; الشَّجَرُ-(ال+شجر)-গাছ-গাছালি ; وَ-ও ; الدَّوَابُّ-(ال+دواب)-জীবজন্তু ;

এর অনুসারী বলে দাবী করতো। এদের ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, এদের সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল।

২৮. এখানে 'যারা শির্‌ক করেছে' কথা দ্বারা আরবদেশ ও অন্যান্য দেশের মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা উপরে উল্লিখিত কোনো বিশেষ নামে পরিচিত ছিল না। তবে মু'মিনদের দল ছাড়া বাকী সকলের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মের মধ্যে শির্‌ক ঢুকে পড়েছিল।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহর 'যাত' তথা সত্তা ও 'সিফাত' তথা গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, দল ও ব্যক্তির মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তার ফায়সালা বা সমাধান দুনিয়াতে হবে না, তা হবে কিয়ামতের দিন। দুনিয়াতে আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে এর ফায়সালার মূলনীতি রয়েছে। যার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে জানা যায় যে, উল্লিখিত মতপার্থক্যের ব্যাপারে কারা সত্যপথের পথিক আর কারা মিথ্যার সাহায্য নিয়েছে ; কিন্তু চূড়ান্ত রায় এবং সে সাথে তা কার্যকারী করা হবে কিয়ামতের দিন।

৩০. এখানে 'সিজদা করে' দ্বারা আনুগত্য করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে এবং তাঁর হুকুম অমান্য করা অথবা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক চুল বরাবরও সামনে অগ্রসর হতে পারে না। মানুষের মধ্যে মু'মিন তো নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে তাঁর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে, আর কাফিরও প্রাকৃতিক বিষয়াবলীতে তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য হয়। কারণ আল্লাহর যে ফিতরতী বা প্রাকৃতিক বিধান রয়েছে, তা থেকে বাইরে যাওয়ার তার কোনো ক্ষমতাই নেই।

৩১. অর্থাৎ ফেরেশতা, তারকারাজী এবং অন্যান্য গ্রহে আল্লাহর যেসব সৃষ্টি আছে,

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ

এবং মানুষের মধ্যে অনেকে,[৩২] আর অনেক (মানুষ) আছে যাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে;[৩৩] মূলত যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন

فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

তবে তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই;[৩৪] আল্লাহ যা চান তা অবশ্য করেন।[৩৫]

১৯. এরা দু'টো বিবদমান দল, তারা ঝগড়া করে

وَ-এবং ; كَثِيرٌ-অনেকে ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; وَ-আর ; كَثِيرٌ-অনেক আছে ; حَقَّ-অবধারিত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِ-যাদের উপর ; الْعَذَابُ-(ال+عذاب)-আযাব ; وَ-মূলত ; مَنْ-যাকে ; يُهِنِ-লাঞ্ছিত করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَمَا-(ف+ما)-তবে নেই ; لَهُ-তাকে ; مِن مُّكْرِمٍ-কেউ সম্মানদাতা ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يَفْعَلُ-করেন ; مَا-যা, তা ; يَشَاءُ-চান। ﴿١٩﴾ هَٰذَانِ-এরা ; خَصْمَانِ-দুটো বিবদমান দল ; اخْتَصَمُوا-তারা ঝগড়া করে ;

সেগুলো সম্পর্কে মানুষের কোনো জ্ঞানই নেই, সব সৃষ্টিই আল্লাহর হুকুমের অনুগত। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া আল্লাহর হুকুম মানা না মানার কোনো ইখতিয়ারও কোনো সৃষ্টির নেই।

৩২. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অনেকেতো নিজ ইচ্ছায় ও আনন্দের সাথেই আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে ; আবার কিছু মানুষ আছে যাদেরকে দেয়া সীমিত পরিসরে তারা আল্লাহর হুকুম মানতে অস্বীকার করে। তবে এ লোকেরাও তাদেরকে দেয়া ইখতিয়ারের সীমার বাইরে তথা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতাহীন অন্যান্য সৃষ্টির মত আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য হয়। এরা নিজেদের ইচ্ছার অধীন ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণেই আযাবের যোগ্য হয়ে যায়।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন দলের বিরোধে কারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কারা মিথ্যার উপর, তাতো কিয়ামতের দিন প্রমাণিত হবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যারা গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, তারা দুনিয়াতেও বুঝতে পারে কারা সঠিক পথে আছে, আর কারা ভুল পথে আছে। বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনা এবং বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ব-পরিচালকের সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেও কোনো নাস্তিকের পক্ষে আল্লাহর অস্তিত্ব-ক্ষমতা অস্বীকার বা কোনো মুশরিকের পক্ষে আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার বানানো কোনমতেই সম্ভব নয়। কোনো শাসক ছাড়া আইন, স্রষ্টা ছাড়া প্রকৃতি ও পরিচালক ছাড়া ব্যবস্থার পক্ষে বিশ্ব-জাহানকে অস্তিত্ব দান করা, নিজেই তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং বিশ্ব-জাহানের সবকিছুতে ছড়িয়ে থাকা কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর কর্মদক্ষতা দেখানো সম্ভব নয়। আল্লাহ সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও যে বা যারা নবীর কথা মানে না এবং নিজেদের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের উপর

فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ

তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে ;[৩৬] অতএব যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য কাটা হয়েছে আগুনের পোষাক;[৩৭] ঢেলে দেয়া হবে

مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

তাদের মাথার উপর থেকে ফুটন্ত পানি। ২০. যার ফলে গলে যাবে যা কিছু আছে তাদের পেটে এবং (তাদের) চামড়াগুলো

فِيْ-ব্যাপারে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-অতএব যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; قُطِّعَتْ-কাটা হয়েছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; ثِيَابٌ-পোষাক ; مِنْ نَّارٍ-আগুনের ; يُصَبُّ-ঢেলে দেয়া হবে ; مِنْ-থেকে ; فَوْقِ-উপর ; رُءُوْسِهِمْ-(رء+وس+هم)-তাদের মাথার ; الْحَمِيْمُ-ফুটন্ত পানি। ⑳يُصْهَرُ-গলে যাবে; بِهٖ-যার ফলে ; مَا-যা কিছু আছে ; فِيْ بُطُوْنِهِمْ-(فى+بطون+هم)-তাদের পেটে ; وَ-এবং ; الْجُلُوْدُ-(ال+جلود)-(তাদের) চামড়াগুলো।

ভিত্তি করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়। তার মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারটা দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট। আর কিয়ামতের দিন তা অবশ্যই প্রমাণিত হবে। অতএব তাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে বলাটা যথার্থ হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ যে দিনের আলোর মত সত্যকে চোখ মেলে দেখে না এবং কেউ তাকে বুঝাতে চাইলে সে বুঝতেও রাজী হয় না, সেতো নিজেই নিজের লাঞ্ছনাকে ডেকে আনে। সে নিজের জন্য যা কামনা করে আল্লাহ তাকে তাই দেন। সত্যকে দেখে তা মেনে চলার মর্যাদা সে চায়না বলেই আল্লাহ তাকে তা দেন না। সুতরাং তাকে মর্যাদা দান করার আর কেউ থাকতে পারে না, থাকাটা যুক্তিযুক্তও নয়।

৩৫. সকল ইমামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ আয়াতের পাঠক ও শ্রোতার উপর সিজদা দেয়া ওয়াজিব। যাতে করে তাদের মর্যাদা ও আল্লাহর সেসব নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের মর্যাদা সমান হয় যারা সদা-সর্বদা সিজদারত অবস্থায় আছে।

কুরআন মাজীদে এ ধরনের ১৪টি স্থানে সিজদা দিতে হয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এসব স্থানে সিজদা দেয়া ওয়াজিব। অন্যদের মতে এসব স্থানে সিজদা দেয়া সুন্নত।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টিকারী সকল জাতি-গোষ্ঠী একদল আর যারা নবী-রাসূলদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর সঠিক ইবাদাতের পথ গ্রহণ করে নেয় তারা একদল। তাদের মধ্যে যদিও অনেক মতভেদ রয়েছে কিন্তু আল্লাদ্রোহী সকল শক্তিই এক দল। এ দুটো পক্ষের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

㉑ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ㉒ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ

২১. আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুগুরসমূহ। ২২. যখনই তারা অসহ্য যন্ত্রণায় সেখান থেকে বের হতে চাইবে

أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

তখনই তাদেরকে সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং (বলা হবে)—আগুনের জ্বলবার শাস্তির মজা উপভোগ করো।

㉑ وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَقَامِعُ-মুগুরসমূহ ; مِنْ حَدِيدٍ- লোহার। ㉒ كُلَّمَا-যখনই ; أَرَادُوا-তারা চাইবে ; أَنْ يَخْرُجُوا-বের হতে ; مِنْهَا-(من+ها)-সেখান থেকে ; مِنْ غَمٍّ-অসহ্য যন্ত্রণায় ; أُعِيدُوا-তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ; فِيهَا-সেখানেই ; وَ-এবং (বলা হবে) ; ذُوقُوا-মজা উপভোগ করো ; عَذَابَ-শাস্তির ; الْحَرِيقِ-(ال+حريق)-আগুনে জ্বলবার।

৩৭. এসব কুফরী শক্তিগুলোর জাহান্নামের শাস্তি এতই নিশ্চিত যে, অতীতকালের শব্দে তা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগুনের পোষাক কাটা হয়ে গেছে তথা তৈরী হয়ে গেছে। ঘটনাটি ভবিষ্যতে কিয়ামতের পরে ঘটলেও তা এতই নিশ্চিত, যেন তা অতীতে ঘটেই গেছে।

২য় রুকূ (১১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও নেক আমলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করতে হবে। কারণ তাঁরাই আল্লাহর উপর ঈমান ও রাসূলের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে উত্তম নমুনা।

২. আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে দুনিয়াবী স্বার্থের কথা চিন্তা করা যাবে না। আখিরাতের ক্ষতি গ্রহণ করে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করা কোনো নিষ্ঠাবান মু'মিনের কাম্য হতে পারে না। খাঁটি মু'মিন সকল অবস্থাতেই আখিরাতের লাভকেই অগ্রাধিকার দেবে।

৩. যারা নিরাপদ অবস্থানে থেকে আল্লাহর ইবাদাত করতে চায় এমন লোকের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। কেননা সে আখিরাতকে পুরোপুরি ত্যাগ করে দুনিয়াকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না ; আবার আখিরাতের জন্য দুনিয়ার স্বার্থও বিসর্জন দিতে পারে না।

৪. আখিরাতে লাভবান হতে পারলে দুনিয়ার ক্ষতি কোনো ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। অপরদিকে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হলে দুনিয়ার লাভ যদি সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর মূল্যের সমানও হয় তাও কোনো উপকারে আসবে না।

৫. 'মুখলিস' তথা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা বহমান রয়েছে। মু'মিনদেরকে জান্নাত দেয়া থেকে আল্লাহকে বিরত রাখার মতো কোনো শক্তি নেই।

৬. আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদেরকে অলৌকিকভাবে দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানে সাহায্য করেছেন। নবী-রাসূলদের মিশন নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব মানুষ কাজ করে যাবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকেও সাহায্য করবেন। এ পথের পথিকদেরকে নিসন্দেহে একথা বিশ্বাস করতে হবে।

৭. আল্লাহর দীনকে উর্ধে তুলে ধরার সংগ্রামে নিয়োজিত মু'মিনদেরকে সাহায্য করা থেকে আল্লাহকে বিরত রাখার মত কোনো শক্তি দুনিয়াতেও নেই ; আর দুনিয়ার বাইরেও নেই।

৮. মহান আল্লাহ আল কুরআনকে একটি হিদায়াত-গ্রন্থ হিসেবে নাযিল করেছেন। আর তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান তাকে গুমরাহ করেন।

৯. দুনিয়াতে যেসব ধর্মমত আছে এবং আল্লাহ সম্পর্কে সেগুলোতে যেসব মতবিরোধ দেখা যায়, আল্লাহ হাশরের দিন এসব বিরোধের চূড়ান্ত সমাধান করবেন। আল্লাহর ফায়সালা একেবারেই নিখুঁত।

১০. আল্লাহ সম্পর্কে যেসব মতবিরোধে মানুষ লিপ্ত রয়েছে তাদের মধ্যে কারা সত্য পথে আছে আর কারা ভুলপথে তা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআনের আলোকে যাঁচাই করলে দুনিয়াতেও তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১১. আসমান যমীনের সবকিছুই আল্লাহর অনুগত। মানুষ ও জিন ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়ার ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির নেই। এদের ক্ষমতাও অসীম নয়, নির্দিষ্ট একটি বৃত্তের মধ্যে তাদের ক্ষমতা সীমিত।

১২. মানুষের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায়, আনন্দের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়, আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য বিনিময় দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৩. মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তাদেরকে উভয় জাহানে আযাব দিয়ে লাঞ্ছিত করেন। যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানিত করার মত কেউ নেই।

১৪. ইসলাম ছাড়া সকল মত-পথ সবই বাতিল। একমাত্র ইসলামই হক। বাতিলপন্থীদের জন্য জাহান্নামের আযাব তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১৫. জাহান্নামীদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, যার ফলে তাদের চামড়া ও পেটের মধ্যকার সব গলে যাবে। জাহান্নামের এ কঠিন আযাব থেকে আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে হবে।

১৬. জাহান্নামীদের জন্য লোহার মুগুর থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে আঘাত করা হবে।

১৭. উল্লিখিত আযাব থেকে তাদের রেহাই নেই। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে আবার সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১৮. উল্লিখিত আয়াতসমূহে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দাবী। সুতরাং, আমাদের সবাইকে তাতে দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানের দাবী পূরণ করতে হবে।

❑

﴿٢٣﴾ إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

২৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে (এমন) জান্নাতে দাখিল করবেন। প্রবাহিত রয়েছে

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا

যারা নিচে দিয়ে নহরসমূহ, সেখানে তাদেরকে সাজানো হবে স্বর্ণের বালা ও (বহুমূল্য) মুক্তার মালা[৩৮] দিয়ে ;

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْا

এবং সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের। ২৪. আর তাদেরকে পবিত্র কথার দিকে পথ নির্দেশ দান করা হয়েছিল[৩৯] এবং তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল

﴿২৩﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يُدْخِلُ-দাখিল করবেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوْا-কাজ করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাতে ; تَجْرِيْ-প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-(تحت+ها)-যার নিচ ; الْأَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহরসমূহ ; يُحَلَّوْنَ-তাদেরকে সাজানো হবে ; فِيْهَا-(فى+ها)-সেখানে ; مِنْ-দিয়ে ; أَسَاوِرَ-বালা ; مِنْ ذَهَبٍ-স্বর্ণের ; وَ-ও ; لُؤْلُؤًا-(বহুমূল্য) মুক্তার মালা ; وَ-এবং ; لِبَاسُهُمْ-(لباس+هم)-তাদের পোষাক হবে ; فِيْهَا-(فى+ها)-সেখানে ; حَرِيْرٌ-রেশমের। ﴿২৪﴾ وَ-আর ; هُدُوْا-তাদেরকে পথ নির্দেশ দান করা হয়েছিল ; إِلَى-দিকে ; الطَّيِّبِ-(ال+طيب)-পবিত্র ; مِنَ الْقَوْلِ-(من+ال+قول)-কথার ; وَ-এবং ; هُدُوْا-তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল ;

৩৮. অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদে সাজানো হবে। রাজা-বাদশাহরা আগের দিনে যেমন জমকালো রেশমী পোষাক এবং স্বর্ণের কঙ্কন প্রভৃতি পরে থাকতেন তেমনি জান্নাতীদেরকেও সেখানে অনুরূপ সাজানো হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি হাদীসে ইমাম নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে সে পরকালে জান্নাতের পবিত্র পানীয় থেকে বঞ্চিত হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে

إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

পরম প্রশংসিত আল্লাহর পথে।[৪০] ২৫. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে[৪১] এবং বাধাদান করে আল্লাহর পথে চলা থেকে

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ

ও মাসজিদে হারাম থেকে[৪২] যাকে আমি মানুষের জন্য সমান অধিকার সম্পন্ন করেছি—সেখানকার অধিবাসী হোক

وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

বা বহিরাগত হোক[৪৩] ; আর যে ব্যক্তি সেখানে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে কোন গুনাহে লিপ্ত হবার[৪৪] তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।

إِلَىٰ-দিকে ; صِرَاطِ-পথে ; الْحَمِيدِ-(ال+حميد)-পরম প্রশংসিত আল্লাহর। ㉕ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; وَ-এবং ; يَصُدُّونَ-বাধা দান করে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথে চলা ; اللَّهِ-আল্লাহর; وَ-ও ; الْمَسْجِدِ-(ال+مسجد)-মাসজিদে; الْحَرَامِ-(ال+حرام)-হারাম ; الَّذِي-যাকে ; جَعَلْنَاهُ-(جعلنا+ه)-আমি করেছি তাকে; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; سَوَاءً-সমান অধিকারসম্পন্ন ; الْعَاكِفُ-(ال+عاكف)-অধিবাসী হোক ; فِيهِ-সেখানকার ; وَ-বা ; الْبَادِ-(ال+باد)-বহিরাগত হোক ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يُرِدْ-ইচ্ছা করে ; فِيهِ-সেখানে ; بِإِلْحَادٍ-(ب+الحاد)-সীমালংঘন করে ; بِظُلْمٍ-(ب+ظلم)-কোনো গুনাহে লিপ্ত হবার ; نُذِقْهُ-(نذق+ه)-তাকে আমি স্বাদ গ্রহণ করাবো ; مِنْ عَذَابٍ-(من+عذاب)-আযাবের ; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক।

পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না।" অতপর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন। এ তিনটি জিনিস জান্নাতীদের জন্য নির্দিষ্ট।

৩৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'আত তাইয়্যিব মিনাল কাওলি" দ্বারা কালিমায়ে তাইয়েবা বুঝানো হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সেসব সৎ আকীদা-বিশ্বাস বুঝায় যা গ্রহণ করে একজন লোক মু'মিন হয়।

৪০. 'আল হামীদ' আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। এর অর্থ 'মাহমুদ' বা 'প্রশংসিত' যার প্রসংসা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রশংসার যোগ্য পাত্র।

৪১. অর্থাৎ যারা মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে। এখানে এর দ্বারা মক্কার কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এরা নিজেরাতো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই, অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়। এটা তাদের প্রথম অপরাধ।

৪২. এটা কাফিরদের দ্বিতীয় অপরাধ। তারা মুসলমানদেরকে তথা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর অনুসারীদেরকে হজ্জ ও ওমরা করতে বাধা দেয়।

৪৩. অর্থাৎ 'মাসজিদে হারাম' কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোত্রের নিজস্ব সম্পদ নয় ; বরং এটা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত। যার যিয়ারত থেকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই।

'মাসজিদে হারাম' দ্বারা সেই মাসজিদকে বুঝানো হয়েছে যা বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের চারপাশে তৈরী করা হয়েছে। কোনো কোনো সময় 'মাসজিদে হারাম' দ্বারা মক্কার পুরো হেরেম শরীফকেও বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে। কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র মাসজিদে হারামে প্রবেশ করতেই বাধা দেয়নি, বরং হেরেমের সীমানায়ই প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের অর্থ এই যে, মাসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়, যেমন সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটোর মধ্যবর্তী স্থান, মিনার পুরো ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান—এসব জায়গা সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ—এগুলোর উপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানা কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ও সকল ফিকাহবিদ একমত। উল্লিখিত স্থানগুলো ছাড়া মক্কার অন্যান্য স্থানগুলোতে তৈরি করা বাসগৃহের উপর অধিকাংশ ফিকাহবিদ ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করেছেন এবং স্থান হিসেবে নয়, গৃহ হিসেবে এগুলো কেনা-বেচা ও ভাড়া দেয়া জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্য জেলখানা তৈরি করেছিলেন।

৪৪. 'ইলহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে এর অর্থ সকল প্রকার গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী। এমনকি চাকরকে গালি দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হেরেমে 'ইলহাদ' দ্বারা এমন কাজকে বুঝানো হয়েছে যা হেরেমে করা নিষিদ্ধ। যেমন ইহরাম ছাড়া হেরেমে প্রবেশ করা, হেরেমে শিকার করা, হেরেমের কোনো গাছ কাটা, কোনো ঘাস তুলে ফেলা ইত্যাদি। আর যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ সেগুলো হেরেমের বাইরে করাও গুনাহ ও আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ হলো মক্কার হেরেমে নেক কাজের সাওয়াব যেমন অনেক বেশী, তেমনি সেখানে কোনো গুনাহ করলে তার আযাবও অনেক বেড়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ আয়াতের তাফসীরে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্য জায়গায় গুনাহের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হয় না, যতক্ষণ না সে গুনাহ সংঘটিত না হয় ; কিন্তু হেরেমে কোনো গুনাহের পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গুনাহ লেখা হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন যে, আমাদেরকে বলা হয়েছে, রাগের সময় হেরেমের মধ্যে 'না, আল্লাহর কসম' বা 'হাঁ, আল্লাহর কসম' ইত্যাদি বলাও ইলহাদের শামিল।

৩য় রুকূ (২৩-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সৎকাজকারী মু'মিনকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর জান্নাত দান করবেন। আমরা অবশ্যই সবাই জান্নাতে যেতে চাই। সুতরাং আমাদের জীবনকে ঈমান ও সৎকাজের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে।

২. জান্নাতের অধিবাসীদেরকে রাজকীয় পোষাক ও অলংকারে সাজানো হবে। তাদের পোষাক হবে মহামূল্যবান রেশমের তৈরী। তাদেরকে স্বর্ণের বালা ও মুক্তার মালা পরানো হবে।

৩. জান্নাতীদের এ শুভ পরিণামের কারণ হলো—তাদেরকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল এবং তারা সে নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গড়েছিল। সুতরাং আমাদেরকেও জান্নাতে যেতে হলে অনুরূপ জীবন গড়তে হবে।

৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা ভিত্তিক জীবনই আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন পদ্ধতি। আল্লাহ মানুষকে এমন জীবনপদ্ধতি দান করেছেন, যার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যায়। শুধুমাত্র আল্লাহর এ দয়ার জন্যই আমাদেরকে সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকা কর্তব্য।

৫. এমন একটি জীবনপদ্ধতি পাওয়ার পরেও যারা সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে না চায়, তারা সত্যই দুর্ভাগা। এমন লোকদের মত হতভাগা আর কেউ হতে পারে না।

৬. এসব লোক নিজেরা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়—এটা আরও বড় অপরাধ। এমন লোকের অস্তিত্ব সর্বযুগেই দেখা যায়।

৭. আমাদের প্রিয়নবী (স) এবং তাঁর অনুসারী মুসলমানদেরকেও সেসব দুশ্চরিত্রের মানুষই মাসজিদে হারামে যেতে বাধা দান করেছিল। তারা দুনিয়াতেও ধ্বংস হয়েছে, আর আখিরাতেও তাদের জন্য কঠোর আযাব অপেক্ষা করছে।

৮. মাসজিদে হারামসহ সকল মাসজিদে সকল মুসলমানের অধিকার সমান। আল্লাহর ঘরসমূহে ইবাদাত করতে বাধা দান করার অধিকার দুনিয়ার কারো নেই।

৯. শরীয়তে যেসব কাজ নিষিদ্ধ সেসব কাজ মক্কার হেরেমের বাইরে করলে যে গুনাহ হবে হেরেমের ভেতরে সেসব নিষিদ্ধ কাজ করলে তার চেয়ে অনেক বড় গুনাহ হবে।

১০. হেরেমের বাইরে কোনো গুনাহের কাজের ইচ্ছা করলে সে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমলনামায় কোনো গুনাহ লেখা হয় না কিন্তু হেরেমের ভেতরে কোনো গুনাহের কাজের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেই আমলনামায় গুনাহ লেখা হয়ে যায় গুনাহ সংঘটিত না হলেও।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৮

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا ﴿٢٦﴾

২৬. আর (স্মরণীয়) যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম সেই ঘরের জায়গা[৪৫]—(বলেছিলাম) যে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করানো[৪৬]

وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٧﴾ وَأَذِّن

আর পবিত্র রেখো[৪৭] আমার ঘরকে তাওয়াফ কারীদের জন্য ও (নামাযে) দাঁড়ানো লোকদের জন্য এবং রুকূ সিজদা কারীদের জন্য। ২৭. আর ঘোষণা করে দাও

﴿২৬﴾ وَ-আর (স্মরণীয়) ; إِذْ-যখন ; بَوَّأْنَا-আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম ; لِإِبْرَٰهِيمَ-(ل+ابرهيم)-ইবরাহীমের জন্য ; مَكَانَ-জায়গা ; الْبَيْتِ-(ال+بيت)-সেই ঘরের ; أَنْ-(বলেছিলাম) যে ; لَا تُشْرِكْ-তুমি শরীক করো না ; بِى-আমার সাথে ; شَيْئًا-কোনো কিছুকে ; وَ-আর ; طَهِّرْ-পবিত্র রেখো ; بَيْتِىَ-(بيت+ى)-আমার ঘরকে ; لِلطَّائِفِينَ-(ل+ال+طائفين)-তাওয়াফকারীদের জন্য ; وَ-এবং ; الْقَائِمِينَ-(ال+قائمين)-(নামাযে) দাঁড়ানো লোকদের জন্য ; وَ-এবং ; الرُّكَّعِ-(ال+ركع)-রুকূ' ; السُّجُودِ-(ال+سجود)-সিজদাকারীদের জন্য। ﴿২৭﴾ وَ-আর ; أَذِّنْ-ঘোষণা করে দাও ;

৪৫. অর্থাৎ 'আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর ঠিকানা—অবস্থান স্থল দেখিয়ে দিয়েছি'। এখানে এ ইশারা রয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) এ অঞ্চলে বাস করতেন না। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সিরিয়া থেকে আল্লাহর হুকুমে হিজরত করে এখানে এসেছিলেন। 'মাকানাল বাইত' শব্দ দুটো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর পুনর্নিমাণ করার আগেও এ ঘর সে স্থানেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ)-কে দুনিয়াতে পাঠানোর আগে অথবা তাঁকে পাঠানোর সাথে সাথে এ ঘর তৈরি করা হয়েছিল। আদম (আ)-এর পরবর্তী নবীগণ এ ঘরের তাওয়াফ করতেন। নূহ (আ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর দেয়াল উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু তার ভিত্তি নির্দিষ্ট স্থানেই ছিল। অতপর হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সেখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

৪৬. হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'শির্ক করো না' বলার অর্থ তিনি বুঝি শির্ক করতেন, তাই তাঁকে তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ এর আগেই মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা, কাফিরদের সাথে মুকাবিলা এবং তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অতএব এখানে 'শির্ক করো না' দ্বারা সাধারণ মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য যাতে তারা শির্ক না করে।

فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ

মানুষের মধ্যে হজ্জের, তারা তোমার নিকট আসবে[৪৮] পায়ে হেটে এবং সব রকমের দুর্বল উটের উপর সওয়ার হয়ে[৪৯]—তারা আসবে প্রত্যেকটি

فِى-মধ্যে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; بِالْحَجِّ-(ب+ال+حج)-হজ্জের ; يَأْتُوكَ-(ياتوا+ك)-তোমার নিকট আসবে ; رِجَالاً-পায়ে হেঁটে ; وَ-এবং ; عَلَى-উপর সওয়ার হয়ে ; كُلِّ-সব রকমের ; ضَامِرٍ-দুর্বল উটের ; يَأْتِينَ-তারা আসবে ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ;

৪৭. এটা ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দ্বিতীয় আদেশ। প্রথম আদেশ ছিল 'শির্ক করো না'। দ্বিতীয় আদেশে বলা হয়েছে 'আমার ঘরকে পবিত্র রেখো'। এটাও সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ; কেননা ইবরাহীম (আ) তো এ কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। আর পবিত্র রাখার অর্থ ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র রাখা এবং শির্ক ও কুফর থেকেও পবিত্র রাখা। কারণ সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র সেখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল।

৪৮. ইবরাহীম (আ)-এর তৃতীয় আদেশ হলো—মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, তোমাদের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আরয করেন—'এখানে তো কোনো জনবসতি নেই, মানুষের কাছে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন—'তোমার দায়িত্ব ঘোষণা করা, সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমার।' ইবরাহীম (আ) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে কোনো বর্ণনায় আবু কুবায়স পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! "তোমাদের পালনকর্তা নিজের ঘর তৈরি করেছেন এবং তোমাদের ওপর এ ঘরের হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ পালন করো।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আওয়াজ সারা বিশ্বের সকল স্থানে পৌঁছে দেন। তখনকার জীবিত সকল মানুষই নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের কানেই আল্লাহ তা'আলা এ আওয়াজ পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা'আলা যাদের ভাগ্যে হজ্জ ফরয করেছেন তথা লিখে দিয়েছেন তারা সকলেই ইবরাহীম (আ)-এর সেই আওয়াজের জবাবে বলেছে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' অর্থাৎ আমি হাজির হে আল্লাহ আমি হাযির। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, হজ্জ 'লাব্বাইকা' বলা তথা তালবিয়া পড়ার ভিত্তি হলো ইবরাহীম (আ)-এর সেই ঘোষণার জবাব দেয়া।

৪৯. অর্থাৎ বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে মানুষ আল্লাহর ঘরের দিকে আসবে। কেউ আসবে পায়ে হেঁটে, কেউ সওয়ার হয়ে। দূর-দূরান্ত থেকে যারা সওয়ার হয়ে আসবে তাদের বাহনগুলো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার কারণে দুর্বল ক্ষীণ হয়ে যাবে। এভাবে হজ্জে আগমনকারীদের অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে তাদের প্রতি যথাযোগ্য যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ

দূর-দূরান্তের দু'পাহাড়ের মধ্যকার প্রত্যেক চওড়া পথ মাড়িয়ে।২৮. যাতে তারা হাজির হতে পারে তাদের কল্যাণময় স্থানে[৫০] এবং উচ্চারণ করতে পারে আল্লাহর নাম[৫১]—(সেগুলো যবেহর সময়)

فَجٍّ-দু'পাহাড়ের মধ্যকার চওড়া পথ মাড়িয়ে ; عَمِيْقٍ-দূর-দূরান্তের। ﴿٢٨﴾ لِّيَشْهَدُوْا-যাতে তারা হাজির হতে পারে ; مَنَافِعَ-কল্যাণময় স্থানে ; لَهُمْ-তাদের ; وَ-এবং ; يَذْكُرُوا-উচ্চারণ করতে পারে ; اسْمَ-নাম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

৫০. এখানে হজ্জের দীনী কল্যাণ ও দুনিয়াবী কল্যাণ উভয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। হজ্জের দীনী কল্যাণ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেমন তার মা সেদিনই তাকে প্রসব করেছে, অর্থাৎ জন্মের পর শিশু অবস্থায় যেমন নিষ্পাপ থাকে সেরূপ নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হজ্জের দুনিয়াবী কল্যাণও অনেক। হযরত ইবরহীম (আ) থেকে শেষ নবী আগমনের আগ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত কা'বা ও হজ্জের বরকতে আরবরা একটি ঐক্যকেন্দ্র লাভ করেছে। যে ঐক্যকেন্দ্রের কারণে আরবরা গোত্রবাদের মধ্যে তাদের আরবীয় অস্তিত্বকে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। এ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ এবং প্রতিবছর দেশের সব এলাকা থেকে লোকদের এখানে আসা যাওয়ার কারণে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক থাকে, তাদের মধ্যে আরব হবার অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং তারা চিন্তা ও তথ্য আদান-প্রদান ও তাদের সমাজ সংস্কৃতির প্রচার প্রসারের সুযোগ লাভ করে। হজ্জের বরকতেই বছরে অন্তত ৪ মাসের জন্য সন্ত্রাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা স্থগিত হয়ে যায়। সে সময় নিরাপত্তার অবস্থা এমন হয়ে যেতো যে, দেশের সকল এলাকার লোক সকল অঞ্চলে সফর করতে পারতো এবং ব্যবসায়ী কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারতো। এজন্য আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে হজ্জ একটি রহমতস্বরূপ ছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পর হজ্জের দীনী কল্যাণের সাথে সাথে দুনিয়াবী তথা অর্থনৈতিক কল্যাণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। প্রথমে তা আরবদের জন্য রহমত স্বরূপ ছিল, অতপর তা সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্য রহমতে পরিণত হয়ে গেলো।

৫১. অর্থাৎ কুরবানীর পশু—উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা। এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা কাফির ও মুশরিকদের পদ্ধতি। মুসলমান যখন পশু যবেহ করবে তখন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করবে এবং যখনই কুরবানী করবে তখন আল্লাহর জন্যই করবে।

আর 'কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন' দ্বারা কোন্ দিন বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। আমাদের তথা হানাফী মাযহাব মতে ১০ যিলহজ্জ ও তার পরের তিন দিন বুঝানো

فِىۡۤ اَيَّامٍ مَّعۡلُوۡمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمۡ مِّنۡۢ بَهِيۡمَةِ الۡاَنۡعَامِ‌ۚ فَكُلُوۡا مِنۡهَا

নির্দিষ্ট দিনসমূহে—সেসব চৌপায়া পশুগুলোর উপর যেগুলো রিযক হিসেবে তিনি তাদেরকে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তা থেকে খাও

وَاَطۡعِمُوا الۡبَآٮِٕسَ الۡفَقِيۡرَ ۞ ثُمَّ لۡيَقۡضُوۡا تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوۡفُوۡا نُذُوۡرَهُمۡ

এবং ভুকা-অভাবীদেরকে খাওয়াও।[৫২] ২৯. অতপর তারা যেন তাদের শরীরের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে[৫৩] ফেলে এবং তারা যেন তাদের মানত পুরো করে নেয়[৫৪]

فِىۡۤ اَيَّامٍ-(فى+ايام)-দিনসমূহে ; مَّعۡلُوۡمٰتٍ-নির্দিষ্ট ; عَلٰى-উপর ; مَا-সেসব যেগুলো; رَزَقَهُمۡ-(رزق+هم)-রিযক হিসেবে তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ; مِّنۡۢ بَهِيۡمَةِ الۡاَنۡعَامِ-(من+بهيمة+الا+انعام)-চৌপায়া পশুগুলোর ; فَكُلُوۡا-(ف+كلوا)-অতএব তোমরা খাও ; مِنۡهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-এবং ; اَطۡعِمُوا-(তোমরা) খাওয়াও ; الۡبَآٮِٕسَ-(ال+بائس)-ভুকা ; الۡفَقِيۡرَ-(ال+فقير)-অভাবীদেরকে।㉙ ثُمَّ-অতপর ; لۡيَقۡضُوۡا-তারা যেন দূর করে ফেলে ; تَفَثَهُمۡ-(تفث+هم)-তাদের শরীরের অপরিচ্ছন্নতা ; وَ-এবং ; لۡيُوۡفُوۡا-তারা যেন পুরো করে নেয় ; نُذُوۡرَهُمۡ-(نذور+هم)-তাদের মানত ;

হয়েছে। এ ব্যাপারে আর একটি মত হলো—যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। এ মতের সপক্ষেও বেশকিছু ইমাম ও মুফাসসিরদের সমর্থন আছে।

৫২. অর্থাৎ কুরবানীর গোশ্‌ত তোমরা নিজেরাও খেতে পারো ; আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, গরীব-মিসকীন সবাইকে দিতে পারো।

৫৩. অর্থাৎ কুরবানী করার পর ইহরাম খুলে ফেলো, মাথা মুড়াও, নখ কাটো এবং নাভীর নীচের পশম কেটে ফেলো। গোসল করা ও কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলাও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ ইহরাম অবস্থায় তথা হজ্জের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ও কুরবানীর কাজ শেষ হওয়ার আগে করা নিষিদ্ধ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুরবানীর পর যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে গেলেও স্ত্রীর সাথে মেলামেশার নিষেধাজ্ঞা 'তাওয়াফে ইফাদাহ' বা তাওয়াফে যিয়ারত শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে।

৫৪. 'নযর' অর্থ মানত করা। কোনো কাজ শরীয়তের বিধানে কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও সে যদি তা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়ার নিয়ত করে তবে তাকে 'নযর' বা 'মানত' বলা হয়। এটা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে সর্ব-সম্মতিক্রমে শর্ত হলো কাজটি গুনাহ বা নাজায়েয কোনো কাজ হতে পারবে না। যদি কেউ গুনাহর কাজের মানত করে তবে সেই গুনাহর কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের জন্য কাফফারা ওয়াজিব। ফিকাহবিদদের মতে উদ্দিষ্ট কাজটি ইবাদাত জাতীয় হওয়া জরুরী। যেমন নামায, রোযা, সাদকা, কুরবানী ইত্যাদি। এসব মানত করলে তা পূরণ করা তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۞ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ

আর যেন তারা তাওয়াফ করে সেই পুরনো ঘরের।[৫৫] ৩০. এটাই (বিধান)—এবং যে সম্মান রক্ষা করে আল্লাহর পবিত্র বিধি-বিধানগুলোর

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

তবে তার প্রতিপালকের কাছে তা তার জন্য অত্যন্ত ভালো[৫৬] ; আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চৌপায়া পশুগুলো,[৫৭] সেগুলো ছাড়া যা তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হয়েছে[৫৮]

وَ-আর ; لْيَطَّوَّفُوا-তারা যেন তাওয়াফ করে ; بِالْبَيْتِ-(ب+ال+بيت)-সেই ঘরের ; الْعَتِيقِ-(ال+عتيق)-পুরনো। ۞ ذَٰلِكَ-এটাই (বিধান) ; وَ-এবং ; مَنْ-যে ; يُعَظِّمْ-সম্মান রক্ষা করে ; حُرُمَٰتِ-পবিত্র বিধি-বিধানগুলোর ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَهُوَ-তবে তা ; خَيْرٌ-অত্যন্ত ভালো ; لَّهُ-তার জন্য ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; أُحِلَّتْ-হালাল করা হয়েছে ; لَكُمُ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; الْأَنْعَامُ-(ال+انعام)-চৌপায়া পশুগুলো ; إِلَّا-ছাড়া ; مَا-সেগুলো যা ; يُتْلَىٰ-পড়ে শোনানো হয়েছে ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদেরকে ;

স্মরণীয় যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয়ে যায় না। যে পর্যন্ত মানত শব্দ উচ্চারণ না করা হয়।

৫৫."বায়তুল আতীক" কা'বার এ নাম আল্লাহ নিজেই রেখেছেন। এর অর্থ (১) প্রাচীন ঘর (২) স্বাধীন ঘর যার উপর কারো মালিকানা নেই। (৩) সম্মানিত ও মর্যাদাবান ঘর। এ পবিত্র ঘরের বেলায় তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। আর এখানে তাওয়াফ বলে তাওয়াফে যিয়ারত বুঝানো হয়েছে। ইহরাম খুলে ফেলার পর এ তাওয়াফ করা হয়। এ তাওয়াফ হজ্জের একটি রুকন এবং এটা করা ফরয।

৫৬. এটা একটা সাধারণ উপদেশ [এবং সবই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সকল মর্যাদাশীল জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট]। কিন্তু এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাসজিদে হারাম। হজ্জ, উমরাহ ও মক্কার হেরেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য এতে সেদিকেও ইংগীত করা হয়েছে যে, কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ দ্বারা হজ্জের কাজকর্মের মধ্যে জাহিলী ও মুশরিকী রীতিনীতি অনুপ্রবেশের দ্বারা মূর্তি ঢোকানোর দ্বারা অনেক মর্যাদাশীল জিনিসের মর্যাদা বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ এসব জিনিসের মর্যাদা হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৫৭. অর্থাৎ গৃহপালিত চৌপায়া পশুগুলো তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। তবে সেগুলো ছাড়া যেগুলো ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট পাঠ করে তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾ حُنَفَاءَ

অতএব তোমরা মূর্তীর নাপাকী থেকে বেঁচে থাকো[৫৯] এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথা থেকে।[৬০] ৩১.—একনিষ্ঠ হয়ে

لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

আল্লাহর প্রতি—তাঁর প্রতি মুশরিক না হয়ে ; যে কেউ আল্লাহর প্রতি শরীক করে, তবে সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়লো,

فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ○

তারপরই পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে নিয়ে ফেলবে দূরবর্তী স্থানে।[৬১]

فَاجْتَنِبُوا-(ف+اجتنبوا)-অতএব তোমরা বেঁচে থাকো ; الرِّجْسَ-(ال+رجس)-নাপাকী থেকে ; مِنَ الْأَوْثَانِ-(من+ال+اوثان)-মূর্তির ; وَ-এবং ; اجْتَنِبُوا-দূরে থাকো ; قَوْلَ-কথা থেকে ; الزُّوْرِ-(ال+زور)-মিথ্যা। ৩১ حُنَفَاءَ-একনিষ্ঠ হয়ে ; لِلّٰهِ-(ل+الله)-আল্লাহর প্রতি ; غَيْرَ-না হয়ে ; مُشْرِكِيْنَ-মুশরিক ; بِهٖ-তার প্রতি ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يُّشْرِكْ-শরীক করে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর সাথে ; فَكَاَنَّمَا-(ف+كان+ما)-তবে যেন ; خَرَّ-সে ছিটকে পড়লো ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান; فَتَخْطَفُهُ-(ف+تخطف+ه)-তারপরই ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে তাকে ; الطَّيْرُ-(ال+طير)-পাখি ; اَوْ-অথবা ; تَهْوِيْ-নিয়ে ফেলবে ; بِهٖ-তাকে ; الرِّيْحُ-(ال+ريح)-বাতাস ; فِيْ مَكَانٍ-(في+مكان)-স্থানে ; سَحِيْقٍ-দূরবর্তী।

৫৮. অর্থাৎ অন্য আয়াতে যা জানিয়ে দেয়া হয়েছে তা হলো—মৃতজন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত পশুর গোশত। সূরা আনআমের ১৪৫ এবং সূরা আন নাহলের ১১৫ আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

৫৯. অর্থাৎ মূর্তিপূজার শিরক থেকে বেঁচে থেকো, কেননা মূর্তি মানুষের অন্তরকে শিরকের আবর্জনা ও অপবিত্রতা দ্বারা পূরণ করে দেয়।

৬০. 'মিথ্যা কথা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে এমন কথা যা কিছু সত্যের বিরোধী। তাই বাতিলও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। তাই শিরক ও কুফরের বিশ্বাস এবং পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ইত্যাদি সব ধরনের মিথ্যাই এখানে উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "বৃহত্তম কবীরা গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। পিতামাতার

৩২ ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۞ ৩৩ لَكُمْ فِيْهَا

৩২. এটাই (বিধান)—আর যে সম্মান দেখাবে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে,[৬২] তবে তা নিশ্চয়ই (তার) অন্তরের আল্লাহভীতি থেকেই (উদ্ভূত)।[৬৩] ৩৩. তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে (পশুগুলোতে)

مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۞

অনেক উপকারিতা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত[৬৪], তারপর সেগুলোর কুরবানীর স্থান সেই পুরনো ঘরটির কাছেই।[৬৫]

৩২ ذٰلِكَ-এটাই (বিধান) ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يُّعَظِّمْ-সম্মান দেখাবে ; شَعَآئِرَ-নিদর্শনাবলীকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاِنَّهَا-(ف+ان+ها)-তবে তা নিশ্চয়ই ; مِنْ-থেকেই (উদ্ভূত) ; تَقْوَى-আল্লাহভীতি ; الْقُلُوْبِ-(ال+قلوب)-(তার) অন্তরের। ৩৩ لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِيْهَا-তাতে ; مَنَافِعُ-অনেক উপকারিতা ; اِلٰٓى-পর্যন্ত ; اَجَلٍ-সময় ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; ثُمَّ-তারপর ; مَحِلُّهَآ-(محل+ها)-সেগুলোর কুরবানীর স্থান ; اِلَى-কাছে ; الْبَيْتِ-(ال+بيت)-সেই ঘরের ; الْعَتِيْقِ-(ال+عتيق)-পুরনো।

অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা।" তিনি 'কাওলুয যূর'-কে বারবার উচ্চারণ করেন।

৬১. এখানে প্রদত্ত উদাহরণে 'আসমান' দ্বারা মানুষের মূল বা স্বাভাবিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আর 'পাখি' দ্বারা শয়তান ও পথভ্রষ্টকারী মানুষদেরকে এবং বাতাস দ্বারা মানুষের নিজের আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা ও ভুল চিন্তা-চেতনা—যা মানুষকে বিপথে নিয়ে যায় তাকে বুঝানো হয়েছে।

মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর বান্দাহ থাকে এবং তাওহীদ-ই তার একমাত্র ধর্ম থাকে। এ অবস্থায় সে যদি নবী-রাসূলদের আনীত হিদায়াত গ্রহণ করে তখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যদি সে শির্ক গ্রহণ করে তখন সে পড়ে যায় তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নিচে। এ অবস্থায় শয়তান বা পথভ্রষ্টকারী মানুষের খপ্পরে পড়ে সে বিপথে পরিচালিত হয়। অথবা সে তার নিজের কামনা-বাসনা, আবেগ-অনুভূতি ও ভুল চিন্তা-চেতনার কাছে পরাজিত হয়ে যায়, যার ফলে সে তার স্বাভাবিক অবস্থান তাওহীদ থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে।

৬২. 'শা'আয়ের' শব্দটি 'শা'ঈয়াতুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আলামত বা চিহ্ন, যা দ্বারা কোনো বিশেষ দল বা মাযহাবকে চেনা যায়। সাধারণভাবে যেসব বিধি-বিধান বা আলামত দেখে একজন মুসলমানকে চেনা যায় সেগুলোকে 'শা'আয়েরে ইসলাম' তথা ইসলামের নিদর্শন বলা হয়। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ অথবা মসজিদ, মাদ্রাসা ও হজ্জের অধিকাংশ বিধান ইত্যাদি।

৬৩. অর্থাৎ ইসলামের নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান দেখানোর মানসিকতা তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি থেকে আসে। কোনো ব্যক্তি জেনে-বুঝে আল্লাহ তথা ইসলামের নিদর্শন-সমূহের অমর্যাদা করে, তাহলে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তার মনে আল্লাহভীতি নেই। সে আল্লাহকে স্বীকারই করে না অথবা আল্লাহকে স্বীকার করলেও সে আল্লাহর মুকাবিলায় বিদ্রোহমূলক আচরণ করেছে।

৬৪. অর্থাৎ এ পশুগুলো থেকে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত উপকার নিতে পারো যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোকে কুরবানীর জন্য সমর্পণ না কর। এখানে নির্দিষ্ট সময় দ্বারা 'কুরবানীর সময়' এবং উপকার গ্রহণ দ্বারা বাহন হিসেবে ব্যবহার করা, দুধ পান করা, পশম কাটা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

৬৫. অর্থাৎ কুরবানীর পশুগুলোকে যবেহ করতে হবে বায়তুল্লাহর কাছে। এর অর্থ হারাম শরীফের সীমানার মধ্যেই এগুলো যবেহ করতে হবে। হারামের বাইরে যবেহ করা যাবে না। মিনার কুরবানীর স্থানও হারামের আওতাভুক্ত স্থান।

৪র্থ রুকূ' (২৬-৩৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন। তিনি কা'বার পুনর্নির্মাতা। কা'বা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) অথবা তাঁর দুনিয়াতে আসার সময় বা তার আগে ফেরেশতারা নির্মাণ করেছে। আর এজন্যই এটাকে 'প্রাচীন ঘর' বলা হয়েছে।

২. দুনিয়ার সকল অঞ্চলের লোকের জন্য হারাম শরীফে সমান অধিকার রয়েছে।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নির্দেশে সারা বিশ্বের মানুষকে লক্ষ করে হজ্জের জন্য যে ঘোষণা করেছেন, সে ঘোষণা অনুসারে তখন থেকেই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও যিয়ারত চালু রয়েছে। যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে তাদের অবশ্যই হজ্জ করা আবশ্যক।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানীর স্মরণ হিসেবে কুরবানীর বিধানও তখন থেকেই চালু রয়েছে। সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন, তাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

৫. কুরবানীর পশুর গোশত নিজেরা খেতে পারে, আত্মীয়-স্বজনকে দিতে পারে এবং গরীব-মিসকীন ও অভাবীদেরকে দিতে পারে।

৬. ইহরাম বাঁধার দ্বারা হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয় আর কুরবানীর মাধ্যমে তা শেষ হয়। হাজীদের কুরবানীর সাথে সারা বিশ্বের মুসলমানরাও কুরবানীর মাধ্যমে একাত্মতা ঘোষণা করে।

৭. ইসলামের নিদর্শনগুলোর প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের সম্মান দেখানো কর্তব্য। কেননা এর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ রয়েছে।

৮. সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত পশুগুলো ছাড়া গৃহপালিত পশু, উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি চার পা বিশিষ্ট পশু আল্লাহর নামে যবেহ করে খাওয়া হালাল।

৯. খাওয়া নিষিদ্ধ পশু হলো—শূকর, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত পশু, মৃত পশু—এগুলোর গোশত খাওয়া হারাম। (পশু পাখি ও অন্যান্য জীব-জন্তু সম্পর্কে হালাল-হারামের যে বিধান ফকীহ তথা ইসলামী আইনবিদগণ দিয়েছেন তাই অনুসরণ করতে হবে।

১০. মানুষের মৌলিক অবস্থান তাওহীদ তথা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় সে যদি নবী-রাসূলের হিদায়াত অনুযায়ী জীবন যাপন করে তখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদেরকে আমাদের মৌলিক অবস্থানে পৌঁছতে হবে।

১১. মানুষের মৌলিক অবস্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে সর্বপ্রথম তাকে শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অতপর জিন-শয়তান ও মানুষ-শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তারপর নিজের প্রবৃত্তিকে তথা কামনা-বাসনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের অনুগত বানাতে হবে।

১২. ইসলামের নিদর্শনগুলোর প্রতি যে বা যারা সম্মান দেখায়, তাদের মধ্যে 'তাকওয়া' তথা আল্লাহর ভয় আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা অবশ্যই মু'মিন।

১৩. যারা ইসলামের নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান দেখায় না, বরং তার প্রতি অবহেলা করে তাদের মনে 'তাকওয়া' নেই, আর যাদের মনে 'তাকওয়া' বা আল্লাহর ভয় নেই তাদের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ নেই। সুতরাং আমাদের 'শা'আয়েরে ইসলাম' তথা ইসলামের নিদর্শনগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

১৪. অনেক মুসলমান অসাবধানতাবশত বা শুধু শুধু ইসলামের নিদর্শনাবলীর প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে। আমাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এসব কথা বা কাজ দ্বারা দুনিয়া-আখিরাত কোনোটারই লাভ নেই।

১৫. কুরবানীর পশু কুরবানীর স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ। এতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৫

৩৪ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم

৩৪. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যই কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি[৬৬] যাতে তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে সেগুলোর উপর যে রিযক তিনি তাদেরকে দিয়েছেন

مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ

চৌপায়া পশুগুলোর মধ্য থেকে ; তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ, অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো ; এবং সুসংবাদ দাও

الْمُخْبِتِينَ ৩৫ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ

বিনয়ী লোকদেরকে।[৬৭] ৩৫. যাদের মন ভয়ে কেঁপে উঠে যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তারা ধৈর্য ধারণকারী

৩৪ وَ-এবং ; لِكُلِّ أُمَّةٍ-(ل+كل+امة)-প্রত্যেক উম্মতের জন্য ; جَعَلْنَا-আমি করে দিয়েছি ; مَنسَكًا-কুরবানীর নিয়ম ; لِيَذْكُرُوا-যাতে তারা উচ্চারণ করতে পারে ; اسْمَ-নাম ; اللَّهِ-আল্লাহর ; عَلَىٰ-উপর ; مَا-সেগুলোর, যে ; رَزَقَهُمْ-(رزق+هم)-রিযক তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ; مِّنْ-মধ্য থেকে ; بَهِيمَةِ-চৌপায়া ; الْأَنْعَامِ-(ال+انعام)-পশুগুলোর ; فَإِلَٰهُكُمْ-(ف+اله+كم)-তোমাদের ইলাহতো ; إِلَٰهٌ-ইলাহ ; وَاحِدٌ-একই; فَلَهُ-(ف+له)-অতএব তাঁরই কাছে ; أَسْلِمُوا-আত্মসমর্পণ করো ; وَ-এবং ; بَشِّرِ-সুসংবাদ দাও ; الْمُخْبِتِينَ-(ال+مخبتين)-বিনয়ী লোকদেরকে। ৩৫ الَّذِينَ-যাদের ; إِذَا-যখন ; ذُكِرَ-স্মরণ করা হয় ; اللَّهُ-আল্লাহকে ; وَجِلَتْ-ভয়ে কেঁপে উঠে ; قُلُوبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের মন ; وَ-এবং ; الصَّابِرِينَ-(ال+صبرين)-তারা ধৈর্যধারণকারী ;

৬৬. 'মানসাক' কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয় (১) কুরবানী করা, (২) হজ্জের অনুষ্ঠানাদি, (৩) ইবাদত। প্রথম অর্থ অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হবে—এ উম্মতকে কুরবানীর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোনো নতুন নির্দেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতগুলোকেও কুরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে—হজ্জের কাজকর্ম এ উম্মতের উপর যেমন ফরয করা হয়েছে তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। আর তৃতীয় অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের অর্থ হবে ইবাদাতের এ বিধান

عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

তার উপর যে বিপদাপদ তাদের উপর আসে, আর তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।[৬৮]

٣٦ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا

৩৬. আর উট[৬৯] **—আমি তাকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি, তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে ;**[৭০] **সুতরাং তোমরা উচ্চারণ করো**

عَلٰى-উপর ; مَآ اَصَابَهُمْ-(ما+اصاب+هم)-যে বিপদাপদ তাদের আসে ; وَ-আর ; الْمُقِيْمِى-(ال+مقيمى)-তারা প্রতিষ্ঠাকারী ; الصَّلٰوةِ-(ال+صلوة)-নামায ; وَ-এবং ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যে ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিয্ক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; يُنْفِقُوْنَ-তারা খরচ করে। ٣٦ وَ-আর ; الْبُدْنَ-(ال+بدن)-উট ; جَعَلْنٰهَا-(جعلنا+ها)-আমি তাকে করেছি ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; مِّنْ-অন্তর্ভুক্ত ; شَعَآئِرِ-নিদর্শনাবলীর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতে ; خَيْرٌ-কল্যাণ ; فَاذْكُرُوا-(ف+اذكروا)-সুতরাং তোমরা উচ্চারণ করো ;

ইতিপূর্বেকার সকল উম্মতের জন্য ফরয করা হয়েছিল। মূলত সকল নবীর উম্মতের জন্য মূল ইবাদাত একই ছিল, পার্থক্য ছিল শুধু নিয়ম-পদ্ধতিতে।

৬৭. 'মুখবিতীন' অর্থ বিনয়ী। যারা অন্যের উপর যুল্ম করেন না ; কেউ তাদের উপর যুল্ম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেননি এবং সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব অনটনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকেন তারাই 'মুখবিতীন'।

৬৮. অর্থাৎ 'যে পাক-পবিত্র ও হালাল রিয্ক আমি তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে।' আবার 'খরচ করা' দ্বারা সব ধরনের এবং যাচ্ছে তাই খাতে খরচ নয়, বরং নিজের পারিবারিক বৈধ প্রয়োজনে, আত্মীয়-প্রতিবেশী ও অভাবীদের সাহায্য দানে, জন-কল্যাণমূলক কাজে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার আন্দোলনে খরচ করাকে বুঝানো হয়েছে।

অযথা খরচ, ভোগ-বিলাসীতার জন্য খরচ লোক দেখানো খরচ—এগুলো হলো অপব্যয় বা ফজুল খরচ। অনুরূপভাবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ না করা এবং নিজে ও নিজের মর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজন পূরণ না করা ও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী গরীব-মিসকীনদের সাহায্য না করাও কৃপণতা। ফজুল খরচ ও কৃপণতা উভয়টাই নিন্দনীয়।

৬৯. 'আল বুদন' বলে উটকে বুঝানো হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ (স) গরুকেও উটের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে

اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا

তার উপর আল্লাহর নাম[৭১] সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায়[৭২] অতপর যখন তা কাত হয়ে পড়ে যায়[৭৩] তখন তা থেকে খাও এবং খাওয়াও

اسْمَ-নাম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার উপর ; صَوَافَّ-সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় ; فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; وَجَبَتْ-তা পড়ে যায় ; جُنُوبُهَا-(جنوب+ها)-কাত হয়ে ; فَكُلُوا-(ف+كلوا)-তখন খাও ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-এবং ; أَطْعِمُوا-খাওয়াও ;

বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা যেন কুরবানীতে উটের ক্ষেত্রে সাতজন এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন শরীক হয়ে যাই।

৭০. ইসলামের নিদর্শন বা চিহ্নরূপে চেনা যায় এমন সব ইবাদাতকে 'শাআয়ের' বলা হয়। এসব ইবাদাতের মধ্যেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কুরবানীও অনুরূপ একটি ইবাদাত। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে কল্যাণ লাভ করে, তা সবই আল্লাহর নামে কুরবানী করা উচিত। এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সাথে সাথে এসব নিয়ামতে আল্লাহর মালিকানাও স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার মালিক আল্লাহ। সুতরাং মালিকের দেয়া জিনিস মালিকের নির্দেশ মতই ব্যয়-ব্যবহার করতে হবে। এটাই কুরবানীর মূল শিক্ষা। ঈমান ও ইসলাম এ আত্মত্যাগই শিক্ষা দেয়। নামায ও রোযা হচ্ছে শরীর ও শারীরিক শক্তির কুরবানীর নাম। যাকাত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের কুরবানীর নাম। জিহাদ হচ্ছে সময় এবং শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার কুরবানীর নাম। আর আল্লাহর পথে চূড়ান্ত যুদ্ধ হচ্ছে জীবনের কুরবানী। এসবই আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার পশুকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। যেগুলোর দ্বারা আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হই, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পশু কুরবানীর বিধান আমাদের দায়িত্বে দিয়ে দিয়েছেন।

৭১. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করলে কোনো পশুই হালাল হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাই 'যবেহ করো' না বলে 'তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো' বলেছেন। ইসলামী শরীআতে আল্লাহর নাম ছাড়া পশু যবেহ করার কোনোই অবকাশ নেই।

হালাল সকল পশুই যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলার নিয়মটা এখান থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে "তোমরা উচ্চারণ করো আল্লাহর নাম" ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" প্রথম আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী বিসমিল্লাহি অর্থাৎ "আল্লাহর নামে" যবেহ করছি আর দ্বিতীয় আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে মহান। উভয় আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বাক্যটি গ্রহণ করা হয়েছে।

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

ধৈর্যশীল অভাবী ও যাচনাকারী অভাবীকে এভাবেই ; আমি সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যেন তোমরা শোকর কর।[৭৪]

㊲ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

৩৭. কখনো পৌঁছেনা আল্লাহর কাছে এদের গোশত আর না ওদের রক্ত; বরং তাঁর কাছে তোমাদের পক্ষ থেকে তাকওয়া'ই পৌঁছে।[৭৫]

الْقَانِعَ-(ال+قانع)-ধৈর্যশীল অভাবী ; وَ-ও ; الْمُعْتَرَّ-(ال+معتر)-যাচনাকারী অভাবীকে; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; سَخَّرْنٰهَا-(سخرنا+ها)-আমি সেগুলোকে বশীভূত করে দিয়েছি ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের ; لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تَشْكُرُوْنَ-শোকর কর। ㊲ لَنْ يَّنَالَ-কখনো পৌঁছে না ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; لُحُوْمُهَا-(لحوم+ها)-ওদের গোশত ; وَ-আর ; لَا-না ; دِمَآؤُهَا-(دماؤ+ها)-ওদের রক্ত ; وَلٰكِنْ-বরং ; يَّنَالُهُ-(ينال+ه)-তাঁর কাছে পৌঁছে ; التَّقْوٰى-(ال+تقوى)-তাকওয়াই ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের পক্ষ থেকে ;

হাদীসেও সমার্থবোধক বাক্য উচ্চারণ সাপেক্ষে পশু যবেহের নির্দেশ এসেছে ঃ (১) "যেমন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা"। (২) "আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা" ইত্যাদি।

৭২. অর্থাৎ উটকে তিন পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে একটি পা বেঁধে রেখে তার কণ্ঠনালিতে সজোরে বল্লম দিয়ে আঘাত করতে হয়। তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে উট পড়ে যায়। এটাকে 'নহর' করা বলা হয়। উট কুরবানী করার এটাই নিয়ম। উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরবানী তথা 'নহর' করা সুন্নাত। এছাড়া অন্যান্য পশু শোয়া অবস্থায় যবেহ করা সুন্নাত।

৭৩. 'ওয়াজাবাত জুনুবুহা' অর্থ পশুর দেহ যখন মাটিতে লেগে যায় অর্থাৎ পশুর প্রাণ বায়ু পুরোপুরি বের হয়ে যায়। পশু এখনো জীবিত আছে এমন অবস্থায় গোশ্‌ত কেটে নেয়া বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে—"এখনো জীবিত আছে এমন পশুর যে গোশ্‌ত কেটে নেয়া হয় তা মৃত পশুর গোশত।"–আবু দাঊদ, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ।

৭৪. কুরবানীর গোশত কাদেরকে দেয়া উচিত এখানে তা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে 'বায়িছ' অর্থাৎ 'দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থ' বলা হয়েছে। এখানে তার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হয়েছে যে, অভাবগ্রস্থ দু-প্রকার (১) قانع অর্থাৎ ধৈর্যধারণকারী ফকীর, যে অন্যের কাছে হাত পাতে না, কেউ কিছু দিলে তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। (২) معتر অর্থাৎ যাচনাকারী ফকীর যে অন্যের কাছে হাত পাতে।

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ

এভাবেই ওগুলোকে তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর[৭৬] যেহেতু তিনি তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন, এবং সুসংবাদ দাও

كَذٰلِكَ-এভাবেই ; سَخَّرَهَا-(سخر+ها)-ওগুলোকে তিনি অধীন করে দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের ; لِتُكَبِّرُوا-যেন তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; عَلٰى مَا-যেহেতু ; هَدٰىكُمْ-(هدى+كم)-তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন ; وَ-এবং ; بَشِّرِ-সুসংবাদ দাও ;

অতপর কুরবানীর হুকুম কেন দেয়া হয়েছে সেদিকে ইংগীত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চৌপায়া প্রাণীগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দেয়া হয়েছে। এটা আল্লাহর এক বিরাট বড় নিয়ামত। এ নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে কুরবানী তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

৭৫. আইয়ামে জাহেলিয়ায় মক্কার মুশরিকরা দেব-দেবীদের নামে যেসব পশু বলি দিত, সেগুলোর গোশ্‌ত মূর্তির সামনে অর্ঘ্য হিসেবে রাখত। আবার আল্লাহর নামে যেসব পশু কুরবানী দিত, সেগুলো নিয়ে কা'বাঘরের সামনে রাখত এবং এগুলোর রক্ত কা'বার দেয়ালে লেপ্টে দিত। তারা মনে করতো এর দ্বারা এ গোশত ও রক্ত আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। তাদের এ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তোমাদের কুরবানীর রক্ত ও গোশত কোনোটাই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না— আল্লাহর নিকট পৌঁছে তোমাদের 'তাকওয়া'। নামাযের উদ্দেশ্য উঠা-বসা নয়, রোযার উদ্দেশ্যও শুধুমাত্র ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্থ থাকা নয়—সব ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহর আদেশ পালন করা। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। তবে শরীআত সম্মত কাঠামো এ জন্য জরুরী যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ পালনের জন্য এ কাঠামো ঠিক করে দেয়া হয়েছে। আর কুরবানীতেও পশু যবেহ করা ও তার গোশত খাওয়া মূল উদ্দেশ্য নয়—এগুলো আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না, আল্লাহর দরবারে পৌঁছে মনের অবস্থা তথা 'তাকওয়া'। আর এ তাকওয়াবিহীন কোনো ইবাদতই যথার্থ কোনো ফল বয়ে আনতে পারে না।

৭৬. অর্থাৎ তোমরা যেন অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও এবং কাজে-কর্মে তার প্রতিফল দেখাও, আর মুখে তার ঘোষণা দাও।

এখানে উল্লেখ্য যে, এখানে কুরবানীর যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কেবল হাজীদের জন্য তথা মক্কায় হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নয়, বরং এ হুকুম প্রত্যেক সমর্থ মুসলমান—সে যেখানেই থাকুক না কেন, ব্যাপকভাবে তার জন্যও এ হুকুম দেয়া হয়েছে। যাতে সে পশুদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করার নিয়ামতের শোকর প্রকাশ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন করতে এবং সেই সাথে নিজের অবস্থানে থেকে হাজীদের অবস্থার সাথে শরীক হয়ে যেতে পারে। হজ্জ করার সৌভাগ্য তার না হলেও কম পক্ষে হজ্জের দিনসমূহে আল্লাহর ঘরের সাথে জড়িত হয়ে হাজীগণ যেসব কাজ করতে থাকেন সারা দুনিয়ার মুসলমানরাও সেসব কাজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে। এটা সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত রয়েছে।

الْمُحْسِنِيْنَ ۝ إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ إِنَّ اللّٰهَ

নেককারদেরকে। ৩৮. নিশ্চয়ই[৭৭] আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা ঈমান এনেছে[৭৮] অবশ্যই আল্লাহ

لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝

কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।[৭৯]

الْمُحْسِنِيْنَ-(ال+محسنين)-নেককারদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُدٰفِعُ-সাহায্য করেন ; عَنِ الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ-পছন্দ করেন না ; كُلَّ-কোনো ; خَوَّانٍ-বিশ্বাসঘাতক ; كَفُوْرٍ-অকৃতজ্ঞকে।

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনাতে অবস্থানকালের পুরো সময়ই প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে নিজেই কুরবানী দিতেন। আর সেই সুন্নতের অনুসরণেই মুসলমানদের মধ্যে এ প্রচলন শুরু হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী না করে সে যেন আমার ঈদগাহের ধারেকাছেও না আসে।"–মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) মদীনাতে দশ বছর বাস করেছেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেছেন।"—তিরমিযী।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের আগে কুরবানীর পশু যবেহ করলো তাকে আবার কুরবানী করতে হবে। আর যে নামাযের পরে কুরবানী করলো তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে এবং সে মুসলমানদের পদ্ধতি পেয়ে গেছে।"–বুখারী

৭৭. এখান থেকেই কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ এমন এক সময়ে দেয়া হয়েছে যখন মক্কার মুসলমানদের উপর কাফিরদের নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল। এমন দিন ছিল না যে দিন কোনো না কোনো মুসলমান কাফিরদের হাতে প্রহৃত ও আহত হয়ে না আসতো। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হওয়া এবং মুসলমানরা এ যুল্‌ম-অত্যাচারের মুকাবিলা করার অনুমতি চাইলেও তিনি জবাব দিতেন যে, সবর করো আমাকে এখনো যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। সুদীর্ঘ দশ বছর এ অবস্থা অব্যাহত থাকলো।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যেতে বাধ্য হলেন এবং তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা), তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—"তারা তাদের নবীকে (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছে, এখন তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" এ পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে এটাই প্রথম আয়াত। ইতিপূর্বে সত্তরটি আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

৭৮. অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের এ সংঘাতে মু'মিনরা একা ও নিঃসংগ নয় ; বরং আল্লাহ নিজেই মু'মিনদের সাথে একটি পক্ষ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাদেরকে সমর্থন দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। কাফিরদের অনিষ্টকে মু'মিনদের থেকে দূরে সরিয়ে দেন। এ আয়াতে মু'মিনদের জন্য একটি বড় রকমের সুসংবাদ। এর চেয়ে বড় সুংসবাদ মু'মিনদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

৭৯. অর্থাৎ হকের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত কাফিররা বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকারকারী। তাদেরকে প্রদত্ত আমানতের খিয়ানতকারী। কাজেই আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করতে পারেন না। আল্লাহ তা'আলা হকের পক্ষে সংগ্রামরত মু'মিনদেরকেই পছন্দ করেন এবং তাদেরকেই সাহায্য-সহায়তা দান করেন।

৫ম রুকূ' (৩৪-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরবানীর প্রচলিত এ নিয়ম আল্লাহর পক্ষ থেকেই মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং এর ব্যতিক্রম কিছু করা আল্লাহর প্রদত্ত নিয়মের বরখেলাফ। অতএব তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. সকল পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা পশু কোনো মু'মিনের জন্য হালাল হতে পারে না।

৩. মু'মিনরা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণকারী ও বিনয়ী। তাদের জন্যই আখিরাতে মুক্তির সুসংবাদ। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তিই সর্বশ্রেষ্ট সফলতা।

৪. মু'মিনদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং সকল বিপদ-মসিবতে তারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং ধৈর্য ধারণ করে। সুতরাং আমাদেরকে এ চরিত্র অর্জন করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৫. কুরবানীসহ আল্লাহর ইবাদাতের যেসব নিয়ম-নীতি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আমাদের নিকট এসেছে, এসবই আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। সুতরাং এসব নিদর্শনাবলীর কোনটার প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না।

৬. আল্লাহর নিদর্শনবালী সংরক্ষণের মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং এসব নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ করা মু'মিনদের দায়িত্ব।

৭. উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর নাম নিয়ে 'নহর' করা এবং অন্য পশুগুলোকে শোয়া অবস্থায় যবেহ করাই আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর রাসূলের সুন্নত। এ নিয়ম অবশ্যই পালনীয়। এর অন্যথা করা যাবে না।

৮. কুরবানীর গোশত নিজেরা খাওয়া এবং যারা অভাবী কিন্তু কারো কাছে চায় না এমন লোকদেরকে দেয়া আর যারা অভাবী হওয়ার সাথে সাথে অন্যের কাছে চায় এমন লোকদেরকে দেয়া উচিত।

৯. আল্লাহর কাছে কুরবানীর গোশত ও রক্ত কোনটাই পৌছে না। বরং কুরবানীদাতার অন্তরের অবস্থা তথা 'তাকওয়া' পৌছে। সুতরাং কুরবানীদাতাকে অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কুরবানী দিতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা-ই এসব গৃহপালিত পশুগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, সুতরাং এগুলোর মালিকানাও তাঁর। আর তাঁর প্রতি এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই কুরবানী করতে হবে।

১১. যারা খালেস নিয়তে আল্লাহর জন্যই কুরবানী করে এবং কুরবানী করার সময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা পূর্বক তাঁর উদ্দেশ্যেই কুরবানী করে, তাঁরা অবশ্যই নেককার। তাদের জন্যই আখিরাতের সুসংবাদ রয়েছে।

১২. যারা আল্লাহর নির্দেশকে যথাযথভাবে মেনে চলে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর হিফাযতে তৎপর থাকে তারাই মু'মিন। আর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে অবশ্যই সাহায্য করেন—এটাই আল্লাহর নীতি।

১৩. যারা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে এবং তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে বাধা সৃষ্টি করে তারা অবশ্যই কাফির—বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ। তাদেরকে আল্লাহ কখনো পছন্দ করতে পারেন না।

১৪. মু'মিনদেরকে আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদাকে সদা-সর্বদা স্মরণে রেখেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এটাই তাদের প্রেরণার মূল উৎস।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১০

㊴ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

৩৯. অনুমতি দেয়া হলো (যুদ্ধের) তাদেরকে যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, কেননা তাদের প্রতি অবশ্যই যুলম করা হয়েছে[৮০]; আর আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে

㊴ أُذِنَ-অনুমতি দেয়া হলো ; لِلَّذِينَ-(ل+الذين)-তাদেরকে যাদের সাথে ; يُقَاتَلُونَ-যুদ্ধ করা হয় ; بِأَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-কেননা তাদের প্রতি অবশ্যই ; ظُلِمُوا- যুলম করা হয়েছে ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلٰى نَصْرِهِمْ-(على+نصر+هم)-তাদের সাহায্য করতে ;

৮০. এ আয়াত দ্বারাই সর্বপ্রথম কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার শুধুমাত্র অনুমতি দান করা হয়েছে। অতপর সূরা বাকারায় যুদ্ধের আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয় ঃ

সূরার ১৯০ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমরা যুদ্ধ করো আল্লাহর পথে (তাদের বিরুদ্ধে) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সীমা লংঘন করো না, আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"

১৯১ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমরা হত্যা করো তাদেরকে, যেখানে তাদেরকে পাও ; এবং বের করে দাও তাদেরকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর।"

১৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন হয় শুধু আল্লাহর জন্য, অতপর তারা যদি বিরত হয়, তবে কোন যবরদস্তী নেই যালিমদের ব্যতীত।"

২১৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়, হয়তো কোনো একটি বিষয় তোমরা অপসন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

২৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং জেনে রেখো! অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

যুদ্ধের প্রথম অনুমতি দান এবং তারপর আদেশ দানের মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান

لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا

সক্ষম।[৮১] ৪০. যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে[৮২] শুধুমাত্র এজন্য যে, তারা বলে—

رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ

আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ[৮৩] ; আর আল্লাহ যদি মানুষকে কতেককে দিয়ে তাদের অন্য কতেককে দমন না করতেন, তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতো

لَقَدِيرٌ-(ل+قدير)-অবশ্যই সক্ষম। الَّذِينَ ۝-যাদেরকে ; أُخْرِجُوا-বের করে দেয়া হয়েছে ; مِنْ-থেকে ; دِيَارِهِمْ-(ديار+هم)-তাদের ঘড়বাড়ী ; بِغَيْرِ حَقٍّ-(ب+غير+حق)-অন্যায়ভাবে ; إِلَّا-শুধুমাত্র এজন্য ; أَنْ-যে ; يَقُولُوا-তারা বলে ; رَبُّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালক ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; لَادَفْعُ-দমন না করতেন ; اللَّهِ-আল্লাহ ; النَّاسَ-মানুষকে ; بَعْضَهُمْ-(بعض+هم)-তাদের অন্য কতেককে ; بِبَعْضٍ-(ب+بعض)-কতেককে দিয়ে ; لَهُدِّمَتْ-(ل+هدمت)-তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতো ;

ছিল। প্রথম হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে যুদ্ধের অনুমতি দান করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে বদর যুদ্ধের কিছু আগে যুদ্ধের আদেশ দান করা হয়।

৮১. অর্থাৎ মুসলমানরা যদিও সংখ্যায় একেবারে নগণ্য এবং তারা মদীনার একটি ছোট শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তথাপি আল্লাহ যেখানে তাদের সাথে আছেন তাতে আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরাই বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ অবশ্যই মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে মুসলমানদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়েছে। এতে আরবের সম্মিলিত মুশরিক ও ইয়াহুদী শক্তিকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মুকাবিলা নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং আল্লাহর সাথেই তোমাদের মুকাবিলা। কাজেই আল্লাহর সাথে মুকাবিলা করার সাহস থাকেতো এগিয়ে এসো।

৮২. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরার এ অংশটি হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।

৮৩. মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে কি অবস্থায় বের হয়ে যেতে হয়েছিল তা অনুমান করার জন্য নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লিখিত হলো—

এক ঃ সোহাইব রুমী (রা) নিজের পরিশ্রমে বেশ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু সবকিছু মক্কায় রেখে একেবারে খালি হাতে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মদীনায় পৌঁছার পর তার পরিধানের কাপড় ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا ؕ

খৃস্টান পাদ্রীদের আশ্রম ও গীর্জা এবং ইয়াহুদীদের উপাসনালয়[৮৪] (সিনাগগ) ও মাসজিদসমূহ[৮৫]—যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় ;

صَوَامِعُ-খৃস্টান পাদ্রীদের আশ্রম ; وَ-ও ; بِيَعٌ-গীর্জা ; وَ-এবং ; صَلَوٰتٌ -ইয়াহুদীদের উপাসনালয় (সিনাগগ) ; وَ-ও ; مَسٰجِدُ-মাসজিদসমূহ ; يُذْكَرُ-স্মরণ করা হয় ; فِيهَا -যাতে ; اسْمُ-নাম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَثِيرًا-অধিক পরিমাণে ;

দুই ঃ হযরত আবু সালামাহ (রা) তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রা) ও দুধের বাচ্চাটিকে নিয়ে যখন হিজরতের জন্য বের হয়ে পড়েন, তখন তাঁর স্ত্রীর পরিবারের লোকেরা পথরোধ করে বলে—'তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো, কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে দেবো না,' তখন তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে রেখেই হিজরত করেন। অতপর তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ পরবর্তী সময়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার শিশু-সন্তানকে নিয়ে বিপদসংকুল পথে হিজরত করে মদীনায় পৌছেন।

তিন ঃ আইয়াশ ইবনে রুবীয়াহ আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর সাথে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন। তার পেছনে পেছনে আবু জেহেল তার আর এক ভাইকে নিয়ে মদীনায় পৌছে এবং দুই ভাই এমন মিথ্যা বলে যে, আম্মাজান কসম করেছেন যে, আইয়াশের চেহারা না দেখা পর্যন্ত তিনি রৌদ্র থেকে ছায়ায় যাবেন না এবং মাথায় চিরুনীও লাগাবেন না। তাই তুমি ফিরে চলো এবং আম্মাজানকে চেহারা দেখিয়ে আবার চলে এসো। আইয়াশ মাতৃভক্তির আধিক্যের কারণে তাদের সংগে মক্কার পথে যাত্রা করে। পথে তারা দুই ভাই আইয়াশকে বন্দী করে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মক্কায় নিয়ে আসে এবং চিৎকার করে বলতে থাকে যে, "হে মক্কাবাসীরা নিজেদের নালায়েক ছেলেদেরকে এভাবে আমাদের মতো শায়েস্তা করো।" আইয়াশ দীর্ঘদিন মক্কায় বন্দী অবস্থায় থাকেন, অতপর এক দুঃসাহসী মুসলমান তাকে উদ্ধার করে মদীনায় নিয়ে যেতে সক্ষম হল।

মক্কা থেকে যারাই হিজরত করেছেন তাঁদের সবাইকেই এ ধরনের যুলম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘরবাড়ী সহায়-সম্পদ ছেড়ে আসার পরও তারা নিরাপদে বের হয়ে আসতে পারেনি।

৮৪. খৃস্টান পাদ্রীদের বাসস্থানকে আরবী ভাষায় 'সাওমা-আহ' তাদের গীর্জা বা ইবাদাতখানাকে 'বাইআতুন' এবং ইয়াহুদীদের নামাযের জায়গাকে 'সালওয়াত' বলা হয়। ইয়াহুদীরা নিজেদের ভাষায় এটাকে বলে 'সলওয়াতা'।

৮৫. আল্লাহ তা'আলা কোনো একটি বিশেষ জাতি বা গোত্রকে দুনিয়ার স্থায়ী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেননি। যদি তাই করতেন, তাহলে দুর্গ, প্রাসাদ, শিল্প ও ব্যবসা- বাণিজ্যই ধ্বংস হতো না তৎসঙ্গে বিভিন্ন জাতির ইবাদাতগাহগুলোও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতো না। সূরা বাকারার ২৫১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ যদি মানুষের একদলকে দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন তাহলে দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো ; কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি বড়ই দয়াময়।"

وَلَيَنصُرَنَّ اللّٰهُ مَن يَنصُرُهٗ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ

আর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে (আল্লাহকে) সাহায্য করে[৮৬] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিমান পরাক্রমশালী। ৪১ তারা (এমন)—

إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوا

আমি যদি তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে এবং আদেশ করবে তারা

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ

ভালকাজের আর নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে ;[৮৭] আর আল্লাহর হাতেই রয়েছে সকল কাজের পরিণাম।[৮৮] ৪২. আর যদি তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে;[৮৯]

وَ-আর ; لَيَنْصُرَنَّ-অবশ্য-অবশ্যই সাহায্য করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَنْ-তাকে যে ; يَّنْصُرُهٗ-(ينصر+ه)-তাঁকে সাহায্য করে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَقَوِىٌّ-(ل+قوى)-মহাশক্তিমান ; عَزِيْزٌ-পরাক্রমশালী। ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ-যারা (এমন) ; اِنْ-যদি ; مَّكَّنّٰهُمْ-(مكنا+هم)-আমি তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করি ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; اَقَامُوا-তারা কায়েম করবে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ; وَ-ও ; اٰتَوُا-দেবে ; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-এবং ; اَمَرُوْا-আদেশ করবে তারা ; بِالْمَعْرُوْفِ-(ب+ال+معروف)-ভাল কাজের ; وَ-আর ; نَهَوْا-নিষেধ করবে ; عَنْ-থেকে ; الْمُنْكَرِ-(ال+منكر)-মন্দ কাজ ; وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর হাতেই রয়েছে ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْاُمُوْرِ-(ال+امور)-সকল কাজের। ﴿٤٢﴾ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يُكَذِّبُوْكَ-(يكذبوا+ك)-তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ;

৮৬. আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ—আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা এবং দীনে হক কায়েম ও ভালো দ্বারা মন্দকে বদলে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করা। যারা একাজ করবে, তারাই আল্লাহর সাহায্যকারী।

৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে সাহায্য করেন এবং তারাও যারা আল্লাহর সাহায্যকারী —এমন লোকদের গুণ হলো—তাদেরকে যখন রাষ্ট্র ও শাসনক্ষমতা দেয়া হয়, তখন তারা ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি ও অহংকার-এর পরিবর্তে সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা ও অপচয়ের পরিবর্তে যাকাত দানের মাধ্যমে নিঃস্ব মানুষের উপকারে খরচ হবে। রাষ্ট্র তখন সৎকাজের প্রসার ঘটাবে এবং অসৎ কাজকে দমন করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তখন সত্যিকার অর্থেই 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'-এর নীতি অবলম্বন করবে।

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ

তবে নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদের আগে নূহের জাতি এবং আদ জাতি ও সামূদ জাতি। ৪৩. আর ইবরাহীমের জাতি

وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ

লূত-এর জাতিও ৪৪. এবং মাদইয়ানের বাসিন্দারাও ; আর মূসাকেও মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল, অতপর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম।

لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ

কাফিরদেরকে তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম,[৯০] অতএব কেমন ছিল আমার আযাব[৯১] । ৪৫. অতপর কত জনপদ

(ف+قد كذبت)-فَقَدْ كَذَّبَتْ-তবে নিসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; (قبل+هم)-قَبْلَهُمْ-তাদের আগে ; قَوْمُ-জাতি ; نُوحٍ-নূহের ; وَ-এবং ; عَادٌ-আদ জাতি ; وَ-ও ; ثَمُودُ-সামূদ জাতি। ﴿٤٢﴾ وَ-আর ; قَوْمُ-জাতি ; إِبْرَٰهِيمَ-ইবরাহীমের ; وَ-এবং ; قَوْمُ-জাতি ; لُوطٍ-লূতের। ﴿٤٣﴾ وَ-এবং ; أَصْحَٰبُ-বাসিন্দারাও ; مَدْيَنَ-মাদইয়ানের ; وَ-আর ; كُذِّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ; مُوسَىٰ-মূসাকেও ; (ف+أمليت)-فَأَمْلَيْتُ-অতপর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম ; (ل+ال+كافرين)-لِلْكَٰفِرِينَ-কাফিরদেরকে ; ثُمَّ-তারপর ; (أخذت+هم)-أَخَذْتُهُمْ-তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম ; (ف+كيف)-فَكَيْفَ-অতএব কেমন ; كَانَ-ছিল; نَكِيرِ-আমার আযাব। ﴿٤٤﴾ (ف+كاين)-فَكَأَيِّن-অতপর কত ; (من+قرية)-مِّن قَرْيَةٍ-জনপদ ;

৮৮. অর্থাৎ মানুষের ভাগ্যের ফায়সালা মানুষ নিজেরা করতে পারে না; যদিও অহংকারী লোকেরা এমন কিছু মনে করে থাকে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আল্লাহ কার হাতে দেবেন সে সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নেন। যে আল্লাহ একটা ক্ষুদ্র বীজকে একটা বিশাল বৃক্ষে এবং একটা বিশাল বৃক্ষকে একটা শুকনো কাঠে পরিণত করতে পারেন, তার মধ্যে এমন ক্ষমতাও রয়েছে যে, বিশাল ক্ষমতা কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি যার সম্পর্কে মানুষের ধারণা এমন যে, একে নড়াবার ক্ষমতা কারো নেই—এমন লোককে এমনভাবে ক্ষমতাচ্যুত করেন যা দুনিয়াবাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেয়। আবার যার সম্পর্কে কেউ কোনোদিন ধারণাও পোষণ করতে পারেনি এমন লোককে এমন উচ্চ স্থানে পৌঁছে দেন যে, দুনিয়াতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে।

৮৯. এখানে মুহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ করে বলা হচ্ছে যে, মক্কার কাফিররা যে আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে—এটাতো নতুন কিছু নয়। আপনার আগে যারা এ দাওয়াত নিয়ে

أَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ

আমি সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি। কেননা তারা ছিল যালিম, আর সেসব (জনপদ) ধ্বংসস্তুপ হয়ে পড়ে আছে সেগুলোর ছাদসহ এবং কত কূপ[৯২] (এখন) পরিত্যক্ত।

وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

এবং পড়ে আছে কত মযবূত প্রাসাদ। ৪৬. তারা কি ভ্রমণ করেনি যমীনে (দেশ বিদেশ) তাহলে তাদের হৃদয়গুলো এমন হতো (যে)

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ

তা দ্বারা তারা বুঝতে পারত, অথবা তাদের কানগুলো (এমন হতো যে) তারা তা দ্বারা শুনতে পেতো ; আসলে তাদের চোখগুলো তো অবশ্যই অন্ধ নয় বরং

أَهْلَكْنٰهَا-(اهلكنا+ها)-আমি সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি ; وَ-কেননা ; هِيَ-সেগুলো ছিল ; ظَالِمَةٌ-যালিম ; فَهِيَ-(ف+هى)-আর সেসব ; خَاوِيَةٌ-ধ্বংসস্তুপ হয়ে পড়ে আছে ; عَلٰى-সহ ; عُرُوشِهَا-(عروش+ها)-সেগুলোর ছাদ ; وَ-এবং ; بِئْرٍ-কত কূপ ; مُّعَطَّلَةٍ-(এখন) পরিত্যক্ত ; وَ-এবং (পড়ে আছে) ; قَصْرٍ-কত প্রাসাদ ; مَّشِيدٍ-মজবূত ৷ ﴿٤٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا-(ا+ف+لم يسيروا)-তারা কি ভ্রমণ করেনি ; فِي ; الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে (দেশ-বিদেশ) ; فَتَكُونَ-(ف+تكون)-তাহলে এমন হতো ; لَهُمْ-তাদের ; قُلُوبٌ-হৃদয়গুলো ; يَعْقِلُونَ-তারা বুঝতে পারতো ; بِهَا-তা দ্বারা ; أَوْ-অথবা ; أٰذَانٌ-(তাদের) কানগুলো ; يَسْمَعُونَ-তারা শুনতে পেতো ; بِهَا-তা দ্বারা ; فَإِنَّهَا-(ف+ان+ها)-আসলে অবশ্যই তাদের ; لَا تَعْمَى-অন্ধ নয় ; الْأَبْصَارُ-চোখগুলো ; وَلٰكِنْ-বরং ;

দুনিয়াতে এসেছে তাদের সবাইকেই আপনার মত মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফিরদের তো কাজই সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

৯০. অর্থাৎ অতীতে যেসব জাতিকে পাকড়াও করা হয়েছিল তাদেরকেও কোনো নবীকে অস্বীকার করার সাথে সাথেই পাকড়াও করা হয়নি, বরং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল। অতপর অবকাশের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় মক্কার কাফিররাও নবীকে অস্বীকার করার দরুন আযাব আসতে দেরী দেখে নবীর সতর্কবাণীকে নিছক হুমকি যেন মনে না করে। তাদেরকেও অবকাশ দেয়া হয়েছে মাত্র। এ সুযোগকে তারা যদি কাজে না লাগায় তাহলে তাদের পরিণতি অতীতের জাতি-সমূহের পরিণতির মতই হবে।

৯১. 'নাকীর' শব্দের মূল অর্থ হলো কাফিরদের প্রতিবাদী অবস্থাকে আর একটা প্রতিবাদী

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝٤٦ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

অন্ধ হয় হৃদয়গুলো যেগুলো সীনার মধ্যে আছে[৯৩] ৪৭. আর তারা আপনার কাছে আযাব সম্পর্কে তাড়াহুড়ো করছে[৯৪]

وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ

অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না ; তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের কাছে একদিন এক হাজার বছরের সমান

مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٤٧ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

তার যা তোমরা গণনা করে থাক।[৯৫] ৪৮. আর কত জনপদবাসী—আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যালিম

تَعْمَى-অন্ধ হয় ; الْقُلُوبُ-(ال+قلوب)-হৃদয়গুলো ; الَّتِي-যেগুলো ; فِي الصُّدُورِ-(فى+ال+صدور)-সীনার মধ্যে আছে। ৪৭ وَ-আর ; يَسْتَعْجِلُونَكَ-(يستعجلون+ك)-তারা তাড়াহুড়ো করছে আপনার কাছে ; بِالْعَذَابِ-(ب+ال+عذاب)-আযাব সম্পর্কে ; وَ-অথচ ; لَنْ يُخْلِفَ-কখনো খেলাফ করেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَعْدَهُ-(وعد+ه)-তাঁর ওয়াদা ; وَ-তবে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; يَوْمًا-একদিন ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; كَأَلْفِ-(ك+الف)-সমান এক হাজার ; سَنَةٍ-বছরের ; مِمَّا-তার যা ; تَعُدُّونَ-তোমরা গণনা করে থাক। ৪৮ وَ-আর ; كَأَيِّنْ-কত ; مِنْ قَرْيَةٍ-জনপদবাসী ; أَمْلَيْتُ-আমি অবকাশ দিয়েছি ; لَهَا-তাদেরকে ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هِيَ-তারা ছিল ; ظَالِمَةٌ-যালিম ;

অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেয়া। অর্থাৎ বিরোধিতাকে বিরোধিতা দিয়ে পরিবর্তিত করা। যেমন জীবনকে মৃত্যু দ্বারা এবং আবাদীকে বরবাদী দ্বারা পরিবর্তিত করে ফেলা। নাকীর এর অর্থ এটাও হয় যে, কোনো কঠিন ও ভয়ংকর বিপদে ফেলে দেয়া।

৯২. এখানে কূপ উল্লেখ করে জনবসতি বুঝানো হয়েছে। আরবে কূপগুলো অকেজো পড়ে আছে বললে এর দ্বারা জনবসতিগুলো বিরাণ বা পরিত্যক্ত হয়ে গেছে বুঝতে হবে।

৯৩. এ আয়াত দ্বারা দুনিয়াতে সফর করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষ দুনিয়াতে সফর করলে তার চোখ দিয়ে সে যা দেখবে তা স্মরণে রেখে সে তা থেকে শিক্ষা লাভ করবে। স্মরণ রাখার কাজতো মস্তিষ্কের, চোখের কাজতো দেখা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে—"চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় হৃদয় যার অবস্থান সিনায়।" এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, চোখ তো দেখে ঠিকই কিন্তু হৃদয় তা স্মরণে রাখে না (অর্থাৎ হৃদয় অন্ধ হয়ে থাকে) এখানে স্মরণ রাখার ব্যাপারটাকে হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত করাটা

ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَیَّ الْمَصِیْرُ ۝

অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি, আর আমার কাছেই তো তারা প্রত্যাবর্তনকারী।

ثُمَّ-অতপর ; اَخَذْتُهَا-(اخذت+ها)-আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি ; وَ-আর ; اِلَیَّ-(الى+ى)-আমার কাছেইতো ; الْمَصِیْرُ-(ال+مصير)-তারা প্রত্যাবর্তনকারী।

সাহিত্যের ভাষা। কুরআন মাজীদ বিজ্ঞানের ভাষা নয়, সাহিত্যের ভাষায় কথা বলে। যেমন কোনো কথা স্মরণে রাখার ব্যাপারে বলা হয়—'তা আমার হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে।'

৯৪. অর্থাৎ তারা বারবার বলছে—তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর নবীদের অমান্য করার ফলে যে আযাব আসা উচিত এবং যে আযাবের ভয় তুমিও দেখাও আমাদের উপর তা নিয়ে আসছোনা কেন ?

৯৫. অর্থাৎ আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের সময় নির্ধারক পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী হয় না। যেমন তোমাদের আজকে একটা ঐতিহাসিক ভুল বা সঠিক সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো এবং সে অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। অতপর কালই তার মন্দ বা ভাল ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়লো। কোনো জাতিকে যদি বলা হয় 'তোমাদের অমুক কাজের ফলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।' এর জবাবে তারা যদি বলে যে, আমরাতো সে কাজ করেই ফেলেছি এবং এতো বিশ পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কই আমাদের উপর তো কোনো আসমানী আযাব আসেনি এবং আমাদের কোনো ক্ষতিও হয়নি। তবে তারা হবে বড় নির্বোধ। কারণ ঐতিহাসিক ভুল বা সঠিক সিদ্ধান্তের ফলাফল পাওয়ার জন্য দিন, মাস, বছর তো নয়ই বরং শতাব্দীও কোনো বড় ব্যাপার নয়।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৩৯-৪৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'র প্রথম আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার প্রথম অনুমতি দান করা হয়েছে।

২. যারা খালেস অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সকল মুহূর্তে সাহায্য করবেন। আল্লাহ সাহায্য করতে সক্ষম এ বিশ্বাস রেখেই আল্লাহর দীনের আনুগত্য করে যেতে হবে।

৩. যুগে যুগে মু'মিনদের উপর যেসব যুলুম-অত্যাচার নেমে এসেছে তার একমাত্র কারণ হলো—তারা আল্লাহকেই তাদের একমাত্র রব বা প্রতিপালক মেনে নিয়েছে। আর আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ এবং রব মেনে চলার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি নিহিত রয়েছে।

৪. দুনিয়ার কোনো জাতি-গোষ্ঠীকে স্থায়ী নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দিয়ে রাখা আল্লাহর নিয়মে নেই। নেতৃত্বের এ উত্থান-পতন দুনিয়ার স্থায়ী নিয়ম। দুনিয়ার শুরু থেকে এটা চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে।

৫. হক ও বাতিলের সংগ্রাম আল্লাহর স্থায়ী বিধান। এর মধ্য দিয়েই হক ও বাতিল উভয়ই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। হক পন্থীদের বাছাই করে নেয়ার এটাই সঠিক পদ্ধতি।

৬. হক ও বাতিলের সংগ্রামে আল্লাহর সাহায্য হকের পক্ষেই থাকবে—এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই তিনি পালন করে থাকেন। এ বিশ্বাস আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করতে হবে।

৭. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যখন, যেখানে, যতটুকু কর্তৃত্ব দান করেন, তাদের প্রথম কাজ নামায কায়েম করা এবং নামাযের বিধি-বিধান অনুসারে সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৮. কর্তৃত্বের আসনে আসীন মু'মিনদের দ্বিতীয় কাজ যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা। কারণ একমাত্র যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা-ই অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে সক্ষম।

৯. ক্ষমতাপ্রাপ্ত মু'মিনদের তৃতীয় কাজ হলো ভাল কাজের নির্দেশ দান এবং ভাল কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ভাল কাজে উৎসাহ দান করা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১০. নেতৃত্বপ্রাপ্ত মু'মিনদের চতুর্থ কাজ হবে মন্দ তথা ঘৃণিত কাজ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা। এ কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। এ কঠিন কাজটি করার ঝুঁকি বেশী তাই এর পুরস্কারও অত্যন্ত বড়।

১১. অতীতের সকল নবী-রাসূলগণ তিনটি বিষয়ের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন ; সে বিষয় তিনটি হলো—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব যাদেরকে দেয়া হয়েছে তাঁরা নামায, যাকাত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ভিত্তিতেই সমাজ গড়েছেন। এটাই স্থায়ী বিধান।

১২. দুনিয়ার নেতৃত্ব আল্লাহ কাকে দেবেন আর কাকে দেবেন না তার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং আমাদেরকে দীন কায়েমের চেষ্টা করেই যেতে হবে। আল্লাহ চাইলে নেতৃত্ব দেবেন, না চাইলে দেবেন না। এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

১৩. বাতিলের পক্ষ থেকে হক-কে অস্বীকার বা মিথ্যা সাব্যস্ত করাই হক-এর হক হওয়ার প্রমাণ। এটাই নির্ভুল মানদণ্ড।

১৪. আখেরী নবীর উম্মতের মধ্যেও একই মানদণ্ডের মাধ্যমে যাঁচাই করে নিতে হবে যে, কারা হক-এর উপর আছেন।

১৫. হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল তাঁর জাতি, ফলে আল্লাহর আযাবে তারা ধ্বংস হয়েছে।

১৬. হযরত হূদ (আ)-এর দাওয়াতকে 'আদ জাতি অস্বীকার করার কারণে তারাও আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৭. হযরত সালেহ (আ)-এর দাওয়াতকে অমান্য করে ছিল সামূদ জাতি তাদের পরিণামও ধ্বংস ছিল।

১৮. ইবরাহীম (আ) এবং লূত (আ)-এর জাতি তাদের নবীকে অমান্য করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

১৯. হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াতকে অমান্যকারীরা নীল নদে ডুবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

২০. এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যাতে করে মানুষ তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২১. আল্লাহর সৃষ্টি ও কুদরত আমরা যা দেখি, তা-ই ঈমান ও আমল করার জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট, যদি সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা-ফিকির করি। সুতরাং আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা-ফিকির করতে হবে।

২২. আল্লাহর কাছে অর্থাৎ আখিরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা পূরণের ব্যাপার ও সে অনুযায়ী-ই চিন্তা করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৯

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৪৯. (হে নবী!) আপনি বলুন—'হে মানুষ! আমিতো তোমাদের জন্য শুধুমাত্র এক স্পষ্ট সতর্ককারী।[৯৬] ৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا

ও নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।[৯৭]
৫১. আর যারা চেষ্টা চালায়

فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا

আমার আয়াতকে অকার্যকর করার, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।
৫২. আর (হে মুহাম্মাদ!) আমিতো পাঠাইনি

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ

আপনার আগে এমন কোনো রাসূল এবং না কোনো নবী[৯৮] এ ছাড়া যে, যখনই তাদের কেউ কোনো আশা পোষণ করেছে,[৯৯] তখন শয়তান কিছু ছুঁড়ে দিয়েছে

﴿٤٩﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; يٰٓاَيُّهَا-(يا+اى+ها)-হে ; النَّاسُ-(ال+ناس)-মানুষ ; اِنَّمَآ-শুধুমাত্র ; اَنَا-আমিতো ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; نَذِيْرٌ-সতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ﴿٥٠﴾ فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-সুতরাং যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-কাজ করে; الصّٰلِحٰتِ-নেক ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; مَّغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَّ-ও ; رِزْقٌ-জীবিকা ; كَرِيْمٌ-সম্মানজনক। ﴿٥١﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; سَعَوْا-চেষ্টা চালায় ; فِيْٓ اٰيٰتِنَا-(فى+ايت+نا)-আমাদের আয়াতকে ; مُعٰجِزِيْنَ-অকার্যকর করার ; اُولٰٓئِكَ-তারাই হবে ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামের। ﴿٥٢﴾ وَ-আর ; مَآ اَرْسَلْنَا-আমিতো পাঠাইনি ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; مِنْ رَّسُوْلٍ-এমন কোনো রাসূল ; وَّ-এবং ; لَا-না ; نَبِيٍّ-কোনো নবী ; اِلَّا-এ ছাড়া যে, اِذَا-যখনই ; تَمَنّٰٓى-তাদের কেউ কোনো আশা পোষণ করেছে ; اَلْقَى-ছুড়ে দিয়েছে কিছু ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطان)-শয়তান ;

فِىٓ أُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ

তাঁর আশায়[১০০]; অতপর আল্লাহ তা দূর করে দেন যা শয়তান ছুঁড়ে দেয়। অতপর আল্লাহ মযবূত করে দেন

ءَايَٰتِهٖ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً

তাঁর আয়াতসমূহকে[১০১]; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ হিকমতওয়ালা।[১০২] ৫৩. এজন্য যে শয়তান যা ছুঁড়ে দেয় তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করে দেন

فِىٓ أُمْنِيَّتِهٖ-(فى+امنية+ه)-তাঁর আশায়; فَيَنسَخُ-(ف+ينسخ)-অতপর দূর করে দেন; ثُمَّ-অতপর; ٱلشَّيْطَٰنُ-শয়তান; يُلْقِى-ছুঁড়ে দেয়; مَا-তা, যা; ٱللَّهُ-আল্লাহ; يُحْكِمُ-মজবুত করে দেন; ٱللَّهُ-আল্লাহ; ءَايَٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর আয়াতসমূহকে; وَ-আর; ٱللَّهُ-আল্লাহ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ; حَكِيمٌ-হিকমতওয়ালা। ﴿٥٣﴾ لِّيَجْعَلَ-এজন্য যে তিনি করে দেন; مَا-যা; يُلْقِى-ছুঁড়ে দেয়; ٱلشَّيْطَٰنُ-শয়তান; فِتْنَةً-পরীক্ষাস্বরূপ;

৯৬. অর্থাৎ তোমাদের সর্বনাশ হওয়ার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়াই আমার কাজ। এর বেশী কোনো দায়িত্ব আমার নেই। আমি তোমাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারি না। সেসব ফায়সালা আল্লাহর কাজ। কাকে অবকাশ কত দিন দেবেন এবং কাকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে সাজা দেবেন তার সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।

৯৭. 'ক্ষমা' অর্থ গুনাহ্-খাতা, ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা না ধরে এড়িয়ে যাওয়া। আর 'সম্মানজনক জীবিকা' অর্থ উত্তম রিযক ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখে রিযক দান করা।

৯৮. 'রাসূল' ও 'নবী'-এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য এবং ব্যাখ্যা 'শব্দে শব্দে আল কুরআন' ৭ম খণ্ড সূরা মারয়ামের ৩৩ টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য।

৯৯. 'তামান্না' অর্থ 'আশা-আকাঙ্ক্ষা করা' এবং 'পাঠ করা' দুটোই বুঝায়।

১০০. অর্থাৎ তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে শয়তান বাধা সৃষ্টি করেছে অথবা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে শয়তান মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আর 'তামান্না' দ্বারা 'পাঠকরা' অর্থ নিলে তখন এর অর্থ হবে—নবীরা যখন লোকদেরকে আল্লাহর কোনো বাণী পাঠ করে শুনিয়েছেন তখন শয়তান তাতে বাধা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর বাণীতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে।

১০১. অর্থাৎ শয়তান নবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় মিশ্রণ ঘটাক আর তাঁদের পঠিত আল্লাহর বাণীতে বাধা সৃষ্টি করুক বা মিশ্রণ ঘটাক, আল্লাহ তা'আলা নবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করেন এবং তাদের পঠিত আল্লাহর বাণীতে শয়তানের ঢোকানো সংশয় এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন এবং মানুষের মনে সৃষ্ট জটিলতা পরবর্তী অধিকতর সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা দূর করে দেন।

لِّلَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ

তাদের জন্য যাদের মনসমূহে রয়েছে রোগ এবং যাদের মনসমূহ অত্যন্ত কঠিন ;

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۙ﴿۵۳﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

আর যালিমরা অবশ্যই চরম মতপার্থক্যে লিপ্ত ৫৪. আর এ জন্যও যে, যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে,

اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ

এটা অবশ্যই সত্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তারপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার প্রতি তাদের অন্তরগুলো যেন অনুগত হয়, আর নিশ্চয়ই

اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

যারা ঈমান এনেছে—আল্লাহ অবশ্যই তাদের সরল ও মযবূত পথের পরিচালক।[১০৩] ৫৫. আর যারা কুফরী করেছে তারা বিরত হবে না

لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যাদের ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-মনসমূহে রয়েছে ; مَرَضٌ-রোগ ; وَّ-এবং ; الْقَاسِيَةُ-(ال+قاسية)-অত্যন্ত ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-যাদের মনসমূহ ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমরা ; لَفِيْ شِقَاقٍ-(ل+فى+شقاق)-মতপার্থক্যে লিপ্ত ; بَعِيْدٍ-চরম। ﴿۵۴﴾ وَّ-আর ; لِيَعْلَمَ-এজন্য তারা যেন জানতে পারে ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; اُوْتُوا-দান করা হয়েছে ; الْعِلْمَ-(ال+علم)-ইলম ; اَنَّهُ-(ان+ه)-এটা অবশ্যই ; الْحَقُّ-(ال+حق)-সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَيُؤْمِنُوْا-(ف+يؤمنوا)-তারপর তারা যেন বিশ্বাস স্থাপন করে ; بِهٖ-তাতে ; فَتُخْبِتَ-(ف+تخبت)-এবং অনুগত হয় ; لَهٗ-তার প্রতি ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরগুলো ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَهَادِ-(ل+هاد)-অবশ্যই পরিচালক ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; اِلٰى صِرَاطٍ-(الى+صراط)-পথে ; مُّسْتَقِيْمٍ-সরল ও মজবুত। ﴿۵۵﴾ وَ-আর ; لَا يَزَالُ-তারা বিরত হবে না ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ;

১০২. অর্থাৎ শয়তান কোথায় কিভাবে কিছু মেশাতে পারে বা কোথায় কিভাবে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে তা আল্লাহ ভালই জানেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও হিকমত দ্বারাই শয়তানের যাবতীয় ফিতনার মুকাবিলা করতে সক্ষম।

১০৩. অর্থাৎ স্বচ্ছ চিন্তা ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদেরকে আল্লাহ এসব ব্যাপারে সঠিক পথই দেখান। আর যাদের মন-মানসিকতায় বিকৃতি রয়েছে তারা শয়তানের এসব ফিতনা

فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ

তাতে সন্দেহ পোষণ থেকে যতক্ষণ না আচানক তাদের উপর কিয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের উপর

عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ

এক বন্ধ্যা (অশুভ) দিনের[১০৪] আযাব। ৫৬. সেদিন সর্বময় ক্ষমতা হবে আল্লাহর ; তিনিই ফায়সালা করে দেবেন তাদের মধ্যে ;

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○

সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে (তারা থাকবে) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।

﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

৫৭. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তবে ওরাই—তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

فِيْ مِرْيَةٍ-সন্দেহ পোষণ থেকে ; مِنْهُ-(من+ه)-তাতে ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; تَأْتِيَهُمُ-(تاتى+هم)-তাদের উপর এসে পড়ে ; السَّاعَةُ-(ال+ساعة)-কিয়ামত ; بَغْتَةً-আচানক ; اَوْ-অথবা ; يَأْتِيَهُمْ-(ياتى+هم)-এসে পড়ে তাদের উপর ; عَذَابُ-আযাব ; يَوْمٍ-একদিনের ; عَقِيْمٍ-বন্ধ্যা অশুভ। ﴿٥٦﴾ اَلْمُلْكُ-(ال+ملك)-সর্বময় ক্ষমতা হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; يَحْكُمُ-তিনিই ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-সুতরাং যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-কাজ করে ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-নেক ; فِيْ جَنّٰتِ-(তারা থাকবে) জান্নাতে; النَّعِيْمِ-(ال+نعيم)-নিয়ামতপূর্ণ। ﴿٥٧﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; وَ-এবং ; كَذَّبُوْا-অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ; فَاُولٰئِكَ-(ف+اولئك)-তবে ওরাই ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্যই রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; مُّهِيْنٌ-লাঞ্ছনাদায়ক।

থেকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের পথ ভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত হয়। আসলে শয়তানের কর্মকাণ্ডকে তো আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা এবং নকল থেকে আসল আলাদা করার একটা মাধ্যমে পরিণত করছেন। এসব পরীক্ষা দ্বারাই জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্য হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে এবং এগুলো সে শয়তানের কার্যকলাপ একথা তারা অনুভব করতে পারে।

১০৪. 'আকীম' শব্দের অর্থ 'বন্ধ্যা'। 'ইয়াওমুন আকীম' অর্থ 'বন্ধ্যা দিন'। দিনকে বন্ধ্যা বলার অর্থ হলো—তা এমন দিন যেদিন কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না অর্থাৎ ভাগ্য বিড়ম্বিত দিন। যে দিন সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সকল আশা-ই নিরাশায় পরিণত হয়। 'বন্ধ্যা দিন' দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে—যে দিনের পরে আর রাত দেখার ভাগ্য হয় না। যেমন কাওমে নূহের উপর যেদিন তুফান এসেছিল সে দিনটি ছিল একটি 'বন্ধ্যা' দিন। এমনিভাবে আদ, সামূদ, কাওমে লূত ও মাদইয়ানবাসীদের উপর দিয়ে বন্ধ্যা দিন অতিবাহিত হয়েছিল। ফলে তাদের পক্ষে সেদিনের রাত দেখা এবং তাদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করার সুযোগ আর পাওয়া যায়নি।

৭ম রুকূ' (৪৯-৫৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে মানব জাতির কাছে তাঁর রহমতের সুসংবাদ দানকারী ও তাঁর আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মুসলিম জাতির দায়িত্বও তাই।

২. দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও মর্যদাপূর্ণ রিযক পেতে হলে ঈমান ও নেক কাজের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যেতে পারে।

৩. যারা আল্লাহর আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। মানুষের জন্য তাই হবে চরম ব্যর্থতা। আমাদেরকে আখিরাতের সে ব্যর্থতা সম্পর্কে সদা-সর্বদা সজাগ সচেতন থাকতে হবে।

৪. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, কারণ শয়তান নবী-রাসূলদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও হস্তক্ষেপ করতে কম চেষ্টা চালায়নি। যদিও আল্লাহ তাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

৫. শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত এবং তা ব্যর্থ করে দিতে তিনি অবশ্যই সক্ষম।

৬. আল্লাহর কিতাবে যারা মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দীন থেকে দূরে সরে যায় তারা অবশ্যই শয়তানের ইচ্ছাকেই সফল করে তোলে। সুতরাং এ ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৭. শয়তানের যাবতীয় কূট-কৌশল থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কিতাবের ইলম অর্জন করার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

৮. দীনের সহীহ ইলম আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দিয়েছেন কোনটা আল্লাহর নির্দেশ, আর কোনটা নয়, তা একমাত্র তারাই বুঝতে সক্ষম। সুতরাং দীনের ইলম ছাড়া শয়তান থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

৯. যারা আল্লাহর কিতাবের ইলম অর্জন করার পর তাতে পুরোপুরি বিশ্বাস ও তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

১০. আল্লাহর কিতাবকে যারা অবিশ্বাস করে অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করে তাদের উপর আল্লাহর আযাব অবশ্যই আপতিত হবে কিন্তু তখনতো আর সংশোধনের কোনো অবকাশ থাকবে না।

১১. কিয়ামতের দিন সর্বময় ক্ষমতা থাকবে আল্লাহর হাতে। সেদিন তিনি দুনিয়ার সকল মতপার্থক্য, সকল বাকবিতণ্ডার চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন।

১২. কিয়ামতের দিন জান্নাতে যাবার অধিকার তারাই লাভ করবে যারা দুনিয়াতে সকল অবস্থায় ঈমান ও নেক কাজের উপর অটল থাকবে।

১৩. কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনাকর আযাব ভোগ করবে তারাই, যারা আল্লাহর সত্তাকে ও তাঁর আয়াতকে অস্বীকার করবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৭

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে, অতপর তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, অথবা তারা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে রিযক দান করবেন

رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ

উত্তম রিযক; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনি অবশ্যই উত্তম রিযকদাতা। ৫৯. তিনি অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন প্রবেশ যা তারা পছন্দ করবে ;

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ

আর আল্লাহ অবশ্যই সবিশেষ অবহিত—পরম সহনশীল।[১০৫] ৬০. এটা এজন্যই আর যে লোক প্রতিশোধ গ্রহণ করলো অনুরূপ, যতটুকু তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল।

﴿٥٨﴾ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; هَاجَرُوا-হিজরত করেছে ; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللَّهِ-আল্লাহর; ثُمَّ-অতপর ; قُتِلُوا-তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ; أَوْ-অথবা ; مَاتُوا-তারা মৃত্যুবরণ করেছে ; لَيَرْزُقَنَّهُمُ-(ليرزقن+هم)-অবশ্যই তাদেরকে রিযক দান করবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; رِزْقًا-রিযক ; حَسَنًا-উত্তম ; وَ-আর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَهُوَ-তিনি অবশ্যই ; خَيْرُ-উত্তম ; الرَّازِقِينَ-(ال+رازقين)-রিযক দাতা। ﴿٥٩﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ-(ليدخلن+هم)-তিনি অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; مُدْخَلًا-এমন প্রবেশ ; يَرْضَوْنَهُ-(يرضوا+ه)-যা তারা পছন্দ করবে ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَعَلِيمٌ-সবিশেষ অবহিত ; حَلِيمٌ-পরম সহনশীল। ﴿٦٠﴾ ذَٰلِكَ-এটা এজন্যই ; وَ-আর ; مَنْ-যে লোক ; عَاقَبَ-প্রতিশোধ গ্রহণ করলো ; بِمِثْلِ-(ب+مثل)-অনুরূপ ; مَا-যতটুকু ; عُوقِبَ-নির্যাতন করা হয়েছিল ; بِهِ-তাকে ;

১০৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, নিজেদের সহায়-সম্পদ সবকিছু ত্যাগ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সবই জানেন—তাদের কে কতটুকু পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। আর আল্লাহ অত্যন্ত সহনশীলও। তিনি তাঁর এসব ত্যাগী বান্দাদের ছোটখাটো অপরাধ, ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার জন্য তাদের ত্যাগ ও কুরবানীকে বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٦٠ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ

পুনরায় তার উপর নির্যাতন করা হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন[১০৬]. নিশ্চয় আল্লাহ গুনাহ মাফকারী পরম ক্ষমাশীল।[১০৭] ৬১. এটা[১০৮] এজন্য যে, আল্লাহ অবশ্যই

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে ও দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে,[১০৯] আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সবদ্রষ্টা।[১১০]

ثُمَّ-পুনরায় ; بُغِىَ-নির্যাতন করা হয় ; عَلَيْهِ-তার উপর ; لَيَنْصُرَنَّهُ-(ينصرن+ه)-অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَعَفُوٌّ-গুনাহ মাফকারী ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল। ذٰلِكَ ﴿٦١﴾-এটা এজন্য যে ; بِاَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُوْلِجُ-প্রবেশ করান ; الَّيْلَ-(ال+ليل)-রাতকে ; فِى النَّهَارِ-(فى+ال+نهار)-দিনের মধ্যে ; وَ-ও ; يُوْلِجُ-প্রবেশ করান ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিনকে ; فِى الَّيْلِ-(فى+ال+ليل)-রাতের মধ্যে ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; بَصِيْرٌ-সর্বদ্রষ্টা।

১০৬. প্রথমে যে মযলুমদের কথা বলা হয়েছে, তারা যুলুমের জবাবে কোনো পাল্টা প্রতিশোধের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আর এখানে সেই মযলুমদের কথা বলা হয়েছে যারা যুলুমের জবাব দিতে সক্ষম।

হানাফী মাযহাবের শরীয়া আইন অনুসারে যুলুমের কিসাস বা বদলা নেয়ার বিধান হলো—যালিম যতটুকু যুলুম করেছে ঠিক ততটুকুই করা যাবে। বাড়াবাড়ী করা যাবে না। তবে হত্যার কিসাসের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী উল্লিখিত আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যুলুমের কিসাস সেভাবেই নেয়া হবে, যেভাবে যুলুম করেছে। যেমন কোনো ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়ে থাকলে হত্যাকারীকেও পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। কাউকে আগুনে পুরিরে মারা হয়ে থাকলে তার হত্যাকারীকেও আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মতে যেভাবেই হত্যা করা হোক না কেন তার থেকে একই পরিচিত নিয়মেই কিসাস নেয়া হবে।

১০৭. এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যুলুমের জবাবে রক্তপাত বৈধ এবং তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য। তবে রক্তপাত আদৌ ভালো নয়। এ আয়াত দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের ভুল-ত্রুটি, গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন, তোমাদেরও উচিত তোমরাও মানুষের দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ সামর্থ অনুযায়ী মাফ করে দেবে। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা ও উদারতা দেখানো মু'মিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নিছক প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা অন্তরে পোষণ করা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ ⑥②

৬২. এটা এজন্য যে অবশ্যই আল্লাহ—তিনিই সত্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাকে ডাকে সে অবশ্যই অসত্য,[১১১]

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ⑥③ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ

আর অবশ্যই আল্লাহ—তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান সর্বশ্রেষ্ঠ। ৬৩. তুমি কি লক্ষ কর না, নিশ্চিত আল্লাহ বর্ষণ করেন

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۚ

আসমান থেকে পানি ; অতপর হয়ে উঠে যমীন সবুজ শ্যামল[১১২] ; অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী—সর্ব বিষয়ে খবরদার।[১১৩]

⑥② ذٰلِكَ-এটা এজন্য যে, بِاَنَّ-(ب+ان)-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الْحَقُّ-(ال+حق)-সত্য ; وَ-এবং ; اَنَّ-অবশ্যই ; مَا-যাকে ; يَدْعُوْنَ-তারা ডাকে ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে বাদ দিয়ে ; هُوَ-সে ; الْبَاطِلُ-(ال+باطل)-অসত্য ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনি ; الْعَلِيُّ-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ; الْكَبِيْرُ-সর্বশ্রেষ্ঠ। ⑥③ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তুমি কি লক্ষ কর না ; اَنَّ-নিশ্চিত ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; اَنْزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ السَّمَآءِ-(من+ال+سماء)-আসমান থেকে ; مَآءً-পানি ; فَتُصْبِحُ-(ف+تصبح)-অতপর হয়ে উঠে ; الْاَرْضُ-(ال+ارض)-যমীন ; مُخْضَرَّةً-সবুজ শ্যামল ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَطِيْفٌ-সূক্ষ্মদর্শী ; خَبِيْرٌ-সর্ব বিষয়ে খবরদার।

১০৮. অর্থাৎ কুফরী ও যুলুমের পথ অনুসরণকারীদের প্রতি আযাব নাযিল করা, মু'মিন ও নেককার বান্দাহদের পুরস্কার দেয়া, সত্যপন্থী মযলুম বান্দাহর ফরিয়াদ শোনা এবং যুলুমের মুকাবিলায় যারা শক্তি প্রয়োগ করে তাদের সাহায্য করা ইত্যাদি কারণ আল্লাহর এ গুণাবলীর মধ্যে শামিল।

১০৯. অর্থাৎ তিনি যে রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের উপর রাতের অন্ধকারকে ছড়িয়ে দেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনিই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপক। যে আল্লাহর এমনিই ক্ষমতা তিনি অবশ্যই কুফর ও জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে সত্য-সততা ও জ্ঞানের আলো বের করে এনে দুনিয়াকে আলোকিত করে দেবেন।

১১০. অর্থাৎ বান্দার কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বধির ও অন্ধ নন। তিনি সবই জানেন এবং সবই দেখতে পান।

১১১. অর্থাৎ তিনিই সত্যিকার প্রতিপালক এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক। যারা তাঁর দাসত্ব-আনুগত্য করে তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য

﴿٦٤﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۟

৬৪. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে (সবই) তাঁর ; আর অবশ্যই (আল্লাহ)—তিনিই একমাত্র অভাবমুক্ত—সকল প্রশংসার মালিক।[১১৪]

(৬৪) لَهٗ-তাঁর ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَهُوَ-তিনিই ; الْغَنِىُّ-(ال+غنى)-একমাত্র অভাবমুক্ত ; الْحَمِيْدُ-(ال+حميد)-সকল প্রশংসার মালিক।

মাবূদের দাসত্ব করে, সেসব মাবূদকে যেসব গুণাবলীর অধিকারী মনে করে তা সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সুতরাং সেসব মিথ্যা মাবূদের উপর ভরসাকারীরা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

১১২. এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাতে যেমন শুষ্ক যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে, তেমনি আজ যে ওহীর অমিয় ধারা বর্ষিত হচ্ছে, তা দ্বারাও আরবের শুষ্ক মরু জ্ঞান, নৈতিকতা ও নির্মল সংস্কৃতির বাগানে পরিণত হবে। এটা তোমরা অচিরেই দেখতে পাবে।

১১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পকে এমন সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করেন যা সূচনাতে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আর এসব কিছুর পরিণাম কি হবে তাও কেউ বলতে পারে না। লাখো শিশু দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করছে। তার মধ্যে কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দেবে আর কে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে, তা কি কেউ বলতে পারে ? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সূচনাকালে কেউ কি ধারণা করতে পেরেছিল যে, তা বর্তমান কালের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি এত উন্নত হবে ? মোটকথা আল্লাহর পরিকল্পনা এতই সূক্ষ্মতর ও অজানা নিয়মে কার্যকর হয় যে, যতক্ষণ না শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ বুঝতে সক্ষম হয় না যে, সেখানে কিসের কাজ চলছে। 'লাতীফুন' অর্থ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞাত ও অনুভূত নিয়মে তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্প পূরণকারী।

আর 'খাবীর' অর্থ তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব সম্পর্কে এবং কোন কাজ কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

১১৪. 'আল-গানী অর্থ অভাবমুক্ত বা 'অমুখাপেক্ষী' তিনি কারো বা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন; কিন্তু আর সকলেই ও সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর আল হামীদ অর্থ তিনি নিজ সত্তাগতভাবেই এক প্রশংসিত সত্তা। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক সকল প্রশংসা—প্রশংসার যত প্রকার বা ধরন হতে পারে তার সবই একমাত্র তাঁর জন্য।

৮ম রুকূ' (৫৮-৬৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জাতির সূচনাকাল থেকেই যারা আল্লাহর পথে সবকিছু পরিত্যাগ করেছে, নিহত হয়েছে তাঁরই পথে অথবা এ পথের উপর থেকেই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছে; আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযক

দান করবেন। তাঁর চেয়ে উত্তম রিযক আর কেউ দিতে পারে না। আল্লাহর এ ওয়াদা কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের জন্যও রয়েছে।

২. মানুষের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীই রিযক। দুনিয়াবী হোক বা পরকালীন । তা খাদ্য-পানীয় জাতীয় হতে পারে, ব্যবহার্য সামগ্রী হতে পারে, হতে পারে তা বাসস্থান সম্পর্কিত। তা যে ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হোক না কেন, আল্লাহই উল্লিখিত বান্দাহদের জন্য সবকিছুই ব্যবস্থা করবেন।

৩. উল্লিখিত বান্দাহদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

৪. আল্লাহর সেই বান্দাহদের মধ্যে কারা কোন্ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তিনি তা সবই জানেন এবং সে অনুসারেই তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে। আর যারা যে পুরস্কারই পাক, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

৫. উল্লিখিত বান্দাহদের সকল দোষ-ত্রুটি, গুনাহ্-খাতার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত সহনশীলতা দেখাবেন অর্থাৎ সেসব অপরাধ সম্পর্কে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

৬. আল্লাহর যেসব বান্দাহ নির্যাতিত হওয়ার পর নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ করার অবস্থানে থাকায় সে প্রতিশোধ গ্রহণ করলো—তার নির্যাতনের সমপরিমাণ, তাতে একটু বাড়াবাড়ি করলো না আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন।

৭. আল্লাহ মযলুমকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। মযলুমের ফরিয়াদ আল্লাহর দরবারে সরাসরি পৌঁছে যায়।

৮. আল্লাহ তা'আলা মযলুমের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তাঁর মত ক্ষমাশীল আর কেউ হতে পারে না।

৯. রাত-দিনের পালা বদল করার ক্ষমতা যে আল্লাহর রয়েছে তাঁর গুনাহ মাফ করা বা না করার ক্ষমতাও অবশ্যই রয়েছে।

১০. কার গুনাহ ক্ষমা করতে হবে, কার গুনাহ ক্ষমা করা যাবে না, কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য আর কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়, তিনি এসব কিছু দেখে শুনেই করবেন। তিনি বধিরও নন এবং অন্ধও নন।

১১. এসব কিছুর কারণ হলো—তিনিই একমাত্র সত্য। আর মানুষ তাঁকে ছাড়া আর যাকে ইলাহ হিসেবে মেনে চলে সেসবই মিথ্যা।

১২. আল্লাহই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কেননা, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর উপরে কেউ নেই। তাই, মর্যাদায়ও তাঁর উপরে কেউ নেই।

১৩. আল্লাহর ক্ষমতা এমনই যে, তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার মাধ্যমে মরুময় শুষ্ক যমীনকে সবুজ-শ্যামল করে তোলেন। ঠিক তেমনি ওহীর অমীয় বাণীও মানব সমাজকে সজীব, প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম।

১৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল ইচ্ছা-সংকল্প অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বাস্তবায়িত করেন। সূচনাতে কেউই তা ধারণাও করতে পারে না।

১৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা-সংকল্প বাস্তবায়নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথ ও পন্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাঁর অবগতির আওতার বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই।

১৬. আল্লাহ কারো কাছে কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। বরং সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

১৭. আসমান-যমীনের সকল কিছুর মালিকানা যেহেতু তাঁর, তাই সকল প্রশংসার মালিকও তিনি। দুনিয়ার কেউ যদি তাঁর প্রশংসা নাও করে তবুও তিনি স্বতপ্রশংসিত। আর দুনিয়ার সবকিছুই যদি তাঁর প্রশংসা করে তবুও তাঁর যথাযোগ্য প্রশংসা করা সম্ভব নয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

৬৫ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য করো না ? নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য সেসব নিয়োজিত রেখেছেন যা কিছু আছে যমীনে এবং নৌকা জাহাজ সমূহকে (যেগুলো) চলাচল করে

فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

তাঁর নির্দেশে নদী-সমুদ্রে ; আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন তাঁর অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর পড়ে যাওয়া থেকে[১১৫] ;

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ৬৫ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম করুণাময় পরম দয়ালু। ৬৬. আর তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ; আবার

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ৬৬ لِكُلِّ أُمَّةٍ

তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন ; নিশ্চয়ই মানুষ বেশী অকৃতজ্ঞ।[১১৬] ৬৭. প্রত্যেক[১১৭] উম্মতের জন্যই

৬৫ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তুমি কি লক্ষ করো না ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَخَّرَ-নিয়োজিত রেখেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مَّا-সেসব যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-এবং ; الْفُلْكَ-(ال+فلك)-নৌকা জাহাজসমূহ ; تَجْرِىْ-(যেগুলো) চলাচল করে ; فِى الْبَحْرِ-(فى+ال+بحر)-নদী-সমুদ্রে ; بِاَمْرِهٖ-(ب+امر+ه)-তাঁর নির্দেশে ; وَ-আর ; يُمْسِكُ-তিনিই স্থির রাখেন ; السَّمَاۤءَ-(ال+سماء)-আসমানকে; اَنْ تَقَعَ-পড়ে যাওয়া থেকে ; عَلٰى-উপর ; الْاَرْضِ-যমীনের ; اِلَّا-ছাড়া; بِاِذْنِهٖ-(ب+اذن+ه)-তাঁর অনুমতি ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِالنَّاسِ-মানুষের প্রতি; لَرَءُوْفٌ-পরম করুণাময় ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ৬৬ وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الَّذِىْ-সে সত্তা যিনি ; اَحْيَاكُمْ-(احيا+كم)-তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ; ثُمَّ-আবার ; يُمِيْتُكُمْ-(يميت+كم)-তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটাবেন ; ثُمَّ-পুনরায় ; يُحْيِيْكُمْ-(يحيى+كم)-তোমাদেরকে জীবিত করবেন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْاِنْسَانَ-মানুষ ; لَكَفُوْرٌ-(ل+كفور)-বেশী অকৃতজ্ঞ। ৬৭ لِكُلِّ اُمَّةٍ-(ل+كل+امة)-প্রত্যেক উম্মতের জন্যই ;

جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ

আমি ইবাদাতের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি[১১৮], তারা তারই অনুসরণকারী, অতএব তারা যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে[১১৯] এবং আপনি ডাকতে থাকুন (তাদেরকে) আপনার প্রতিপালকের দিকে ;

إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

নিশ্চয়ই আপনি মযবুত সরল পথের উপরই রয়েছে।[১২০] ৬৮. আর যদি তারা (এর পরেও) আপনার সাথে ঝগড়া করে তাহলে আপনি বলে দিন—আল্লাহই সে ব্যাপারে বেশী জানেন, যা

جَعَلْنَا-আমি ঠিক করে দিয়েছি ; مَنْسَكًا-ইবাদাতের নিয়ম ; هُمْ-তারা ; نَاسِكُوْهُ-(ناسكو+ه)-তারই অনুসরণকারী ; فَلَا يُنَازِعُنَّكَ-(ف+لاينازعن+ك)-অতএব তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে ; فِي الْأَمْرِ-(فى+ال+امر)-এ ব্যাপারে ; وَ-এবং ; ادْعُ-আপনি ডাকতে থাকুন ; إِلَى-দিকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; إِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই আপনি ; لَعَلَى-(ل+على)-উপরই রয়েছেন ; هُدًى-পথের ; مُّسْتَقِيمٍ-সরল মযবুত। ﴿٦٨﴾ وَ-আর ; إِنْ-যদি ; جَادَلُوكَ-(جدلوا+ك)-তারা আপনার সাথে ঝগড়া করে ; فَقُلِ-(ف+قل)-তাহলে আপনি বলে দিন ; اللَّهُ-আল্লাহই ; أَعْلَمُ-বেশী জানেন ; بِمَا-সে ব্যাপারে যা ;

১১৫. 'আসমান' দ্বারা এখানে দুনিয়ার উপরের সমস্ত জগতটাকে বুঝানো হয়েছে। যার প্রত্যেকটি জিনিসই নিজ নিজ স্থানে আটকে আছে।

১১৬. অর্থাৎ এ কাফিররা নবী-রাসূলদের পেশকৃত সকল সত্যকে অস্বীকার করে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

১১৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের সকল উম্মতের জন্যই ইবাদাতের নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল।

১১৮. 'মানসাক' শব্দ দ্বারা এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান তথা ইবাদাতের নিয়ম-নীতি বুঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে এ শব্দ দ্বারা 'কুরবানীর নিয়ম' অর্থ নেয়া হয়েছে, কারণ সেখানে বাক্যের প্রথমাংশে কুরবানীর কথাই তথা কুরবানীর পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম নেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এখানে উক্ত অর্থের বদলে ইবাদাতের নিয়ম অর্থ নিলেই মূল উদ্দেশ্যের নিকটতর ও সামঞ্জস্যশীল হবে।

১১৯. অর্থাৎ আগের নবী-রাসূলগণের আনীত নিয়ম সে যুগের উম্মতের জন্য ছিল। আর আপনার আনীত নিয়ম-পদ্ধতি হলো পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি যা আপনার এবং আপনার পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য। এ ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়া করার কারো অধিকার নেই।

সূরা মায়েদার ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়ত ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছি।"

تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

তোমরা করছো। ৬৯. আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন সে বিষয়ে যাতে তোমরা মতভেদ করছো।

﴿٧٠﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ

৭০. তুমি কি জান না—নিশ্চয়ই যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে, আল্লাহ তা জানেন ; নিশ্চয়ই এসবই একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে

اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧١﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ

অবশ্যই এটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ।[১২১] ৭১. আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর পূঁজা করছে যে সম্পর্কে তিনি নাযিল করেননি

تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো। ﴿٦٩﴾ اَللّٰهُ-আল্লাহ ; يَحْكُمُ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; فِيْمَا-(فى+ما)-সে বিষয়ে ; كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-(كنتم+فى+ه+تختلفون)-যাতে তোমরা মতভেদ করছো। ﴿٧٠﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ-(ا+لم تعلم)-তুমি কি জান না ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা কিছু আছে তা ; فِي السَّمَآءِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذٰلِكَ-এসবই ; فِيْ كِتٰبٍ-একটি কিতাবে আছে ; اِنَّ-অবশ্যই ; ذٰلِكَ-এটা ; عَلَى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَسِيْرٌ-খুবই সহজ। ﴿٧١﴾ وَ-আর; يَعْبُدُوْنَ-তারা পূঁজা করছে ; مِنْ دُوْنِ-ব্যতীত ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مَا-এমন কিছুর ; لَمْ يُنَزِّلْ-তিনি নাযিল করেননি ; بِهٖ-যে সম্পর্কে ;

সূরা আল জাসিয়ার ১৮ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "অতপর (হে নবী !) আমি আপনাকে এ (দীনের) বিষয়ে একটি শরীয়ত ঠিক করে দিয়েছি। কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন এবং যাদের কোনো ইলম নেই তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।"

১২০. অর্থাৎ আপনাকে যে শরীয়ত দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর পথে লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা আপনি যখন পালন করছেন, তখন আপনি সঠিক-সরল ও দৃঢ় পথের উপরই আছেন, আপনার বিচ্যুতির আশংকা নেই।

১২১. অর্থাৎ কিয়ামত, হাশর-নশর, শেষ বিচার, জান্নাতে পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি, এসব ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ-ই ফায়সালা করে দেবেন। আর আল্লাহর কাছে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং সেদিন তারা আর কোনো বাক- বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে সক্ষম হবে না।

سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾ وَاِذَا تُتْلٰى

কোনো প্রমাণ এবং যার ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ;[১২২] আর (এমন) যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।[১২৩] ৭২. আর যখন পাঠ করা হয়

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۭ

তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ—(তখন) যারা কুফরী করেছে তাদের চেহারাগুলোতে তুমি বিরক্তির চিহ্ন লক্ষ্য করবে ;

يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۭ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ

তারা উদ্যত হয় (যে,) তারা আক্রমণ করবে তাদের উপর যারা তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, আপনি বলে দিন—আমি কি তোমাদেরকে খবর দেবো

سُلْطٰنًا-কোনো প্রমাণ ; وَ-এবং ; مَا-যার ; لَيْسَ-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; بِهٖ-ব্যাপারে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; وَ-আর ; مَا-নেই ; لِلظّٰلِمِيْنَ-(ل+ال+ظالمين)-যালিমদের জন্য; مِنْ نَّصِيْرٍ-কোনো সাহায্যকারী। ﴿٧٢﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; تُتْلٰى-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের সামনে ; اٰيٰتُنَا-(ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; تَعْرِفُ-তুমি লক্ষ করবে ; فِيْ وُجُوْهِ-চেহারাগুলোতে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; الْمُنْكَرَ-(ال+منكر)-বিরক্তির চিহ্ন ; يَكَادُوْنَ-তারা উদ্যত হয় ; يَسْطُوْنَ-তারা আক্রমণ করবে ; بِالَّذِيْنَ-(ب+الذين)-তাদের উপর যারা ; يَتْلُوْنَ-পাঠ করে ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহ ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; اَفَاُنَبِّئُكُمْ-(ا+ف+انبئ+كم)-আমি কি তোমাদেরকে খবর দেবো ;

১২২. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে মিথ্যা মাবুদগুলোর পূজা-উপসানায় লিপ্ত রয়েছে, এ সম্পর্কে তাদের কাছে আল্লাহর পাঠানো কোনো কিতাবের দলীল প্রমাণতো নেই। তাছাড়া এমন কোনো সূত্রও তাদের কাছে নেই, যার মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে যে, এগুলো আল্লাহর সাথে প্রভুত্বে ও কর্তৃত্বে বা ইবাদাত লাভের হকদার আছে। এরা নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের মাবুদ বানিয়ে নিয়ে এদের ক্ষমতা সম্পর্কে কল্পিত গল্প কাহিনী তৈরী করে নিয়েছে এবং নিজেরা এক একটি আকীদা বানিয়ে নিয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। অতপর এদের আস্তানায় কপাল ঠেকানো হচ্ছে, প্রয়োজন পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এদের বেদীতে ভেট-নযরানা দেয়া হচ্ছে। এদের আস্তানা প্রদক্ষিণ ও সেখানে নির্জন বাস করা হচ্ছে—এসবই মূলত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২৩. অর্থাৎ এ মুশরিক যালিমরা ধারণা করে রেখেছে যে, এসব উপাস্যরা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। এসব করে এ নির্বোধেরা নিজের উপর যুলুম করছে। কারণ তারা যাদেরকে সাহায্যকারী মনে করছে এদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নেই।

بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ اَلنَّارُ ۚ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

তোমাদের এর চেয়ে কোনো খারাপ কিছু সম্পর্কে[১২৪] ; —আগুন; আল্লাহ ওটার ওয়াদা দিয়েছেন তাদেরকে যারা কুফরী করেছে ; আর (তা) খুবই খারাপ গন্তব্যস্থল।

بِشَرٍّ-(ب+شر)-কোনো খারাপ কিছু সম্পর্কে ; مِنْ-চেয়ে ; ذٰلِكُمْ-তোমাদের এর ; النَّارُ-(ال+نار)-আগুন ; وَعَدَهَا-(وعد+ها)-ওটার ওয়াদা দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَ-আর ; بِئْسَ-(তা) খুবই খারাপ ; الْمَصِيْرُ-(ال+مصير)-গন্তব্যস্থল।

আর যেহেতু নির্বোধেরা আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে তথা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে আল্লাহও তাদের সাহায্য করবেন না। সুতরাং এরা না দুনিয়াতে কোনো সাহায্যকারী পাবে, আর না আখিরাতে তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে।

১২৪. অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শোনার পর তোমাদের মনে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে এবং তোমাদের চেহারাগুলোতে যে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠে, তার চেয়েও মারাত্মক জিনিস তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেটা হলো জাহান্নামের আগুন। আল্লাহর কিতাবকে উপেক্ষা করে যারা অন্য কোথাও মুক্তির পথ খোঁজে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন। আর জাহান্নামের চেয়ে ভয়ংকর খারাপ গন্তব্যস্থান আর কোথাও নেই।

৯ম রুকূ' (৬৫-৭২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলেই আল্লাহর কুদরত আমাদের সামনে স্পষ্ট হতে থাকবে। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিরাজীকে চিন্তা-ফিকির করা ঈমানের মজবুতীর জন্য প্রয়োজন।

২. দুনিয়াতে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টিই আল্লাহর নির্দেশের অনুগত। এমনকি নদী-সমুদ্রে যে নৌকা-জাহাজ চলছে তাতেও আল্লাহর নির্দেশই কার্যকর। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত।

৩. আল্লাহর কুদরতের পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে যে কেমন অসম্ভব তা ধারণা করাও আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের মাথার উপরে যে বিশাল আসমান কোনো প্রকার খুঁটি ছাড়া স্থির হয়ে আছে এ সম্পর্কে চিন্তা করলেই তো আমাদের সামনে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪. মানুষের জন্য এতসব কিছু সৃষ্টি করা আল্লাহর অসীম দয়ার প্রমাণ। অপরিসীম দয়া-অনুগ্রহের অধিকারী সে আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন না করা, এর শোকর আদায় না করা, তাঁর আদেশ-নিষেধের কোনো পরওয়া না করা চরম অকৃতজ্ঞতা।

৫. আল্লাহই মানুষকে জীবন দান করেছেন, তিনিই আবার মৃত্যু দান করেন, অতপর শেষ বিচারের দিন আবার জীবিত করে তিনি উঠাবেন। সুতরাং আমাদেরকে তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য করেই জীবন-যাপন করতে হবে। নচেৎ সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ বলে পরিচিত হতে হবে।

৬. অতীতে সকল নবী-রাসূলদের উম্মতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত তথা ইবাদাতের রীতিনীতি নির্ধারিত ছিল। সর্বশেষ ও সবদিক পরিপূর্ণ শরীয়ত হলো মুসলিম উম্মাকে প্রদত্ত শরীয়ত। এটা হলো স্থায়ী শরীয়ত যা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

৭. ইসলামী শরীয়াহর বিধান সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডার কোনো অবকাশ নেই। এতে এমন কোনো বিষয় নেই যা মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব বিরুদ্ধ সুতরাং আমাদেরকে এ ব্যাপারে বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে।

৮. ইসলামই যে সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান তার অসংখ্য সাক্ষ্য- প্রমাণ আল্লাহর কিতাবে ও রাসূলের সুন্নায় বিদ্যমান আছে। আমাদেরকে তারই অনুসরণ করতে হবে।

৯. আসমান যমীনের সবকিছুই সে সত্তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত যিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক, তাঁর পক্ষেই তাঁর সৃষ্টির জন্য একটি স্থায়ী শরীয়ত প্রণয়ন করা সম্ভব। একটি কল্যাণকর শরীয়ত প্রণয়ন করার সৃষ্টির কোনো ক্ষমতাই নেই। সুতরাং মানুষের তৈরী কোনো শরীয়ত আমরা কখনো অনুসরণ করতে পারি না।

১০. মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কর্মতৎপরতা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত আছে। কিয়ামতের দিন তার ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যকার সকল মতপার্থক্য ও বাক-বিতণ্ডার অবসান হয়ে যাবে।

১১. শিরক সম্পর্কে সকল আসমানী কিতাবে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তারপরও মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো না কোনোভাবেই শিরক এ লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এ থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র আল্লাহর কিতাবকে ভালোভাবে বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করা।

১২. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও সংরক্ষিত কিতাব হলো আল কুরআন। তাই আল কুরআনের যথার্থ ইলম হাসিলের মাধ্যমেই শিরক থেকে বাঁচা সম্ভব। আমাদেরকে আখিরাতে মুক্তির জন্য আল কুরআনের ইলম অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

১৩. যেসব মিথ্যা মা'বুদদেরকে এরা নিজেদের সাহায্যকারী মনে করে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তারা তো এদের কোনো সাহায্যই করতে পারবে না; কারণ তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। আর শিরক করার কারণে তারা আল্লাহর সাহায্যও পাবে না। অতএব তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

১৪. আল্লাহর কালাম তথা কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত তথা তার আলোচনা শুনে যাদের চেহারায় বিরক্তির চিহ্ন দেখা যায়, তা কুরআন অস্বীকারকারীদের স্বভাবের অনুরূপ। সুতরাং এ মানসিকতা সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে।

১৫. যারা কুরআনের ধারক-বাহক, কুরআনের শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারী এবং কুরআনের সেবকদের প্রতি আক্রোশ ও ঘৃণা পোষণ করে; এদের উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চালায়, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির হুশিয়ারী রয়েছে।

১৬. আল কুরআনের খিদমতের সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের মু'মিন বান্দাহদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। কুরআনের খাদেম হিসেবে তাঁদেরকে মর্যাদা দান করতে হবে।
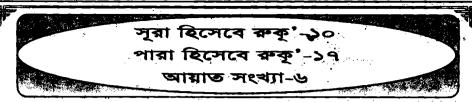
﴿٧٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ

৭৩. হে মানুষ, একটি উদাহরণ দেয়া হলো, তাই তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোন; নিশ্চয়ই তোমরা যাদেরকে ডাক

مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ

আল্লাহকে ছেড়ে তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই সেজন্য একত্রিত হয়; আর তাদের থেকে যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়

ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ○

মাছি কোনো কিছু, তবে তারা তা উদ্ধার করতে পারে না তার কাছ থেকে ; কতইনা দুর্বল (সাহায্য) প্রার্থী এবং প্রার্থনাকৃত (দেবতা)।[১২৫]

﴿٧٤﴾ مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٥﴾ ٱللَّهُ

৭৪. তারা আল্লাহর মর্যাদা বুঝতে পারেনি—তাঁর মর্যাদার সমুচিত ; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী। ৭৫. আল্লাহ-ই

﴿٧٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلنَّاسُ-মানুষ ; ضُرِبَ-দেয়া হলো ; مَثَلٌ-একটি উদাহরণ ; فَٱسْتَمِعُوا۟-(ف+استمعوا)-তাই তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন ; لَهُ-তা ; إِنَّ-নিশ্চয়ই; ٱلَّذِينَ-যাদেরকে ; تَدْعُونَ-তোমরা ডাক ; مِن دُونِ-ছেড়ে ; ٱللَّهِ-আল্লাহকে ; لَن يَخْلُقُوا۟-তারা কখনো সৃষ্টি করতে পারে না ; ذُبَابًا-একটি মাছিও ; وَلَوِ-যদিও ; ٱجْتَمَعُوا۟-তারা সবাই একত্রিত হয় ; لَهُ-সে জন্য ; وَ-আর ; إِن-যদি ; يَسْلُبْهُمُ-(يسلب+هم)-তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ; ٱلذُّبَابُ-(ال+ذباب)-মাছি ; شَيْـًٔا-কোনো কিছু ; لَّا يَسْتَنقِذُوهُ-(لايستنقذوا+ه)-তারা তা উদ্ধার করতে পারে না ; مِنْهُ-তার কাছ থেকে ; ضَعُفَ-কতই না দুর্বল ; ٱلطَّالِبُ-(ال+طالب)-(সাহায্য) প্রার্থী ; وَ-এবং ; ٱلْمَطْلُوبُ-(ال+مطلوب)-প্রার্থনাকৃত (দেবতা)। ﴿٧٤﴾ مَا قَدَرُوا۟-তারা বুঝতে পারেনি মর্যাদা ; ٱللَّهَ-আল্লাহর ; حَقَّ-সমুচিত ; قَدْرِهِ-(قدر+ه)-তার মর্যাদার ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ٱللَّهَ-আল্লাহ ; لَقَوِىٌّ-ক্ষমতাবান ; عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী। ﴿٧٥﴾ ٱللَّهُ-আল্লাহই ;

يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

মনোনীত করেন রাসূলগণ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও;[১২৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। ৭৬. তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে[১২৭], আর আল্লাহর দিকেই

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

ফিরিয়ে নেয়া হবে সকল বিষয়।[১২৮] ৭৭. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা রুকূ করো ও সিজদা করো,

يَصْطَفِي-মনোনীত করেন ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْمَلَٰٓئِكَةِ-ফেরেশতাদের ; رُسُلًا-রাসূলগণ ; وَ-এবং ; مِنَ-মধ্য থেকে ; النَّاسِ-মানুষের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা ; بَصِيرٌ-সর্বদ্রষ্টা। ﴿٧٦﴾ يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَ أَيْدِيهِمْ-(بين+ايدى+هم)-তাদের সামনে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; خَلْفَهُمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে ; وَ-আর ; إِلَى-দিকেই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; تُرْجَعُ-ফিরিয়ে নেয়া হবে ; الْأُمُورُ-(الا+امور)-সকল বিষয়। ﴿٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছ ; ارْكَعُوا-তোমরা রুকূ' করো ; وَ-ও ; اسْجُدُوا-সিজদা করো ;

১২৫. অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী যে দুর্বল তা তার সাহায্য চাওয়ার মধ্যেই তার দুর্বল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর সে যাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে তাদের দুর্বল হওয়াও স্পষ্ট। তারা এত দুর্বল যে, তাদের শরীরে একটি মাছি বসলে তাও তারা তাড়াতে অক্ষম। সুতরাং সাহায্যপ্রার্থীদের অবস্থা কি ? তারা নিজেরা দুর্বল হওয়ার কারণে যাদেরকে সবল মনে করে তাদের উপর নির্ভর করছে, এখন তাদের এ নির্ভরতা কতখানি দুর্বল তা কল্পনাও করা যায় কি ?

১২৬. অর্থাৎ মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে বলে যে, ফেরেশতারা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবে—এর কোনো ভিত্তিই নেই। এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত যে, ফেরেশতাদের মর্যাদা শুধুমাত্র এতটুকু যে, তারা আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। নবীদের অবস্থাও তাই। ফেরেশতা ও নবীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত পৌঁছানোর জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁদের এ মর্যাদার কারণে তাঁরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আল্লাহর সাথে শরীক হতে পারে না।

১২৭. অর্থাৎ ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও নেক বান্দাদেরকে তোমরা যদি অভাব পূরণকারী ও কার্য উদ্ধারকারী মনে না করেও যদি তোমরা তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করে তাদের

وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ ⑰ وَجَاهِدُوْا

আর ইবাদাত তথা দাসত্ব করো তোমাদের প্রতিপালকের এবং ভাল কাজ করো, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে।[১২৯] ৭৮. আর তোমরা জিহাদ করো

فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۚ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ

আল্লাহর পথে, তার (প্রতি) জিহাদের হক অনুযায়ী[১৩০] ; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন,[১৩১] আর দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর আরোপ করেননি

وَ-আর ; اُعْبُدُوْا-ইবাদাত তথা দাসত্ব করো ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اِفْعَلُوْا-কাজ করো ; الْخَيْرَ-(ال+خير)-ভাল ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تُفْلِحُوْنَ-সফলকাম হবে। ⑰ وَ-আর ; جَاهِدُوْا-তোমরা জিহাদ করো ; فِي اللّٰهِ-(فى+الله)-আল্লাহর পথে ; حَقَّ-হক অনুযায়ী ; جِهَادِهٖ-(جهاد+ه)-তার (প্রতি) জিহাদের ; هُوَ-তিনি ; اجْتَبٰىكُمْ-(اجتبى+كم)-তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন ; وَ-আর ; مَاجَعَلَ-আরোপ করেননি ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের উপর ; فِي الدِّيْنِ-(فى+ال+دين)-দীনের ব্যাপারে ;

পূজা-অর্চনা কর, তা-ও সঠিক হতে পারে না। কারণ সুপারিশ করার অতীত-বর্তমান এবং সামনে-পেছনের অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, তাদের তো তা নেই। তারা জানে না যে, কখন কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। আর তাই আল্লাহ তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে, সে ইচ্ছা করলেই সুপারিশ করতে পারবে এবং তার সুপারিশ কবুলও হয়ে যাবে।

১২৮. অর্থাৎ সকল বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক যেহেতু তিনিই, তাঁর কাছেই সকল ব্যাপার পৌঁছার আগে কোনো সুরাহা কেউ করতে পারে না। বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় সকল বিষয়ের পরিচালক তিনিই। সুতরাং সকল বিচার-ফায়সালার জন্য তাঁর সামনেই উপস্থিত হতে হয়। কাজেই যা কিছু আবেদন তাঁর কাছেই করতে হবে। অন্য কোনো শক্তিই যারা নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না তাদের কাছে চাওয়ার কিছুই নেই।

১২৯. অর্থাৎ এ নীতি অনুসারে চললে তোমাদের সফলতার আশা করা যায়। এতে এমন মনে করাও সঠিক হবে না যে, আমি যখন এত বেশী ইবাদাতকারী ও নেককার তখন আমার সফলতা তো নিশ্চিত। বরং সফলতাকে আল্লাহর রহমতের সাথে শর্তযুক্ত করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ তিনি যদি দয়া করে সফলতা দেন তবেই সফলতা আসবে নচেৎ নিজের কর্মের ফল হিসেবে সফলতা পাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

আবার 'সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে' কথা দ্বারা সফলতাকে সন্দেহপূর্ণ মনে করাও যথার্থ নয়। কারণ এটা হলো মহান রাজাধিরাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আশ্বাসবাণী।

مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ

কোনো সংকীর্ণতা[১৩২] ; এটা—তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত;[১৩৩] তিনিই তো তোমাদের মুসলিম নামকরণ করেছেন এর আগে ;

مِنْ حَرَجٍ-কোনো সংকীর্ণতা ; مِلَّةَ-এটা মিল্লাত ; اَبِيْكُمْ-(ابى+كم)-তোমাদের পিতা ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ; هُوَ-তিনিই তো ; سَمّٰىكُمُ-(سمى+كم)-তোমাদের নামকরণ করেছেন ; الْمُسْلِمِيْنَ-(ال+مسلمين)-মুসলিম ; مِنْ قَبْلُ-এর আগে ;

সুতরাং মহান আল্লাহর আশ্বাসবাণী সংশয়পূর্ণ হওয়ার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

১৩০. 'জিহাদ' অর্থ চেষ্টা-সাধনা, সংগ্রাম ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো। আবার মানুষকে আল্লাহর ইবাদাতে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তিকে প্রতিহত করে নিজেও আল্লাহর বন্দেগীকে নিরংকুশ করা এবং দুনিয়াতে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ ও নাস্তিক্যবাদের কালিমাকে নিম্নগামী করার জন্য জীবন দিয়ে সংগ্রাম করাও জিহাদ।

মানুষের নফসকে তথা ভোগবাদী ইন্দ্রীয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নিরন্তন চেষ্টারত থাকাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

মূলত জিহাদের আওতা অনেক ব্যাপাক। মোটকথা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টিকারী সকল শক্তির বিরুদ্ধে মন-মস্তিষ্ক, শরীর ও সম্পদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই জিহাদের হক আদায় করা। আর এ দাবী পূরণের কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে।

১৩১. অর্থাৎ জিহাদ করার জন্য তোমাদেরকে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ১৪৩ আয়াতেও একথা বলা হয়েছে এভাবে যে—"তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি।" সূরা আলে ইমরানের ১১০ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমরাই উত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।" এ আয়াতগুলোতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, এবং তাঁদের মাধ্যমেই অন্যদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

১৩২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর তাদের ধর্মীয় নেতারা যেসব অপ্রয়োজনীয় ও অযথা নিয়ম-নীতি চাপিয়ে দিয়েছিল, সেসব সংকীর্ণতা থেকে তোমাদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে একটি সহজ-সরল আইন দেয়া হয়েছে।

সূরা আল আ'রাফের ১৫৭ আয়াতে ইতিবাচক কথায় বলা হয়েছে—"তিনি (রাসূল) তাদেরকে আদেশ দেন সৎকাজের আর নিষেধ করেন তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য হালাল করেন পবিত্র বস্তুরাজী ও হারাম করেন তাদের জন্য অপবিত্র বস্তুসমূহ আর অপসারণ করেন তাদের থেকে তাদের গুরুভার যা তাদের উপর ছিল।"

وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ

এবং এতে (এ কিতাবে)ও,[১৩৪] যেন রাসূল তোমাদের প্রতি সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরাও সাক্ষী হও

عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا

মানবজাতির জন্য[১৩৫] ; সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও এবং মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো

وَ-এবং ; فِيْ هٰذَا-এতে ; لِيَكُوْنَ-যেন হন ; الرَّسُوْلُ-(ال+رسول)-রাসূল ; شَهِيْدًا - সাক্ষী স্বরূপ ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; وَ-এবং ; تَكُوْنُوْا-তোমরাও হও ; شُهَدَاءَ-সাক্ষী ; عَلَى-জন্য ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানব জাতির ; فَأَقِيْمُوا-(ف+اقيموا)-সুতরাং তোমরা কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ; وَ-ও ; اٰتُوا-দাও ; الزَّكٰوةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-এবং ; اعْتَصِمُوْا-মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো ;

১৩৩. আরববাসীরা ইবরাহীম (আ)-কে নিজেদের পূর্বসূরী মনে করতো এবং দাবী করতো যে, তারা ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী। তাই আল কুরআনও তাদেরকে ইবরাহীমের মিল্লাত গ্রহণ করার কথাই বলে। অর্থাৎ তোমরা তো ইবরাহীমকে সত্য ও হিদায়াতের উপর ছিলেন বলে মনে কর, সুতরাং তাঁর মিল্লাত গ্রহণ করো। আর মুহাম্মাদ (স) একই মিল্লাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।

১৩৪. অর্থাৎ মানব ইতিহাসের শুরু থেকে যারাই তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের নাম 'মুসলিম' ছিল। আর আজ মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী দলটিকেও 'মুসলিম' নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মুসলিম শব্দটির অর্থ হলো আল্লাহর ফরমানের অনুগত।

১৩৫. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান এ উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তখন তাঁর উম্মতেরা এটা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যখন দাবী করবে যে, আমরা আল্লাহর বিধান আমাদের উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছি তখন তাঁদের উম্মতেরা তা অস্বীকার করবে। তখন উম্মতে মুহাম্মাদী সাক্ষ্য দেবে যে, সকল নবীই তাদের উম্মতের নিকট আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছিলেন। তখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে পূর্ববর্তী উম্মতদের পক্ষ থেকে জেরা করা হবে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী তো দুনিয়াতে এসেছে সর্বশেষে, তারা কি করে আমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারে ? তখন উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হবে যে, আমরা সর্বশেষ আসলেও আমরা আমাদের রাসূল (স)-এর মুখে একথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতপর তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এ বিষয়টি বুখারীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত আছে।

بِاللّٰهِ ۚ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

আল্লাহকে[১৩৬] ; তিনিই তোমাদের অভিভাবক ; তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতইনা উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহকে ; هُوَ-তিনিই ; مَوْلٰىكُمْ-(مولى+كم)-তোমাদের অভিভাবক ; فَنِعْمَ-(ف+نعم)-তিনি কতই না উত্তম ; الْمَوْلٰى-(ال+مولى)-অভিভাবক ; وَ-আর ; نِعْمَ-তিনি কতই না উত্তম ; النَّصِيْرُ-(ال+نصير)-সাহায্যকারী।

১৩৬. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তাই তোমাদের উচিত আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। তাই দৈহিক বিধান হিসেবে তোমাদের নামায কায়েম করা এবং আর্থিক বিধান হিসেবে যাকাত আদায় করা তোমাদের কর্তব্য।

আর সকল কাজে তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করবে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছে তোমাদের সকল আবেদন-নিবেদন পেশ করবে, তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অপছন্দনীয় বিষয় থেকে নিরাপদ রাখবেন।

১০ম রুকূ' (৭৩-৭৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সমস্ত কিছুই 'মাখলুক' বা সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র 'খালিক' বা স্রষ্টা। সুতরাং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো মাখলুকের ইবাদাত বা দাসত্ব করা যাবে না। কারণ তাদের কোনো কিছু সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নেই। এমনকি একটি মাছি সৃষ্টিরও ক্ষমতা তাদের নেই।

২. যারা নিজেদের তৈরি দেব-দেবীর পূঁজা-উপাসনা করে, তারা কত নির্বোধ তা কল্পনাও করা যায় না। তারা যেসব দেব-দেবীর পূঁজা করে তারাতো তাদের গায়ের উপর মাছি বসলেও তা তাড়াতে পারে না। এরা একমাত্র শয়তানের আনুগত্য করে। অতএব মূর্তি-সভ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে তাঁর বাণীর বাহক বাছাই করে তাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। মানুষের অভাব পূরণ, ফরিয়াদ শোনা ও বিপদ থেকে উদ্ধার করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। সুতরাং এসবের জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। বিশ্বজগত ও তার বাইরে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর দেখা-শোনা ও জানার আওতাভুক্ত। তার জানার বাইরে কিছুই নেই। আমাদের সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। সুতরাং একথা আমাদেরকে সদা-সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

৫. ঈমান, নামায ও জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে।

৬. প্রতিকূল পরিবেশে কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই জিহাদ তথা সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

৭. 'জিহাদ'কে 'যুদ্ধ' অর্থে প্রয়োগ করা সঠিক নয়। উদ্দেশ্য সাধনে যথাসাধ্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানোর নামই জিহাদ। আর প্রতিকূল পরিবেশে দীন পালনের জন্য এই সার্বক্ষণিক জিহাদই প্রয়োজন সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

৮. আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নাস্তিক্যবাদীদের সাথে সংগ্রামের কোনো পর্যায়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাতে জান-মাল দিয়ে অংশগ্রহণ করাও জিহাদ। তবে এটা জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়।

৯. মু'মিনের জীবনের সাথে জিহাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মু'মিনের জীবনের একটি মুহূর্তও জিহাদ থেকে মুক্ত নয়। কারণ বৈরী পরিবেশের সাথে জিহাদ করেই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

১০. ইসলামী সমাজের অনুকূল পরিবেশে দীন পালন করা অত্যন্ত সহজ। তাই আমাদেরকে সহজে দীন পালনের জন্য আমাদের সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিণত করার জন্য 'জিহাদ' করে যেতে হবে।

১১. ইসলাম সহজ-সরল ও মানুষের স্বভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই।

১২. মুসলিম উম্মাহই মিল্লাতে ইবরাহীমের প্রকৃত অনুসারী। দুনিয়ার সকল নবী-রাসূলের দীনই ছিল ইসলাম। সকলের দীনের মূলকথা ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

১৩. কুরআন মাজীদেও তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীদেরকে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৪. শেষনবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর উম্মতের জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদান করবে যে, তিনি আল্লাহর বিধান পুরোপুরিভাবে তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তাঁর উম্মত তা স্বীকার করে নেবে।

১৫. অতীতের সকল নবী কিয়ামতের দিন দাবী করবে যে, তাঁরা আল্লাহর বিধান তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তাঁদের উম্মতরা তা অস্বীকার করবে। আর শেষ নবীর উম্মতই তখন তাদের দাবীর পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াবে।

১৬. আমাদেরকে নামায কায়েম করতে হবে। যাদের উপর যাকাত ফরয তাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে এবং সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করতে হবে। আর সকল ফরিয়াদ ও আবেদন-নিবেদন একমাত্র তাঁর কাছেই পেশ করতে হবে।

❒
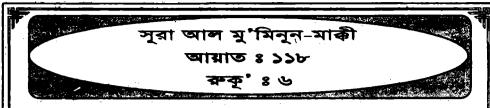
নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল মু'মিনূন' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরা নাযিল হয়। এ সময় আরবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মক্কী জীবনের এ সময়টাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও মক্কার কাফিরদের সাথে সংঘাতময় অবস্থা বিরাজমান ছিল। এর আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কেননা এ সূরার প্রথম ১০টি আয়াত নাযিলের সময় হযরত উমর (রা) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তাঁর কাছাকাছি অবস্থানরত লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির মতো আওয়াজ ধ্বনিত হতো। একদা আমরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় এরূপ আওয়াজ আমাদের কানে আসলো। আমরা সদ্য আগত ওহী শোনার জন্য থেকে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হয়ে বসলেন এবং এ দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশী দাও, কম দিও না ; আমাদের সম্মান বাড়িয়ে দাও—লাঞ্ছিত করো না ; আমাদেরকে দান করো—বঞ্চিত করো না ; আমাদেরকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দাও—অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিও না ; আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং তোমার সন্তুষ্টিতে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করো।"

তারপর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন যে, এখন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, কেউ যদি এগুলো পুরোপুরি পালন করে চলে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। অতপর তিনি সূরার প্রথম দশটি আয়াত পাঠ করে শোনান।

আলোচ্য বিষয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্যের দিকে সবাইকে ডাকাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আর সকল আলোচনাও এ মূল বিষয়কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।

সূচনায় বলা হয়েছে যে, যারা এ নবীর কথা অনুসারে চলেছে, তাদের মধ্যে এ গুণগুলো (যেগুলো সূরার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে) সৃষ্টি হয়, যার ফলে এ গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের যোগ্য হয়।

অতপর মানুষ সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক জগত, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের আবির্ভাব এবং বিশ্ব জগতের অন্যান্য সকল নিদর্শনের প্রতি কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, এসব নিদর্শন এ সাক্ষ্যই দেয় যে, মুহাম্মাদ (স) তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে যেসব কথা বলছেন তা সবই সত্য।

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছেঃ

এক ঃ অতীতের নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধেও তাদের জাতির অজ্ঞলোকেরা তোমাদের মত আপত্তি-অভিযোগ তুলেছিল ; কিন্তু তোমরা এখন ইতিহাস থেকে জেনে নিতে পার যে, নবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবী-রাসূলগণ সত্যপথে ছিলেন।

দুই ঃ অতীতের নবী-রাসূলগণ তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে যা বলেছিলেন, মুহাম্মাদ (স)-ও সেই একই কথা বলছেন। তিনি নতুন তথা অতিরিক্ত কোনো কথা বলছেন না।

তিন ঃ সকল নবীর বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরাও যদি এ নবীর বিরোধিতা, হঠকারিতা দেখাও, তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

চার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল দীন একই উৎস থেকে আগত এবং সব দীনের মূলকথা একই ছিল। তবে সকল নবী-রাসূল একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীন ছাড়া বাকী যেসব ধর্ম দুনিয়াতে দেখা যাচ্ছে তা সবই মানুষের নিজেদের বানানো—এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

অতপর বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ক্ষমতা, কর্তৃত্ব আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়। আর দারিদ্র, অভাব-অনটনও আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরিচয় বহন করে না। মুহাম্মাদ (স)-এর বিরোধিতায় যারা অগ্রগামী ছিল তারা সবাই ছিল মক্কার সরদার ও ধনিক শ্রেণীর লোকেরা। তাদের এবং তাদের অনুগত লোকদের ধারণা ছিল যে, যারা ধন-জনে সমৃদ্ধ তাদের উপরই আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর ধন-জনহীন দরিদ্র লোকদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তাদের এ ভুল ধারণার নিরসন করে বুঝানো হয়েছে তোমরা যা ভাবছো, তা-ই আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির আলামত নয়।

এরপর মক্কাবাসীকে নবুওয়াতের উপর বিশ্বাসী বানানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ তোমাদের প্রতি একটি সতর্কবাণী বিশেষ। এ থেকে তোমাদের সংশোধন হয়ে যাওয়া উচিত। নচেৎ এর চেয়ে বড় কোনো বিপদ তোমাদের উপর এসে পড়তে পারে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

তারপর মানুষের নিজ সত্তা ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের সত্তা ও বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর প্রতি তোমরা দেখো এবং এসবইতো তাওহীদ ও পরকালীন জীবন তথা আখিরাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা অবশ্যই সত্য এবং সে সম্পর্কে মুহাম্মাদ (স)-এর দাবী নির্ভুল।

এরপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ মক্কাবাসীরা আপনার সাথে যে ধরনেরই আচরণ করুক না কেন, আপনি স্বাভাবিকভাবেই তাদের অভিযোগের

জবাব দিন। কোনো প্রকার আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ক্রোধ আপনাকে যেন তাদের মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অবশেষে বিরোধীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যে আচরণ করছো, তার জন্য তোমাদেরকে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

❏

রুকূ'-৬

২৩. সূরা আল মু'মিনূন-মাক্কী

আয়াত-১১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ② الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○

১. নিঃসন্দেহে মু'মিনগণ সফল হয়ে গেছে[১]। ২. তারাই যারা নিজেদের[২] নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বনকারী।[৩]

①قَدْ اَفْلَحَ-নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে ; الْمُؤْمِنُوْنَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিনগণ। ②الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারাই ; فِىْ صَلَاتِهِمْ-(فى+صلاة+هم)-নিজেদের নামাযে ; خٰشِعُوْنَ-বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারী।

১. অর্থাৎ মু'মিনগণ তথা যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তারা নিঃসন্দেহে সফলতা লাভ করেছে।

সফলতা বলতে যা বুঝায়, মুসলমানগণ মূলত সেরূপ ছিল না। কারণ ধনে-জনে সকল দিক দিয়ে মুসলমানরা দুর্বল ছিল, তারপরেও আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে 'সফল হয়ে গেছে' বলার অর্থ হলো—দুনিয়ার মানুষ যেটাকে সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড মনে করে আসলে সেটা প্রকৃত সফলতা নয়। মানুষ একেবারে সীমিত কিছু ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিকে সফলতা মনে করে, কিন্তু তা সফলতা নয় ; বরং তা ব্যর্থতা। মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীদেরকে কাফিররা অসফল মনে করলেও মূলত তারাই সফল। যারা সত্যের দাওয়াতকে চিনতে ও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারাইতো চরমভাবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। মু'মিনদের সফল হওয়ার প্রমাণ এবং কাফিরদের ব্যর্থ হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণতো দুনিয়ার মানুষের সামনে রয়েছে।

এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এটাই যা উপরে আলোচিত হয়েছে। মু'মিনদের সফলতা ও বিরোধীদের ব্যর্থতা সম্পর্কেই সমগ্র সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ যেসব মু'মিনের সফলতার সাক্ষ্য প্রথম আয়াতে দেয়া হয়েছে, তাদের যেসব গুণাবলী থাকার কারণে তারা সফল হয়েছে সেগুলো এখান থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব গুণাবলী সম্পন্ন মু'মিনরাতো অবশ্য সফল হবে। এরা যদি সফল না হয় তাহলে আর কারা সফল হবে।

৩. 'খাশিউন' অর্থ যারা নামাযে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে। বিনয়-নম্রতা গুণটা যদিও মনের সাথে সম্পর্কিত, তবুও এর প্রভাব বাহ্যিক অবস্থার উপরও দেখা যায়। কোনো যবরদস্ত প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়ালে মানুষের মনে যে ভীতির সঞ্চার হয় তা তার বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগের উপরও পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) এক

﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ ﴿٥﴾

৩. এবং তারা যারা অসার বিষয় থেকে দূরে অবস্থানকারী।[৪] ৪. আর তারা যারা যাকাতের ব্যাপারে সক্রিয়।[৫]

③ وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; عَنِ-থেকে ; اللَّغْوِ-(ال+لغو)-অসার বিষয় ; مُعْرِضُوْنَ-দূরে অবস্থানকারী। ④ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; لِلزَّكٰوةِ-(ل+ال+زكوة)-যাকাতের ব্যাপারে ; فٰعِلُوْنَ-সক্রিয়।

ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন—'যদি তার মনে বিনয়-নম্রতা থাকতো তাহলে তা তার দেহেও প্রতিপালিত হতো।' অর্থাৎ তখন তার মাথা নত হয়ে আসতো, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যেতো, তার চোখের দৃষ্টি নত হয়ে পড়তো, কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে পড়তো।

'খুশূ'-এর নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে রয়েছে নামাযীর ডানে-বামে না তাকানো, মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে না তাকানো, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে নযর রাখা, নামাযের মধ্যে নড়াচড়া না করা, কোনো একদিকে ঝুঁকে না পড়া, সিজদায় যাওয়ার সময় বা বসার সময় জায়গা পরিষ্কার করতে চেষ্টা না করা, গর্বিত ভঙ্গিতে না দাঁড়ানো, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পাঠ না করা, গানের সুরে পাঠ না করা, নামাযের মধ্যে আড়ামোড়া না ভাংগা বা ঢেকুর না তোলা ইত্যাদি। ধীরস্থিরভাবে এক রুকন শেষে অন্য রুকন শুরু করতে হবে। মনকে সদা নামাযে হাজির রাখতে হবে। নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা আসলে তা সাথে সাথে দূর করে আল্লাহর দিকে মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৪. অর্থাৎ অসার বা অহেতুক কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। যে কাজে দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো লাভ নেই। যেসবের পরিণামও ভাল নয়, অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কাজ। মু'মিনরা সেসব অসার কথায় কান দেয় না। অসার কাজে সময়ের অপচয় করে না, অসার দৃশ্যের দিকে নযর ফেরায় না এবং অসার কোনো বিষয়ে কৌতুহল প্রকাশ করে না।

সূরা ফুরকানের ৭২ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর যখন তাদের (মু'মিনদের) এমন জায়গা অতিক্রম করতে হয়, যেখানে অসার বা বাজে কাজ বা বাজে কথা চলতে থাকে, তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" এটা মু'মিনের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। মু'মিনের জীবনটা যে একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র সেই সম্পর্কে সে সদা সজাগ-সচেতন থাকে। সুতরাং পরীক্ষার নির্ধারিত সময়টাকে সে অযথা ব্যয় কিভাবে করতে পারে? মু'মিন একজন প্রশান্ত অন্তরবিশিষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ মেজাযের অধিকারী। অনর্থক ব্যাংগ-কৌতুক, বাজে ঠাট্টা-মসকরা করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। যে সমাজে মিথ্যা, পরনিন্দা, অপবাদ, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গান-বাজনা চলতে থাকে এমন সমাজ তার জন্য জেলখানার নির্যাতন কক্ষের মত। সুতরাং এ জাতীয় সমাজের পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করা তার ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে সে মনে করে।

৫. 'যাকাত' শব্দের অর্থ 'পবিত্রতা' তথা 'পরিশুদ্ধি।' এর আরেক অর্থ বিকাশ সাধন। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ—এমন অর্থ-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়,

⑤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُونَ ⑥ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

৫. এবং তারা যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী।[৬] ৬. নিজেদের স্ত্রী বা তা ছাড়া যা তাদের মালিকানাধীন (দাসীগণ)

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ

কেননা তারা তাতে নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে যদি কেউ এদের ছাড়া (বাইরে) নিজেদের কামনা করে তখন তারাই হবে সীমালংঘনকারী।[৭]

⑤ وَ-এবং ; الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তারা ; لِفُرُوجِهِمْ-(ل+فروج+هم)-নিজেদের লজ্জাস্থানের ; حٰفِظُونَ-হিফাযতকারী।⑥ إِلَّا-ছাড়া ; عَلٰى-সম্পর্কে ; أَزْوَاجِهِمْ-(ازواج+هم)-নিজেদের স্ত্রী ; أَوْ-বা ; مَا-তা, যা ; مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ-(ملكت+ايمان+هم)-তাদের মালিকানাধীন (দাসীগণ) ; فَإِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-কেননা তারা তাতে ; غَيْرُ مَلُومِينَ-নিন্দনীয় হবে না।⑦ فَمَنْ-তবে যদি কেউ ; ابْتَغٰى-কামনা করে ; وَرَاءَ-ছাড়া (বাইরে) ; ذٰلِكَ-এদের ; فَأُولٰئِكَ-(ف+اولئك)-তখন তারা ; هُمُ-তারাই হবে ; الْعٰدُونَ-(ال+عادون)-সীমালংঘনকারী।

আর পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটিও এর অর্থের-মধ্যে শামিল। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ হবে। "তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে" এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটা শুধুমাত্র অর্থের মাধ্যমে যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সার্বিক পরিশুদ্ধিই এর আওতায় এসে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে আত্মার পরিশুদ্ধি, চরিত্রের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি। তা ছাড়া এটা শুধুমাত্র নিজের জীবনের পরিশুদ্ধির মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং নিজের আশে-পাশের জীবনের পরিশুদ্ধির কাজও এতে এসে পড়ে। সুতরাং এ আয়াতের সঠিক অর্থ হবে— "তারা পরিশুদ্ধির কাজ সম্পাদনকারী লোক"।

৬. তারা নিজেদের শরীরের লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে রাখে অর্থাৎ অন্যের সামনে নগ্ন হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং নিজেদের সততা ও পবিত্রতা বজায় রাখে। নিজেদের কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও লাগামহীন হয় না।

৭. অর্থাৎ বৈধ পথে যৌন পরিতৃপ্তি, কোনো অন্যায় বা অবৈধ নয় এবং নিন্দনীয়ও নয়। বৈধ পথ অতিক্রম করে অন্য পথে কাম-প্রবৃত্তি পূরণ করা-ই নিন্দনীয় ও গুনাহ। এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিধান পাওয়া যায়।

এক ঃ দু শ্রেণীর স্ত্রীলোককে লজ্জাস্থানের হিফাযতের সাধারণ হুকুম থেকে বাদ দেয়া হয়েছে—প্রথমত নিজেদের বিবাহিতা স্ত্রী, দ্বিতীয়ত নিজেদের মালিকানাধীন ক্রীতদাসী। অর্থাৎ এদের সাথে নিজেদের যৌন বাসনা পূরণ করা যাবে। এতে কোনো গুনাহ হবে না।

দুই ঃ সূরার শুরু থেকে ১১ আয়াতের শেষ 'খালিদূন' পর্যন্ত বর্ণিত বিধানে পুরুষ ও নারী উভয়ে শামিল রয়েছে। কিন্তু ৬ আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রে

⑧وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ⑨وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ

৮. আর তারা যারা নিজেদের আমানত ও নিজেদের ওয়াদা রক্ষাকারী।[৮] ৯. এবং তারা যারা নিজেদের নামাযের

⑧-وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তারা ; لِأَمٰنٰتِهِمْ-(ل+امنت+هم)-নিজেদের আমানত ; وَ-ও ; عَهْدِهِمْ-(عهد+هم)-নিজেদের ওয়াদা ; رٰعُونَ-রক্ষাকারী। ⑨-وَ-এবং ; الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তারা ; عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ-(على+صلوت+هم)-নিজেদের নামাযের ;

প্রযোজ্য, মেয়েদের জন্য নয়। এ ব্যতিক্রম নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হলে, নারীরাও তাঁদের মালিকানাধীন দাস-এর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার অনুমতি পেয়ে যায়। অথচ তা এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। হযরত উমর (রা)-এর সময়ে এক মহিলা এ আয়াতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে নিজের ক্রীতদাস তথা গোলামের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছিল। সাহাবায়ে কেরাম তখন আলোচনায় বসে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তিন ঃ নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ও নিজের মালিকানাধীন ক্রীতদাসী ছাড়া তার বাইরে যৌনকামনা পূরণ যারা করতে চাইবে, তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবে। উল্লিখিত দু'টি বৈধ পথ ছাড়া যিনা, সমকাম বা হস্তমৈথুন ইত্যাদি সবই সীমালংঘনের আওতাভুক্ত ও হারাম।

চার ঃ এ আয়াত থেকে কেউ কেউ 'মুতা' বিবাহ তথা অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ হারাম হওয়ার বিধান বের করতে চান। আসলে 'মুতা' বিবাহ কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত দ্বারা হারাম হয়নি, বরং রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আবার কেউ কেউ হযরত উমর (রা)-কে 'মুতা' বিবাহ হারামকারী হিসেবে মনে করেন। আসলে এটা সঠিক নয়। 'মুতা' হারাম করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স), আর হযরত উমর (রা) এটার প্রচারক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। মূলত 'মুতা' বিবাহ কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষের মতে বৈধ হতে পারে না। কারণ তাহলে বেশ্যাবৃত্তিও বৈধ হতে আর কোনো বাধা থাকতে পারে না।

৮. 'আমানত' এবং 'ওয়াদা' দুটি শব্দই ব্যাপক অর্থবোধক। বিশ্ব-জাহানের মালিক, সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ যে আমানত কাউকে সোপর্দ করে এসবই আমানত শব্দের অন্তর্ভুক্ত। আর 'ওয়াদা' শব্দ দ্বারাও যাবতীয় চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে বা মানুষ ও মানুষের মধ্যে অথবা এক জাতি অপর জাতির মধ্যে সংঘটিত তা সবই বুঝায়। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খিয়ানত করে না এবং তার কৃত ওয়াদা চুক্তি ও অংগীকার কখনো ভঙ্গ করে না। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, "যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই, আর যার মধ্যে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুণ নেই তার দীনদারীও নেই।"

হাদীসে আমানত খিয়ানত করা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকীর চিহ্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ

হিফাযত করে।[৯] ১০. তারাই হবে উত্তরাধিকারী। ১১. তারা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের[১০] ;

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ

তারা হবে সেখানে অনন্তকাল স্থায়ী।[১১] ১২. আর আমি নিঃসন্দেহে মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। ১৩. অতপর

يُحَافِظُوْنَ-হিফাযত করে।⑩ أُولٰئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই হবে ; الْوٰرِثُوْنَ-(ال+وارثون)-উত্তরাধিকারী।⑪ الَّذِيْنَ-যারা ; يَرِثُوْنَ-তারা উত্তরাধিকারী হবে ; الْفِرْدَوْسَ-(ال+فردوس)-জান্নাতুল ফিরদাউসের ; هُمْ-তারা ; فِيْهَا-তাতে ; خٰلِدُوْنَ-অনন্তকাল স্থায়ী।⑫ وَ-আর ; لَقَدْ خَلَقْنَا-নিসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি ; الْإِنْسَانَ-(الا+انسان)-মানুষকে ; مِنْ-থেকে ; سُلٰلَةٍ-নির্যাস ; مِنْ طِيْنٍ-মাটির।⑬ ثُمَّ-অতপর ;

৯. দুই নম্বর আয়াতে 'সালাত' শব্দকে একবচন আর এ ৯ আয়াতে 'সালাওয়াত' বহুবচনে আনা হয়েছে। প্রথম আয়াতে মূল নামায আর এখানে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে। নামাযগুলোর সংরক্ষণ-এর অর্থ নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম-কানুন, আরকান-আহকাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, অযু, ধীরস্থিরভাবে নামাযের রুকনগুলো পালন এবং বুঝে শুনে কেরআত পাঠ ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখা। মু'মিনরা নামাযের সমস্ত আরকান পরোপুরি প্রশান্ত অন্তরে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আদায় করে। তারা নামাযে যা কিছু পাঠ করে তা এমনভাবে পাঠ করে যে, কোনো গোলাম তার মুনিবের কাছে করুণভাবে কোনো আবেদন পেশ করছে। কোনো বাঁধাধরা বুলি আওড়ানোর মত বক্তব্য পড়ে দিয়েই শেষ করে দেয় না।

১০. অর্থাৎ উল্লিখিত গুণের অধিকারী মু'মিনরা ফিরদাউস নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। উত্তরাধিকারী বলে ইশারা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পদের মালিকানা যেমন উত্তরাধিকারীদের জন্য নিশ্চিত, তেমনি এসব গুণের অধিকারী মু'মিনদের 'জান্নাতুল ফিরদাউস'-এ প্রবেশ করাটা একই রকম নিশ্চিত।

'ফিরদাউস' শব্দটি অতি প্রাচীন শব্দ। কুরআনের আগে আইয়ামে জাহিলিয়াতেও এ শব্দটির ব্যবহার ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণের কিছুটা পার্থক্য সহকারে এ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে অনেকগুলো বাগানের যোগফলকে ফিরদাউস বলা হয়েছে। সূরা আল কাহাফে বলা হয়েছে—"তাদের মেহমানদারীর জন্য ফিরদাউসের বাগানগুলো রয়েছে।"

১১. এ পর্যন্ত আলোচিত আয়াতগুলো থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে আসে তা হলো—

جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

আকে আমি স্থাপন করি শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে। ১৪. তারপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতপর জমাট রক্তকে পরিণত করি

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ

গোশ্তপিণ্ডে, এরপর গোশ্তপিন্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করি, পরে হাড়কে আমি গোশত দিয়ে ঢেকে দেই[১২] ; তারপর তাকে গড়ে তুলি

جَعَلْنٰهُ-(جعلنا+ه)-তাকে আমি স্থাপন করি ; نُطْفَةً-শুক্ররূপে ; فِىْ قَرَارٍ-স্থানে ; مَّكِيْنٍ-সুরক্ষিত।⑭ثُمَّ-তারপর ; خَلَقْنَا-আমি পরিণত করি ; النُّطْفَةَ-(ال+نطفة)-শুক্রবিন্দুকে ; عَلَقَةً-জমাট রক্তে ; فَخَلَقْنَا-(ف+خلقنا)-তারপর পরিণত করি ; الْعَلَقَةَ-(ال+علقة)-জমাট রক্তকে ; مُضْغَةً-গোশ্ত পিণ্ডে ; فَخَلَقْنَا-(ف+خلقنا)-এরপর সৃষ্টি করি ; الْمُضْغَةَ-(ال+مضغة)-গোশ্তপিণ্ড থেকে ; عِظٰمًا-হাড় ; فَكَسَوْنَا-(ف+كسونا)-পরে আমি ঢেকে দেই ; الْعِظٰمَ-(ال+عظام)-হাড়কে ; لَحْمًا-গোশত দিয়ে ; ثُمَّ-তারপর ; اَنْشَاْنٰهُ-(انشانا+ه)-আমি তাকে গড়ে তুলি ;

(ক) ঈমান এনে যারা উল্লিখিত গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং সে অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করবে, তারা দুনিয়ার যে কোনো দেশ-জাতি বা গোত্রের লোক হোক না কেন তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই সফল হবে।

(খ) ঈমান, সৎচরিত্র গঠন ও নেকআমল এ সবের সম্মিলনেই সফলতা অর্জিত হয়। ঈমান বিহীন সচ্চরিত্র ও নেকআমল দ্বারা যেমন সফলতা অর্জিত হবে না, তেমনি সৎচরিত্র ও নেকআমল বিহীন ঈমান দ্বারাও সফলতা আসবে না। অর্থাৎ সফলতার জন্য আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে সে অনুসারে নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও সৎকাজের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

(গ) সফলতা একটি ব্যাপক কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ার জীবনে বৈষয়িক প্রাচুর্য, সম্পদশালিতা ও সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিই মূল সফলতা। আর তা ঈমান ও সৎকাজ ছাড়া লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। পথভ্রষ্ট গুমরাহ লোকদের সাময়িক প্রাচুর্য ও মু'মিনদের সাময়িক বিপদ-মসীবত দ্বারা সফলতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উল্লিখিত গুণগুলোকে পেশ করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনার সাথেও এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক রয়েছে।

১২. মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আ) থেকে। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটির সার পদার্থ থেকে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। তারপর সেই প্রথম মানুষের শুক্র বা বীর্য থেকেই পরবর্তী মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়েছে। শুক্র

خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ⑭ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ⑮

অন্য এক সৃষ্টি হিসেবে[১৩] ; অতএব কতই না কল্যাণময় আল্লাহ যিনি কারিগরদের মধ্যে সর্বোত্তম।[১৪] ১৫. পুনরায় তোমরা নিশ্চয়ই এরপরে মৃত হবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ⑯ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ

১৬. অতপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে। ১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের উপর সাতটি পথ তৈরী করেছি[১৫] ;

خَلْقًا-এক সৃষ্টি হিসেবে ; اٰخَرَ-অন্য ; فَتَبٰرَكَ-(ف+تبارك)-অতএব কতই না কল্যাণময় ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَحْسَنُ-যিনি সর্বোত্তম ; الْخٰلِقِيْنَ-কারিগরদের মধ্যে। ⑮ ثُمَّ-পুনরায় ; اِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয়ই তোমরা ; بَعْدَ-পরে ; ذٰلِكَ-এর ; لَمَيِّتُوْنَ-মৃত হবে। ⑯ ثُمَّ-অতপর ; اِنَّكُمْ-(ان+كم)-অবশ্যই তোমাদেরকে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; تُبْعَثُوْنَ-আবার জীবিত করে উঠানো হবে। ⑰ وَ-আর ; لَقَدْ خَلَقْنَا-(ل+قد خلقنا)-নিসন্দেহে আমি তৈরি করেছি ; فَوْقَكُمْ-(فوق+كم)-তোমাদের উপরে ; سَبْعَ-সাতটি ; طَرَآئِقَ-পথ ;

থেকে যেসব স্তর অতিক্রম করে মানুষের সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়, তাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ অতপর আমি তাকে এমন এক সৃষ্টি হিসেবে বিকশিত করি, তথা তার মধ্যে রূহের অনুপ্রবেশ ঘটাই। এখানে ইশারা করা হয়েছে যে, একটি শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন কেউ কি ধারণা করতে পারে যে, এ শিশু বাইরে এসে একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে এবং আশ্চর্যজনক শক্তি ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার মধ্যে শোনার শক্তি, দেখার শক্তি, কথা বলার শক্তি বা বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই থাকে না। কিন্তু বাইরে এসেই ভিন্ন এক সৃষ্টিরূপে উল্লিখিত গুণগুলো পর্যায়ক্রমে সে লাভ করে। গর্ভে অবস্থানকালে তার সাথে শোনা, দেখা বা বলার সাথে কোনো সম্পর্কই ছিল না ; অথচ এখন সে শোনে, দেখে এবং এক সময়ে সে বলতে সক্ষম হয়। অতপর সে অভিজ্ঞতা ও সরাসরি দেখার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা শুরু করে। একইভাবে জীবনের বিভিন্ন স্তর তথা কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আভির্ভূত হয়।

১৪. 'তাবারাকাল্লাহ' অর্থ আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং মানুষের ধারণা-অনুমানের চেয়ে তিনি অনেক বেশী কল্যাণ ও সদগুণের অধিকারী। এমন কি তাঁর কল্যাণের ধারা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না। মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া উল্লেখ করার পর একথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, যে আল্লাহ একটি মাটির ঢেলাকে ক্রমোন্নতি দানের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ মানবিক মর্যাদায় পৌছে দেন—সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শরীক হবে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ⑰ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ

এবং আমি সৃষ্টি সম্পর্কে গাফেল নই।[১৬] ১৮. আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণমত তারপর আমি তা সংরক্ষণ করি

فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ⑱ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ

যমীনে;[১৭] এবং আমি তা নিয়ে যেতেও অবশ্যাই সক্ষম।[১৮] ১৯. তারপর আমি তাদ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করি

-وَ-এবং ; مَاكُنَّا-আমি নই ; عَنْ-সম্পর্কে ; الْخَلْقِ-(ال+خلق)-সৃষ্টি ; غٰفِلِيْنَ-গাফেল। ⑱ وَ-আর ; اَنْزَلْنَا-আমি বর্ষণ করি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاۤءِ-(ال+سماء)-আসমান থেকে ; مَاۤءً-পানি ; بِقَدَرٍ-পরিমাণ মত ; فَاَسْكَنّٰهُ-(ف+اسكنا+ه)-তারপর আমি তা সংরক্ষণ করি ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-এবং ; اِنَّا-আমি অবশ্যাই ; عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ-(على+ذهاب+به)-নিয়ে যেতেও ; لَقٰدِرُوْنَ-অবশ্যই সক্ষম। ⑲ فَاَنْشَاْنَا-(ف+انشانا)-তারপর আমি সৃষ্টি করি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; بِهٖ-তা দ্বারা ;

১৫. অর্থাৎ তোমাদের উপর সাতটি পথ তৈরী করেছি। অথবা তোমাদের উপর সাতটি স্তর তৈরি করেছি। প্রথম অর্থ অনুসারে সাতটি গ্রহের কক্ষপথ বুঝানো হয়েছে। যেহেতু সেই যুগে সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল। তাই সাতটি কক্ষপথের কথাই বলা হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, এ সাতটি ছাড়া আর গ্রহ নেই আর কক্ষপথও নেই।

আর দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হবে "আমি তোমাদের উপর সাতটি স্তর (আকাশ) সৃষ্টি করেছি।"

১৬. অর্থাৎ যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি সে সম্পর্কে আমি গাফিল ছিলাম না বা এখনও নই। এসব সৃষ্টি হঠাৎ করে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি এমনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি ; বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ সজ্ঞান ও সচেতনতা সহকারেই এসব সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমার সকল সৃষ্টির প্রত্যেকের প্রতিটি প্রয়োজন সম্পর্কেও আমি অবগত। কোনো সৃষ্টিকেই আমি আমার পরিকল্পনার বাইরে তৈরি করিনি এবং পরিকল্পনার বাইরে চলতেও দেইনি। প্রতিটি বালুকনা ও পত্র-পল্লবের অবস্থা সম্পর্কেই আমি অবগত।

১৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টির সূচনাতেই একই সাথে দুনিয়া নামক এ গ্রহটির উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পশুপাখি এবং মানব জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যত পানি প্রয়োজন তা একই সাথে তৈরি করে দুনিয়ার নিম্নভূমিতে রেখে দিয়েছেন। এ পানিই সাগর-মহাসাগরে এবং ভূগর্ভে সংরক্ষিত আছে। একই পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে বৃষ্টি আকারে আবার দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এ বিশুদ্ধ পানি আবার বরফ আকারে পাহাড়-পর্বতে সঞ্চিত রয়েছে এবং বৃষ্টিহীন মৌসুমে নদী-নালা ও খাল-বিলের মাধ্যমে সাগরে গিয়ে পড়ছে। এভাবে একই পানি বারবার ব্যবহার হচ্ছে—দূষিত হচ্ছে আবার পরিশুদ্ধ হচ্ছে এবং পুনঃ ব্যবহার হচ্ছে।

جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا

খেজুর ও আংগুরের বাগান ; তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল ফলাদি[১৯] এবং তা থেকে

تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ

তোমরা খেয়ে থাক।[২০] ২০. আর (তা দ্বারা সৃষ্টি করি) এক ধরনের গাছ, তা সিনাই পাহাড়ে জন্মায়[২১], এতে উৎপন্ন হয় তৈল

وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢١﴾ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ

ও আহারকারীদের জন্য সবজী। ২১. আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চৌপায়া জন্তুতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ; আমি তোমাদেরকে পান করাই

جَنّٰتٍ-বাগান ; مِّنْ نَّخِيْلٍ-(من+نخيل)-খেজুরের ; وَّ-ও ; اَعْنَابٍ-আংগুরের ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِيْهَا-তাতে ; فَوَاكِهُ-ফল ফলাদি ; كَثِيْرَةٌ-প্রচুর ; وَّ-এবং ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; تَاْكُلُوْنَ-তোমরা খেয়ে থাক। ﴿٢٠﴾ وَّ-আর ; شَجَرَةً-এক ধরনের গাছ ; تَخْرُجُ-তা জন্মায় ; مِنْ طُوْرِ-পাহাড়ে ; سَيْنَاءَ-সিনাই ; تَنْۢبُتُ-উৎপন্ন হয় ; بِالدُّهْنِ-(ب+ال+دهن)-এতে তৈল ; وَّ-ও ; صِبْغٍ-তরকারী ; لِّلْاٰكِلِيْنَ-(ل+ال+اكلين)-আহারকারীদের জন্য। ﴿٢١﴾ وَّ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে; فِى الْاَنْعَامِ-(فى+ال+انعام)-চৌপায়া জন্তুতে ; لَعِبْرَةً-শিক্ষণীয় বিষয় ; نُسْقِيْكُمْ-(نسقى+كم)-আমি তোমাদেরকে পান করাই ;

১৮. অর্থাৎ এ পানিকে আমি চাইলে অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারি। অসংখ্য পদ্ধতি আছে যার সাহায্যে পানিকে আমি বিলীন করে দিতে পারি।

সূরা মুলকের ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে—"আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো, যমীন যদি তোমাদের পানিকে শোষণ করে নেয় তবে কে তোমাদেরকে বহমান ঝর্ণাধারা এনে দেবে ?"

১৯ অর্থাৎ খেজুর ও আংগুর ছাড়া আরও অনেক রকমের ফল-ফলাদি এ পানির সাহায্যেই তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি।

২০. অর্থাৎ এসব বাগানে উৎপাদিত ফল-ফলাদি ও বাগানের আয় তোমাদের জীবিকার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ তোমরা বাগানের ফল নিজেরা খাও, ফল বিক্রি করে যে অর্থ পাও তা দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ কর, বাগানের কাঠ বিক্রি করে তা দিয়ে প্রয়োজন মেটাও। 'মিনহা তা'কুলূন' থেকে এসব অর্থই বুঝায়।

مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

তা থেকে যা আছে তাদের পেটে[২২] এবং তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে আরও অনেক উপকারিতা, আর তা থেকে কতেক তোমরা খেয়ে থাক।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○ ㉒

২২. আর তাতে (পশুগুলোতে) এবং নৌকা-জাহাজে তোমাদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।[২৩]

مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; فِي بُطُونِهَا-(فى+بطون+ها)-আছে তাদের পেটে ; وَ-এবং ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِيهَا-তাতে ; مَنَافِعُ-উপকারিতা ; كَثِيرَةٌ-অনেক ; وَّ-আর ; مِنْهَا-তা থেকে কতেক ; تَأْكُلُونَ-তোমরা খেয়ে থাক। ㉒ وَ-আর ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তাতে (পশুগুলোতে) ; وَ-এবং ; عَلَى الْفُلْكِ-(على+ال+فلك)-নৌকা জাহাজে ; تُحْمَلُونَ-তোমাদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

২১. অর্থাৎ জায়তুন গাছ। সিনাই পাহাড় ও এর আশেপাশের এলাকায় এ গাছগুলো অত্যন্ত পরিচিত এবং ভূমধ্যসাগরীয় এ এলাকাকে এ গাছের স্বদেশ বললেও বেশী বলা হবে না। এসব এলাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে জয়তুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গাছগুলো দীর্ঘদিন তথা দেড়-দু'হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচে।

২২. অর্থাৎ পশুর খাদ্য থেকে রক্ত ও গোবরের মাঝখানে তৃতীয় আর একটি জিনিস 'দুধ' তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি, যা একটি সুমিষ্ট সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়। এর মধ্যেও তোমাদের চিন্তা-ফিকির করার উপকরণ রয়েছে।

২৩. অর্থাৎ গবাদি পশুর 'দুধ' 'গোশত' খাওয়া ছাড়াও আরও অনেক কাজে সেগুলোকে ব্যবহার কর। যেমন উটকে স্থলপথে তোমাদের মাল-সামান পরিবহনের কাজে ব্যবহার কর। জলপথে নৌকা-জাহাজকে যেভাবে পরিবহনের কাজে ব্যবহার কর, তেমনি উটও স্থলভাগের জাহাজ হিসেবে তোমাদের সহায়তা করে।

১ম রুকূ' (১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যারা মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত গ্রহণ করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে মু'মিন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২. দুই থেকে নয় নম্বর পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী মু'মিনদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার নিশ্চয়তা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. মু'মিনদের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলো হলো—

(১) নামাযে খুশূ'-খুযূ' অবলম্বন করা, (২) বাজে কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে দূরে থাকা, (৩) যাকাত-এর নিয়মে জীবনের সকল দিককে পরিশুদ্ধ করা, (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করা, (৫) নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করা, (৬) নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪. যেসব মু'মিন উল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করবে তারা অবশ্যই জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে। আমাদেরকে অবশ্যই উক্ত গুণগুলো অর্জন করার জন্য সদা-সর্বদা সচেতনভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টিকে সিজদার স্থানে রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে।

৬. আলস্যভাবে ডানে বা বামে কাত হয়ে দাঁড়ানো, মাথা উপরে তুলে সামনের দিকে বা উপরের দিকে তাকানো, রুকূ' সিজদায় তাড়াহুড়ো করা, রুকূ' থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া, এক সিজদা থেকে সোজা হয়ে না বসে পরবর্তী সিজদায় যাওয়া ইত্যাদি অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

৭. অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে।

৮. যাকাত যেমন সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, তেমনি জীবনের সকল দিককে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

৯. আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষেত্র ছাড়া নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করা যাবে না।

১০. আল্লাহর দেয়া আমানত বা মানুষের দেয়া আমানত, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক—সকল আমানত-ওয়াদা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

১১. সকল নামায যথাযথভাবে হক আদায় করে সমাজে কায়েম করার চেষ্টা করতে হবে।

১২. মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয়েছে মাটির নির্যাস থেকে। আর এ নির্যাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে প্রথম মানব হযরত আদম (আ)।

১৩. তারপর থেকে মানুষের দেহ নির্গত শুক্র বা বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলে আসছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই মানুষ সৃষ্টির ধারা চলতে থাকবে।

১৪. আল্লাহ মানুষকে কোনো নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। আর স্রষ্টা তিনি-ই যিনি কোনো প্রকার নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ দিক থেকে স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ।

১৫. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আকাশের সাতটি স্তর, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ, মানুষের মত এত সুন্দর ও বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং সেই মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ কোনো এক মহৎ লক্ষ্যেই এসব সৃষ্টি করেছেন। তিনি অবশ্যই সৃষ্টি সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারেন না।

১৬. আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণা করে দেখতে হবে যে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং যমীনে তা সংরক্ষণ করেন—এ পানি যদি তিনি ভূগর্ভে নিয়ে যান তাহলে এ দুনিয়াতে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ কিছুই বাঁচতে পারবে না।

১৭. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে সকল প্রাণবিশিষ্ট সত্তার অস্তিত্ব পানির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

১৮. গৃহ পালিত চতুষ্পদ প্রাণীগুলো থেকে আমরা যে উপকার লাভ করি তা-ও চিন্তা-গবেষণা করার বিষয়। এগুলোকে যদি মানুষের অনুগত করে দেয়া না হতো তাহলে কিভাবে আমরা তা থেকে উপকার লাভ করতাম।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ

২৩. আর নিঃসন্দেহে আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম,[২৪] তখন তিনি বলেছিলেন—হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই

غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ

তিনি ছাড়া, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?[২৫] ২৪. তখন তাঁর জাতির নেতারা যারা কুফরী করেছিল—তারা বললো—এতো নয়

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً

তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া (অন্য কিছু)।[২৬] সে তোমাদের উপর মর্যাদা পেতে চায় ;[২৭] আল্লাহ যদি চাইতেন (রাসূল হিসেবে) একজন ফেরেশতাই নাযিল করতেন।[২৮]

﴿٢٣﴾ وَ-আর ; لَقَدْ اَرْسَلْنَا-(ل+قد ارسلنا)-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; نُوْحًا-নূহকে ; اِلٰى-নিকট ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর জাতির ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তিনি বলেছিলেন ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার জাতি ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِّنْ اِلٰهٍ-(من+اله)-অন্য কোনো ইলাহ ; غَيْرُهٗ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; اَفَلَا تَتَّقُوْنَ-(ا+ف+لاتتقون)-তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না। ﴿٢٤﴾ فَقَالَ-(ف+قال)-তখন বললো ; الْمَلَؤُا-(ال+ملؤ)-নেতারা ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিল ; مِنْ قَوْمِهٖ-(من+قوم+ه)-তাঁর জাতির ; مَا-নয় ; هٰذَا-এ-তো ; اِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু) ; بَشَرٌ-একজন মানুষ ; مِّثْلُكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো ; يُرِيْدُ-সে চায় ; اَنْ يَّتَفَضَّلَ-মর্যাদা পেতে ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের উপর ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَاَنْزَلَ-অবশ্যই তিনি নাযিল করতেন ; مَلٰئِكَةً-একজন ফেরেশতা ;

২৪. নূহ (আ)-এর ঘটনা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসেছে। যেমন সূরা আল আ'রাফের ৫৯ আয়াত থেকে ৬৪ আয়াত ; সূরা ইউনুসের ৭১ আয়াত থেকে ৭৩ আয়াত ; সূরা হূদের ২৫ আয়াত থেকে ৪৮ আয়াত এবং সূরা আল আম্বিয়ার ৭৬ ও ৭৭ আয়াত। এসব স্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

২৫. অর্থাৎ তোমাদের আসল ইলাহতো আল্লাহ। যিনি সমস্ত জগতের মালিক ও প্রতিপালক। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় লিপ্ত, সেগুলো কি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে ? আল্লাহর পাকড়াওর ভয় কি তোমাদের নেই ?

২৬. অতীতকাল থেকে মানুষের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি কাজ করে আসছে, তাহলো যারা নবী-রাসূল হবেন, তাঁরা মানুষ হতে পারবেন না, আর যারা মানুষ হয়ে নবী-রাসূল হওয়ার দাবী করবে তারা সত্যবাদী নয়। অর্থাৎ নবী মানুষ হতে পারবে না আর মানুষ নবী হতে পারবে না। কুরআন মাজীদ এ জাহেলী ধারণার প্রতিবাদ করে বারবার বলছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন। এমনকি প্রথম নবীই প্রথম মানুষ ছিলেন। অথচ তখনতো আর কোনো মানুষ ছিল না। আল্লাহ প্রথম মানুষের জন্য কোনো ফেরেশতাকেই পাঠাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল মানুষদের মধ্য থেকে হওয়াই বিবেক-বুদ্ধির দাবী।

২৭. এটা হলো বাতিলের প্রাচীন অস্ত্র। যখনই দুনিয়াতে কোনো নবী দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তখনই সমসাময়িক বাতিল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও তাদের তোষামোদকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে, এর উদ্দেশ্য হলো শুধু ক্ষমতা দখল করা। হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর বিরুদ্ধে ফেরআউন অভিযোগ তুলেছিল যে, "তোমরা যমীনে যেন ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ করতে পার" সেজন্য এসব ফন্দি এটেঁছো। হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, এ ব্যক্তি ইয়াহুদীদের বাদশাহ হতে চায়। আর কুরাইশ নেতারাতো রাসূলুল্লাহ-কে কয়েকবারই ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁর দাওয়াত বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। নবী-রাসূলগণ মানব জাতির সংস্কার করতে গিয়ে যে অভিযোগের মুখে পড়েছিলেন, তাঁদের সেই সংস্কারের কাজ যারাই করতে অগ্রসর হবে, তাদের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগের প্রাচীন অস্ত্র বাতিল ব্যবস্থার ধারক-বাহকদের পক্ষ থেকে আরোপিত হবে। আর এটাই একান্ত স্বাভাবিক।

তবে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, সকল নবী-রাসূলের সাথে এ সম্পর্কে বাতিলের যে সংঘর্ষ-মুকাবিলা হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত নবী-রাসূলগণই জয়ী হয়েছেন। নবীদের দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে ময়দানে আসলে সকল যুগেই একই অবস্থা-ই সৃষ্টি হবে। বাতিলের পক্ষ থেকে সেই পুরনো অভিযোগ উত্থাপিত হবে। দাওয়াত যখনই সফল হবে, তার স্বাভাবিক পরিণতিতে জনগণের পক্ষ থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হবে। দুনিয়াতে সকল নবী ও রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল তাদের দাওয়াতকে কার্যত প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের দাওয়াতের সফলতা তাঁদেরকে অবশ্যই জনগণের নেতায় পরিণত করেছে। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, তাঁরা ক্ষমতালোভী ছিলেন। ক্ষমতা লাভ এ কাজের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি হলেও এটা মূল উদ্দেশ্য নয়।

২৮. কাওমে নূহের এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত যে, তারা আল্লাহকে অস্বীকার করতো না এবং ফেরেশতারা যে বিশ্ব-জাহানের প্রভু আল্লাহর অনুগত অপর এক সৃষ্টি তাও তারা বিশ্বাস করতো। তাদের গুমরাহী ছিল, তারা আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যকে শরীক করতো।

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ

আমারাতো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ (ঘটেছে বলে) শুনিনি। ২৫. সেতো এমন লোক ছাড়া (অন্য কিছু) নয়, যাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি পেয়ে বসেছে ;

فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾

সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ২৬. তিনি (নূহ) বললেন "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, কেননা তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে।[২৯]"

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا

২৭. অতপর আমি তাঁর প্রতি ওহী পাঠালাম যে, আপনি নৌকা তৈরি করুন—আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুসারে, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে

وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ

এবং চুলা (থেকে পানি) উথলে উঠতে থাকবে[৩০], তখন উঠিয়ে নেবেন প্রত্যেক (প্রাণী থেকে) এক এক জোড়া এবং আপনার পরিবার পরিজনকে, তাকে ছাড়া

مَا سَمِعْنَا-আমরা তো শুনিনি ; بِهٰذَا-(ب+هذا)-এরূপ (ঘটেছে বলে) ; فِيْٓ-মধ্যে ; اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ-(اباء+نا+ال+اولين)-পূর্বপুরুষদের মধ্যে।﴿٢٥﴾ اِنْ-নয় ; هُوَ-সে তো ; اِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু) ; رَجُلٌ-এমন লোক ; بِهٖ-যাকে ; جِنَّةٌ-মস্তিষ্ক বিকৃতি পেয়ে বসেছে ; فَتَرَبَّصُوْا-(ف+تربصوا)-সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো ; بِهٖ-তার সম্পর্কে; حَتّٰى-পর্যন্ত ; حِيْنٍ-কিছুকাল।﴿٢٦﴾ قَالَ-তিনি (নূহ) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; انْصُرْنِيْ-(انصر+نى)-আমাকে সাহায্য করুন ; بِمَا-কেননা ; كَذَّبُوْنِ-(كذبوا+نى)-তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে।﴿٢٧﴾ فَاَوْحَيْنَآ-(ف+اوحينا)-অতপর আমি ওহী পাঠালাম ; اِلَيْهِ-তার প্রতি ; اَنِ-যে, اصْنَعِ-আপনি তৈরি করুন ; الْفُلْكَ-(ال+فلك)-নৌকা ; بِاَعْيُنِنَا-(ب+اعين+نا)-আমার চোখের সামনে ; وَ-ও ; وَحْيِنَا-আমার ওহী অনুসারে ; فَاِذَا-(ف+اذا)-তারপর যখন ; جَآءَ-আসবে ; اَمْرُنَا-(امر+نا)-আমার আদেশ ; وَ-এবং ; فَارَ-উথলে উঠতে থাকবে ; التَّنُّوْرُ-(ال+تنور)-চুলা (থেকে পানি) ; فَاسْلُكْ-(ف+اسلك)-তখন উঠিয়ে নেবেন ; فِيْهَا-তাতে (নৌকায়) ; مِنْ-থেকে ; كُلٍّ-প্রত্যেক (প্রাণী) ; زَوْجَيْنِ-জোড়া ; اثْنَيْنِ-এক এক ; وَ-এবং ; اَهْلَكَ-(اهل+ك)-আপনার পরিবার-পরিজনকে ; اِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তাকে ;

سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ

তাদের মধ্যে যার সম্পর্কে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ; আর আপনি তাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন না, যারা যুল্ম করেছে ;

إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ

তারা অবশ্যই ডুবে মরবে। ২৮. অতপর যখন নৌকায় ঠিক হয়ে বসবেন, আপনি ও যারা আপনার সাথে আছে তারা, তখন বলবেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي

"সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম কাওম থেকে উদ্ধার করেছেন।[৩১]" ২৯. আর বলুন—"হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে অবতারণ করুন

سَبَقَ-আগেই হয়ে গেছে ; عَلَيْهِ-যার সম্পর্কে ; الْقَوْلُ-(ال+قول)-সিদ্ধান্ত ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; وَ-আর ; لَاتُخَاطِبْنِي-(لاتخاطب+نى)-আপনি আমাকে কিছু বলবেন না ; فِي-সম্পর্কে ; الَّذِينَ-তাদের ; ظَلَمُوا-যারা যুল্ম করেছে ; اِنَّهُمْ-তারা অবশ্যই ; مُغْرَقُونَ-ডুবে মরবে। ﴿٢٨﴾ فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; اسْتَوَيْتَ-ঠিক হয়ে বসবেন ; اَنْتَ-আপনি ; وَ-ও ; مَنْ-যারা আছে ; مَعَكَ-(مع+ك)-আপনার সাথে ; عَلَى الْفُلْكِ-নৌকায় ; فَقُلِ-(ف+قل)-তখন বলবেন ; الْحَمْدُ-(ال+حمد)-সকল প্রশংসাই ; لِلّٰهِ-(ل+الله)-আল্লাহর জন্য ; الَّذِي-যিনি ; نَجّٰنَا-(نجى+نا)-আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন ; مِنَ-থেকে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-কাওম থেকে ; الظّٰلِمِينَ-যালিম। ﴿٢٩﴾ وَ-আর ; قُلْ-বলুন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَنْزِلْنِي-(انزل+نى)-আমাকে অবতারণ করুন ;

২৯. অর্থাৎ এরা যে আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে সেজন্য তুমি তাদের শাস্তি দাও। সূরা নূহের ২৬ ও ২৭ আয়াতেও নূহ (আ)-এর জাতির প্রতি তাঁর বদদোয়া উল্লিখিত হয়েছে এভাবে—"আর নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! এ যমীনে কাফিরদের একজন বাসিন্দাকে ছেড়ে দেবেন না, আপনি যদি তাদের ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে গুমরাহ করবে এবং তারা দুষ্কৃতকারী ও কাফির ছাড়া অন্য কিছু জন্ম দেবে না।"

সূরা আল কামারের ১০ আয়াতে বলা হয়েছে—

"অতপর তিনি (নূহ) তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন, আমিতো অসহায়, অতএব তুমি বদলা নাও।"

৩০. 'তান্নুর' চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এ অর্থই সুপরিচিত ও অধিকাংশ মুফাসসির কর্তৃক সমর্থিত। কারো মতে এর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। আবার কেউ

مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝٣٠ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ

কল্যাণময় অবতারণ, আর অবতারণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম তো আপনিই।[৩২]
৩০. এতে অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে[৩৩] এবং

اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ۝٣١ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٣٢ فَاَرْسَلْنَا

আমিতো অবশ্যই পরীক্ষাকারী।[৩৪] ৩১. অতপর আমি সৃষ্টি করেছিলাম তাদের পরে অপর এক সম্প্রদায়।[৩৫] ৩২. তারপর আমি পাঠিয়েছিলাম

مُنْزَلًا-অবতারণ ; مُبٰرَكًا-কল্যাণময় ; وَ-আর ; اَنْتَ-আপনিই ; خَيْرُ-সর্বোত্তম তো ; الْمُنْزِلِيْنَ-(ال+منزلين)-অবতারণকারীদের মধ্যে।৩০ اِنَّ-অবশ্যই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিদর্শনাবলী ; وَّ-এবং ; اِنْ كُنَّا-আমিতো ; لَمُبْتَلِيْنَ-অবশ্যই পরীক্ষাকারী।৩১ ثُمَّ-অতপর ; اَنْشَاْنَا-আমি সৃষ্টি করেছিলাম ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; قَرْنًا-এক সম্প্রদায় ; اٰخَرِيْنَ-অপর।৩২ فَاَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-তারপর আমি পাঠিয়েছিলাম ;

এর দ্বারা বিশেষ চুল্লী অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা কুফার মসজিদে বা সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল।

৩১. কাওমে নূহ যে কতটুকু অসৎ, দুশ্চরিত ও সীমা লংঘনকারী ছিল তা নূহ (আ)-কে আল্লাহ্ কর্তৃক শিখিয়ে দেয়া এ দোয়ার মাধ্যমেই অনুধাবন করা যায়। একটা জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার হুকুম দেয়া থেকে তাদের অধপতন সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায়।

৩২. এর আরেক অর্থ আপ্যায়ন বা মেহমানদারী। এ অর্থের দিক থেকে আয়াতের অর্থ হবে "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে উত্তমভাবে মেহমানদারী করুন, আর আপনিতো সর্বোত্তম মেজবান।"

৩৩. অর্থাৎ নূহ (আ)-এর জাতির লোকেরা যেভাবে তাঁর দাওয়াতের জবাবে অসহনীয় আচরণ করেছে এবং তাদের যে করুণ অবস্থা হয়েছিল, তা থেকে মক্কার কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ তাদের অবস্থাও কাওমে নূহ-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; তাদের পরিণতিও অনুরূপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

৩৪. অর্থাৎ পরীক্ষা তো আমাকে অবশ্যই করতে হবে। কোনো জাতিকে নিজের রাজ্যে নিজের অসংখ্য জিনিসের উপর কর্তৃত্ব দান করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং সে জাতি আমার দেয়া কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে। কাওমে নূহের সাথে যা কিছু ঘটেছে, পরীক্ষার নিয়মেই তা ঘটেছে। সবার সাথেই একইভাবে পরীক্ষার নিয়মেই আচরণ করা হবে।

فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল (তিনি বলেছিলেন) যে—'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না' ?

فِيهِمْ-(فى+هم)-তাদের কাছে ; رَسُولًا-একজন রাসূল ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; أَنِ-যে ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِّنْ إِلَٰهٍ-(من+اله)-অন্য কোনো ইলাহ ; غَيْرُهُ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; أَفَلَا تَتَّقُونَ-(ا+ف+لاتتقون)-তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?

৩৫. এখানে আদ বা সামূদ জাতি অথবা উভয় জাতির কথা বলা হয়েছে বলে কেউ কেউ বলেন। কাওমে আদের নিকট হযরত হূদ (আ)-কে পাঠানো হয়েছিল। আর সামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ)-কে পাঠানো হয়েছিল। এসব জাতি তাদের হঠকারিতার কারণে এক বিকট আওয়াজ দ্বারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে 'কাওমে আদ' এর কথাই বলা হয়েছে, কেননা 'কাওমে নূহ'-এর পর এ জাতিটিকেই অত্যন্ত শক্তিশালী করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

২য় রুকূ' (২৩-৩২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত নূহ (আ) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তাঁর জাতিকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন ; কিন্তু নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক লোক তাঁর দাওয়াতের সাড়া দিয়েছিলেন। নবী-রাসূলগণ ছিলেন ধৈর্যের জ্বলন্ত প্রতীক।

২. সকল নবীর দাওয়াতের মূল কথা ছিল—তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

৩. নবীদের দাওয়াত যেমন একই ছিল। তেমনি তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার প্রকার প্রকৃতিও একই ছিল।

৪. নবীদের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি-অভিযোগ তোলা হয়েছিল, নবীদের দাওয়াত নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে উঠে দাঁড়াবে তাদের বিরুদ্ধেও সেই একই প্রকার ও প্রকৃতির বিরোধিতা চালু হয়ে যাবে।

৫. সকল যুগেই ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তোষামোদকারী শক্তিই নবী-রাসূলদের দীনী দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল।

৬. পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে সকল নবীর দাওয়াত একই ছিল। এরপরও এ বাতিল গোষ্ঠী একই কথাই বলেছে যে, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসব কথা শুনেইনি।

৭. নূহ (আ)-কে তাঁর জাতির শাসকগোষ্ঠী পাগল আখ্যায়িত করেছে এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে তাদের উপর নেমে এসেছে মহাপ্লাবনের শাস্তি।

৮. এ তুফান ও জলোচ্ছাস থেকে একটি প্রাণীও রেহাই পায়নি। তৎকালীন মানব বসতি ও প্রাণী জগত সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

৯. তুফানের আগেই আল্লাহ তাআলার হুকুমে নূহ (আ) এক বিশাল নৌকা বানান। আর প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর এক এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নেন।

১০. তাঁর পরিবারের মধ্য থেকে যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং অন্য যারা মু'মিন ছিল তাদেরকে নৌকায় উঠার জন্য তিনি বলেন। মু'মিনরা নবীর আদেশ মেনে নৌকায় আশ্রয় নেয়।

১১. যারা নবীর আদেশ লংঘন করে এবং নবীকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে আল্লাহর দীনের সাথে তাদের হঠকারিতার প্রতিফলস্বরূপ মহাপ্লাবনের পানিতে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১২. আল্লাহর আযাব যখন এসে পড়ে তখন আর তাওবা গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং সময় থাকতেই তাওবা করে আল্লাহর দরবারে গোনাহের ক্ষমা চাইতে হবে।

১৩. সকল বিপদ-মসীবতে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কোনো নবী-রাসূল, ফেরেশতা, পীর-ফকীর, জ্বীন-পরী বা অন্য কোনো শক্তির কাছে বিপদ উদ্ধারের জন্য দোয়া করা শিরক।

১৪. বিপদ উদ্ধারের পর একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করতে হবে। কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে একমাত্র তাঁরই। কারণ তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

১৫. কাওমে নূহ-এর এ পরিণতি থেকে সকল যুগের মানুষের বিশেষ করে আল্লাহর দীনের বিরোধী গোষ্ঠীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহদ্রোহী শক্তির পরিণতি এমনই হয়।

১৬. মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত দান করেছেন—মানুষের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি পর্যন্ত সবই আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ অবশ্যই তার প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ অবশ্যই গ্রহণ করবেন। এতে এক বিন্দু পরিমাণ সন্দেহও নেই।

১৭. কাওমে নূহ-এর পর আবার অপর এক কাওমকে আল্লাহ দুনিয়াতে শক্তিশালী করে পাঠিয়েছিলেন। তারাও আল্লাহর নাফরমানী করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১৮

৩৩ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ

৩৩. আর বলেছিল তাঁর জাতির নেতারা—যারা কুফরী করেছিল ও অস্বীকার করেছিল আখিরাতের সাক্ষাতকারকে এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম আমি প্রচুর ভোগের উপকরণ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ

দুনিয়ার জীবনে[৩৬]—এতো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়—তোমরা যা থেকে খাও সে ও তা থেকেই খায়,

وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ৩৪ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ

এবং সেও পান করে, যা থেকে তোমরা পান কর। ৩৪. আর যদি তোমরা মেনে চলো তোমাদের মতো একজন মানুষকে নিশ্চয় তোমরা

৩৩ وَ-আর ; قَالَ-বলেছিল ; الْمَلَأُ-(ال+ملا)-নেতারা ; مِنْ قَوْمِهِ-(من+قوم+ه)-তাঁর জাতির ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিল ; وَ-ও ; كَذَّبُوا-অস্বীকার করেছিল ; بِلِقَاءِ-(ب+لقاء)-সাক্ষাতকারকে; الْآخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; وَ-এবং ; أَتْرَفْنَاهُمْ-(اترفنا+هم)-তাদেরকে দিয়েছিলাম আমি প্রচুর ভোগের উপকরণ ; فِي الْحَيَاةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; مَا-নয় ; هَٰذَا-এতো ; إِلَّا-ছাড়া ; بَشَرٌ-একজন মানুষ ; مِثْلُكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো ; يَأْكُلُ-সে-ও খায় ; مِمَّا-(من+ما)-যা থেকে ; تَأْكُلُونَ-তোমরা খাও ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; وَ-এবং ; يَشْرَبُ-সেও পান করে ; مِمَّا-যা থেকে ; تَشْرَبُونَ-তোমরা পান কর। ৩৪ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; أَطَعْتُمْ-তোমরা মেনে চলো ; بَشَرًا-একজন মানুষকে ; مِثْلَكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয় তোমরা ;

৩৬. অর্থাৎ যারা নবীর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল তাদের অবস্থা ছিল—প্রথমত তারা ছিল জাতির নেতৃস্থানীয় লোক এবং পরকালে অবিশ্বাসী। আর তাই তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় ছিল না। দুনিয়ার জীবনটাই তাদের কাছে প্রধান ও প্রিয় ছিল। এর বাইরের কোনো চিন্তা তাদের মধ্যে ছিল না। দ্বিতীয়ত তাদের সুখ-সম্ভোগের উপকরণের কোনো অভাব ছিল না। তৃতীয়ত এটাকে তারা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তার প্রমাণ মনে করতো। সকল যুগেই নবীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধতায় এ তিনটি

إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم

তখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৭] ৩৫. সে কি তোমাদের সাথে ওয়াদা করে যে, যখন তোমরা মরেই যাবে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে, তখন নিশ্চয় তোমরা

مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

পুনর্জীবিত হবে। ৩৬. তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা বহুদূর—অসম্ভব। ৩৭. আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া সেরকম কিছু নেই—

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ

আমরা মরি ও বাঁচি (এখানেই), আর আমরা জীবিত হয়ে উঠবোনা। ৩৮. সে তো এমন লোক ছাড়া কিছু নয়, যে বানিয়ে নিয়েছে

اِذًا-তখন ; لَّخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ﴿٣٥﴾ اَيَعِدُكُمْ-(ا+يعد+كم)-সে কি তোমাদের সাথে ওয়াদা করে ; اَنَّكُمْ-(ان+كم)-যে-তোমরা ; اِذَا-যখন ; مِتُّمْ-তোমরা মরেই যাবে ; وَ-এবং ; كُنْتُمْ-তোমরা হবে ; تُرَابًا-মাটি ; وَّ-ও ; عِظَامًا-হাড়ে ; اَنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চিত তোমরা ; مُّخْرَجُوْنَ-তোমরা পুনর্জীবিত হবে। ﴿٣٦﴾ هَيْهَاتَ-বহুদূর ; هَيْهَاتَ-অসম্ভব ; لِمَا تُوْعَدُوْنَ-যে ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে তা। ﴿٣٧﴾ اِنْ-নেই ; هِيَ-সে রকম কিছু ; اِلَّا-ছাড়া ; حَيَاتُنَا-(حياة+نا)-আমাদের জীবন ; الدُّنْيَا-এ দুনিয়ার ; نَمُوْتُ-আমরা মরি ; وَ-ও ; نَحْيَا-আমরা বাঁচি ; وَ-আর ; مَا-না ; نَحْنُ-আমরা ; بِمَبْعُوْثِيْنَ-(ب+مبعوثين)-উঠবো জীবিত হয়ে। ﴿٣٨﴾ اِنْ-নয় ; هُوَ-সেতো ; اِلَّا-ছাড়া ; رَجُلٌ-এমন লোক ; افْتَرٰى-যে বানিয়ে নিয়েছে ;

মনোভাবই কাজ করেছে। মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধতায় যারা অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যেও এ মনোভাবই কাজ করেছে।

৩৭. অর্থাৎ এ লোক যে নবুওয়াত দাবী করছে, এটা তার ক্ষমতা লাভের বাহানা মাত্র। তাঁর নবুওয়াত মানা অর্থই তার নেতৃত্ব মেনে নেয়া। সে তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমাদের পানাহার আর তার পানাহারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; তারপরও যদি তোমরা আমাদের কথা অমান্য করে তার কথা মেনে চলো, তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা ছিল নূহের জাতির পরে যে জাতিকে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে জাতির সরদার তথা নেতৃস্থানীয় লোকদের কথা। তাদের নিকট যখন আল্লাহ প্রেরিত নবী দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন তারা লোকদের এসব বলে দীনের দাওয়াত থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের এসব কথার মূল লক্ষ হলো নতুন নেতৃত্ব তথা নবীর নেতৃত্ব যা এখন প্রতিষ্ঠা লাভের পথে। তাদের মতে, নবাগত কোনো লোকের মধ্যে

عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা[৩৮] এবং আমরা তো তার প্রতি বিশ্বাসী হতে পারি না। ৩৯. তিনি (রাসূল) বললেন—হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

﴿٤٠﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤١﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

৪০. তিনি (আল্লাহ) বললেন—খানিক পরে তারা অবশ্যই লজ্জিত হয়ে পড়ে থাকবে। ৪১. অতপর সত্যই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করলো,

فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا

ফলে আমি তাদেরকে ঢেউ তাড়িত জঞ্জালে পরিণত করে দিলাম,[৩৯] সুতরাং এমন যালিম জাতির জন্য ধ্বংস। ৪২. অতপর আমি সৃষ্টি করেছিলাম তাদের পরে অনেক জাতি—

اٰخَرِيْنَ ﴿٤٣﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ

অন্যান্য ৪৩. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত সময়কে এগিয়ে নিতে পারে না, আর না পারে পিছিয়ে নিতে। ৪৪. অতপর আমি আমার রাসূলদেরকে একের পর এক পাঠিয়েছি ;

عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; كَذِبًا-মিথ্যা ; وَ-এবং ; مَا-পারি না ; نَحْنُ-আমরাতো ; لَهٗ-তার প্রতি ; بِمُؤْمِنِيْنَ-বিশ্বাসী হতে। ﴿٣٩﴾ قَالَ-তিনি (রাসূল) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; انْصُرْنِيْ-(انصر+نى)-আমাকে সাহায্য করুন ; بِمَا-কারণ ; كَذَّبُوْنِ-তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। ﴿٤٠﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; عَمَّا قَلِيْلٍ-খানিক পরে ; لَّيُصْبِحُنَّ-তারা পড়ে থাকবে ; نٰدِمِيْنَ-লজ্জিত হয়ে। ﴿٤١﴾ فَاَخَذَتْهُمُ-(ف+اخذت+هم)-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الصَّيْحَةُ-(ال+صيحة)-বিকট আওয়াজ ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যই ; فَجَعَلْنٰهُمْ-(ف+جعلنا+هم)-ফলে আমি তাদেরকে করে দিলাম ; غُثَآءً-ঢেউ তাড়িত জঞ্জালে ; فَبُعْدًا-(ف+بعدا)-সুতরাং ধ্বংস ; لِّلْقَوْمِ-(ل+ال+قوم)-এমন জাতির জন্য ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিম। ﴿٤٢﴾ ثُمَّ-অতপর ; اَنْشَاْنَا-আমি সৃষ্টি করেছিলাম ; مِنْۢ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে; قُرُوْنًا-অনেক জাতি ; اٰخَرِيْنَ-অন্যান্য। ﴿٤٣﴾ مَا تَسْبِقُ-এগিয়ে নিতে পারে না ; مِنْ اُمَّةٍ-কোনো জাতিই ; اَجَلَهَا-(اجل+ها)-তার নির্ধারিত সময়কে ; وَ-আর ; مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ-না পারে পিছিয়ে নিতে। ﴿٤٤﴾ ثُمَّ-অতপর ; اَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; رُسُلَنَا-(رسل+نا)-আমার রাসূলদেরকে ; تَتْرَا-একের পর এক ;

كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ

যখনই কোনো জাতির কাছে তার রাসূল এসেছে, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তারপর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদেরকে একের পর এক এবং তাদেরকে গল্পের বিষয়ে পরিণত করেছি,

فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ

সুতরাং সে জাতির জন্য ধ্বংস যারা ঈমান আনে না।[৪০] ৪৫. অতপর আমি পাঠালাম মূসা ও তাঁর ভাই হারূনকে,

بِآيَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا

আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ।[৪১] ৪৬. ফিরআউন ও তার সভাষদদের কাছে, কিন্তু তারা অহংকার করলো আর তারা ছিল

كُلَّمَا-যখনই ; جَاءَ-এসেছে ; أُمَّةً-কোনো জাতির কাছে ; رَسُولُهَا-(رسول+ها)-তার রাসূল ; كَذَّبُوهُ-(كذبوا+ه)-তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে ; فَأَتْبَعْنَا-(ف+اتبعنا)-তারপর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; بَعْضَهُمْ بَعْضًا-তাদেরকে একের পর এক ; وَ-এবং ; جَعَلْنَٰهُمْ-(جعلنا+هم)-তাদেরকে পরিণত করেছি ; أَحَادِيثَ-গল্পের বিষয়ে ; فَبُعْدًا-(ف+بعدا)-সুতরাং ধ্বংস ; لِقَوْمٍ-সে জাতির জন্য ; لَا يُؤْمِنُونَ-যারা ঈমান আনে না।﴿٤٤﴾ ثُمَّ-অতপর ; أَرْسَلْنَا-আমি পাঠালাম ; مُوسَىٰ-মূসা ; وَ-ও ; أَخَاهُ-(اخا+ه)-তার ভাই ; هَٰرُونَ-হারূনকে ; بِآيَٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসহ ; وَ-ও; سُلْطَٰنٍ-প্রমাণ ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট।﴿٤٥﴾ إِلَى-কাছে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-ও ; مَلَإِيهِ-(ملا+ئه)-তার সভাষদদের; فَاسْتَكْبَرُوا-(ف+استكبروا)-কিন্তু তারা অহংকার করলো ; وَ-আর ; كَانُوا-তারা ছিল ;

ক্ষমতার লোভ থাকতে পারবে না, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব তো প্রকৃতিগতভাবে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এ অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

৩৮. নূহের পরের এ জাতিরও মূল অপরাধ ছিল শিরক। কেননা তাদের একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। কুরআন মাজীদের অন্যান্য জায়গায়ও তাদের শিরক-এর অপরাধের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ বন্যার সময় এ নদী-সমুদ্রের উপকূলে পানির ঢেউ যাবতীয় ময়লা আবর্জনাকে তাড়িয়ে এনে কিনারায় জড় করে রাখে, তাকেই 'গুসাআন' বলা হয়। আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষগুলোকেও আবর্জনার মত জড় করে রাখা হয়েছিল।

৪০. এ অভিশাপ ও ধ্বংস তাদের উপর যারা এভাবে নবী-রাসূলদের কথা অমান্য করবে।

قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾

অহংকারী জাতি।[৪২] ৪৭. তখন তারা বললো—আমরা কি আমাদের মতো এমন দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো[৪৩] অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদেরই দাস ?[৪৪]

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

৪৮. অতপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[৪৫] ৪৯. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম,

قَوْمًا-জাতি ; عَالِيْنَ-অহংকারী। ﴿٤٧﴾ فَقَالُوْٓا-(ف+قالوا)-তখন তারা বললো ; اَنُؤْمِنُ-আমরা কি ঈমান আনবো ? لِبَشَرَيْنِ-(ل+بشرين)-এমন দুজন মানুষের প্রতি ; مِثْلِنَا-(مثل+نا)-আমাদের মতো ; وَ-অথচ ; قَوْمُهُمَا-(قوم+هما)-তাদের সম্প্রদায় ; لَنَا-আমাদের ; عٰبِدُوْنَ-দাস। ﴿٤٨﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا-(ف+كذبوا+هما)-অতপর তারা উভয়কে মিথ্যা বললো ; فَكَانُوْا-(ف+كانوا)-ফলে তারা হয়ে গেলো ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُهْلَكِيْنَ-(ال+مهلكين)-ধ্বংসপ্রাপ্তদের। ﴿٤٩﴾ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-নিসন্দেহে আমি দিয়েছিলাম ; مُوْسَى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ;

৪১. অর্থাৎ তাঁদের নিকট যে নিদর্শনাবলী ছিল তাই তাঁদের নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অথবা তাঁদেরকে লাঠি ছাড়া অন্য যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে 'নিদর্শন' বলা হয়েছে; আর লাঠির মু'জিযাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বলা হয়েছে। কারণ 'লাঠি' দ্বারা যে মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে তার পরতো এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা উভয়ই আল্লাহর প্রেরিত নবী।

৪২. মূলে وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক, তারা ছিল বড়ই আত্মম্ভরী, জালেম ও কঠোর। দুই, তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতো এবং উদ্ধত আস্ফালন করতো।

৪৩. অর্থাৎ আমরা আমাদের মতো কোনো মানুষকে নবী মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করবো না। কোনো ফেরেশতা যদি আল্লাহ পাঠিয়ে দেন এবং তাকে যে নবী করে পাঠানো হয়েছে তা আল্লাহ বলে দেন, তবেই আমরা সেই ফেরেশতার আনুগত্য করবো।—এটা ছিল সকল যুগের বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে পেশকৃত সেই পুরনো অজুহাত।

৪৪. অর্থাৎ নবীর দাবীদার মানুষ দুজন আমাদের দাস সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং আমরা তাদের আনুগত্য কিভাবে গ্রহণ করতে পারি। তাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র পূজা পাওয়ার মালিক, দাসত্ব আনুগত্য অন্য যে কারো করা যেতে পারে ; কিন্তু নবীদের দাওয়াত ছিল—পূজা-উপাসনাও আল্লাহকে করতে হবে এবং দাসত্ব আনুগত্যও তাঁরই করতে হবে।

৪৫. মূসা (আ) ও ফিরাউনের বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সূরাগুলোর সংশ্লিষ্ট আয়াত ও সেগুলোর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ঃ

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهٗ اٰيَةً

সম্ভবত তারা সৎপথ পাবে। ৫০. আর আমি মারইয়াম পুত্র ও তার মাতাকে এক নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম[৪৬]

وَّاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝

এবং তাদের উভয়কে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উঁচু ভূমিতে—যা নিরাপদ ও ঝরণা বিশিষ্ট।[৪৭]

لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-সম্ভবত তারা ; يَهْتَدُوْنَ-তারা সৎপথ পাবে। ৫০ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি পরিণত করেছিলাম ; ابْنَ مَرْيَمَ-মারইয়ামপুত্র ; وَ-ও ; أُمَّهٗ-(ام+ه)-তার মাতাকে ; اٰيَةً-এক নিদর্শনে ; وَ-এবং ; اٰوَيْنٰهُمَا-(اوينا+هما)-তাদের উভয়কে আশ্রয় দিয়েছিলাম ; اِلٰى رَبْوَةٍ-(الى+ربوة)-এক উঁচু ভূমিতে ; ذَاتِ قَرَارٍ-(ذات+قرار)-যা নিরাপদ ; وَ-ও ; مَعِيْنٍ-ঝরণা বিশিষ্ট।

(১) সূরা আল বাকারাহ ৪৯ ও ৫০ আয়াত ;
(২) সূরা আল আ'রাফ ১০৩ থেকে ১৩৬ আয়াত ;
(৩) সূরা ইউনুস ৭৫ থেকে ৯৩ আয়াত।

৪৬. অর্থাৎ মারইয়াম পুত্র ও মারইয়াম উভয়কে একটি নিদর্শনে পরিণত করা হয়েছে। পিতা ছাড়া মারইয়াম পুত্রের জন্ম হওয়া আর স্বামী ছাড়া মারইয়ামের গর্ভবতী হওয়া এমন একটি বিষয় যা তাঁদের উভয়কে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনে পরিণত করেছে।

কিন্তু মূর্খ লোকেরা ঈসা (আ)-এর আগেকার নবীদের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে এই বলে যে, মানুষ কখনো নবী হতে পারে না ; অতপর ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পর মানুষ যখন তিনি ও তাঁর মাতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাদের ভক্ত হয়ে গেলো তখন তাঁদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে উর্ধে তুলে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মর্যাদায় পৌছে দিল।

যারা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলার মু'জিযা দেখার পরও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং হযরত মারইয়ামকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ এমন শাস্তি দিয়েছেন যা দুনিয়ার মানুষের জন্য চিরদিনের শিক্ষা হয়ে আছে।

৪৭. হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর নবজাত শিশুকে নিয়ে মারইয়াম (আ) যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার অবস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তা ছিল দামেশ্‌ক, কারো মতে তা ছিল 'বায়তুল মাকদিস' কারো মতে তা ছিল 'রামলাহ'। কুরআন মাজীদের ইংগীত থেকে স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। 'রাবওয়াহ' দ্বারা

সমতলবিশিষ্ট উচ্চভূমি বুঝায় ; আর 'যা-তি কারার' দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের উপযোগী স্থান বুঝায় এবং 'মাঈন' দ্বারা বহমান ঝর্ণাধারা বুঝায়। অর্থাৎ এমন জায়গা যা উঁচু সমতল ভূমি—যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সহজপ্রাপ্য এবং পাশেই ঝর্ণাধারা বহমান।

৩য় রুকূ' (৩৩-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীন কায়েমের আন্দোলনে বাধাসৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী। যুগে যুগে এ শক্তিটিই দীন কায়েমে বাধা দিতে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে।

২. সকল যুগেই তাদের অভিযোগের ধরনও একই। আর তা হলো 'ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র' যারা যখন যেভাবেই দীন কায়েমের কাজ করুক না কেন, তাদের উপর এ অভিযোগ অবশ্যই আসবে।

৩. মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত নবী অবশ্যই মানুষের মধ্য থেকে হওয়াই বিবেক-বুদ্ধিসম্মত।

৪. নবী-রাসূলদের আনীত বিধান যেহেতু মানুষের জন্য তাই সেসব বিধানের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য তাঁদের মানুষ হওয়া আবশ্যক।

৫. আখিরাত বা পারলৌকিক বিশ্বাস না থাকার কারণেই তারা দীনগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। আখিরাতে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক।

৬. মুখে মুখে আল্লাহর নাম নেয়া, কিন্তু বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুম আহকামের কোনা তোয়াক্কা না করা শিরক।

৭. আল্লাহ তাআলা 'কাওমে আদ' ও 'সামূদ'-কে এক বিকট আওয়াজ দিয়েই ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৮. নূহ (আ)-এর পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে অনেক জাতিকেই দুনিয়ার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দান করেছিলেন, কিন্তু তাদের কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলদেরকে অমান্য করার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা এখন ইতিহাসের ঘটনা হয়েই আছে।

৯. অতীতের মতো বর্তমান এবং ভবিষ্যতকালেও আল্লাহর দীনের বিরোধীদের পরিণাম একই হবে। অতীতের বিরোধীদের পরিণামই তার সাক্ষী।

১০. মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে ফিরআউন ও তাঁর জাতির লোকদের হিদায়াতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নবী দুজনকে অস্বীকার করে, ফলে ফিরআউন ও তার জাতির লোকদের পরিণাম হয়েছিল পানিতে ডুবে মরা।

১১. আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করলেই দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি নিশ্চিত। শান্তির জন্য আর কোনো বিকল্প নেই।

১২. আল্লাহ তাআলা বিনা পিতায় ঈসা (আ)-এর জন্মলাভ করা এবং স্বামী ছাড়া হযরত মারইয়ামের গর্ভবতী হওয়াকে দুনিয়ার মানুষের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ করেছেন।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-২৭

(৫১) يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

৫১. হে রাসূলগণ,[৪৮] আপনারা পবিত্র জিনিস থেকে খান এবং নেক কাজ করুন[৪৯]; নিশ্চয়ই আপনারা যা করেন সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত।

(৫২) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (৫৩) فَتَقَطَّعُوا

৫২. আর অবশ্যই আপনাদের এই উম্মত তো একই উম্মত এবং আমিই আপনাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকেই ভয় করুন।[৫০] ৫৩. অবশেষে তারা ভাগ করেছে

(৫১) يَأَيُّهَا-হে ; الرُّسُلُ-(ال+رسل)-রাসূলগণ ; كُلُوا-আপনারা খান ; مِنَ-থেকে ; الطَّيِّبَتِ-(ال+طيبت)-পবিত্র জিনিস ; وَ-এবং ; اعْمَلُوا-কাজ করুন ; صَالِحًا-নেক ; إِنِّي-(ان+ى)-নিশ্চয়ই আমি ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-আপনারা যা করেন ; عَلِيمٌ-সবিশেষ অবগত। (৫২) وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; هَذِهِ-এই ; أُمَّتُكُمْ-(امة+كم)-আপনাদের উম্মততো ; أُمَّةً-উম্মত ; وَاحِدَةً-একই ; وَ-এবং ; أَنَا-আমিই ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-আপনাদের প্রতিপালক ; فَاتَّقُونِ-(ف+اتقون)-অতএব আমাকেই ভয় করুন। (৫৩) فَتَقَطَّعُوا-(ف+تقطعوا)-অবশেষে তারা ভাগ করেছে ;

৪৮. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির হিদায়াতের জন্য যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল, স্থান কালের পার্থক্য সত্ত্বেও তাদেরকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর সেজন্যই 'হে রাসূলগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যদিও সকল নবী-রাসূল একই জায়গায় সমবেত ছিলেন না। পরের আয়াতেই সকল নবীকে এক উম্মত, এক জামায়াত ও এক দলভুক্ত গণ্য করা হয়েছে।

৪৯. 'পবিত্র জিনিস' দ্বারা এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র ও হালাল এবং উপার্জিত হয়েছে হালাল পন্থায়। এ নির্দেশের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বৈরাগী বা যোগীর মতো নিজেদেরকে পবিত্র জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা যেমন মুসলমানদের কাজ নয়, তেমনি দুনিয়া পূজারী ইন্দ্রীয়সেবী ভোগবাদীদের মতো হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে সব জিনিসই খেয়ে ফেলতে পারে না।

আর সৎকাজ করতে হবে হালাল ও পবিত্র খেয়ে। হারাম খাদ্যে শরীর গঠন করে সৎকাজ করলে তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। সৎকাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রথম শর্ত হলো রিয্ক হালাল হওয়া। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি সূরার (আল মু'মিনূনের)

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ

তাদের বিষয়কে তাদের মধ্যে বহুভাগে ; প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট।[৫১] ৫৪. অতএব আপনি তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দিন

حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ

এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।[৫২] ৫৫. তারা কি মনে করে—আমি যে তাদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি দিয়ে সাহায্য করছি, তাতে করে—৫৬. তাদের জন্য এগিয়ে নিয়ে আসছি

أَمْرَهُمْ-(امر+هم)-তাদের বিষয়কে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; زُبُرًا-বহুভাগে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; حِزْبٍ-দলই ; بِمَا-যা আছে তা নিয়ে ; لَدَيْهِمْ-(لدى+هم)-তাদের কাছে ; فَرِحُونَ-সন্তুষ্ট।﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ-(فذر+هم)-অতএব তাদেরকে থাকতে দিন ; فِي ; غَمْرَتِهِمْ-তাদের বিভ্রান্তিতে ; حَتَّىٰ-পর্যন্ত ; حِينٍ-একটি নির্দিষ্ট কাল।﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ-(أ+يحسبون)-তারা কি মনে করে ; أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ-(ان+ما+نمد+هم)-আমি যে তাদেরকে সাহায্য করছি ; بِهِ-তাতে করে ; مِنْ مَالٍ-ধন সম্পদ দিয়ে ; وَ-ও ; بَنِينَ-সন্তান-সন্ততি।﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ-এগিয়ে নিয়ে আসছি ; لَهُمْ-তাদের জন্য ;

৫১ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে ধুলি-ধুসরিত ও এলোমেলো চুলে দু'হাত উপরের দিকে তুলে 'হে রব' 'হে রব' বলে মোনাজাত করে অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম, হারাম খাদ্যে তার দেহ গঠিত ; এখন কিভাবে এটা কবুল করা হবে !"

৫০. অর্থাৎ আপনারা একই দলের লোক। কোনো মৌলিক বিষয়ের উপর একতাবদ্ধ লোকদেরকে 'উম্মত' বলা হয়। নবী-রাসূলদের আগমন-কালে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তারা যেহেতু একই বিশ্বাস, একই জীবন বিধান এবং একই দাওয়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁদেরকে একই উম্মত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৫১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সকল পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন অনুসারে চলার আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত নূহ (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত সকল নবীই তাওহীদ ও আখিরাত বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়ে এসেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামই মানব জাতির আসল দীন বা জীবনব্যবস্থা। এ ছাড়া অন্য যেসব ধর্মের অস্তিত্ব দুনিয়াতে পাওয়া যায়, সেগুলো এ ইসলামেরই বিকৃত রূপ। এর কোনো কোনো নির্ভুল অংশের চেহারা বিকৃত করে এসব ধর্ম তৈরী করা হয়েছে। এসব ধর্মের বর্তমান অনুসারীরা, এগুলোর ভক্ত-অনুরক্তরা গুমরাহীর মধ্যে অবস্থান করছে। অপরদিকে যারা এগুলো ত্যাগ করে আসল দীনের দিকে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন তারা অবশ্যই সঠিক পথে আছেন—তারা বিভ্রান্তির মধ্যে নেই।

৫২. অর্থাৎ এসব লোকদের নিকট আসল দীনের মূলনীতি তুলে ধরা, যুক্তির সাহায্যে

فِي الْخَيْرٰتِ ۚ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

কল্যাণকে, বরং তারা বুঝেইনা।[৫৩] ৫৭. নিশ্চয়ই তারা—
যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে

(فى+ال+خيرت)-فِي الْخَيْرٰتِ-কল্যাণকে ; بَلْ-বরং ; لَا يَشْعُرُوْنَ-তারা বুঝেই না। ﴿٥٧﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; مِنْ خَشْيَةِ-ভয়ে ; (رب+هم)-رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ;

তাদের ভ্রান্তি তুলে ধরা, ইতিহাস থেকে এ বিভ্রান্তির নজির তুলে ধরা, নবী কর্তৃক তার ব্যক্তিগত চরিত্র দিয়ে দীনের সত্যতার সাক্ষ্য দান করার পর তারা নিজেদের বিভ্রান্তি থেকে যদি বের হয়ে আসতে না চায়, উপরন্তু তারা সত্যের আহ্বানকারীর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে—তাঁর দাওয়াতকে হেয়-প্রতিপন্ন করার জন্য হঠকারিতা, অপবাদ দেয়া ও যুলুম নির্যাতনের নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদেরকে নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য তাদের বিভ্রান্তিতে ঘুরে মরতে দিন। অতপর একসময় তারা অবশ্যই সজাগ সচেতন হবেই, আপনি যে সত্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তারা যে বিভ্রান্তিতে আছে সবই তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

৫৩. অর্থাৎ তারা মনে করে, যে ব্যক্তি ভালো খাদ্য-দ্রব্য, ভালো পোষাক-পরিচ্ছদ ও ভালো ঘরবাড়ী লাভ করেছে এবং যাকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সামাজিক ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দান করা হয়েছে সে-ই কল্যাণ লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের এ মৌলিক বিভ্রান্তির কারণে তারা আরও একটি বড় বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আর তাহলো তাদের ধারণামতে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো লাভের মাধ্যমে যারা কল্যাণ লাভ করতে পেরেছে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা অবশ্যই রাজী-খুশী আছেন, তারাই সঠিক পথে আছে, তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ নয়তো এসব সফলতা লাভ করা তাদের জন্য কেমন করে সম্ভব হলো। অপরদিকে যাদেরকে এ প্রকাশ্য সফলতা থেকে বঞ্চিত দেখা যাচ্ছে তারা বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে অবশ্যই ভুল পথে আছে এবং তারা আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছে।

কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত ভুল ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকৃত সত্য হলো—

এক ঃ মানুষের সাফল্য দুনিয়ার বাহ্যিক তথা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা নির্ধারণ করা সঠিক নয়।

দুই ঃ সাফল্যকে এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করলে এবং এটাকেই সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ কখনও বিশ্বাস, চিন্তা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সঠিক পথ পেতে পারে না।

তিন ঃ দুনিয়া প্রতিদান পাওয়ার স্থান নয়। বরং এটি একটি পরীক্ষার হল। সুতরাং এখানকার সমৃদ্ধিকে আল্লাহর প্রিয় হওয়া ও সঠিক পথে থাকার প্রমাণ করা এবং এখানকার

مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ

ভীত সন্ত্রস্ত।[৫৪] ৫৮. এবং তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে[৫৫] ; ৫৯. এবং তারা যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে

مُشْفِقُونَ-ভীত সন্ত্রস্ত ﴿٥٨﴾ وَ-এবং ; الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তারা ; بِآيَاتِ-(ب+ايت)-নিদর্শনাবলীতে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يُؤْمِنُونَ-ঈমান আনে। ﴿٥٩﴾ وَ-এবং ; الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তারা ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ;

দুঃখ দৈন্যতাকে আল্লাহর অপ্রিয় হওয়া ও ভুল পথে থাকার প্রমাণ মনে করা এক বিরাট বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

চার ঃ সত্য বিশ্বাস ও সৎকর্মের সাথেই সাফল্য বাঁধা আছে আর ব্যর্থতা ও ক্ষতি বাঁধা আছে মিথ্যা ও অসৎকর্মের সাথে। কিন্তু দুনিয়াতে মিথ্যা ও অসৎকর্মের সাথে সাময়িক সাফল্য এবং সত্য ও সৎকর্মের সাথে সাময়িক ক্ষতি সংঘটিত হতে পারে, তাই সত্য-মিথ্যা এবং সৎ-অসৎ যাঁচাই করার স্থায়ী মানদণ্ড প্রয়োজন ; আর তা হচ্ছে আসমানী কিতাব ও নবীগণের শিক্ষা। আর মানুষের সাধারণ জ্ঞানও আসমানী কিতাব ও নবীগণের শিক্ষাকেই উক্ত মানদণ্ড বলে অনুমোদন দেয়।

পাঁচ ঃ কোনো ব্যক্তির সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অশ্লীল কার্যকলাপ, যুল্‌ম ও সীমালংঘন করার পরও তার উপর যদি অনুগ্রহ বর্ষণ হতে দেখা যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ নয় বরং আল্লাহর রাগ চেপে বসেছে। আর যদি তার মন্দ কার্যকলাপের পর তার উপর আঘাত আসত তাহলে বুঝা যেত যে, আল্লাহ তার প্রতি এখনও অনুগ্রহশীল আছেন। তাকে সতর্ক করে সংশোধনের সুযোগ দান করেছেন।

অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সত্যিকার আনুগত্য, পরিশুদ্ধ চরিত্র, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচার, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার উপর বিপদ মসীবত ও আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট; তার উপর যা এসেছে সেসব আল্লাহর রাগের নয়, অনুগ্রহের চিহ্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহকে একেবারে খাঁটি করেই তাঁর দরবারে নিয়ে যাবেন, সে জন্যই তাকে খাদমুক্ত করে নিচ্ছেন।

৫৪. অর্থাৎ তারা আল্লাহ সম্পর্কে দুনিয়াতে নির্ভিক হয়ে জীবন যাপন করে না ; বরং তারা যে দুনিয়াতে স্বাধীন নয়, উপরে আল্লাহ একজন আছেন, যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ি করলে তিনি পাকড়াও করবেন—এ ভয় তাদের মনে সদা-সর্বদা জাগরুক থাকে, যা তাদেরকে 'মারূফ' তথা সৎ কাজে উৎসাহ যোগায় এবং 'মুনকার' তথা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

৫৫. অর্থাৎ তারা আল্লাহর কিতাবের আয়াত যা নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনে এবং সেগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়।

لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ

শরীক করে না[৫৬] ; ৬০. এবং তারা যারা দান করে, যা কিছু দান করার এমতাবস্থায় যে, তাদের হৃদয় থাকে ভীত কম্পিত যে,অবশ্যই তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট

رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

প্রত্যাবর্তনকারী।[৫৭] ৬১. তারাই কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী থাকে।

لَا يُشْرِكُوْنَ-শরীক করে না। ⑥ وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُؤْتُوْنَ-দান করে ; مَآ-যা কিছু ; اٰتَوْا-দান করার ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের হৃদয় থাকে ; وَجِلَةٌ-ভীত কম্পিত যে ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; اِلٰى-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; رٰجِعُوْنَ-প্রত্যাবর্তনকারী। ⑥ اُولٰٓئِكَ-তারাই ; يُسٰرِعُوْنَ-দ্রুত সম্পাদন করে ; فِى الْخَيْرٰتِ-(فى+ال+خيرت)-কল্যাণকর কাজ ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; لَهَا-তাতে ; سٰبِقُوْنَ-অগ্রগামী থাকে।

তাছাড়া তারা সেসব আয়াত তথা নিদর্শনাবলীর প্রতিও ঈমান রাখে যা তাদের হৃদয়ে ও বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

৫৬. আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য ফলতো এটাই হওয়া উচিত যে, মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং শির্ক থেকে মুক্ত থাকবে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও শির্ক না করার কথা বলার কারণ হলো—মানুষ অনেক সময় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ মেনে নিয়েও শির্ক এ লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন ইবাদাতে রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা থাকাও এক ধরনের শির্ক। অথবা ভক্তির আতিশয্যে নবীদেরকে আল্লাহর স্থানে এবং অলী আওলিয়াদেরকে নবীদের স্থানে পৌঁছে দেয়া, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কাছে ফরিয়াদ করা, বিপদমুক্তির প্রার্থনা করা, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রভুর আইন মেনে চলা এসব কিছুই শির্ক। তাই শির্ক না করার অর্থ তারা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেয়।

৫৭. এখানে শুধুমাত্র বস্তুগত জিনিস তথা ধন-সম্পদ ও জিনিসপত্র দেয়ার কথাই বলা হয়নি; বরং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ দান করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে আনুগত্য ও ইবাদাত-বন্দেগী পেশ করার কথাও বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের অর্থ হবে—তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ দান ও ইবাদাত-বন্দেগী যা কিছুই করুক না কেন, সেজন্য অহংকার করে না ; বরং আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয়ে ভীত থাকে। আল্লাহর ইবাদাত করার সময় একজন মু'মিনের মানসিক অবস্থা কেমন হবে তা-ই এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা ও তাঁর মন্তব্য থেকে বিষয়টি সহজে বুঝা যায়। তিনি তাঁর

⑥٢ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ

৬২. আর আমি কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেই না তার সাধ্য ছাড়া[৫৮] এবং আমার নিকট রয়েছে এক কিতাব যা সত্য প্রকাশ করে[৫৯], তবে তাদের প্রতি

لَا يُظْلَمُونَ ⑥٣ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمٰلٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ

যুলম করা হবে না।[৬০] ৬৩. বরং তাদের অন্তরগুলো এ কিতাব থেকে নিরেট অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে আছে[৬১] এবং তাদের এগুলো ছাড়াও অনেক (নিন্দনীয়) কাজ আছে।

⑥٢ وَ-আর ; لَا نُكَلِّفُ-দায়িত্ব দেই না ; نَفْسًا-কোনো ব্যক্তিকে ; إِلَّا-ছাড়া ; وُسْعَهَا-(وسع+ها)-তার সাধ্য ; وَ-এবং ; لَدَيْنَا-আমার নিকট রয়েছে ; كِتٰبٌ-এক কিতাব ; يَّنْطِقُ-যা প্রকাশ করে ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য ; وَ-তবে ; هُمْ-তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُونَ-যুলম করা হবে না। ⑥٣ بَلْ-বরং ; قُلُوبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরগুলো ; فِي-মধ্যে ; غَمْرَةٍ-নিরেট অজ্ঞতার ; مِّنْ-থেকে ; هٰذَا-এ (কিতাব) ; وَ-এবং ; لَهُمْ-তাদের ; أَعْمٰلٌ-অনেক (নিন্দনীয়) কাজ আছে ; مِّنْ دُونِ-ছাড়াও ; ذٰلِكَ-এগুলো ;

জীবনে অতুলনীয় কাজ করার পরও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন—"যদি আখিরাতে (নেক কাজ ও গুনাহ) সমান সমান হয়েও মুক্তি পেয়ে যাই, তাহলেও বাঁচা গেল।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, মু'মিন আল্লাহর আনুগত্য করে এরপরও ভয় করে, আর মুনাফিক গুনাহ করে, তারপরও নির্ভিক ও বেপরোয়া থাকে।"

৫৮. অর্থাৎ প্রকৃত কল্যাণ অর্জনের জন্য যে চরিত্র, নৈতিকতা ও কাজকর্ম প্রয়োজন তা অর্জন করা কোনো অসাধ্য ব্যাপার নয়। তোমাদের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষেরা এ পথে চলে তা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এটা অতি মানবিক কোনো ব্যাপার নয়। এটা মানুষের সাধ্যের অতীত কোনো বিষয় নয়। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে চলার ক্ষমতা যেমন মানুষের আছে তেমনি তোমাদের জাতির কতিপয় মু'মিন যে পথে চলছে, তার উপর চলার ক্ষমতাও মানুষের আছে। এখন তোমাদের চলার পথ এবং মু'মিনদের চলার পথ—এ দুটোর মধ্যে কে কোন্ পথ বেছে নেয়, তার উপরই ফায়সালা নির্ভর করে। এ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভুল করলে তোমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর জন্য দায়ী তোমরা ছাড়া অন্য কেউ হবে না। এক্ষেত্রে এ পথে চলাকে অসাধ্য বলে কোনো অজুহাত পেশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না ; কারণ এটা যদি অসাধ্য হতো তাহলে তোমাদের মতো কিছু মানুষ সে পথে চলে সফলকাম হলো কেমন করে!

৫৯. অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের আমলনামা আলাদা-আলাদাভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে, যাতে সংরক্ষিত থাকবে তোমাদের প্রত্যেকটি কথাবার্তা, কাজকর্ম, নড়াচড়া এমনকি তোমাদের সকল চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা-সংকল্প তাতে লিপিবদ্ধ থাকবে। সূরা আল কাহাফের ৪৯ আয়াত বলা হয়েছে—

هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾ حَتّٰىٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ

তা তারা সম্পাদনকারী। ৬৪. এমন কি যখন আমি আযাব দিয়ে পাকড়াও করি তাদের ধনী লোকদেরকে,[৬২] তৎক্ষণাৎ তারা

يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ

অস্থির হয়ে চীৎকার শুরু করে।[৬৩] ৬৫. (তাদেরকে বলা হবে) আজ অস্থির হয়ে ফরিয়াদ করো না,[৬৪] নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ৬৬. নিঃসন্দেহে আমার আয়াত

هُمْ-তারা ; لَهَا-তা ; عٰمِلُوْنَ-সম্পাদনকারী।(৬৩) حَتّٰى-এমন কি ; إِذَآ-যখন ; أَخَذْنَا-আমি পাকড়াও করি ; مُتْرَفِيْهِمْ-(مترفى+هم)-তাদের ধনী লোকদেরকে ; بِالْعَذَابِ-(ب+ال+عذاب)-আযাব দিয়ে ; إِذَا-তৎক্ষণাৎ ; هُمْ-তারা ; يَجْـَٔرُوْنَ-অস্থির হয়ে চীৎকার শুরু করে। (৬৪) لَا تَجْـَٔرُوا-অস্থির হয়ে ফরিয়াদ করো না ; الْيَوْمَ-(ال+يوم)-আজ ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ; مِّنَّا-(من+نا)-আমার পক্ষ থেকে ; لَا تُنْصَرُوْنَ-সাহায্য করা হবে না। (৬৫) قَدْ كَانَتْ-নিসন্দেহে ; اٰيٰتِيْ-(ايت+ى)-আমার আয়াত ;

"আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে এবং তাতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পাবেন ; আর তারা বলবে এ কেমন আমলনামা এতো ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি ; বরং সবই হিসেব করে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে ; এবং তারা যা করেছিল, তা তারা উপস্থিত পাবে ; আর আপনার প্রতিপালক কারো উপর যুল্‌ম করবেন না।"

৬০. অর্থাৎ কাউকে এমন কোনো দোষের সাথে জড়িত করা হবে না, যে দোষে সে দোষী নয়। আর কারো এমন কোনো নেককাজকে বিনষ্ট করা হবে না, যার প্রতিদান সে অবশ্যই প্রাপ্য। কাউকে অনর্থক শাস্তি দেয়া হবে না এবং যথার্থ প্রাপ্য কোনো পুরস্কার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা হবে না।

৬১. অর্থাৎ তাদের কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্ম যে এ কিতাব তথা আমলনামায় সংরক্ষিত হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা একেবারেই বে-খবর।

৬২. অর্থাৎ তাদের মধ্যকার ধনী ও বিলাসপ্রিয় লোকদেরকে। 'মুতরাফীন' শব্দের অর্থ এমন ধনী লোক যারা আল্লাহ ও তার সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কে গাফিল হয়ে বিলাসিতার মধ্যে ডুবে থাকে। আর তাদের আযাব দেয়ার কথা দ্বারা দুনিয়ার আযাব বুঝানো হয়েছে—যালিমরা দুনিয়াতেই এ আযাবের শিকার হয়ে থাকে।

৬৩. 'ইয়াজয়ারূন' শব্দের মূল জুওয়ারুন। খুব বেশী কষ্টে গরুর মুখ দিয়ে যে শব্দ বের হয় তাকে 'জুওয়ারুন' বলে। এখানে এ শব্দটি এমন ব্যক্তির কাতরকণ্ঠের ফরিয়াদ বুঝানো

تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا

পাঠ করা হতো তোমাদের কাছে, তখন তোমরা তোমাদের পেছন দিকে পালিয়ে যেতে[৬৫]—৬৭. অহংকারী হয়ে, এ বিষয়ে গল্পকারী হিসেবে

تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

বেহুদা গল্প করতে করতে[৬৬] ৬৮. তবে কি তারা চিন্তা ফিকির করে না (এ) বাণীটি সম্পর্কে[৬৭] অথবা তাদের কাছে এসেছে এমন কিছু যা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে আসেনি।[৬৮]

تُتْلَى-পাঠ করা হতো ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের কাছে ; فَكُنْتُمْ-(ف+كنتم)-তখন তোমরা ; عَلَى-দিকে ; أَعْقَابِكُمْ-(اعقاب+كم)-তোমাদের পেছন ; تَنْكِصُوْنَ-পালিয়ে যেতে। ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِيْنَ-অহংকারী হয়ে ; بِهِ-এ বিষয়ে ; سَمِرًا-কল্পকারী হিসেবে ; تَهْجُرُوْنَ-বেহুদা গল্প করতে করতে। أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا-(ا+ف+لم يدبروا)-তবে কি তারা চিন্তা-ফিকির করে না ; الْقَوْلَ-এ বাণীটি সম্পর্কে ; أَمْ-অথবা ; جَاءَهُمْ-(جاء+هم)-তাদের কাছে এসেছে ; مَا-এমন কিছু যা ; لَمْ يَأْتِ-আসেনি ; آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ-(اباء+هم+ال+اولين)-তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে।

হয়েছে, যে কোনো প্রকার দয়া-অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। এ শব্দের অর্থের মধ্যে ব্যাংগ বা তাচ্ছিল্যের অর্থ নিহিত আছে।

৬৪. এটা বলা হবে সেসব ধনী, বিলাসপ্রিয় অপরাধীদেরকে উদ্দেশ্য করে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হয়ে সাজা ভোগ করতে থাকবে আর সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে থাকবে।

৬৫. অর্থাৎ এসব ধনী-বিলাসী লোকেরা নবী-রাসূলদের কথা শুনতেই রাজি ছিল না। পরবর্তীকালে নবী-রাসূলদেরকে উত্তরসূরী ওলামায়ে কেরামের কথাও এসব লোকেরা উপেক্ষা করে এবং দীনের দাওয়াতের কোনো আওয়াজকেই এরা এতটুকু সহ্য করতে রাজী হয় না।

৬৬. অর্থাৎ রাতের বেলা গ্রামে-গঞ্জে বৈঠকখানায় বসে যে কিস্সা-কাহিনী ও গল্প গুজবে মানুষ মেতে উঠে, তা-ই বুঝানো হয়েছে। আরবের মক্কাবাসীরাও এ ধরনের গল্প গুজবে অভ্যস্ত ছিল।

৬৭. অর্থাৎ তারা কি এ বাণী (কুরআন) বুঝতে না পেরে মানছে না ? আসলে ব্যাপারটা এমন নয়, কুরআন মাজীদ এমন কোনো দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা হয়নি, যা বুঝতে মানুষ সক্ষম নয়। তারা এ কিতাবের প্রত্যেকটি কথাই ভালভাবে বুঝে বলেই তারা এর বিরোধিতা করছে, কেননা তারা এটা মানতে রাজী নয়।

৬৮. অর্থাৎ রাসূল (স) এমন কোনো নতুন দাওয়াত নিয়েও আসেননি, যা এর আগে আর কেউ বলেননি ; বরং তাওহীদের এ দাওয়াত, আখিরাতে জবাবদিহির ভয় এবং নীতি-

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনেনা, তাই তারা তাঁকে অস্বীকারকারী হয়েছে।[৬৯] ৭০. অথবা তারা কি তাঁর সম্পর্কে বলে সে বিকৃত মস্তিষ্ক;[৭০]

بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

বরং তিনিতো তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যের অপসন্দকারী। ৭১. আর যদি সত্য তাদের কামনা বাসনার অনুসরণ করতো

(৬৯) أَمْ-অথবা ; لَمْ يَعْرِفُوا-তারা কি চেনে না ; رَسُولَهُمْ-(رسول+هم)-তাদের রাসূলকে ; فَهُمْ-(ف+هم)-তাই তারা ; لَهُ-তাকে ; مُنكِرُونَ-অস্বীকারকারী হয়েছে। (৭০) أَمْ-অথবা ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; بِهِ-তার সম্পর্কে ; جِنَّةٌ-সে বিকৃত মস্তিষ্ক ; بَلْ-বরং ; جَاءَهُمْ-তিনি তা তাদের নিকট এসেছেন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য নিয়ে ; وَ-কিন্তু ; أَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لِلْحَقِّ-(ل+ال+حق)-সত্যের ; كَارِهُونَ-অপসন্দকারী। (৭১) وَ-আর ; لَوِ-যদি ; اتَّبَعَ-অনুসরণ করতো ; الْحَقُّ-সত্য ; أَهْوَاءَهُمْ-(هواء+هم)-তাদের কামনা-বাসনার ;

নৈতিকতার পরিচিত ভাল কাজগুলো সম্পর্কে সব নবীই এ দাওয়াত-ই দিয়েছেন। আরবের আশেপাশের দেশগুলোতে এবং তাদের নিজেদের দেশেও নবী-রাসূলগণ এসেছেন এবং একই দাওয়াতই দিয়েছেন। এসব নবীর নামও তাদের মুখে মুখে এবং তাদেরকে আল্লাহর নবী হিসেবে স্বীকার করে। আর তারা এও জানে যে, এসব নবী-রাসূলদের একজনও মুশরিক ছিলেন না। আসলে তাদের অস্বীকারের কারণ ছিল—সত্য তাদের কাছে একেবারেই পছন্দনীয় নয়।

৬৯. অর্থাৎ তাদের সত্য অস্বীকারের কারণ এটাও ছিল না যে, তারা এ নবীকে মোটেই চিনতো না—একজন অপরিচিত লোক তাদের কাছে এক দাওয়াত নিয়ে এসেছে এবং অপরিচিত এ লোকের কথা কিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে ? বরং এ নবীর সাথে আত্মীয়তা ও নিকট প্রতিবেশীর সম্পর্ক। তাঁর বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে তারা খুব ভালভাবে অবগত। আর নবীর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য তাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর সততা, সত্যতা ও আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নির্মল চরিত্র সম্পর্কে তারা খুব ভালভাবেই জানে। তারা নিজেরাই তাঁকে 'আল আমীন' উপাধীতে ভূষিত করেছে। তাঁর তুলনা যে তিনি নিজে এটাও তাদের জানা ছিল।

৭০. অর্থাৎ তারা মুহাম্মাদ (স)-কে পাগল মনে করে সত্য দীন গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে ব্যাপারটা এরকমও নয় ; কেননা তারা মুখে যা-ই বলুক না কেন মুহাম্মাদ (স)-এর জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি তাদের মুখ থেকেই বের হয়েছে। আল কুরআনের বাণী শোনার পর এটাকে পাগলের প্রলাপ বলার মত হঠকারিতা যে দেখাবে সে নিজেই আসলে পাগল বলে

لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ

তবে বিশৃংখল হয়ে পড়তো আসমান ও যমীন এবং যা কিছু আছে এদের মধ্যে[৭১] ; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশ

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ

কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে বিমুখ[৭২]। ৭২. অথবা আপনি কি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চান, তবে আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই তো উত্তম

لَفَسَدَتِ-তবে বিশৃংখল হয়ে পড়তো ; السَّمٰوٰتُ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضُ-যমীন ; وَ-এবং ; مَنْ-যা কিছু আছে ; فِيْهِنَّ-(فى+هن)-এদের মধ্যে ; بَلْ-বরং ; اَتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-আমি তাদেরকে দিয়েছি ; بِذِكْرِهِمْ-(ب+ذكر+هم)-তাদের উপদেশ ; فَهُمْ-(ف+هم)-কিন্তু তারা ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِهِمْ-তাদের উপদেশ ; مُّعْرِضُوْنَ-বিমুখ। ⑦১ اَمْ-অথবা ; تَسْـَٔلُهُمْ-(تسئل+هم)-তাদের কাছে চান ; خَرْجًا-কোনো প্রতিদান ; فَخَرَاجُ-(ف+خراج)-তবে প্রতিদান ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; خَيْرٌ-উত্তম ;

চিহ্নিত হবে—এটা তারা ভাল করে বুঝে। সুতরাং তাদের দীন গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কারণ এটাও নয়।

৭১. অর্থাৎ সত্য তো সর্বদা-ই বাস্তবসম্মত হবে এটাই স্বাভাবিক। সত্যকে কখনো প্রত্যেকের কামনা-বাসনা অনুযায়ী ঢেলে সাজানো সম্ভবপর নয় ; কারণ সত্যতো একমুখী আর মানুষের কামনা-বাসনা হলো বহুমুখী—বলা যায় মানুষের এই অসংখ্য বিপরীতমুখী কামনা-বাসনা অনুযায়ী সত্যকে ঢেলে সাজানো কারো পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। দুনিয়ার সকল মানুষ একজোট হয়ে চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হতে পারে না। সত্যকে অসত্যে পরিণত করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বাস্তবকে অবাস্তবে পরিণত করাও সম্ভবপর নয়। নির্বোধ লোকেরা সত্যকে তাদের কামনা-বাসনার অনুরূপ দেখতে না পেয়ে মনে করে দোষটা সত্যের। আসলে এ দোষ যে তার কামনা-বাসনার এটা সে বুঝতে চায় না। মানুষের কর্তব্য হলো, তার নিজের কামনা-বাসনাকে সত্যের মতো করে সাজিয়ে নেয়া। বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল ব্যবস্থা এক অমোঘ সত্য ও আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তার ছত্রছায়ায় বাস করে মানুষের জন্য তার চিন্তা-বাসনা ও কর্মপদ্ধতিকে সত্য অনুযায়ী তৈরী করে নেয়া এবং সে উদ্দেশ্যে সর্বদা যুক্তি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সত্যের বিরোধিতা এবং সত্যকে নিজেদের কামনা-বাসনার অনুকূলে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া এবং নিজেদের ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক।

৭২. এখানে 'যিক্‌র' দ্বারা তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই এখানে খাটে—

এক ঃ যিক্‌র অর্থ 'উপদেশ' অর্থাৎ তাদের কল্যাণে তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা তা থেকেই বিমুখ হয়ে আছে।

وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

এবং তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[৭৩] ৭৩. আর আপনিতো অবশ্যই তাদেরকে সরল মযবূত পথের দিকে ডাকছেন।

﴿٧٤﴾ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ

৭৪. আর নিশ্চয়ই যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখেনা তারা সরল পথ থেকে অবশ্যই বিচ্যুত।[৭৪]

وَ-এবং ; هُوَ-তিনিইতো ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الرّٰزِقِيْنَ-রিযিকদাতা। ﴿٧٣﴾ وَ-আর ; اِنَّكَ-আপনিতো অবশ্যই ; لَتَدْعُوْهُمْ-(لتدعو+هم)-তাদেরকে ডাকছেন ; اِلٰى-দিকে ; صِرَاطٍ-পথের ; مُّسْتَقِيْمٍ-সরল মযবুত। ﴿٧٤﴾ وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাস রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতে ; عَنِ-থেকে ; الصِّرَاطِ-সরল পথ ; لَنٰكِبُوْنَ-অবশ্যই বিচ্যুত।

দুই ঃ 'স্বভাব-প্রকৃতির উল্লেখ'—অর্থাৎ তাদের স্বভাব প্রকৃতির দাবী-দাওয়াই তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে ; কিন্তু তারা তাদের নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির দাবী থেকেই পেছনে হঠছে।

তিন ঃ 'সম্মান-মর্যাদা' অর্থাৎ তাদের সামনে তাদের 'সম্মান মর্যাদার' বিষয়-ই উপস্থাপন করা হয়েছে ; কিন্তু তারা তাদের উন্নতি ও সম্মান-মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৭৩. অর্থাৎ আপনিতো তাদেরকে দীনের দিকে ডাকার বিনিময়ে তাদের কাছেতো কিছু চাচ্ছেন না। আপনি যে এ কাজ নিস্বার্থভাবে করছেন তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা, আপনি এ কাজে নামার আগেতো ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পথে ছিলেন কিন্তু এখন আপনি আর্থিক সংকটে পড়লেন। এর আগে আপনি জাতির মধ্যে সম্মান-মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এখন আপনি গালাগাল ও মার খাচ্ছেন, এমনকি আপনার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হচ্ছে। আপনার পরিবারিক সুখী জীবন এখন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। এ কাজের প্রতিক্রিয়ায় আপনার দেশের সবলোক আপনার শত্রুতে পরিণত হয়ে গেছে। এ অবস্থাই প্রমাণ করে যে, আপনি নিস্বার্থভাবে জনকল্যাণেই কাজ করে যাচ্ছেন। স্বার্থবাদী লোকের কাজ এমন হয় না—হতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর সত্যতার প্রমাণ নয় ; বরং এটা সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণও বটে। কারণ সকল নবীর অবস্থাই এরকম ছিল।

৭৪. অর্থাৎ আখিরাতে বিশ্বাস না থাকার ফলে তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে। আর আখিরাত অবিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি এটাই। আখিরাত অবিশ্বাস মানেই জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই জবাবদিহিতার কোনো ভয় না থাকা এবং বেপরোয়া জীবন যাপনের অবাধ সুযোগ লাভ করা। জন্তু-জানোয়ারের মতো দেহ ও নফসের দাবী

⑦⑤ وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৭৫. আর আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি এবং যেসব দুঃখ কষ্ট তাদের আছে তা দূর করে দেই তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকবে।[৭৫]

⑦⑥ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৭৬. আর নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হলোনা এবং তারা কাতর হয়ে আবেদনও করে না।

⑦⑤ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; رَحِمْنٰهُمْ-(رحمنا+هم)-তাদের প্রতি আমি দয়া করি ; وَ-এবং ; كَشَفْنَا-দূর করে দেই ; مَا-যেসব ; بِهِمْ-তাদের আছে ; مِّنْ ضُرٍّ-দুঃখ-কষ্ট ; لَّلَجُّوْا-তবুও তারা দিশেহারা হয়ে ; فِيْ طُغْيَانِهِمْ-(فى+طغيان+هم)-তাদের অবাধ্যতায় ; يَعْمَهُوْنَ-ঘুরতে থাকবে। ⑦⑥ وَ-আর ; لَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ-(لقد+اخذنا+هم)-নিসন্দেহে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; بِالْعَذَابِ-(ب+ال+عذاب)-আযাব দ্বারা ; فَمَا اسْتَكَانُوْا-(ف+ما+استكانوا)-কিন্তু তারা বিনত হলো না ; لِرَبِّهِمْ-(ل+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের প্রতি ; وَ-এবং ; مَا يَتَضَرَّعُوْنَ-তারা কাতর হয়ে আবেদন করে না।

পূরণ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। এ উদ্দেশ্য পূরণ হবার পর সত্য কি ? বা মিথ্যা কি ? এসব প্রশ্নই তাদের কাছে অবান্তর। তারা বড়জোর তাদের উদ্দেশ্য পূরণের পথের বাধাগুলো দূর করার চেষ্টা করতে পারে। আর এমন লোকেরা সঠিক ও সত্য পথ চাইতে পারে না, আর পেতেও পারে না।

৭৫. এখানে নবুওয়াতের সূচনা হওয়ার কিছুদিন পর মক্কাবাসীদের উপর দিয়ে যে কঠিন দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মক্কাবাসীদের উপর দুবার দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল। প্রথমবার নবুওয়াতের সূচনা হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ; আর দ্বিতীয়বার হিজরতের কয়েক বছর পর। আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুর্ভিক্ষের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর রিওয়ায়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত যখন মক্কার কাফিররা অস্বীকার করতে থাকলো এবং কঠোরভাবে বাধা দিতে থাকলো, তখন তিনি দোয়া করলেন—

"হে আল্লাহ! আমাকে তেমনি সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে সাহায্য করুন, যেমন ছিল ইউসুফ (আ)-এর সাত (বছরের দুর্ভিক্ষ)।"

এর ফলে আরবে এমন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল যে, ক্ষুধার জ্বালায় মৃত পশুর গোশত খাওয়ার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছিল। এ ঘটনার দিকেই মাক্কী সূরাগুলোতে ইংগীত করা হয়েছে।

⑰ حَتّٰىٓ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

৭৭. অবশেষে আমি যখন তাদের উপর কঠিন আযাবের দরজা খুলে দেই, তখনই তারা তাতে নিরাশ হয়ে পড়ে।[৭৬]

⑰ حَتّٰى-অবশেষে ; اِذَا-যখন ; فَتَحْنَا-আমি খুলে দেই ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; بَابًا-দরজা ; ذَا عَذَابٍ-আযাবের ; شَدِيْدٍ-কঠিন ; اِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; فِيْهِ-তাতে ; مُبْلِسُوْنَ-নিরাশ হয়ে পড়ে।

৭৬. 'ইবলাস' শব্দ থেকে 'মুবলিসুন' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। (১) বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়া। (২) ভয় ও আতংকে নিথর হয়ে যাওয়া, (৩) দুঃখ-শোকে মনমরা হয়ে যাওয়া, (৪) সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে সাহসহীন হয়ে যাওয়া এবং (৫) হতাশা ও ব্যর্থতার ফলে মরিয়া হয়ে উঠা। শয়তানের নাম 'ইবলীস'। সে হতাশা ও অহমিকার ফলে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে সে সব ধরনের অপরাধে জড়াতে কোনোরূপ দ্বিধা করে না।

৪র্থ রুকূ' (৫১-৭৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল যুগের নবী-রাসূলগণ একই উম্মতভুক্ত ছিলেন এবং একই নির্দেশ সকলের জন্য ছিল। আর তা ছিল—পাক-পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করা এবং নেককাজ করা।

২. নেক কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য খাদ্য-পানীয় পবিত্র ও হালাল হওয়া পূর্ব শর্ত। আর সেজন্য নবীদের প্রথমে হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর নেককাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. সকল নবী-রাসূল যেহেতু একই উম্মতভুক্ত, তাই তাঁদের দীনও একই, আর তা ছিল 'ইসলাম'।

৪. ইসলাম ছাড়া যত ধর্ম দুনিয়াতে পাওয়া যায়, তা ইসলামের বিকৃত রূপ। এসবের অনুসারীরা গুমরাহ—এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও তারা তাদের মতে সঠিক পথে আছে।

৫. যারা ইসলামকে সত্য দীন হিসেবে জানার পরও এর দাওয়াতকে হেয়-প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এবং এ দীনের পথে আহ্বানকারীদের উপর মিথ্যারোপ ও যুলম নির্যাতনের মাধ্যমে এ দীনকে প্রতিরোধ করতে চায়, তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

৬. উল্লিখিত বিভ্রান্ত লোকেরা একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর একদিন অবশ্যই প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

৭. সত্য বিরোধী লোকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাদের কল্যাণের পরিচায়ক নয়। এগুলোকে কল্যাণের উপকরণ মনে করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৮. যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে এবং তাঁর নিকট ফিরে যাওয়ার কথা মনে রেখে দান করে যেতে থাকে, তাই প্রকৃত কল্যাণকর কাজ। এ কাজে প্রতিযোগিতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৯. ইসলামের সকল বিধি-বিধান সবই মানুষের স্বভাবের অনুকূল এবং সামর্থ্যের আওতাধীন। নবী-রাসূলদেরকে মানুষের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে এটা প্রমাণ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামের কোনো বিধানই মানুষের সাধ্যের বাইরে নেই।

১০. মানুষের সকল কর্ম-তৎপরতাই আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত আমলনামাতে লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং তা যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।

১১. মানুষের কোনো আমল হিসেব থেকে বাদ পড়বে না, আর এমন কোনো আমল লিপিবদ্ধ হবে না, যা সে করেনি। মূলত তাদের এ রেকর্ড সংরক্ষণে তাদের উপর এক বিন্দুও যুল্‌ম করা হবে না।

১২. আমলনামা সংরক্ষণের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে তাদের কাজকর্মে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটবে। আর যদি তা না ঘটে তাহলে মনে করতে হবে যে, বিশ্বাসে অবশ্যই গড়বড় রয়েছে।

১৩. আখিরাতে অবিশ্বাসী, ধনী ও বিলাসপ্রিয় লোকদের চরিত্র ও কাজকর্মের সামান্য কিছুই মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর বাইরে যেসব নিন্দনীয় কাজ তারা করে থাকে সেগুলো অন্তরালে থাকলেও আমলনামাতে অবশ্যই সংরক্ষিত হচ্ছে। যথাসময়ে সেসব প্রকাশিত হবে।

১৪. এসব ধনী, বিলাসপ্রিয় আল্লাহ ও বান্দাহর হক সম্পর্কে গাফিল ও অপরাধী লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা যখন দুনিয়াতে কোনো আযাব দ্বারা পাকড়াও করেন তখন তারা চীৎকার করতে থাকে। কিন্তু এ আর্তচীৎকার তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে না।

১৫. এসব লোকের কাছে আল্লাহর আয়াত কোনো মর্যাদা পায়নি। এরা অহংকার করে বেহুদা গল্প গুজবে মেতে আল্লাহর আয়াতকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে চলে গেছে। তাই তাদের কোনো আর্তচীৎকারও ভ্রুক্ষেপ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

১৬. এসব লোক সত্যকে জেনে শুনেই অমান্য করেছে, কারণ এর আগেও নবী-রাসূলগণ একই সত্য দীন নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমানকালেও তা অবিকৃত আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

১৭. যে নবী তাদের কাছে সত্যদীন নিয়ে এসেছিলেন তিনিও তাদের কাছে একান্ত আপনজন, বিশ্বস্ত, চরিত্রবান ও সদাচরণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই সত্য দীন গ্রহণ করতে না পারার পেছনে তাদের কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১৮. সত্য কখনো মানুষের কামনা-বাসনার অনুরূপ হতে পারে না। মানুষের কর্তব্য তার কামনা-বাসনাকে সত্যের ছাঁচে ঢালাই করে নেয়া।

১৯. সত্য যদি মানুষের কামনা-বাসনার অনুরূপ হওয়া সম্ভব হতো তাহলেও আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুই বিশৃংখল হয়ে পড়তো। সুতরাং এটা হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

২০. ইসলাম মানুষের জন্য তার স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সম্মান মর্যাদার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ; কিন্তু মানুষ তা থেকে বিমুখ হয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবমাননাকর জীবন গ্রহণ করে নিজের ক্ষতি নিজেই করছে।

২১. তাওহীদ ও আখিরাতের বিশ্বাস-নির্ভর জীবনই একমাত্র সরল-সঠিক শান্তিময় জীবন। যে জীবনব্যবস্থায় এ বিশ্বাসের প্রতিফলন নেই তা বিভ্রান্ত ও অশান্ত জীবন। সুতরাং এ দুটো বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করে নিয়ে জীবন গড়তে হবে।

১২. মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর রহমতের অংশ হিসেবে অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করার পরও আল্লাহর নাফরমানী তথা অবাধ্য হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে অল্পকিছু আসমানী আযাব দিয়ে ধমক দেয়ার পরও মানুষ সচেতন হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে না। এর মধ্যে কিছু লোক চেতনা ফিরে পেয়ে তাওবা করে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে—এরাই ভাগ্যবান।

২৩. যেসব লোক আল্লাহর ধমককে অগ্রাহ্য করে নাফরমানীতে ডুবে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর আযাব চাপিয়ে দেন, যার ফলে তারা ক্ষমা লাভের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। তখন হতাশাই তাদেরকে ঘিরে ধরে ; কিন্তু এতে তাদের কোনো লাভ-ই হয় না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১৫

۞ وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

৭৮. আর তিনিই সেই (সত্তা), যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শোনার ও দেখার শক্তি এবং বুঝার শক্তি ; তোমরা খুব কমই শোকর করে থাক।[৭৭]

وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ

৭৯. আর তিনিই সেই (সত্তা) যিনি তোমাদেরকে যমীনে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। ৮০. আর তিনিই সেই (সত্তা) যিনি জীবন দান করেন

وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ بَلْ قَالُوْا

ও মৃত্যু দান করেন, আর রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে[৭৮] ; তবুও কি তোমরা বুঝবেনা ?[৭৯] ৮১. বরং তারা বলে

(৭৮) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِىٓ-সেই (সত্তা) যিনি ; اَنْشَاَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; السَّمْعَ-শোনার শক্তি ; وَ-ও ; الْاَبْصَارَ-দেখার শক্তি ; وَ-এবং ; الْاَفْـِٕدَةَ-বুঝার শক্তি ; قَلِيْلًا-খুব কমই ; مَّا-তা যা ; تَشْكُرُوْنَ-তোমরা শোকর করে থাক। (৭৯) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِىْ-সেই (সত্তা) যিনি ; ذَرَاَكُمْ-(ذرا+كم)-তোমাদেরকে ছড়িয়ে রেখেছেন ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁরই নিকট ; تُحْشَرُوْنَ-তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৮০) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই; الَّذِىْ-সেই (সত্তা) যিনি ; يُحْىٖ-জীবন দান করেন : وَ-ও ; يُمِيْتُ-মৃত্যুদান করেন ; وَ-আর ; لَهُ-তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে ; اخْتِلَافُ-পরিবর্তন ; الَّيْلِ-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارِ-দিনের ; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তবুও কি তোমরা বুঝবে না। (৮১) بَلْ-বরং ; قَالُوْا-তারা বলে ;

৭৭. অর্থাৎ তোমাদের যে কান, চোখ ও অন্তর দেয়া হয়েছে, তা একটি পশুরও রয়েছে। পশু শুধু তার দেহের দাবী পূরণের জন্য এগুলোকে খাটায়, তোমরা মানুষরাও যদি শুধু দেহের দাবী পূরণের জন্যই এগুলোকে খাটাও তাহলে পশুতে ও তোমাদের মধ্যে কি পার্থক্য থাকল ? তোমরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর দেয়া কান, চোখ ও অন্তকরণকে সত্যের জন্য ব্যয় করা। চোখ দিয়ে সত্যের দিকে নির্দেশকারী আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনগুলো দেখা; কান দিয়ে সত্যের দিকে আহ্বানকারীর ডাক শোনা ; আর

مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا

সে রূপই যেমন বলেছিলে (তাদের) পূর্ববর্তী লোকেরা। ৮২. তারা বলেছিল—আমরা যখন মরে যাব এবং পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে—তখনও কি আমরা

لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ

পুনরুত্থিত হবো ? ৮৩. 'নিঃসন্দেহে আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এর আগে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছিল—এটাতো নয়

اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

পূর্ববর্তীদের কল্পকথা ছাড়া অন্য কিছু।'[৮০] ৮৪. আপনি বলুন—'এ যমীন ও যারা তাতে আছে তারা কার ? যদি তোমরা জেনে থাক।'

مِثْلَ-সেরূপই ; مَا-যেমন ; قَالَ-বলেছিল ; الْاَوَّلُوْنَ-পূর্ববর্তী লোকেরা। ﴿٨٢﴾ قَالُوْا-তারা বলেছিল ; ءَ اِذَا مِتْنَا-(ء+اذا+متنا)-আমরা যখন মরে যাব ; وَ-এবং ; كُنَّا-পরিণত হয়ে যাব ; تُرَابًا-মাটি ; وَّ-ও ; عِظَامًا-হাড়ে ; ءَ اِنَّا-(ء+انا)-তখনও কি আমরা হবো ; لَمَبْعُوْثُوْنَ-(ل+مبعوثون)-পুনরুত্থিত। ﴿٨٣﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا-(ل+قد وعدنا)-নিসন্দেহে ওয়াদাই দেয়া হয়েছিল ; نَحْنُ-আমাদেরকে ; وَ-ও ; اٰبَاؤُنَا-(اباؤ+نا)-আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ; هٰذَا-এই ; مِنْ قَبْلُ-এর আগে ; اِنْ-নয় ; هٰذَآ-এটাতো ; اِلَّا-ছাড়া অন্য কিছু ; اَسَاطِيْرُ-কল্পকথা ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তীদের। ﴿٨٤﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; لِمَنِ-(ل+من)-কার ; الْاَرْضُ-(ال+ارض)-এ যমীন ; وَ-ও ; مَنْ-যারা আছে ; فِيْهَا-তাতে; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জেনে থাক।

অন্তকরণ দিয়ে চিন্তা করা যে, আমার এ অস্তিত্ব কেমন করে লাভ করলাম, কেন লাভ করলাম এবং আমার জীবনের লক্ষ কি ? আর তাহলেই আল্লাহর দেয়া কান, চোখ ও অন্তকরণের জন্য শোকর আদায় করা হবে।

৭৮. অর্থাৎ এ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে যদি তোমরা চিন্তা-ফিকির করো এবং এ সম্পর্কিত যুক্তি-প্রমাণগুলো শোন, তাহলে তোমরা সত্যে পৌঁছে যেতে পারবে। আর সাথে সাথে এটাও নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, এ জগতটি স্রষ্টা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং এ জগতের স্রষ্টাও একক সত্তা আল্লাহ। আরও জানতে পারবে যে, এ জগত ও এর মধ্যকার সকল সৃষ্টি এক মহান লক্ষে তৈরি করা হয়েছে। এটা এক বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা। নিছক খেল-তামাসা ও অর্থহীন কার্যকলাপ দেখানোর জন্য এগুলো সৃষ্টি করা হয়নি। আর মানুষের মতো একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীকে নিজের কাজ-কর্মের জবাবদিহি না করে মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি এবং তা সম্ভব নয়।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

৮৫. তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহর। বলুন—'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?'[৮১] ৮৬. বলুন—সাত আসমানের প্রতিপালক কে ?

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْۢ

আর (কে) মহান আরশের প্রতিপালক ? ৮৭. তারা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহ'[৮২] ; আপনি বলুন—তবুও কি তোমরা ভয় করবে না।'[৮৩] ৮৮. আপনি বলুন—'কার

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

হাতে রয়েছে সকল কিছুর কর্তৃত্ব[৮৪] এবং যিনি আশ্রয় দান করেন, আর যার বিরুদ্ধে (কাউকে) আশ্রয় দেয়া যায় না—যদি তোমরা জেনে থাক।

﴿٨٥﴾ سَيَقُوْلُوْنَ-তারা অবশ্যই বলবে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; قُلْ-বলুন ; اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ا+ف+لاتذكرون)-তবুওকি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ﴿٨٦﴾ قُلْ-বলুন ; مَنْ-কে ; رَبُّ-প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমানের ; السَّبْعِ-সাত ; وَ-আর (কে) ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الْعَرْشِ-আরশের ; الْعَظِيْمِ-মহান। ﴿٨٧﴾ سَيَقُوْلُوْنَ-তারা অবশ্যই বলবে ; لِلّٰهِ-আল্লাহ ; قُلْ-আপনি বলুন ; اَفَلَا تَتَّقُوْنَ-(ا+ف+لاتتقون)-তবুও কি তোমরা ভয় করবে না। ﴿٨٨﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কার ; بِيَدِهٖ-(ب+يد+ه)-হাতে রয়েছে ; مَلَكُوْتُ-কর্তৃত্ব ; كُلِّ-সকল ; شَيْءٍ-কিছুর ; وَّ-এবং ; هُوَ-যিনি ; يُجِيْرُ-আশ্রয় দান করেন ; وَ-আর ; لَا يُجَارُ-আশ্রয় দেয়া যায় না (কাউকে) ; عَلَيْهِ-যার বিরুদ্ধে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জেনে থাক।

৭৯. এখানে তাওহীদ ও আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যুক্তি পেশ করে সামনের দিকে এমন সব নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা শির্ক ও আখিরাত অবিশ্বাস বাতিল বলে প্রমাণিত হয়।

৮০. স্মরণীয় যে, আখিরাত অবিশ্বাসকারীরা কেবলমাত্র আখিরাতকেই অস্বীকার করে না, বরং এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার অনেক গুণ-বৈশিষ্ট্য ও তাঁর শক্তি ও জ্ঞানকে অস্বীকার করে।

৮১. অর্থাৎ এ পৃথিবী তথা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারীদেরকে আল্লাহর আয়ত্বাধীন বলে যখন তোমরা স্বীকার করো, তাহলে তিনি ছাড়া যে অন্য কেউ ইবাদাত লাভের যোগ্য নয় এবং এ পৃথিবী ও এর জনবসতিকে পুনর্বার সৃষ্টি করা যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এমনকি কিছুমাত্র কঠিনও নয় তা কেন তোমরা বুঝতে পারছো না।

۝٨٩ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُونَ ۝٩٠ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

৮৯. তারা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহর' ; আপনি বলুন—'তাহলে কিভাবে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছো[৮৫] ?' ৯০. বরং আমিতো তাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছি, কিন্তু তারা তো নিশ্চিত

৮৯ سَيَقُولُونَ-তারা অবশ্যই বলবে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; قُلْ-আপনি বলুন ; (ف+انى)-فَأَنّٰى-তাহলে কিভাবে ; تُسْحَرُونَ-তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছো। ৯০ بَلْ-বরং ; أَتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য ; وَ-কিন্তু ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারাতো নিশ্চিত ;

৮২. অর্থাৎ তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় সাত আসমান ও যমীনের প্রতিপালক তথা ব্যবস্থাপক কে ? তখন তাদেরতো এ ছাড়া অন্য কোনো জবাব দেয়ার কোনো সুযোগই নেই যে, এগুলোর ব্যবস্থাপক-প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ।

৮৩. অর্থাৎ তোমরা যদি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হও যে, এসব কিছুতে মালিকানা ও আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর, তাহলে তো তাঁর কাছে তোমাদের জবাবদিহিতার ভয় থাকা একান্তই যুক্তিযুক্ত।

৮৪. 'মালাকূত' শব্দের মধ্যে 'রাজত্ব' ও 'মালিকানা' উভয়ের অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি জিনিসের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব কার।' সবকিছুর উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব যে আল্লাহর তারা তা স্বীকার করতে অবশ্যই বাধ্য। আর তাঁর কর্তৃত্ব যে এমন নিরংকুশ তার প্রমাণ হলো, তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব-গযব ও দুঃখ কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব ও দুঃখ-মসীবতে আপতিত করেন। যাকে তিনি আযাব ও দুঃখ মসীবতে ফেলেন, তাকে বাঁচিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর সাথে মুকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই। দুনিয়ার দিকদিয়ে একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এটাই সত্য যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। তবে তিনি যাকে আযাব দেবেন, তা অন্যায় ভাবে দেবেন না ; কিন্তু যাকে জান্নাত দেবেন তা হবে তাঁর রহমতের দান।

৮৫. অর্থাৎ এসব কথা জানা সত্ত্বেও কার যাদুর ফলে তোমরা প্রকৃত সত্য বুঝতে পারছো না ? কার যাদুর ফলে তোমরা যারা মালিক নয়, তাদেরকে মালিক বানিয়ে নিচ্ছ। যারা কোনো কর্তৃত্বের অধিকারী নয়, তাদেরকে আসল কর্তৃত্বের অধিকারীর মতো ইবাদাতের হকদার মনে করছো। আল্লাহর মুকাবিলায় যাদের কোনো আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের আশ্রয়ের উপর তোমরা ভরসা করছো এবং আল্লাহর সাথে করছো বিশ্বাসঘাতকতা। যিনি তোমাদেরকে আসল সত্যের দাওয়াত দিচ্ছেন, তোমরা তোমাদের সেই নবীকে যাদুকর বলে অপবাদ দিচ্ছো, অথচ তোমাদের স্বীকৃত সেই সত্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী কথা যারা রাতদিন বলে বেড়ায় তারাই যে আসল যাদুকর তা তোমাদের মনে জাগে না। তোমরা তাদের যাদু দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে পড়েছো।

لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ

মিথ্যাবাদী।[৮৬] ৯১. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি[৮৭] এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহও নেই, যদি থাকত তবে অবশ্যই চলে যেতো

كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

প্রত্যেক 'ইলাহ' তা নিয়ে, যা সে সৃষ্টি করেছে এবং তাদের একে অপরের উপর অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করতো[৮৮]; তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র।

لَكٰذِبُوْنَ-(ل+كذبون)-মিথ্যাবাদী। ﴿٩١﴾ مَا اتَّخَذَ-গ্রহণ করেননি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ وَّلَدٍ-(من+ولد)-কোনো সন্তান ; وَّ-এবং ; مَا كَانَ-নেই ; مَعَهٗ-তাঁর সাথে ; مِنْ اِلٰهٍ-(من+اله)-কোনো ইলাহ ; اِذًا-যদি থাকতো তবে ; لَّذَهَبَ-অবশ্যই চলে যেতো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; اِلٰهٍ-ইলাহ ; بِمَا-তা নিয়ে যা ; خَلَقَ-সে সৃষ্টি করেছে ; وَ-এবং ; لَعَلَا-(ل+علا)-অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করতো ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; عَلٰى-উপরে ; بَعْضٍ-অপরের ; سُبْحٰنَ-অতি পবিত্র ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যা ; يَصِفُوْنَ-তারা বলে (আরোপ করে)।

৮৬. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মৌখিক স্বীকৃতি আর তাদের বাস্তব তৎপরতার কোনো মিল থাকায় তাদের মিথ্যাবাদী হওয়াটা প্রমাণিত। সার্বভৌম ক্ষমতা (আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার পূর্ণ বা আংশিক) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের রয়েছে একথায় তারা মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন সম্ভব নয়—একথায়ও তারা মিথ্যাবাদী। একদিকে আল্লাহকে পৃথিবী ও আকাশের মালিক বলে স্বীকার করা, অন্যদিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অন্যদেরকেও মনে করা পরস্পর বিরোধী। একদিকে আল্লাহকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা বলে মেনে নেয়া, অপরদিকে তাঁকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় বলে মনে করা একেবারেই যুক্তি-বিবেক বিরোধী কথা। সুতরাং তাদের স্বীকৃত সত্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং আখিরাতকে অস্বীকার করা এ দুটোই তাদের প্রমাণিত মিথ্যা।

৮৭. এখানে শুধুমাত্র খৃস্টানদের আকীদার প্রতিবাদ করা হয়নি, আরবের মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা তাদের উপাস্য দেব-দেবীদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে বিশ্বাস পোষণ করতো। আল্লাহর সাথে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক স্থাপনের এ ভ্রষ্ট আকীদায় দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিক বিশ্বাসী ছিল। তাই এ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে খৃস্টান-মুশরিক নির্বিশেষে সকল যুগের সকল মুশরিকের আকীদার প্রতিবাদও খণ্ডন হয়ে গেছে।

৮৮. অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন অংশে যদি বিভিন্ন শক্তির আলাদা-আলাদা স্রষ্টা ও প্রভু থাকতো তাহলে তাদের মধ্যে কি সেরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় থাকতো না,

﴿٩٢﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

৯২. তিনি অবগত অদৃশ্য ও দৃশ্য[৮৯] (সম্পর্কে) অতএব তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধে।

﴿٩٢﴾ عٰلِمِ-তিনি অবগত ; الْغَيْبِ-অদৃশ্য ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-দৃশ্য (সম্পর্কে) ; فَتَعٰلٰى-(ف+تعلى)-অতএব তিনি বহু উর্ধে ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে, যে ; يُشْرِكُوْنَ-তারা শরীক করে।

যেরূপ শৃংখলা-সহযোগিতা এ বিশ্বব্যবস্থার অগণিত গ্রহ নক্ষত্র ও অসংখ্য বস্তুর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এর জবাবে অবশ্যই 'না' বলা ছাড়া উপায় নেই। তাই যদি হয় তাহলে এ বিশ্ব-জাহানের নিয়ম-শৃংখলা ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহযোগিতা এটাই তো প্রমাণ করে যে, এর ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এক আল্লাহর হাতেই কেন্দ্রীভূত। এর ব্যতিক্রম হলে অবশ্যই বিভিন্ন প্রভুদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো এবং পর্যায়ক্রমে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত গড়াতো।

সূরা আল আম্বিয়ার ২২ আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, "যদি এতদুভয়ের (আসমান-যমীনের) মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহও থাকতো, তাহলে এ উভয়ের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৪২ আয়াতে বলা হয়েছে—"আপনি বলে দিন—যদি তাঁর (আল্লাহর) সাথে অন্য ইলাহও থাকতো, যেমন লোকেরা বলে, তাহলে তারা অবশ্যই আরশের মালিকের কাছে পৌছার পথ খুঁজে ফিরতো।"

৮৯. অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানতো রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির এ জ্ঞান আছে বলে যারা বিশ্বাস করে, তারা শির্ক করে—আল্লাহ এ থেকে অনেক উর্ধে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির অদৃশ্যের জ্ঞান নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষমতা কারো আছে বলে মনে করাও শির্ক।

৫ম রুকূ' (৭৮-৯২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের শোনার, দেখার এবং কোনো কিছু বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর দেয়া সকল অমূল্য নিয়ামতের শোকর আদায় করা মানুষের এক অপরিহার্য কর্তব্য।

২. দুনিয়ার যমীনে মানব জাতিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রভূত কল্যাণ করেছেন। অবশ্যই কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আগে পরের সকল মানুষকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হবে।

৩. জীবন ও মৃত্যু দান এবং রাতদিনের আবর্তন এসবই আল্লাহর ক্ষমতার আয়ত্বে রয়েছে। এটা কোনো মানুষের অস্বীকার করার জো নেই ; কিন্তু তারপরও মানুষ তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, যা নিতান্তই বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।

৪. সকল যুগের তাওহীদ ও আখিরাত অবিশ্বাসী লোকদের কথা হলো—মানুষ মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার তাকে জীবিত করে উঠানো কেমন করে সম্ভব হতে পারে। তাদের বুঝা উচিত যে, প্রথমবার তৈরি করা থেকে দ্বিতীয়বার তৈরি করা অবশ্যই সহজ।

৫. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের কোনো একটিকে অমান্য বা অস্বীকার করে অপর দুটোকে মানার কোনো সুযোগ নেই।

৬. পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছুই যখন আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন তখন তিনিই যে সকল প্রকার ইবাদাতের যোগ্য সত্তা এবং মৃত্যুর পর তিনি অবশ্যই পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম একথা মেনে নিতেই হবে।

৭. আল্লাহ তাআলা সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক। তিনি চাইলে এক নিমিষের মধ্যেই তিনি ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস করে দিতে পারেন। সুতরাং ভয় করার মতো সত্তা একমাত্র তিনিই। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বা কিছুকেই ভয় করার কারণ নেই।

৮. সকল ক্ষমতা-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি কাউকে আশ্রয় দিলে তাকে নিরাশ্রয় করার আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

৯. আল্লাহর মুকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দেয়ার কারো কোনো ক্ষমতাই নেই।

১০. যুগে যুগে গুমরাহ লোকেরা আল্লাহর সাথে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে। আল্লাহ এসব জৈবিক সম্পর্ক থেকে পবিত্র। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। আবার কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণও করেননি।

১১. আল্লাহ তা'আলা একক অদ্বিতীয় সত্তা। বিশ্ব-জাহানে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা ইবাদাতের যোগ্য কোনো সত্তা নেই। যদি একাধিক ইলাহ বা প্রভু থাকতো তাহলে বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যেতো।

১২. আল্লাহ তা'আলা-ই দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী।

১৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফেরেশতা, জ্বিন বা মানুষ অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান রাখে না। কেউ যদি কোনো জ্বিন বা মানুষকে এরূপ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে বলে মনে করে সে অবশ্যই শিরক করে। সেজন্য তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে।

১৪. অতএব কোনো সত্তা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে আযাব থেকে মুক্তি পাইয়ে দিতে অথবা মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম নয়। এ বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-২৬

﴿٩٣﴾ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٤﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

৯৩. (হে নবী) আপনি দোয়া করুন (এ বলে)—'হে আমার প্রতিপালক ! আপনি যদি আমাকে তা দেখান যার (আযাবের) হুমকী তাদেরকে দেখানো হয়েছে— তবে হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সেই যালিমদের দলে শামিল করবেন না।[৯০]

﴿٩٥﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٦﴾ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ

৯৫. আর অবশ্যই আমি তা আপনাকে দেখাতে সক্ষম যার হুমকী আমি তাদেরকে দিচ্ছি। ৯৬. মন্দকে প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উত্তম

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٧﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

আমি ভাল করেই জানি তারা যা বলে। ৯৭. আর আপনি বলুন—হে আমার প্রতিপালক, আমি শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

﴿٩٣﴾قُلْ-(হে নবী!) আপনি দোয়া করুন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اِمَّا-যদি ; تُرِيَنِّي-(ترين+ى)-আপনি আমাকে দেখান ; مَا-যার ; يُوعَدُونَ-হুমকী তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। ﴿٩٤﴾رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; فَلَا تَجْعَلْنِي-(ف+لاتجعل+نى)-তবে আমাকে শামিল করবেন না ; فِي الْقَوْمِ-সেই দলে ; الظَّالِمِينَ-যালিমদের। ﴿٩٥﴾وَ-আর ; اِنَّا-অবশ্যই আমি ; عَلَىٰ اَنْ نُّرِيَكَ-আপনাকে দেখাতে ; مَا-যার ; نَعِدُهُمْ-হুমকী আমি তাদেরকে দিচ্ছি ; لَقَادِرُونَ-সক্ষম। ﴿٩٦﴾اِدْفَعْ-প্রতিহত করুন ; بِالَّتِي-(ب+التى)-তা দ্বারা ; هِيَ-যা ; اَحْسَنُ-উত্তম ; السَّيِّئَةَ-মন্দকে ; نَحْنُ-আমি ; اَعْلَمُ-ভাল করেই জানি ; بِمَا-যা ; يَصِفُونَ-তারা বলে। ﴿٩٧﴾وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলুন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَعُوذُ-আমি আশ্রয় চাচ্ছি ; بِكَ-আপনার কাছে ; مِنْ-থেকে ; هَمَزَاتِ-কুমন্ত্রণা ; الشَّيَاطِينِ-শয়তানদের।

৯০. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ দোয়া করার জন্য হুকুম দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর আযাব অবশ্যই ভয় করার মতো জিনিস। এটা চেয়ে নেয়ার মতো জিনিস নয়। আল্লাহ তায়ালা নিজের দয়া-অনুগ্রহ ও ধৈর্যশীলতার কারণে তা নিয়ে আসতে বিলম্ব করেন, তখন আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে নিশ্চিন্তে নাফরমানীর কাজ করে যেতে থাকা উচিত নয়। আসলে আল্লাহর আযাবকে শুধুমাত্র গোনাহগার ও নাফরমানরাই ভয় করবে এমন নয় ; বরং নেককার লোকদের তা থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ চাওয়া উচিত।

⑨৮ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ⑨৯ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

৯৮. আর আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।[৯১]

৯৯. এমনকি তাদের কারো কাছে যখন এসে পড়ে মৃত্যু সে বলে—

رَبِّ ارْجِعُوْنِ ⑩০ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۗ

হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন।[৯২] **১০০. যাতে আমি নেক কাজ করতে পারি**[৯৩]**, যা আমি (অতীতে) ছেড়ে দিয়েছি ; কখনো নয়,**[৯৪] **এটা তো শুধুমাত্র একটি কথা তার কথক সে**[৯৫] **;**

⑨৮ وَ-আর ; اَعُوْذُ-আশ্রয় চাচ্ছি ; بِكَ-আপনার কাছে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে। ⑨৯ حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; جَآءَ-এসে পড়ে ; اَحَدَهُمُ-(احد+هم)-তাদের কারো ; الْمَوْتُ-মৃত্যু ; قَالَ-সে বলে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; ارْجِعُوْنِ-আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন। ⑩০ لَعَلِّىْ-যাতে আমি ; اَعْمَلُ-আমি করতে পারি ; صَالِحًا-নেক কাজ ; فِيْمَا-(فى+ما)-যা অতীতে ; تَرَكْتُ-আমি ছেড়ে দিয়েছি ; كَلَّا-কক্ষণো নয় ; اِنَّهَا-(ان+ها)-এটাতো শুধুমাত্র ; كَلِمَةٌ-একটি কথা ; هُوَ-সে ; قَآئِلُهَا-(قائل+ها)-তার কথক ;

কারণ সামষ্টিক গোনাহের কারণে যদি কখনো আসমানী আযাব এসে পড়ে তখন কেবল খারাপ লোকদের সাথে ভাল লোকেরাও আযাবের শিকার হয়ে পড়ে। অতএব একটি অনৈসলামিক সমাজে বসবাসকারী নেককার লোকদেরকেও সবসময় আল্লাহর কাছে তাঁর আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া উচিত।

৯১. শয়তানের প্রতারণা, প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি একটি সুদূরপ্রসারী দোয়া। মানুষ যখন ক্রোধ বা রাগের সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসে তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এ দোয়ার বরকতে বিপদমুক্ত থাকা যায়। এছাড়া শয়তান ও জ্বিনদের অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও আত্মরক্ষার জন্য এটি একটি পরীক্ষিত দোয়া।

৯২. এখানে আল্লাহকে সম্বোধন করে বহুবচনের শব্দে 'ইরজিউন' ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর সম্মানার্থে। বিভিন্ন ভাষায় এ নিয়ম প্রচলিত আছে। আবেদনের গুরুত্বকে স্পষ্ট করার জন্যও এ নিয়মের ব্যবহার রয়েছে। অথবা 'রাব্বি' দ্বারা আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে, আর 'ইরজিউন' দ্বারা ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যেসব ফেরেশতা অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছিল।

৯৩. অপরাধীরা মৃত্যুকাল থেকে নিয়ে হাশরের মাঠে একত্র হওয়া এবং বিচার ও জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত, এমনকি তারপরেও এ আবেদনই করতে থাকবে যে, আমাদেরকে আর মাত্র একবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমরা এখন তাওবা করছি, আমরা আর কখনো নাফরমানী করবো না। এখন থেকে আমরা সব আদেশ নিষেধ পালন করে চলবো।

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ

এবং তাদের (এ মৃতদের) সামনে রয়েছে 'বারযাখ' (প্রতিবন্ধক একটি অন্তর্বর্তীকালীন যুগ) এমন একটি দিবস পর্যন্ত (যেদিন) তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে।[৯৬] ১০১. অতপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে,

فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ

তখন সেদিন থাকবে না তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তারা একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না।[৯৭] ১০২. তারপর যাদের (নেকীর) পাল্লা গুলো ভারী হবে,[৯৮] তারাই হবে

وَ-এবং ; مِنْ وَّرَآئِهِمْ-(من+وراء+هم)-তাদের সামনে রয়েছে ; بَرْزَخٌ-বরযখ (প্রতিবন্ধক একটি অন্তবর্তীকালীন যুগ) ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-(এমন) একটি দিবস (যেদিন) ; يُبْعَثُوْنَ-তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে। ﴿١٠١﴾ فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; نُفِخَ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِى الصُّوْرِ-(فى+ال+صور)-শিংগায় ; فَلَآ اَنْسَابَ-(ف+لا انساب)-তখন থাকবে না কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যকার ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; وَّ-এবং ; لَا يَتَسَآءَلُوْنَ-তারা একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না। ﴿١٠٢﴾ فَمَنْ-(ف+من)-তারপর যাদের ; ثَقُلَتْ-ভারী হবে ; مَوَازِيْنُهٗ-(موازين+ه)-(নেকীর) পাল্লাগুলো ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তারাই হবে ;

৯৪. অর্থাৎ তাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হবে না। কারণ মানুষকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠাতে হলে মৃত্যুর পর সে যা কিছু দেখছে তা তার স্মৃতি থেকে হয়ত মুছে ফেলতে হবে ; এরূপ করলে সে আগের জন্মে যা করেছে পরেরবারও তাই করবে; সুতরাং দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর যদি মৃত্যুর পর গোনাহের যে পরিণাম সে দেখেছে তা তার স্মৃতিতে রেখে দেয়া হয়, তাহলেতো পরীক্ষার কোনো অর্থই হয় না। কেননা সত্যকে দেখিয়ে দিয়ে এবং গোনাহের পরিণামফল বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েতো পরীক্ষার হলে পাঠানো অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ পরীক্ষাতো হলো এ দুনিয়ায় মানুষ সত্যকে না দেখে নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে সত্যকে চিনে মেনে নেয় কিনা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা পেয়েও এ দুটি পথের কোনটি গ্রহণ করে তা যাঁচাই করা।

৯৫. অর্থাৎ এটা একটা কথার কথা মাত্র। একথার উপর ভিত্তি করে তাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তাকে ফিরিয়ে দুনিয়াতে পাঠালে সে আগের মতই চলবে। কাজেই তার এসব প্রলাপকে গণ্য করা যায় না।

৯৬. 'বারযাখ' শব্দের অর্থ প্রতিবন্ধক ও পৃথককারী বস্তু। দু-অবস্থা বা দু-বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে 'বারযাখ' বলে। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত তথা হাশর পর্যন্ত সময়কালকে 'বারযাখ' বলে। এ সময় মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানে এ যবনিকার আড়ালে অবস্থান করতে হবে।

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

প্রকৃত সফলকাম। ১০৩. আর যাদের পাল্লাগুলো হালকা হবে, তারাতো সেসব লোক যারা ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের নিজেদেরকে[৯৯]—

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

তারা জাহান্নামে থাকবে অনন্তকাল। ১০৪. আগুন তাদের চেহারাগুলো জ্বালিয়ে দেবে এবং তারা সেখানে বীভৎস চেহারার অধিকারী হয়ে থাকবে।[১০০]

هُمُ الْمُفْلِحُونَ-প্রকৃত সফলকাম। ﴿١٠٣﴾ وَ-আর ; مَنْ-যাদের ; خَفَّتْ-হালকা হবে ; مَوَازِينُهُ-(موازين+ه)-পাল্লাগুলো ; فَأُولَٰئِكَ-(ف+اولئك)-তারাতো ; الَّذِينَ-সেসব লোক যারা ; خَسِرُوا-ধ্বংস করে নিয়েছে ; أَنفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদেরকে ; فِي جَهَنَّمَ-তারা জাহান্নামে ; خَالِدُونَ-অনন্তকাল থাকবে। ﴿١٠٤﴾ تَلْفَحُ-জ্বালিয়ে দেবে ; وُجُوهَهُمُ-(وجوه+هم)-তাদের চেহারাগুলোকে ; النَّارُ-আগুন ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; فِيهَا-সেখানে ; كَالِحُونَ-বীভৎস চেহারার অধিকারী হয়ে থাকবে।

৯৭. অর্থাৎ ছেলে বাপের কোনো কাজে লাগবে না, আর বাপও ছেলের কোনো উপকার করতে সক্ষম হবে না। শুধু তাই নয় প্রত্যেকে এমন অবস্থার শিকার হবে যে, নিকটতম কোনো আত্মীয়কে অবস্থা জিজ্ঞেস করার মানসিকতা কারো মধ্যে থাকবে না।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

(১) সূরা মা'আরিজ-এর ১০ আয়াতে বলা হয়েছে—

"কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু তার কোনো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না।"

(২) একই সূরার ১১ আয়াত থেকে ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"সেদিন অপরাধী তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও নিজের সহায়তাকারী নিকটাত্মীয় এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে হলেও নিজের মুক্তি নিশ্চিত করতে চাইবে।"

(৩) সূরা আবাসা-এর ৩৪ আয়াত থেকে ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পালিয়ে যেতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যা তার নিজেকেই শুধু ব্যস্ত রাখবে।"

৯৮. অর্থাৎ যাদের বদ কাজের পাল্লা থেকে নেক কাজের পাল্লা বেশী ভারী হবে, তারাই চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে।

৯৯. সূরার শুরুতে মু'মিনদের সফলতার মানদণ্ডগুলো এবং চতুর্থ রুকূ'তে ক্ষতির যে মানদণ্ড বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর আলোকে চিন্তা করলেই অন্তরে সফলতার জন্য উৎসাহ এবং ক্ষতির আশংকা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সতর্কতা সৃষ্টি হবে।

﴿١٠٥﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٦﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَا

১০৫. (বলা হবে) আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে কি পাঠ করে শোনানো হতো না ? কিন্তু তোমরা তা অস্বীকার করতে। ১০৬. তারা বলবে—হে আমার প্রতিপালক !

غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٧﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا

আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য বিজয় লাভ করেছিল এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। ১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক !আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিন। অতপর আমরা যদি আবার এরূপ করি।

فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى

তবে নিশ্চয়ই আমরা হয়ে যাব যালিম। ১০৮. তিনি (আল্লাহ) বলবেন—তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না।[১০১] ১০৯. নিশ্চয়ই আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে একটি দল ছিল

(১০৫) اَلَمْ تَكُنْ-(ا+لم+تكن)-হতো না কি ; اٰيٰتِىْ-(ايات+ى)-আমার আয়াতসমূহ ; تُتْلٰى-পাঠ করে শোনানো ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের কাছে ; فَكُنْتُمْ-(ف+كنتم)-কিন্তু তোমরা ; بِهَا-তা ; تُكَذِّبُوْنَ-অস্বীকার করতে। (১০৬) قَالُوْا-তারা বলবে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; غَلَبَتْ-বিজয় লাভ করেছিল ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; شِقْوَتُنَا-(شقوة+نا)-আমাদের দুর্ভাগ্য ; وَ-এবং ; كُنَّا-আমরা ছিলাম ; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; ضَالِّيْنَ-পথভ্রষ্ট। (১০৭) رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; اَخْرِجْنَا-(اخرج+نا)-আমাদেরকে বের করে নিন ; مِنْهَا-(من+ها)-এখান থেকে ; فَاِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; عُدْنَا-আমরা আবার এরূপ করি ; فَاِنَّا-(ف+انا)-তবে আমরা নিশ্চয়ই ; ظٰلِمُوْنَ-হয়ে যাব যালিম। (১০৮) قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; اِخْسَئُوْا-তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকো ; فِيْهَا-তাতে ; وَ-এবং ; لَا تُكَلِّمُوْنِ-আমার সাথে কথা বলো না। (১০৯) اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই ; كَانَ-ছিল ; فَرِيْقٌ-একটি দল ; مِّنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِىْ-(عباد+ى)-আমার বান্দাহদের ;

১০০. অর্থাৎ খাশির ভুনা মাথা যেমন চামড়া আলাদা হয়ে চোয়ালের দাঁতগুলো বের হয়ে থাকে তদ্রূপ অপরাধীদের মুখের চামড়া-মাংস পুড়ে গিয়ে দাঁত বের হয়ে আসবে এবং ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করবে।

১০১. অর্থাৎ তোমাদের মুক্তির জন্য আর কোনো আবেদন নিবেদন গ্রহণ করা হবে না। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন—এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপর কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না। জন্তুদের মত একে অপরের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। ইমাম বায়হাকী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব থেকে রিওয়ায়াত করেন—

يَقُولُونَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

তারা বলতো—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি তোমাদেরকে মাফ করে দিন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন আর আপনিতো দয়াবানদের মধ্যে সর্বোত্তম।

۝١١٠ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰىٓ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝

১১০. তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিলে এমন কি তা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ, আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে।

۝١١١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا ۙ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۝١١٢ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ

১১১. আজ আমি তাদেরকে তারা যে সবর করেছিল তার পরিবর্তে এমন নিশ্চিত প্রতিদান দিলাম যে, নিঃসন্দেহে তারা—তারাই প্রকৃত সফলকাম।[১০২] ১১২. তিনি (আল্লাহ) বলবেন কত সময় তোমরা অবস্থান করেছো

فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝١١٣ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّينَ ۝

পৃথিবীতে বছরের হিসেবে ? ১১৩. তারা বলবে—আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম[১০৩]—তবে আপনি হিসাব রক্ষক (ফেরেশতা)দেরকে জিজ্ঞেস করুন।

يَقُولُونَ-তারা বলতো ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; فَاغْفِرْ-(ف+اغفر)-অতএব আপনি মাফ করে দিন ; لَنَا-আমাদেরকে ; وَ-ও ; ارْحَمْنَا-(ارحم+نا)-আমাদের প্রতি দয়া করুন ; وَ-আর ; أَنْتَ-আপনিতো ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الرّٰحِمِيْنَ-দয়াবানদের মধ্যে। ۝১১০ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ-(ف+اتخذتموا+هم)-তখন তোমরা তাদেরকে বানিয়েছিলে ; سِخْرِيًّا-উপহাসের বস্তু ; حَتّٰى-এমন কি ; أَنْسَوْكُمْ-(انسوا+كم)-তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল ; ذِكْرِي-(ذكر+ى)-আমার স্মরণ ; وَ-আর ; كُنْتُمْ-তোমরা ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের নিয়ে ; تَضْحَكُونَ-হাসি-ঠাট্টা করতে। ۝১১১ إِنِّي-(ان+ى)-আমি নিশ্চিত ; جَزَيْتُهُمُ-(جزيت+هم)-তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম ; الْيَوْمَ-(ال+يوم)-আজ ; بِمَا-তার পরিবর্তে যে ; صَبَرُوٓا-তারা সবর করেছিল ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-নিসন্দেহে তারা ; هُمُ-তারাই ; الْفَآئِزُونَ-প্রকৃত সফলকাম। ۝১১২ قٰلَ-তিনি বলবেন ; كَمْ-কত সময় ; لَبِثْتُمْ-তোমরা অবস্থান করেছো ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; عَدَدَ-হিসেবে ; سِنِينَ-বছরের। ۝১১৩ قَالُوا-তারা বলবে ; لَبِثْنَا-আমরা অবস্থান করেছিলাম ; يَوْمًا-একদিন ; أَوْ-বা ; بَعْضَ-কিছু অংশ ; يَوْمٍ-দিনের ; فَسْئَلِ-(ف+اسئل)-তবে আপনি জিজ্ঞেস করুন ; الْعَآدِّينَ-হিসাব রক্ষক (ফেরেশতা)দেরকে।

﴿١١٤﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٥﴾ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ

১১৪. তিনি বলবেন—তোমরা নিতান্ত কম সময় ছাড়া সেখানে অবস্থান করোনি, যদি তোমরা (তখন) নিশ্চিত তা জানতে।[১০৪] ১১৫. তবে কি তোমরা ধারণা করেছিলে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র

عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٦﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ

বেহুদা[১০৫] এবং কখনো তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না ?
১১৬. অতএব আল্লাহই উচ্চ-উন্নত—প্রকৃত মালিক;[১০৬] নেই কোনো ইলাহ

(১১৪) قٰلَ-তিনি বলতেন ; اِنْ لَّبِثْتُمْ-তোমরা অবস্থান করোনি ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-নিতান্ত কম সময় ; لَّوْ-যদি ; اَنَّكُمْ-তোমরা নিশ্চিত ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানতে। (১১৫) اَفَحَسِبْتُمْ-(ا+ف+حسبتم)-তবে কি তোমরা ধারণা করেছিলে ; اَنَّمَا-শুধুমাত্র ; خَلَقْنٰكُمْ-(خلقنا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; عَبَثًا-বেহুদা ; وَّ-এবং ; اَنَّكُمْ-(ان+كم)-কখনো তোমাদেরকে ; اِلَيْنَا-আমার কাছে ; لَا تُرْجَعُوْنَ-ফিরিয়ে আনা হবে না। (১১৬) فَتَعٰلَى-(ف+تعالى)-অতএব উচ্চ-উন্নত ; اللّٰهُ-আল্লাহই ; الْمَلِكُ-মালিক ; الْحَقُّ-প্রকৃত ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ;

"কুরআন মাজীদে জাহান্নামীদের পাঁচটি প্রার্থনার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে বলা হয়েছে 'তোমরা আমার সাথে কোনো কথা বলো না' এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা আর কিছুই বলতে পারবে না।"–মাযহারী

১০২. অর্থাৎ সফল কারা আর ব্যর্থ কারা এখানে তা আবারও উল্লেখ করা হয়েছে।

১০৩. বিস্তারিত জানার জন্য সূরা ত্বা-হা-এর ১০৩ ও ১০৪ আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৪. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন যে নিতান্ত হাতে গোনা পরীক্ষার কয়েকটি ঘন্টা মাত্র, এটা আসল জীবন নয়, আসল জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন। সেখানে থাকতে হবে অনন্তকাল—একথা আমার নবী তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন তোমরা তাঁর কথায় কান দাওনি। তোমরা আখিরাতের এ জীবনকে অস্বীকার করেই গিয়েছো। তোমরা মৃত্যুর পরের এ জীবনকে একটি মনগড়া কাহিনী মনে করেছো। এখন আর অনুশোচনা করে কি লাভ হবে। তখনই ছিল সাবধান হওয়ার সময়। তখন যদি তোমরা সতর্ক হতে কতইনা ভাল হতো। এখন আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো পথই খোলা নেই।

১০৫. এ আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ হলো—"তোমরা কি মনে করছো তোমাদেরকে খেলার ছলে আমি সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।" এর অর্থ—তোমাদেরকে সৃষ্টি করার কোনো লক্ষ উদ্দেশ্য নেই, খেলতে

إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

তিনি ছাড়া ; তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। ১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে,

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

যার পক্ষে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই,[১০৭] তবে তার হিসেব অবশ্যই তার প্রতিপালকের কাছে আছে[১০৮] ; নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।[১০৯]

﴿١١٨﴾ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

১১৮. আর আপনি বলুন—হে আমার প্রতিপালক ! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিতো দয়াবানদের মধ্যে সর্বোত্তম।[১১০]

إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; رَبُّ-(তিনি) মালিক ; الْعَرْشِ-আরশের ; الْكَرِيمِ-সম্মানিত। ﴿١١٧﴾ وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَدْعُ-ডাকে ; مَعَ-সাথে; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِلَٰهًا-ইলাহকে; آخَرَ-অন্য কোনো ; لَا-নেই; بُرْهَانَ-কোনো প্রমাণ ; لَهُ-তার কাছে ; بِهِ-যার পক্ষে; فَإِنَّمَا-তবে অবশ্যই ; حِسَابُهُ-(حساب+ه)-তার হিসাব ; عِندَ-কাছে ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই ; لَا يُفْلِحُ-সফলকাম হবে না ; الْكَافِرُونَ-কাফিররা। ﴿١١٨﴾ وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলুন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اغْفِرْ-ক্ষমা করুন ; وَ-ও ; ارْحَمْ-দয়া করুন ; وَ-আর ; أَنتَ-আপনিতো ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الرَّاحِمِينَ-দয়াবানদের মধ্যে।

খেলতে হঠাৎ করেই তোমাদের সৃষ্টির কাজ হয়ে গেছে এবং তোমরা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছো। অতএব তোমাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই।

আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, "তোমরা কি এটা মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে শুধুমাত্র খেলাধুলার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছি—তোমরা সেখানে এমন সব আজে-বাজে অর্থহীন কাজে লিপ্ত থাকবে যেগুলোর কখনো কোনো ফল হবে না।

১০৬. অর্থাৎ তিনি এমন উচ্চ-উন্নত মর্যাদার অধিকারী যে আজেবাজে ও অর্থহীন কোনো কাজ তাঁর পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়ার কল্পনাও করা যেতে পারে না। আর তিনি এমন মালিক যার কোনো বান্দাহ বা গোলাম তাঁর প্রভুত্বের কাজে শরীক হবে তার বহু উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।

১০৭. অর্থাৎ তার কাছে তার নিজের আল্লাহর সাথে শরীক করার কাজের সপক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই।

১০৮. অর্থাৎ সে যা কিছু কল্পনা করুক না কেন, আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসাব-নিকাশ থেকে কোনোভাবেই সে রক্ষা পাবে না।

১০৯. এখানে আবার কাফিরদের ব্যর্থতার কথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১১০. 'ইগফির' ও 'ইরহাম' অর্থ 'ক্ষমা করুন' ও 'দয়া করুন'। এখানে কি ক্ষমা করতে এবং কিসের প্রতি দয়া করতে হবে তা বলা হয়নি। এতে করে এখানে প্রশস্ততা ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া সকল ক্ষতিকর বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং রহমতের দোয়া সকল কাম্য ও কল্যাণকর বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেননা মানব জীবনের উদ্দেশ্যের সার হল—ক্ষতি দূর করা ও উপকার আহরণ করা। আর এ দু'টোই এ দোয়ার মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।—কুরতুবী

৬ষ্ঠ রুকূ' (৯৩-১১৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের গোনাহের কারণে যদি আসমানী আযাব ও গযব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন তা থেকে সৎলোকেরাও রেহাই পায় না। সুতরাং সবসময় সকলেই আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

২. দীনী দাওয়াতের কাজ উপলক্ষে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয় সেসব মন্দ আচরণের বদলায় তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা যাবে না।

৩. বাতিলপন্থীদের আচরণে অন্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে ক্ষুব্ধ আচরণ করা যাবে না।

৪. উপরোক্ত অবস্থায় মানসিক ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করতে হবে—"হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।"

৫. মানুষের মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত তথা হাশরের দিন পর্যন্ত সময়কালকে 'আলমে বারযাখ' তথা অন্তর্বর্তীকালীন জগত বলে।

৬. বারযাখের এ সময়কাল পুরোটাই মৃতব্যক্তি নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবে। তবে মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তবে সে জান্নাতের পূর্বাভাস পেতে থাকবে। আর যদি অপরাধী হয় তবে সে জাহান্নামের পূর্বাভাস পেতে থাকবে।

৭. কোনো অবস্থায়ই বারযাখের জগত থেকে কাউকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে আনা হবে না।

৮. কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আদি-অন্তের সকল মানুষ মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

৯. হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষ নিজের অবস্থা নিয়ে এতই অস্থির থাকবে যে, অন্য কারো কথা ভাবার অবকাশ থাকবে না।

১০. অতঃপর যখন বিচার কার্য আরম্ভ হবে তখন নেকীর পাল্লা যার ভারী হবে, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। সে হবে সফল। অনন্তকাল সে সুখে কাটাবে।

১১. আর হাশরের দিন যার অপরাধের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে অত্যন্ত দুর্ভাগা। সে দুনিয়াতে এমন কাজ করেছে যার ফলে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তার ঠিকানা হবে চিরন্তন জাহান্নাম।

১২. জাহান্নামীদের চেহারাগুলো যখন আগুনে জ্বলবে তখন তাদের চেহারাগুলোর চামড়া ও গোশ্ত পুড়ে গিয়ে দাঁত বের হয়ে পড়বে এবং বিভৎস রূপ ধারণ করবে।

১৩. এটা হবে সেসব লোকের পরিণতি যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অস্বীকার করতো।

১৪. হাশরের দিন এসব অপরাধী লোক দুনিয়াতে আবার ফেরত পাঠানোর আবেদন জানাবে কিন্তু তাদের আবেদন মঞ্জুরতো হবেই না, উপরন্তু তাদেরকে আর কোনো আবেদনের সুযোগ দেয়া হবে না।

১৫. এসব অপরাধীর পাশাপাশি দুনিয়াতে আল্লাহর নেক বান্দাহরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ও রহমতের আবেদন করেছেন, আল্লাহ তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন, যার ফলে তারা শেষ দিবসে সফল হয়ে যাবে।

১৬. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন এবং বারযাখের জীবন-কাল অত্যন্ত নগণ্য। এটা এত নগণ্য যে, আখিরাতের জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের কোনো তুলনা-ই চলে না।

১৭. আল্লাহ তা'আলা নেক কাজ সম্পাদনকারীদের এমন প্রতিদান দেবেন যা তাদের আখিরাতে সফলতা দান করবে। আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারাটাই চূড়ান্ত সফলতা।

১৮. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি। সুতরাং মানুষ মৃত্যুর পরই তার জীবন শেষ হয়ে যায় না। তাকে অবশ্য তার দুনিয়ার জীবনের সকল তৎপরতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

১৯. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে খেলাধুলার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং এক মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাহলো মানুষ আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধি। সুতরাং মানুষকে অবশ্যই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

২০. আল্লাহ তাআলার উচ্চ-উন্নত মর্যাদা, তাঁর লা-শরীক মালিকানা এবং সম্মানিত আরশের মালিকানাই প্রমাণ করে যে, তিনি মানুষকে বেহুদা সৃষ্টি করতে পারেন না।

২১. যারা আল্লাহর সাথে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে শরীক করে অথবা তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করে তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই ব্যর্থ হবে।

২২. মু'মিনদের সকল প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থায় আল্লাহর নিকট এ বলে দোয়া করতে হবে যে, "হে আমার প্রতিপালক! আমাদের সকল ক্ষতিকর চিন্তা, কাজ তথা গুনাহ ক্ষমা করে দিন"।

২৩. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করুন। আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর চিন্তা ও কাজের তাওফীক দান করুন।"

২৪. মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করা। আর এ দুটো উদ্দেশ্যই আল্লাহর ক্ষমা লাভ ও দয়া-অনুগ্রহ অর্জনের দোয়ায় শামিল রয়েছে।

❐

সূরা আন নূর-মাদানী
আয়াত ঃ ৬৪
রুকূ' ঃ ৯

নামকরণ

সূরার ৩৫ আয়াতের نُوْرٌ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে। এ সূরায় হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে ইফ্ক তথা মিথ্যা অপবাদদানের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। আর এ ঘটনাটি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সফরেই সংঘটিত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে নাযিল হয়েছে।

সূরার আলোচ্য বিষয়

এ সূরার অধিকাংশ আলোচনা নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ ও পর্দা সম্পর্কিত। এর পরিপূরক হিসেবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এর আগের সূরা আল-মু'মিনূন-এ মু'মিনদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল বলে উল্লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো নিজের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এ সূরা সতীত্ব সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এ সম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। আর এ জন্যই হযরত উমর (রা) নারীদেরকে এ সূরা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) কুফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছিলেন—"তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সূরা আন-নূর শিক্ষা দাও।"

হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা অপবাদের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং এ নিয়ে মদীনার ইসলামী সমাজে একটি অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষণের জন্য নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের বিধান সহকারে সূরা আন নূর নাযিল হয়। সূরায় যেসব বিধান ও নির্দেশ নাযিল হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে যিনাকে একটি সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। এ সূরায় যিনাকে একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এর শাস্তিস্বরূপ একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

দুই ঃ ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দান করে তাদের সাথে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।

তিন ঃ অন্যের প্রতি যিনার মিথ্যা অপবাদ দানকারী ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবে তার শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

চার ঃ স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে এর জন্য 'লিয়ান'-এর বিধান প্রবর্তন করা হয়।

পাঁচ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে নির্দেশ দেয়া হয় যে, কোনো ভদ্র মহিলা বা পুরুষের বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ উত্থাপিত হলে তা চোখ বুঝে মেনে নেয়া যাবে না এবং তা ছড়াতে দেয়া যাবে না। এ ধরনের গুজবকে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে তাকে দাবিয়ে দিতে হবে। অতপর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির সাথে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর বিবাহ হওয়া উচিত। পবিত্র পুরুষ কিংবা পবিত্র নারীর সাথে ভ্রষ্টা নারী কিংবা ভ্রষ্ট পুরুষের বিবাহ স্থায়ী থাকতে পারে না।

ছয় ঃ যারা মিথ্যা ও আজেবাজে খবর রটিয়ে বেড়ায় এবং মুসলিম সমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচলন ঘটাতে চেষ্টা চালায় তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।

সাত ঃ মুসলিম সমাজে একে অপরের প্রতি সুধারণা পোষণ করেই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সাধারণ নিয়ম চালু করা হয়। কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করতে হবে। কারো প্রতি অভিযোগ উত্থাপিত হলেই তাকে দোষী মনে করা যাবে না।

আট ঃ কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে নিঃসংকোচে প্রবেশ করা যাবে না।

নয় ঃ নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একে অপরের দিকে উঁকি মেরে বা আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়েছে।

দশ ঃ নিজেদের গৃহের মধ্যেও মাথা ও বুক ঢেকে রাখতে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।

এগার ঃ নিজেদের মাহরাম পুরুষ-আত্মীয় ও গৃহ পরিচারক ছাড়া অন্য কারো সামনে মেয়েদেরকে সাজগোজ করে বের হতে নিষেধ করে দেয়া হয়।

বার ঃ মেয়েদেরকে আরও হুকুম দেয়া হয় যে, সাজসজ্জা করে যেমন বাইরে বের হওয়া যাবে না, তেমনি যেসব অলংকার চলা-ফেরার সময় বাজতে থাকে তেমন অলংকার পরেও বাইরে যাওয়া যাবে না।

তের ঃ ইসলামী সমাজে নারী ও পুরুষদেরকে বিয়ে না করে অবিবাহিত অবস্থায় থাকাকে অপছন্দ করা হয়েছে। কারণ অবিবাহিত অবস্থা মানুষকে অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনা দেয় এবং শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত করে।

চৌদ্দ ঃ বাঁদী ও গোলামদেরকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

পনর ঃ বাঁদী ও গোলামরা যেন মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হয়ে যেতে পারে সে জন্য 'মুকাতাব' পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় এবং মালিক ছাড়া অন্যদেরকেও 'মুকাতাব' বাঁদী ও গোলামদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দান করা হয়।

ষোল ঃ বাঁদীদেরকে দিয়ে অর্থোপার্জনের প্রথা আরবে প্রচলিত ছিল। এ সূরায় তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়, যার ফলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

সতর ঃ গৃহ পরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরকে সকাল, দুপুর, রাতে কোনো পুরুষ ও মেয়ের কক্ষে হঠাৎ করে ঢুকে পড়তে নিষেধ করে দেয়া হয়। এমনকি নিজের সন্তানদের মধ্যে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়া হয়।

আঠার ঃ বয়স্কা মহিলাদের নিজ গৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে রাখার অনুমতি দেয়া হয় ; কিন্তু নিজেকে দেখাবার জন্য সাজসজ্জা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। নসীহত করা হয় যে, বার্ধক্য অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখা উত্তম।

উনিশ ঃ অন্ধ, খোঁড়া, পংগু ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে কারও কোনো খাদ্য বস্তু থেকে খেয়ে নেয়, তবে তাকে পাকড়াও করা এবং তার এ কাজকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলতে নিষেধ করা হয়।

বিশ ঃ নিকটাত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে বিনা অনুমতিতে একে অপরের বাড়িতে পানাহার করার অনুমতি দেয়া হয়। এতে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে এবং পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

অতপর এমন কিছু সুস্পষ্ট আলামত পেশ করা হয়েছে, যাতে ইসলামী সমাজে কারা আন্তরিকতাসম্পন্ন মু'মিন আর কাদের অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে তা সহজে চিনতে পারা যায়। অপরদিকে এমন কতিপয় নিয়ম-কানুন তৈরী করা হয়েছে, যাতে করে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সাংগঠনিক মযবুতি বৃদ্ধি পায়।

এ সূরার পুরো আলোচনায় যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় তা হলো—সকল কঠিন ও উত্তেজক পরিস্থিতিতে নিতান্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উদার অন্তরে বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। আর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত নয়। এটা এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে আগত বাণী যিনি মানুষের অবস্থা ও আচার-আচরণ অনেক উচ্চস্থান থেকে দেখছেন এবং মানুষের আচার-আচরণের প্রভাবমুক্ত থেকেই মানুষের জন্য দিক-নির্দেশ ও বিধান দান করছেন। এটা যদি কোনো মানুষের তথা মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত বাণী হতো তাহলে যে পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়েছে তাতে মানবীয় আবেগ-অনুভূতি ও উত্তেজনার আভাস-ইংগিত অবশ্যই পাওয়া যেতো।

❐

① سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ
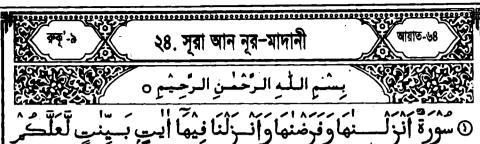
১. এটা একটা সূরা, আমি এটা নাযিল করেছি এবং করেছি একে অবশ্য পালনীয়, আর এতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ[১] যাতে তোমরা

تَذَكَّرُوْنَ ② اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

উপদেশ গ্রহণ কর। ২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো;[২]

①سُوْرَةٌ-এটি একটি সূরা ; اَنْزَلْنٰهَا-(انزلنا+ها)-আমি এটি নাযিল করেছি ; وَ-এবং ; فَرَضْنٰهَا-(فرضنا+ها)-করেছি একে অবশ্য পালনীয় ; وَ-আর ; اَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; فِيْهَآ-এতে; اٰيٰتٍ-আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَذَكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ কর। ② اَلزَّانِيَةُ-ব্যভিচারিণী ; وَ-ও ; اَلزَّانِيْ-ব্যভিচারী ; فَاجْلِدُوْا-(ف+اجلدوا)-বেত্রাঘাত করো ; كُلَّ وَاحِدٍ-প্রত্যেককে ; مِنْهُمَا-(من+هما)-ওদের ; مِائَةَ-একশ ; جَلْدَةٍ-বেত্রাঘাত ;

১. এ সূরার প্রথম আয়াতটি সূরার ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা সূরায় বর্ণিত বিধানাবলীর গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, 'এ সূরা আমিই নাযিল করেছি' অর্থাৎ আমি তোমাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক ; তোমাদের জীবন ও ভাগ্য আমার হাতে, আমার পাকড়াও হতে তোমরা বাঁচতে পারবে না। সুতরাং সূরাতে বর্ণিত বিধানকে হালকা বিষয় মনে করো না।

অতপর বলা হয়েছে—'একে আমি ফরয তথা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছি।' অর্থাৎ এটি অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধান, এ বিধান মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে এটা তোমাদের জন্য ফরয।

পরবর্তী পর্যায়ে বলা হয়েছে—'আমি এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, তোমরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারো।' অর্থাৎ এ সূরায় নাযিলকৃত বিধানগুলোতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। এমন কোনো নির্দেশ এগুলোতে নেই, যা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হতে পারে।

২. কুরআন মাজীদ ও মুতাওয়াতির তথা অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র সম্পন্ন হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার কার্যকর পন্থা স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ অপরাধগুলোর

শাস্তি কি হবে তা কোনো বিচারক বা শাসনকর্তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলে। এ চারটি ছাড়া বাকী অপরাধসমূহের শাস্তি বিচারক বা শাসনকর্তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তারা অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের মাত্রা, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যে পরিমাণ শাস্তি অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করেন সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন। ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শাস্তিকে তা'যীরাত বা দণ্ড বলা হয়। 'হুদূদ' তথা যে চারটি অপরাধের শাস্তি কুরআন ও হাদীস নির্ধারণ করে দিয়েছে সেগুলো হলো—(১) চুরি করা, (২) কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া, (৩) মদ্যপান করা ও (৪) ব্যভিচার করা। এসব অপরাধই নিজ নিজ স্থানে অত্যন্ত গুরুতর। এগুলো মানব সমাজের শান্তি-শৃংখলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের উদগাতা। এগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানব সমাজকে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত করে তেমনটি সম্ভবত অন্য তিনটি করে না।

যিনা বা ব্যভিচার ঃ যিনা বা ব্যভিচার বলতে যা সাধারণভাবে সবার জানা তা হলো—"একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক কর্তৃক নিজেদের মধ্যে কোনো প্রকার বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পর যৌন সংগম করা।"

যিনা বা ব্যভিচার প্রাচীনকাল থেকেই মানবিক নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং সামাজিক দিক থেকে দূষণীয় ও আপত্তিকর বলে চিহ্নিত একটি অপরাধ। কোনো ব্যক্তির কন্যা, বোন বা স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি এমন কি নিজের সর্বস্ব কুরবানী করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দর মহলের মর্যাদা হানিকর অপরাধ করা কঠিন। আর এ জন্যই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের অনেক ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দর মহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবনপণ করে সেই ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এ প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই সংরক্ষিত থাকে না। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, জগতে যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয় তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ হলো অর্থ সম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং এ দুটোকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সে আইনই বিশ্ব-শান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে।

ব্যভিচারের আইনগত, নৈতিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তা না হলে এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বিধান জারী করেছেন তার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষের ধারণা সুস্পষ্ট হবে না। নিম্নে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

এক ঃ প্রাচীনতম যুগ থেকেই সকল মানুষ একমত যে, যিনা বা ব্যভিচার নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে দূষণীয়, আপত্তিকর ও মারাত্মক একটি অপরাধ। এ বিশ্বজনীন ঐকমত্যের কারণ হলো মানুষের প্রকৃতি নিজেই ব্যভিচার হারাম হওয়ার দাবী জানায়। কারণ কোনো প্রকার নৈতিক, আইনগত, প্রকাশ্য অংগীকার বা চুক্তির ভিত্তি ছাড়া শুধুমাত্র

নারী-পুরুষের আনন্দ উপভোগের জন্য যৌন সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা মানব জাতির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, মানবিক সভ্যতা, সংস্কৃতি স্থাপন ও মানব বংশধারার সংরক্ষণ কোনো ক্রমেই চলতে পারে না।

দুই ঃ ব্যভিচার একটি অপরাধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হবার পর তার শাস্তিযোগ্য হওয়া এবং শাস্তির মাত্রা ও পদ্ধতির ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকেই ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল সমাজ সবসময় নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন-সম্পর্ক তথা ব্যভিচারকে একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে দেখে এসেছে এবং কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে।

তিন ঃ ইসলামী আইন ব্যভিচারকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে এবং বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করলে অপরাধের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ব্যভিচার এমন একটি কাজ যাকে স্বাধীনভাবে করার সুযোগ দেয়া হলে একদিকে মানব বংশধারা অন্যদিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। মানব বংশধারার স্থায়িত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এ উভয়ের জন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

চার ঃ ইসলাম মানব সমাজকে ব্যভিচারের আশংকা থেকে বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র দণ্ডবিধি আইনের উপর নির্ভর করে না, বরং তার জন্য ব্যাপক আকারে সংস্কার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আর আইনের প্রয়োগ সর্বশেষ প্রচেষ্টা। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মানুষ এ অপরাধ করেই যেতে থাকুক আর আইন তাদেরকে বেত্রাঘাত করার জন্য তাদের উপর নজরদারী করতে থাকুক। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সুযোগই যেন পাওয়া না যায়। ইসলাম সেজন্য সবার আগে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালায়। তার মনের মধ্যে সকল দৃশ্য-অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে দিতে সচেষ্ট হয়। তার মধ্যে আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। তার মনে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে দেয়। এটাই ঈমানের অপরিহার্য দাবী।

পাঁচ ঃ ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ ও উপাদান নির্মূল করে দেয় যেগুলো সমাজে ব্যভিচারের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। তাই ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করার এক বছর আগে মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের হবার সময় হিজাব তথা চাদর মুড়ি দিয়ে মাথার উপর ঘোমটা টেনে বের হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ছয় ঃ আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারের যে সাজা ঘোষণা করা হয়েছে তা সাধারণভাবে ব্যভিচারের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। আর সাধারণভাবে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে অবিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে। বিবাহিত নারী-পুরুষের সাজা আরো কঠোর। কারণ, যৌন-চাহিদা বৈধভাবে মেটানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে তা মেটানো কঠোরতর অপরাধ। তাই কঠোর অপরাধের সাজাও কঠোর হবে—এটাই স্বাভাবিক।

সাত ঃ বিবাহিত লোকদের ব্যভিচারের শাস্তি হাদীস থেকে জানা যায়। অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিবাহিত ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর শাস্তি হলো 'রজম' তথা পাথর মেরে হত্যা করা। এসব হাদীস থেকে এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) এ শাস্তির কথা মুখে ঘোষণা করে দিয়েই থেমে থাকেননি ; বরং বহু সংখ্যক ব্যভিচারের মোকদ্দমায় বিবাহিত ব্যভিচারীর অপরাধ প্রমাণ হলে কার্যত 'রজম'-এর হদ বা শাস্তি কার্যকর করেছেন। আর খুলাফায়ে রাশিদূন-ও নিজ নিজ খিলাফতকালে এ হদ জারী করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণও এ সম্পর্কে একমত ছিলেন। প্রথম যুগের কোনো এক ব্যক্তি থেকেও এমন একটি উক্তি পাওয়া যায় না, যা থেকে ব্যভিচারীর এ শাস্তি শরয়ী হুকুম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ জাগতে পারে। অতপর সকল যুগের এবং সকল দেশে ইসলামী আইনবিদগণ এর শরয়ী বিধান হওয়ার কোনো মতভেদ করেননি। কারণ এ বিধানের নির্ভুলতার ব্যাপারে এ বেশী সংখ্যক শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যার উপস্থিতিতে ব্যভিচারের এ বিধানকে অস্বীকার করার যো নেই।

আট ঃ ব্যভিচারের আইনগত সংজ্ঞার ব্যাপারে ফকীহ তথা ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে এবং রয়েছেও। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুসারীদের মতে যিনা বা ব্যভিচার হলো—"কোনো পুরুষের এমন কোনো নারীর সাথে তার সম্মুখ দ্বার দিয়ে সংগম করা, যে তার বিয়ে করা স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসী নয় এবং যাকে বিবাহিতা স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসী মনে করে সংগম করেছেন বলে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।" সর্বসাধারণের কাছে যিনা বা ব্যভিচারের পরিচিত ও সহজসাধ্য সংজ্ঞা এটাই। এ ছাড়া যৌন কামনা মেটানোর আরও কিছু কু-প্রথা শয়তানী প্ররোচনায় মানব সমাজে চালু হয়েছে, সেগুলো যিনা বা ব্যভিচারের সংজ্ঞার মধ্যে শামিল নয়। এসব কুকর্মের মধ্যে রয়েছে নারীর পেছনের রাস্তা দিয়ে সংগম করা এবং লূত জাতির কর্ম—পুরুষে-পুরুষে যৌনকর্ম করা। এ দুটো কর্মের মধ্যে বৈধ স্ত্রীর সাথে পেছনের রাস্তা দিয়ে যৌনকর্ম করাও স্বয়ং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর সমকাম আরও জঘন্য অপরাধ। এ দুটো অপরাধের শাস্তি যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির আওতায় পড়ে না। আর কেউ যদি পশুর সাথে সংগমে লিপ্ত হয় তার উপরও যিনার অর্থ প্রযোজ্য নয়। এসব অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ নেই।

নয় ঃ যিনা বা ব্যভিচারকে শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো হয়েছে এমন সাক্ষ্য পাওয়াই যথেষ্ট। তবে যদি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ না করে এবং উভয়কে শুধুমাত্র এক বিছানায় পাওয়া বা জড়াজড়ি করতে দেখা অথবা উভয়কে উলংগ অবস্থায় পাওয়া দ্বারা কাউকে যিনাকারী গণ্য করে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে এমনসব অশ্লীল কাজের জন্য কি শাস্তি হতে পারে তা ইসলামী আদালতের বিচারক বা ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা নির্ধারণ করবেন। এ অপরাধের শাস্তি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হলে তা দশটি বেত্রাঘাতের বেশী হবে না। কারণ হাদীসে উল্লিখিত আছে—"আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ' ছাড়া অন্য অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের বেশী শাস্তি দেয়া যাবে না।"

দশ ঃ যিনার অপরাধে কাউকে অপরাধী গণ্য করার জন্য 'সে যিনা করেছে' কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় ; বরং এজন্য কিছু শর্ত পাওয়া জরুরী। অবিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে শর্তগুলো এক ধরনের এবং বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে শর্তগুলো ভিন্ন ধরনের।

অবিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে শর্তগুলো হচ্ছে—অপরাধীকে জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অতএব বুদ্ধিভ্রষ্ট, পাগল ও শিশু যিনা করলে তাদের উপর যিনার শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তগুলো ছাড়াও আরও কিছু শর্ত রয়েছে ঃ

০ অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। সুতরাং গোলাম বা দাস-কে 'রজম'-এর শাস্তি দেয়া যাবে না।

০ অপরাধীকে যথানিয়মে বিবাহিত হতে হবে। কোনো গর্হিত পদ্ধতিতে যার বিয়ে হয়েছে বা বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে বিবাহিত গণ্য করা যাবে না। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যিনা করলে তাকে 'রজম'-এর শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে।

০ অপরাধীর শুধু বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলেই হবে না। স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত মিলনও হতে হবে। তা না হলে তাদেরকে যিনার জন্য রজমের শাস্তি দেয়া যাবে না।

০ অপরাধীর বিবাহ ও নিভৃত মিলনের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হতে হবে। অতএব কারো বিবাহ ও নিভৃত মিলন যদি কোনো বাঁদী বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা উন্মাদ মেয়ের সাথে হয় আর তার দ্বারা যিনা প্রমাণিত হয়, তাকেও রজমের শাাস্তি দেয়া যাবে না।

অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। এ শর্তের সাথে সকল ইমাম একমত নন। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-এর মতে অপরাধীকে যিনার শাস্তি দিতে হলে তাকে মুসলমান হতে হবে। সুতরাং অমুসলিম বিবাহিত যিনাকারীকে 'রজম' করা যাবে না।

এগার ঃ অপরাধী স্বেচ্ছায় যিনা করেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। কেউ জোর জবরদস্তী করে তাকে একাজে লিপ্ত করে থাকলে সে 'রজম'-এর শাস্তির যোগ্য হবে না। বাধ্য হয়ে যিনা করলে সে অপরাধীও হবে না।

বার ঃ ইসলামী আইন সরকার ছাড়া আর কাউকেই যিনাকারী ও যিনাকারিণীর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার দেয় না। আদালত ছাড়া কেউই এসব শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না। এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত।

তের ঃ ইসলাম যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ মনে করে। অতএব রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উপরে এ আইন জারি করা হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালেক ছাড়া সম্ভবত অন্য কোনো ইমাম দ্বিমত পোষণ করেন না। ইমাম আবু হানীফা (র) যে রজমের শাস্তি অমুসলিমদের উপর প্রয়োগ করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন, তার ভিত্তি হলো রজমের জন্য অপরাধীকে পূর্ণ বিবাহিত হতে হবে বলে শর্ত রয়েছে। আর পূর্ণ বিবাহিত হওয়া ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি অমুসলিম যিনাকারীকে রজমের শাস্তির অযোগ্য মনে করেন।

চৌদ্দ ঃ কোনো ব্যক্তির তার নিজের অপরাধের কথা স্বেচ্ছায় শাসকের নিকট গিয়ে স্বীকার করা, অথবা যারা দেখেছে শাসকের কাছে তাদের গিয়ে খবর দেয়াকে ইসলামী আইন আবশ্যক মনে করে না। তবে শাসকের নিকট যখন অপরাধের কথা পৌঁছে যায় তখন আর ক্ষমার কোনো অবকাশ থাকে না।

পনর ঃ যিনার অপরাধটি ইসলামী আইনে পারস্পরিক আপোসের ভিত্তিতে ফায়সালা করে নেয়ার ব্যাপার নয়। আর অর্থদণ্ডের আকারে সতীত্বের বিনিময়ও করা যেতে পারে না। নারীর ইয্যতের মূল্য নির্ধারণ করা এবং তা আদান প্রদান করার জঘন্য ভাবধারা পাশ্চাত্য আইনের বৈশিষ্ট্য।

ষোল ঃ যিনার কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে এক বা একাধিক সূত্রে যিনার খবর শাসকদের নিকট পৌঁছলেও কোনো মতে তার উপর শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে না।

সতর ঃ যিনার অপরাধ প্রমাণ করার জন্য প্রথমত সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—

(ক) যিনার অপরাধ প্রমাণের জন্য কমপক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী থাকা প্রয়োজন। সাক্ষী ছাড়া বিচারক স্বচক্ষে অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলেও নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতে পারেন না।

(খ) সাক্ষীগণকে ইসলামী সাক্ষ্য আইনের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। যেমন তারা এর আগে কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়নি, তারা আমানতের খিয়ানতকারী নয়, ইতিপূর্বে সাজাপ্রাপ্ত হয়নি এবং অপরাধীর সাথে তার কোনো শত্রুতা আছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। মোটকথা, অনির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রজম বা বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

(গ) সাক্ষীদের সাক্ষ্য এমন চাক্ষুষ হতে হবে, যেমন সুরমাদানীতে সুরমা তোলার শলাকা বা কুপের মধ্যে বালতি।

(ঘ) যিনার ঘটনা কবে, কোথায়, কখন, কাকে, কার সাথে যিনা করতে দেখেছে এ ব্যাপারে একমত হতে হবে। এসব মৌলিক বিষয়ে সাক্ষ্য ব্যতিক্রম হলে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে না।

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, খুঁজে খুঁজে যিনার খবর বের করে লোকদের পিঠে বেত্রাঘাত করতে হবে বা পাথর মেরে লোকদেরকে হত্যা করতে হবে। বরং ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হলো মানুষ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকুক এবং সমাজ একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ হিসেবে গড়ে উঠুক। ইসলামী আইন এমন অবস্থায় কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করে, যখন সবরকমের সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও ইসলামী সমাজে কোনো পুরুষ ও নারী এমন লাজ-লজ্জাহীন আচরণে মেতে উঠে যে, চার-চারজন লোক তাদের উন্মত্ত আচরণ দেখতে সক্ষম হয়।

আঠার ঃ কোনো স্ত্রীলোকের স্বামীর বা কোনো বাঁদীর মনিবের বর্তমান না থাকাবস্থায় শুধুমাত্র গর্ভবতী হওয়াটাই তার বিরুদ্ধে যিনা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা এ ব্যাপারে

মতবিরোধ রয়েছে। হযরত উমর (রা) বলেন, এ সাক্ষ্যই তার যিনার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ইমাম মালেক (র)-এর অনুসারীগণ এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহগণ নিছক গর্ভবতী হওয়াকেই যিনা প্রমাণের জন্য এতটা মজবুত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য নয় যার ভিত্তিতে কাউকে 'রজম' বা কারো পিঠে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। এরূপ কঠিন শাস্তি প্রয়োগের জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি বা অপরাধের স্বীকৃতি প্রয়োজন। ইসলামী আইনের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে—'সন্দেহ ক্ষমার সহায়ক শাস্তির সহায়ক নয়।' রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"যতদূর এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে ততদূর শাস্তিসমূহ এড়িয়ে চলো।"-(ইবনে মাজাহ)

অন্য একটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে—হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "যতদূর সম্ভব মুসলমানদের থেকে শাস্তিকে দূরে রাখো, যদি কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে খালাস করে দেয়ার কোনো সুযোগ থাকে তবে তাকে খালাস করে দাও। কেননা কোনো অপরাধীকে শাসকের ভুল করে শাস্তি দিয়ে দেয়ার চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।" (তিরমিযী–অনুচ্ছেদ–অপরাধীকে শাস্তি থেকে দূরে রাখা)

এ হাদীসের মর্ম অনুযায়ী একটি মহিলার গর্ভবতী হওয়াটা তাকে অপরাধী বলে সন্দেহ করার যত শক্তিশালী ভিত্তি হোক না কেন তা যিনার অকাট্য প্রমাণ নয়। কারণ কোনো পুরুষের সাথে সংগম ছাড়াও কোনো পুরুষের শুক্রকীট তার জরায়ুতে পৌঁছে যাওয়ার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলেও সম্ভাবনা আছে এবং এর ফলে সে গর্ভবতী হয়ে যেতে পারে। আর এ ক্ষীণ সন্দেহও অপরাধিণীকে কঠিন শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট।

উনিশ ঃ সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানে পার্থক্য দেখা গেলে অথবা অন্য কোনো কারণে যিনার অপরাধ প্রমাণিত না হলে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার অভিযোগ এনে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের এক দলের মতে এসব সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হবে। অপর দলের মতে তাদেরকে শাস্তি দেয়া যাবে না ; কেননা তারা সাক্ষী হিসেবে এসেছে, তারা বাদী নয়। যদি এভাবে সাক্ষীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে যিনার সাক্ষী পাওয়া যাবে না। চারজন সাক্ষীর মধ্যে কেউ বিগড়ে যাবে কিনা সে ব্যাপারে যখন কেউ নিশ্চিত নয় তখন শাস্তির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাক্ষ্য দিতে আসার কার এত ঠেকা পড়েছে। সুতরাং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দ্বারা যদি অপরাধ প্রমাণিত না হয় এবং সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অভিযুক্ত লাভবান হয়, তাহলে তার ফলে সাক্ষীদেরও লাভবান হওয়ার উচিত। সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দুর্বলতা হেতু যদি অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া না যায় এবং অভিযুক্ত শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়, তাহলে সে একই কারণে সাক্ষীরাও মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাওয়া উচিত। তবে যদি সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তারা শাস্তি পাবে।

বিশ ঃ যিনার অপরাধ সাক্ষী ছাড়াও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হতে পারে। তবে এ স্বীকারোক্তি হবে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট শব্দাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে। অর্থাৎ তাকে

সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, সে এমন নারীর সাথে (সুরমাদানীর মধ্যে শলাকা ঢুকানোর মত) সংগম করেছে। অতপর আদালতকেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে বাইরের কোনো চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় এ স্বীকৃতি দিচ্ছে। ফকীহদের কেউ কেউ বলেন—একবার স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয় ; বরং অপরাধীকে চারবার ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ইমামগণ এ মতের অনুসারী। আবার ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণের মতে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

একুশ ঃ স্বেচ্ছায় যিনার স্বীকারোক্তিকারী অপরাধীকে—সে কার সাথে যিনা করেছে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না। কারণ এতে একজনের পরিবর্তে দু-জনকে শাস্তি দেয়া জরুরী হয়ে পড়বে। অথচ ইসলামী শরীয়ত লোকদেরকে শাস্তি দিতে উন্মুখ হয়ে বসে থাকেনি। তবে অপরাধী যদি নিজেই তার অপর পক্ষের নাম বলে দেয় তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সেও স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। আর সে যদি অস্বীকার করে তাহলে স্বেচ্ছা-স্বীকৃতি দানকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। মতাবস্থায় তাকে কিসের শাস্তি দেয়া হবে, যিনার না মিথ্যা অপবাদের এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতে তাকে যিনার শাস্তি দেয়া হবে। কারণ সে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর মতে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে, কারণ দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি তার যিনার অপরাধকে সন্দেহযুক্ত করে দিয়েছে ; তবে তার মিথ্যা অপবাদের অপরাধতো অপর পক্ষের অস্বীকৃতির সাথে সাথে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদের মতে তাকে যিনা ও মিথ্যা অপবাদ উভয় অপরাধের শাস্তি দিতে হবে।

বাইশ ঃ অপরাধ প্রমাণ হবার পর ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে কি শাস্তি দেয়া হবে এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ফকীহর ঐকমত্যে গৃহীত মতামতগুলো পেশ করা হলো—

(ক) বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি হলো উভয়কে 'রজম' তথা পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান।

(খ) অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি হলো উভয়কে এক বছরের দেশান্তর ও একশত বেত্রাঘাত প্রদান করা হবে।

তেইশ ঃ শাস্তির ধরন সম্পর্কে কুরআনের অর্থাৎ 'ফাজলিদূ' শব্দের মধ্যেই ইংগীত পাওয়া যায়। অর্থাৎ বেত্রাঘাত এমন হবে যার প্রভাব চামড়ার উপর সীমাবদ্ধ থাকে। চামড়া ফেটে গোশতের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে এমন বেত্রাঘাত কুরআন বিরোধী। আঘাত করার জন্য বেত বা কোড়া যাই ব্যবহার করা হোক না কেন তা হবে মাঝারী পর্যায়ের। আর আঘাতও হবে মাঝারী ধরনের। হযরত উমর (রা) আঘাতকারীকে নির্দেশ দিতেন যে, এমন ভাবে মেরো যেন তোমার বগল প্রকাশ হয়ে না যায়। অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে হাত উঁচু করে মেরো না। ফকীহদের সকলের ঐকমত্য হলো এমন আঘাত করা যাবে না যাতে ক্ষত হয়ে যায়। একই জায়গায় আঘাত না করে সারা শরীরে আঘাত ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে চেহারায়, লজ্জাস্থানে ও মাথায় আঘাত করা যাবে না। বাদবাকী সকল অংগে কিছু না কিছু মার পড়তে হবে।

পুরুষ অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে এবং মেয়ে অপরাধীকে বসিয়ে বেত্রাঘাত করতে হবে। কোড়া বা বেত্রাঘাতের সময় স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীরে কাপড় থাকবে এবং আঘাতের সময়

যাতে তা খুলে না যায় সেজন্য সারা শরীরে বেঁধে দিতে হবে। তবে মোটা কাপড় থাকলে তা খুলে নিতে হবে।

প্রচণ্ড শীত বা গরমের মধ্যে মারা যাবে না। শীতকালে গরম সময়ে এবং গরম কালে ঠাণ্ডা সময়ে মারতে হবে।

বেঁধে মারারও অনুমতি নেই। তবে সে যদি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে বেঁধে মারা যেতে পারে।

মূর্খ, গোঁয়ার ও হিংস্র জল্লাদের সাহায্যে শাস্তি দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা উচিত নয়, বরং শিক্ষিত, মার্জিত ও জ্ঞানবান লোকের সাহায্যে একাজ সম্পন্ন করা উচিত। অপরাধী যদি রুগ্ন হয় অথবা তার আরোগ্য লাভের কোনো আশা না থাকে ; অথবা যদি একেবারে বৃদ্ধ হয়, তবে একশ কাঠিসম্পন্ন একটি ঝাড় দ্বারা কেবলমাত্র একবার আঘাত করাই যথেষ্ট, যাতে আইনের দাবী পূরণ হয়।

গর্ভবতী নারীকে যিনার শাস্তি দিতে হলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর নিফাসের সময় পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর সে যদি রজমের দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহলে তা কার্যকর করার জন্য ভূমিষ্ঠ শিশুর দুধপান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সাক্ষীর মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হলে সাক্ষীর দ্বারাই মারের সূচনা করতে হবে। আর যদি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণ হয় তাহলে কাযী বা বিচারক নিজেই মারের সূচনা করবেন।

চব্বিশ ঃ 'রজম' তথা পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তার সাথে পুরোপুরি মুসলমানের মত ব্যবহার করা হবে। তার লাশকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তাকে জানাযার নামায শেষে যথারীতি মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হবে। দুর্নাম সহকারে তার নাম উচ্চারণ বা আলোচনা করা কারো জন্য বৈধ হবে না।

ইসলাম কোনো জঘন্য অপরাধীকেও শত্রুতার মনোভাব নিয়ে শাস্তি দেয় না ; বরং কল্যাণাকাঙ্ক্ষা নিয়েই শাস্তি দেয়। আর শাস্তি কার্যকর হবার পর তার প্রতি স্নেহ মমতার সাথেই আচরণ করা হয়। আধুনিক সভ্যতায় তথা মানব রচিত কোনো বিচার ব্যবস্থায় মানুষের প্রতি এ ধরনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর পরেও যারা ইসলামী আইনকে বর্বর আইন বলে, তারা হয়তো এ সম্পর্কে অজ্ঞ নচেৎ বাতিল শক্তির দোসর হিসেবে এমন উক্তি করে।

পঁচিশ ঃ যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন নারীদের সাথে যিনার শাস্তি সম্পর্কে সূরা নিসার ২২ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য। আর 'কাওমে লূত'-এর ঘৃণ্য কাজ তথা সমকাম সংক্রান্ত শরয়ী সিদ্ধান্ত সূরা আল আ'রাফের ৮০ আয়াত থেকে ৮৪ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ পশুর সাথে যৌন সংগমকে যিনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এমন অপরাধীকে যিনার শাস্তির যোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ইমাম আযম আবু

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ

এবং আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করতে গিয়ে উভয়ের ব্যাপারে কোনো দয়া যেন তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক আল্লাহতে ও

الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ

শেষ দিবসে[৩] ; আর মু'মিনদের একটি দল যেন উভয় অপরাধীর শাস্তি যেন চোখে দেখে।[৪] ৩. ব্যভিচারী বিয়ে করে না

وَ-এবং ; لَا تَأْخُذْكُمْ-(لاتاخذ+كم)-তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে ; بِهِمَا-(ب+هما)-উভয়ের ব্যাপারে ; رَأْفَةٌ-কোনো দয়া ; فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ-আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করতে গিয়ে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; تُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাসী ; بِاللّٰهِ-আল্লাহতে ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-দিবসে ; الْاٰخِرِ-শেষ; وَ-আর ; لْيَشْهَدْ-যেন চোখে দেখে; عَذَابَهُمَا-(عذاب+هما)-উভয় অপরাধীর শাস্তি ; طَائِفَةٌ-একটি দল ; مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-(من+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের।③ اَلزَّانِيْ-ব্যভিচারী ; لَا يَنْكِحُ-বিয়ে করে না ;

হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখ এটাকে যিনা বলেন না এবং এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয়েছে এমন ব্যক্তির উপর 'হদ' বা 'তাযীর' কোনোটাই প্রয়োগ করার পক্ষপাতি নন। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক বা মজলিসে শূরা প্রয়োজনবোধে এ অপকর্মের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন যা তাযীর হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. তাফসীরকারদের মতে, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো অপরাধ প্রমাণ হবার পর অপরাধীর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া যাবে না এবং তার শাস্তি কমিয়েও দেয়া যাবে না ; বরং তাকে পুরো একশ কোড়া মারতে হবে। আবার এমন হালকা আঘাতও করা যাবে না যাতে করে অপরাধী মারের কোনো কষ্টই অনুভব না করে। তা ছাড়া যিনার অপরাধ প্রমাণ হবার পর তার উপর আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ'ই প্রয়োগ করতে হবে। এটা ছাড়া অন্য কোনো কঠোর বা সহজ শাস্তিতে এটাকে পরিবর্তন করাও যাবে না। এরূপ করলে গোনাহ হবে। আর যদি কোড়া মারার শাস্তিকে বর্বরতা মনে করে অন্য কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা হয় সেটা হবে কুফরী, যার সহাবস্থান ঈমানের সাথে হতে পারে না। আল্লাহকে মুখে মুখে মেনে নেয়া আবার তার নির্ধারিত বিধানকে বর্বরতা আখ্যা দেয়া মুনাফিক ছাড়া কেউ করতে পারে না।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো—যিনার শাস্তি তথা একটি ফৌজদারী আইনকে 'দীন' বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিই দীন নয়; বরং দেশের আইনও দীন, আর দীন কায়েম অর্থ শুধু নামায কায়েমই নয়; বরং এর দ্বারা আল্লাহর আইন ও শরীয়ত কায়েম করাও বুঝায় যেখানে শুধুমাত্র নামায কায়েম বা

প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মানব রচিত, সেখানে দীন পূর্ণাংগভাবে কায়েম হয়েছে মনে করা যাবে না। মূলত দীনের আসল বিধানই সেখানে কায়েম হয়নি যার মাধ্যমে কায়েম হবে ইসলামী সমাজ। আর যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য আইন গ্রহণ করা হয় সেখানে আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো সতর্ক করে দেন যে, যিনার অপরাধীর প্রতি আমার নির্ধারিত 'হদ' প্রয়োগ করতে গিয়ে তার প্রতি দয়া যেন তোমাদের হাত টেনে না ধরে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"কিয়ামতের দিন একজন প্রশাসককে আনা হবে, যে আল্লাহর নির্ধারিত হদ থেকে কোড়ার সংখ্যায় একটি আঘাত কমিয়ে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে ?" জবাবে বলবে—"আপনার বান্দাহদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে।" আল্লাহ বলবেন—"তুমি তাদের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক দয়াশীল ছিলে ? অতপর হুকুম হবে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার। আর একজন শাসককে আনা হবে, যে (হদ-এর নির্ধারিত সংখ্যায়) একটি আঘাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি একাজ কেন করেছো ?" জবাবে সে বলবে —"আপনার বান্দাহরা যাতে আপনার নাফরমানী থেকে বিরত থাকে।" আল্লাহ বলবেন —তুমি কি তাদের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ? অতপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হবে।"

দয়া বা প্রয়োজন মনে করে আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ' লংঘন করলে জাহান্নামে যেতে হবে। আর অপরাধীদের সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি করলে তা হবে জঘন্য অপরাধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—'হে লোক সকল! তোমাদের আগেকার উম্মতের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকেরা চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর কোনো দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত।' অন্য একটি হাদীসে ইমাম নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"একটি 'হদ' জারী করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার চেয়ে অধিক কল্যাণকর।"

৪. অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মু'মিনদের একটি দলকে সেখানে উপস্থিত রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, জনসাধারণের সামনে ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে। এতে করে অপরাধী তার অপকর্মের সাজা পাবে, সাথে সাথে সাধারণ মানুষও এ থেকে শিক্ষালাভ করবে।

ইসলামী আইনে শাস্তি দানের উদ্দেশ্য তিনটি ঃ

এক ঃ অপরাধী থেকে তার যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ির বদলা নিতে হবে এবং সে ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় করেছে তার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্বাদন করানো।

দুই ঃ দ্বিতীয়বার অপরাধ করা থেকে তাকে বিরত রাখা।

তিন ঃ তাকে প্রদত্ত শাস্তি যেন জনসাধারণের জন্য শিক্ষণীয় হয় সে ব্যবস্থ করা। যাতে

إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ

ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া ; আর ব্যভিচারিণী—বিয়ে করেনা তাকে কেউ ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া; আর হারাম করে দেয়া হয়েছে

ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا

এদেরকে মু'মিনদের জন্য।[৫] ৪. আর যারা অপবাদ আরোপ করে সতী সাধ্বী নারীর প্রতি তারপর উপস্থিত করে না

إِلَّا-ছাড়া ; زَانِيَةً-ব্যভিচারিণী ; أَوْ-বা ; مُشْرِكَةً-মুশরিক নারী ছাড়া ; وَ-আর ; الزَّانِيَةُ-ব্যভিচারিণী ; لَا يَنْكِحُهَا-(لاينكح+ها)-বিয়ে করে না তাকে কেউ ; إِلَّا-ছাড়া ; زَانٍ-ব্যভিচারী ; أَوْ-বা ; مُشْرِكٌ-মুশরিক ; وَ-আর ; حُرِّمَ-হারাম করে দেয়া হয়েছে; ذَٰلِكَ-এদেরকে ; عَلَى-জন্য ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের ।④ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; يَرْمُونَ-অপবাদ আরোপ করে ; الْمُحْصَنَاتِ-সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ; ثُمَّ-তারপর ; لَمْ يَأْتُوا-উপস্থিত করে না ;

করে সমাজের অপরাধী লোকেরা সতর্ক হয়ে যায় এবং এ ধরনের কোনো অপরাধ করার সাহসই না পায়।

৫. অর্থাৎ যে ব্যভিচারী তাওবা করেনি এমন ব্যভিচারীর জন্য ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীই উপযোগী। কোনো সৎ মু'মিন নারীর জন্য সে উপযোগী নয়। আর মু'মিনদের জন্যও জেনে শুনে এমন অসচ্চরিত্র লোকের হাতে নিজেদের মেয়েদেরকে সোপর্দ করা হারাম। একইভাবে তাওবা করেনি এমন ব্যভিচারিণী মেয়েদের জন্য তাদের মতো ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই উপযোগী। সৎ মু'মিন পুরুষদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু'মিনদের জানা তাদের বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য হারাম। তবে যারা তাওবা করে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেয় তাদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

ব্যভিচারীর সাথে বিবাহ হারাম অর্থ বিবাহ নিষিদ্ধ। তাকে কেউ যদি এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিয়ে করে তবে তা আইনগতভাবে বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সত্ত্বেও তাদের ব্যভিচারী গণ্য করা হবে—ব্যাপারটা এমন নয় ; বরং তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "হারাম হালালকে হারাম করে দেয় না।" এর অর্থ হলো একটি বেআইনি কাজ অন্য একটি আইন সম্মতভাবে সম্পন্ন কাজকে বেআইনী করে দিতে পারে না। কাজেই একজন ব্যক্তি ব্যভিচার করার কারণে সে বিবাহ করার পর তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ব্যভিচার বলে গণ্য করা যাবে না এবং তার স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে না। বিদ্রোহ ছাড়া কোনো অপরাধই অপরাধকারীকে এমন নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারে না, যার পরে তার আর কোনো কাজই আইন সংগত হতে পারে না। অতএব

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ

চারজন সাক্ষী তখন তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো আর তাদের সাক্ষ্য তোমরা কবুল করবে না;

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ④ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

আর এরাই প্রকৃত সত্য ত্যাগকারী। ৫. তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয় (নিজেকে) তাহলে আল্লাহ অবশ্যই

غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৬] ৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের থাকে না কোনো সাক্ষী,

بِأَرْبَعَةِ-(ب+اربعة)-চারজন ; شُهَدَاءَ-সাক্ষী ; فَاجْلِدُوهُمْ-(ف+اجلدوا+هم)-তখন তাদেরকে বেত্রাঘাত করো ; ثَمَانِينَ-আশিটি ; جَلْدَةً-বেত্রাঘাত ; وَ-এবং ; لَا تَقْبَلُوا-তোমরা কবুল করবে না ; لَهُمْ-তাদের ; شَهَادَةً-সাক্ষ্য ; أَبَدًا-কখনো ; وَ-আর ; أُولَٰئِكَ-এরাই ; هُمُ الْفَاسِقُونَ-(هم+ال+فاسقون)-প্রকৃত সত্য ত্যাগকারী।⑤ إِلَّا-তবে; الَّذِينَ-যারা ; تَابُوا-তাওবা করে ; مِنْ بَعْدِ-পর ; ذَٰلِكَ-এর ; وَ-এবং ; أَصْلَحُوا-শুধরে নেয় (নিজেকে) ; فَإِنَّ-তাহলে অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু।⑥ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; يَرْمُونَ-অপবাদ আরোপ করে ; أَزْوَاجَهُمْ-(ازواج+هم)-নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি ; وَ-এবং ; لَمْ يَكُنْ-থাকে না ; لَهُمْ-তাদের ; شُهَدَاءُ-কোনো সাক্ষী ; إِلَّا-ছাড়া ; أَنْفُسُهُمْ-(انفس+هم)-তারা নিজেরা;

আলোচনার আলোকে চিন্তা করলে আয়াতের মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে আর তা হলো যাদের ব্যভিচারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে বিয়ের জন্য নির্বাচন করা একটি গোনাহের কাজ। এ গোনাহ থেকে মু'মিনদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে তাদের সাহস বেড়ে যায় ; অথচ শরীয়ত তাদেরকে সমাজে অবাঞ্ছিত ও হেয়-প্রতিপন্ন করতে চায়।

আয়াতের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যভিচার একটি চরম নিকৃষ্ট কুকর্ম। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে মুসলিম সমাজের সৎ ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। তার আত্মীয়তার সম্পর্ক হবে তার মতো ব্যভিচারে লিপ্ত লোকদের সাথে অথবা এমন মুশরিকদের সাথে যারা আদৌ আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না। হাদীসে এর সপক্ষে অনেক উদাহরণ রয়েছে। সেগুলোই আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে।

৬. অর্থাৎ যারা সতী-সাধ্বী তথা নিষ্কলুষ চরিত্রের লোকের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত দিতে হবে। আর এমন লোকদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণীয় হবে না, এরা ফাসিক। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অপবাদদাতাদের প্রতি এ কঠোর হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে লোকদের গোপন প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্কের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এর মাধ্যমে অসংখ্য অসৎ কাজ, অসৎ বৃত্তি ও অসৎ প্রবণতার প্রসার ঘটে।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, যিনা বা ব্যভিচার সমাজকে অন্য অপরাধের তুলনায় অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়তে এর শাস্তিও অন্যসব অপরাধের চেয়ে বেশী কঠোর। এখন কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য এ অপরাধ প্রমাণ করার বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া ন্যায় ইনসাফের দাবী। শরীয়তে ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ন পুরুষের সাক্ষ্য দানকে জরুরী বলে নির্ধারণ করেছে। এ চারজন সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হবে না। আর এ সাক্ষ্য হাজির করতে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারী মিথ্যা অপবাদদাতা হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর কঠোর শাস্তি তথা আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হবে। এতে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই হবে যে, কোনো ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আনার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে কর্মরত অবস্থায় তাকে দেখবে এবং সে সংগে অপর তিন জনকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে পারবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না থাকে বা চারজনের কম থাকে অথবা তাদের সাক্ষ্য দানে সন্দেহ থাকে তাহলে সে একা সাক্ষ্য দিয়ে মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নিতে কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

যিনা বা ব্যভিচারের সাক্ষ্য আইনের সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের বিষয়টির একটি স্বল্প বিস্তার আলোচনা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান ফিকাহর কিতাবগুলোতে রয়েছে। সংক্ষেপে এ আয়াতের মর্ম উদ্ধার সহায়ক কিছু বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো—

এক ঃ 'ওয়াল্লাযীনা ইয়ারমূনা' অর্থ 'যেসব লোক অপবাদ দেয়।' এখানে অপবাদ শব্দ দ্বারা সকল অপবাদ বুঝানো হয়নি। শুধুমাত্র যিনার অপবাদ বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের আগে আলোচনা হয়েছে যিনা সংক্রান্ত আর পরে আসছে স্বামী-স্ত্রীর 'লি'আন' সম্পর্কে সুতরাং মাঝখানে যে অপবাদের কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে 'যিনার অপবাদ' তারপর 'ইয়ারমূনাল মুহসানাত' অর্থাৎ 'সতী-সাধ্বীদেরকে অপবাদ দেয়' কথা দ্বারাও অপবাদ থেকে যিনার অপবাদই বুঝায়।

দুই ঃ আয়াতে 'সতী-সাধ্বীদের অপবাদ' দেয়ার কথা বলা হলেও ফকীহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিষ্কলুষ চরিত্রের পুরুষদের প্রতি অপবাদ আরোপেরও একই শাস্তি কার্যকর হবে। আয়াতের ভিত্তিতে অপবাদের যে আইন রচিত হবে তার আকৃতি হবে—যে কোনো পুরুষ ও নারী যে কোনো নিষ্কলুষ পুরুষ ও নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করবে তার জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে।

তিন ঃ অপবাদ দানকারী যদি কোনো নিষ্কলুষ চরিত্রের নারী-পুরুষের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করবে, তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সে যদি কোনো কলঙ্কযুক্ত ও দাগী

চরিত্রের অধিকারী নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপ করে তবে এ আইন সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। চরিত্রহীন বলে পরিচিত ব্যক্তি ব্যভিচারী হলে তার বিরুদ্ধে 'অপবাদ' দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে সে যদি এমন না হয়, তাহলে প্রমাণ ছাড়া তার উপর যে অপবাদ আরোপ করবে তার জন্য বিচারক নিজেই শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন। অথবা এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী আইন রচনা করে নিতে পারে।

চার ঃ একজনের উপর কোনো প্রমাণ ছাড়া ব্যভিচারের আপবাদ দিলেই মিথ্যা অপবাদ শাস্তিযোগ্য হয়ে যায় না। বরং সেজন্য অপবাদ দাতা, যার প্রতি অপবাদ দেয়া হচ্ছে এবং স্বয়ং অপবাদ কর্মের মধ্যে কিছু পূর্বশর্ত অপরিহার্য। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো—

অপবাদদাতাকে প্রথমত প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, সুতরাং শিশু অপবাদদাতার উপর 'হদ' তথা শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, মানসিকভাবে অপবাদদাতাকে সুস্থ হতে হবে। মিথ্যা অপবাদদাতা পাগল হলে তার উপর শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোনো নেশাগ্রস্থ হলে তাকে অপরাধী গণ্য করা যাবে না। তৃতীয়ত, সে স্বাধীন ইচ্ছায় অপবাদ আরোপ করেছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। কারো বল প্রয়োগে অপবাদ আরোপকারীকে অপরাধী গণ্য করে শাস্তি দেয়া যাবে না। চতুর্থত, যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে অপবাদদাতার পিতা বা দাদা হতে পারবে না; কারণ তাদের উপর অপবাদের 'হদ' জারী হতে পারে না। পঞ্চমত, অপবাদ দাতাকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে; বোবা হলে তার উপর অপবাদ দানের 'হদ' জারী করা যাবে না।

যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে পূর্বশর্ত থাকা আবশ্যক তা হলো—সে অবশ্যই বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে অর্থাৎ সে যখন যিনা করেছে তখন বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলে প্রমাণিত হতে হবে। কারণ পাগলের প্রতি যিনার অপবাদ দানকারী অপবাদ এর শাস্তি লাভের যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর যিনার অপবাদদানকারীর উপর মিথ্যা অপবাদের হদ জারী করা যাবে না। তৃতীয়ত যার উপর যিনার অপবাদ দেয়া হয়েছে তাকে মুসলমান হতে হবে অর্থাৎ মুসলিম থাকাবস্থায় যিনা করেছে বলে অপবাদ দেয়া হয়েছে। কাফিরের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয়ার কারণে অপবাদ দানকারী শাস্তি লাভের উপযোগী হবে না। চতুর্থ শর্ত হলো—তাকে স্বাধীন হতে হবে। বাঁদী বা গোলামের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দ্বারা অপবাদদানকারীর উপর 'কাযাফ' তথা মিথ্যা অপবাদের 'হদ' জারী করা যাবে না। পঞ্চমত তাকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তার চরিত্র যিনা বা যিনা সদৃশ চাল-চলন থেকে মুক্ত হতে হবে। যিনামুক্ত হবার অর্থ—ইতিপূর্বে তার বিরুদ্ধে কখনো যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। আর যিনা সদৃশ আচরণ থেকে মুক্ত থাকার অর্থ হলো—সে বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ সন্দেহযুক্ত মালিকানা বা বিবাহ সদৃশ যৌনসংগম করেনি।

মিথ্যা অপবাদের মধ্যে যেসব পূর্বশর্ত থাকা আবশ্যক তা হলো—অপবাদটি এমন হতে হবে, যেসব অভিযোগকারী অভিযুক্তের উপর এমন নারী সংগমের অপবাদ দিয়েছে যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের উপর যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। অথবা

অপবাদটি এমন যে, সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ সন্তান গণ্য করেছে। উল্লিখিত উভয় অবস্থায়ই অপবাদটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা ইংগীত গ্রহণযোগ্য নয়।

পাঁচ ঃ যিনার মিথ্যা অপবাদ সরাসরি শাসন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ কিনা এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটা আল্লাহর হক। কাজেই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ উত্থাপিত হয়েছে, সে দাবী করুক বা নাই করুক, মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে 'কাযাফ' তথা মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে 'কাযাফ'-এর শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে।

ছয় ঃ যিনার মিথ্যা অপবাদ দেয়ার অপরাধ আপোষে মিটিয়ে ফেলার মত অপরাধ নয়। যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সে আদালতে মামলা দায়ের করার পর অপবাদ-দানকারীকে তার অপবাদ প্রমাণ করার জন্য তার কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ চাওয়া হবে, সে যদি অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারে তাহলে 'হদ্দে কাযাফ', তথা মিথ্যা অপবাদ দানের শাস্তি তার উপর প্রয়োগ করা হবে।

সাত ঃ হানাফীদের মতানুসারে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবী করতে পারে একমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি। তার অনুপস্থিতিতে যার বংশের মর্যাদাহানী হয় সেও দাবী করতে পারে। যেমনঃ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং ছেলে-মেয়ের সন্তান-সন্ততি।

আট ঃ প্রমাণিত মিথ্যা অপবাদের 'হদ' বা শাস্তি থেকে কোনো ব্যক্তিকে বাঁচাতে পারে —যদি সে এমন চারজন সাক্ষী আনতে পারে যারা আদালতে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত অমুক পুরুষকে অমুক মেয়ের সাথে কার্যত সংগমরত অবস্থায় দেখেছে।

নয় ঃ অপবাদদাতা যদি এমন সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম না হয় যা তাকে অপবাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে, কুরআন মাজীদ তার ব্যাপারে তিনটি সিদ্ধান্ত দেয়। (এক) তাকে মিথ্যা অপবাদ দানের অপরাধে ৮০ কোড়া বা বেত্রাঘাত দিতে হবে। (দুই) তার সাক্ষ্য কখনো গৃহীত হবে না। (তিন) সে ফাসেক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এরপর কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

"তবে তারা ছাড়া যারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে শুধরে নেয় ; কেননা আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"

আয়াতে উল্লিখিত তাওবা ও নিজেকে শুধরে নেয়ার পর যে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তা পূর্ববর্তী তিনটি সিদ্ধান্তের কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট, এ ব্যাপারে ফকীহগণের ঐকমত্য হলো—প্রথম সিদ্ধান্তের সাথে ক্ষমা সংশ্লিষ্ট নয়, কারণ তাওবা দ্বারা শরীয়তের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে না এবং যে কোনো অবস্থায়ই অপরাধীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। শেষ সিদ্ধান্ত তথা ফাসিক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সাথে ক্ষমার সম্পর্ক রয়েছে এবং এ ব্যাপারেও ফকীহদের ঐকমত্য রয়েছে। অর্থাৎ তাওবা করার এবং নিজেকে শুধরে নেয়ার পর সে ফাসেক বলে চিহ্নিত থাকবে না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

দশ ঃ তাওবা করা এবং নিজেকে শুধরে নেয়ার পর যেখানে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন,

সেখানে বান্দাহ শরীয়তের নির্ধারিত ক্ষমা করতে পারবে না কেন—এ প্রশ্নের জবাব হলো—তাওবার আসল অর্থ হলো, হৃদয়ের লজ্জানুভূতি, সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প ও সততার দিকে ফিরে যাওয়ার নাম। আর এ জিনিসটির অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই তাওবার কারণে পার্থিব শাস্তি মাফ হয় না, মাফ হয় পরকালীন শাস্তি। আর এজন্যই আল্লাহ এমন কথা বলেননি যে, তারা যদি তাওবা করে নেয় তবে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও ; বরং বলেছেন—'যারা তাওবা করে নেবে আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়' আর তাওবা করলেই যদি পার্থিব শাস্তি মাফ হয়ে যেত, তাহলে এমন বোকা কেউ নেই যে, তাওবা করে এ কঠিন শাস্তি থেকে ক্ষমা নিয়ে নেবে না।

এগার ঃ এক ব্যক্তি নিজ চোখে যিনার ঘটনা দেখার পরও কেবলমাত্র সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারার কারণে সে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত হবে এবং আল্লাহর কাছেও ফাসিক বলে বিবেচিত হবে—এর কারণ কি ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, কোনো লোক নিজের চোখেও যদি কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে, তবুও সে তা নিয়ে আলোচনা করলে এবং সাক্ষী ছাড়া তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করলে সে গোনাহগার হবে। কারণ শরীয়ত এটা চায় না যে, সে যা সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে না, তা সমাজে ছড়িয়ে বেড়াক। তার জন্য দুটো পথ রয়েছে—হয়তো সে যিনার অপরাধকে সীমিত গণ্ডির মধ্যে পড়ে থাকতে দেবে, অথবা অপরাধের প্রমাণ পেশ করবে, যাতে করে রাষ্ট্রের শাসকগণ তার যথার্থ বিচার করতে পারেন। যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণসহ অভিযোগটি শাসকদের কাছে নিয়ে গেলেও শাসকগর্ণ তার বিচার করতে পারবে না। ফলে বিচারের ব্যর্থতার দ্বারা এ জাতীয় অপরাধ আরও ছড়িয়ে পড়ার আশংকা সৃষ্টি হবে এবং ব্যভিচারীদের মনে সাহসের সঞ্চার হবে। এজন্য মিথ্যা অভিযোগ কারী সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারলে সে যতই সত্যবাদী হোক না কেন, সে একজন ফাসিক।

বার ঃ হানাফীদের মতে মিথ্যা অপবাদের অপবাদ দাতাদের যিনাকারীর তুলনায় হালকাভাবে বেত্রাঘাত করতে হবে। অর্থাৎ তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত দেয়া হবে কিন্তু যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে মারা হয়, তাকে ঠিক সেরূপ কঠোরভাবে মারা হবে না। কারণ যে অভিযোগ তথা মিথ্যা অপবাদের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়।

তের ঃ হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো লোক যদি মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ শাস্তি পাওয়ার আগে বা শাস্তির মাঝে অপবাদ দাতা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যত বারই অপবাদ আরোপ করুক না কেন, তার উপর শরীয়তের 'হদ' একবারই জারী করা হবে। আর 'হদ' জারী করার পর সে যদি একই অপরাধ আবার করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির পূর্বের সেই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে তবে যে 'হদ' তার উপর জারী করা হয়েছিল তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে সে যদি উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে তার জন্য নতুন করে কাযাফ তথা মিথ্যা অভিযোগ মামলা দায়ের করা হবে।

চৌদ্দ ঃ যদি কোনো এক ব্যক্তি একটি দলের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে তাহলে

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ⑥ وَٱلْخَٰمِسَةُ

তখন এদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে—আল্লাহর কসম করে চারবার সাক্ষ্য দেয়া যে, সে অবশ্যই সত্যবাদীদের শামিল। ৭. এবং পঞ্চমবার (বলবে)—

أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ⑦ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ

সে যদি মিথ্যাবাদীর শামিল হয় তবে, অবশ্যই তার উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে। ৮. আর তার স্ত্রীলোকটি থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে—

أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ⑧ وَٱلْخَٰمِسَةَ

সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিলে যে, নিশ্চয় সে তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের মামিল। ৯. আর পঞ্চমবার বলবে—

أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ⑨ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ

অবশ্যই নিজের তার উপর আল্লাহার গযব নেমে আসবে যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের শামিল হয়।[৭] ১০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া (তোমরা কেউই রেহাই পেতে না),

فَشَهَادَةُ-(ف+شهادة)-তখন সাক্ষ্য হবে ; أَحَدِهِمْ-(احد+هم)-তাদের প্রত্যেকের ; أَرْبَعُ-চারবার ; شَهَٰدَٰتٍ-সাক্ষ্য দেয়া যে, بِاللَّهِ-আল্লাহর কসম করে ; إِنَّهُ-সে অবশ্যই; لَمِنَ-শামিল ; الصَّٰدِقِينَ-সত্যবাদীদের। ⑦-وَ-এবং ; الْخَٰمِسَةُ-পঞ্চমবার (বলবে) ; أَنَّ-অবশ্যই ; لَعْنَتَ-লা'নত পড়বে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهِ-তার উপর ; إِنْ-যদি ; كَانَ-সে হয় ; مِنَ-শামিল ; الْكَٰذِبِينَ-মিথ্যাবাদীদের। ⑧-وَ-আর ; يَدْرَؤُا-রহিত হয়ে যাবে ; عَنْهَا-তার (স্ত্রীলোকটি) থেকে ; الْعَذَابَ-শাস্তি ; أَنْ تَشْهَدَ-সে সাক্ষ্য দিলে যে, أَرْبَعَ-চারবার; شَهَٰدَٰتٍ-সাক্ষ্য ; بِاللَّهِ-আল্লাহর নামে কসম করে ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে (তার স্বামী) ; لَمِنَ-শামিল; الْكَٰذِبِينَ-মিথ্যাবাদীদের। ⑨-وَ-আর ; الْخَٰمِسَةَ-পঞ্চমবার (বলবে) ; أَنَّ-অবশ্যই ; غَضَبَ-গযব নেমে আসবে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهَا-তার নিজের উপর; إِنْ-যদি ; كَانَ-সে (তার স্বামী) হয় ; مِنَ-শামিল ; الصَّٰدِقِينَ-সত্যবাদীদের। ⑩-وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না থাকতো ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ;

তার উপর একটি 'হদ' জারী হবে। তবে 'হদ' জারী হবার পর আবার নতুন কোনো যিনার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে সেজন্য আলাদা শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৭. সূরার ৬ আয়াত থেকে নিয়ে ১০ আয়াত পর্যন্ত ইসলামী শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ বিধান 'লিয়ান' সম্পর্কে আলোচনা এবং সমাধান দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত

হয়েছে যে, যিনার অভিযোগ দানকারী যদি চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে, তাহলে তাকে 'কাযাফ' তথা মিথ্যা অপবাদ দানের অভিযোগে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে যে, স্বামী ছাড়া অন্য কোনো লোক যদি কোনো মহিলাকে যিনায় লিপ্ত দেখে তখন সাক্ষী না পেলে মিথ্যা অপরাধের শাস্তির ভয়ে সে চুপ করে থাকতে পারে। কিন্তু যদি কোনো লোক তার নিজের স্ত্রীকে এ ধরনের কাজে লিপ্ত দেখে এবং তাৎক্ষণিক সাক্ষী পাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সে কি করবে? সে যদি শরয়ী আদালতে মামলা করে তাহলে মিথ্যা অপবাদদাতা হিসেবে তার উপর 'হদ' জারী করা হবে। আর যদি সে মুখ না খোলে তবে আজীবন তাকে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে যাবে। এজন্য স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইন থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র আইনে রূপ দেয়া হয়েছে।

যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে লিয়ানের এ বিধানটি নাযিল হয়েছে তা হলো—হিলাল ইবনে উমাইয়া আনসারী ইশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে নিজ স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন ; কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলো যে, আমাদের সরদার যে কথা বলেছিলেন এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। [এখানে উল্লেখ্য যে, আনসার সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) এ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে সমাধান জানতে চেয়েছিলেন] এখন শরয়ী আইন অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবেন। আর জনগণের মধ্যে তার সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে এবং সে ফাসিক বলে চিহ্নিত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন—'আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ বিপদ থেকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ঘটনা শুনে তাঁকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয়তো তোমার দাবীর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী হাজির করো, নয়তো তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ ৮০টি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে বলেছিলেন—"যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন কোনো বিধান নাযিল করবেন যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে বাঁচাবে। এসব কথাবার্তা চলাকালীন অবস্থায় জিবরাঈল (আ) লিয়ানের বিধান সম্বলিত এ আয়াতগুলো নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

এ আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (স) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। তিনি আরজ করলেন যে, আমি আল্লাহর কাছে এ আশা পোষণ করেছিলাম। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বললো —আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন—তোমাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ তা জানেন। এখন তোমাদের মধ্যে কেউ কি আল্লাহর আযাবকে ভয় করে তাওবা করবে এবং

সত্য কথাটা প্রকাশ করবে? হিলাল আরয করলেন—আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি সত্য কথাই প্রকাশ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আয়াতের নির্দেশ অনুসারে উভয়কে লিয়ান করার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হলো যে, কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহকে হাজির নাযির জেনে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুসারে চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষা হলো—"যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আল্লাহর লা'নত আমার উপর বর্ষিত হবে।" এ সাক্ষ্য দেয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ (স) হিলালকে বললেন—"দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় করো, কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হালকা। আল্লাহর আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য, এর ভিত্তিতেই ফায়সালা হবে।" কিন্তু হিলাল আরয করলেন, "আমি কসম করে বলতে পারি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সাক্ষ্য দেয়ার কারণে আখিরাতে আযাব দেবেন না।" এ বলে তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করলেন।

অতপর হিলালের স্ত্রীর নিকট থেকেও চারবার এমনি সাক্ষ্য বা কসম নেয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ (স) বললেন—"একটু থাম, আল্লাহকে ভয় করো। এ সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য, আল্লাহর আযাব মানুষের আযাব তথা ব্যভিচারের শাস্তি থেকে অত্যন্ত কঠোর।" একথা শুনে সে কসম করতে ইতস্তত করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সে বললো—আল্লাহর কসম! "আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না।" অতপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও এ কথা বলে শেষ করলো যে, আমার স্বামী যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে আমার উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে। রাসূলুল্লাহ (স) তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তিনি আরো ফায়সালা দিলেন যে, এর গর্ভে যে সন্তান জন্ম হবে, সে স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হবে। পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিক্কার দেয়া যাবে না।

ইসলামী আইনে 'লিয়ানের' আইনের উৎস কুরআন মাজীদের 'লিয়ান' সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ, বাস্তব ঘটনা ও রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত সমাধান এবং শরীয়তের সাধারণ মূলনীতিসমূহ। এসবের আলোকেই ফকীহ তথা ইসলামী আইন বিশারদগণ লিয়ানের বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

এক ঃ কোনো লোক যদি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে যিনা করতে দেখে লিয়ানের পথ অবলম্বন না করে যিনাকারীকে হত্যা করে বসে, তখন এ হত্যাকারী সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফকীহদের একটি দল বলেন যে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে 'হদ' জারী করা তথা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার তার অধিকার ছিল না। অপর একদল ফকীহদের মত হলো—তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। কারো কারো মতে, নিহত যিনাকারী বিবাহিত হতে হবে। নচেৎ অবিবাহিত যিনাকারীকে হত্যার বদলে হত্যাকারীর উপর কিসাস-এর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মতে, তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী হাজির করবে; অথবা নিহত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে এ

স্বীকৃতি দিয়ে যায় যে, সে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে, তবে এ ক্ষেত্রেও যিনাকারীকে বিবাহিত হতে হবে।

দুই ঃ 'লিয়ান' অনুষ্ঠিত হবে আদালতে, ঘরে বসে লিয়ান হতে পারে না।

তিন ঃ 'লিয়ান' দাবী করার অধিকার স্ত্রীরও রয়েছে। স্বামী যদি তার সন্তানের পিতৃত্ব ও বংশধারা অস্বীকার করে, তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে 'লিয়ান' দাবী করতে পারে।

চার ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'লিয়ান' সংঘটনের জন্য কোনো শর্ত আছে কিনা অথবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি 'লিয়ান' সংঘটিত হতে পারে? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে কসম আইনের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেয়ার ক্ষমতা আছে সে 'লিয়ান' করতে পারে। অর্থাৎ মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াই 'লিয়ানে'র জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী স্বাধীন হোক বা গোলাম, কাফির হোক বা মুসলমান, সাক্ষ্য আইনের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, মুসলমান স্বামীর স্ত্রী যিম্মী হোক বা মুসলমান তাতে কিছু যায় আসে না। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এমত সমর্থন করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণের মতে লিয়ান শুধুমাত্র এমন স্বাধীন মুসলমান দম্পত্তির মধ্যে হতে পারে যারা 'কাযাফ' বা মিথ্যা অপবাদের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হয়নি। স্বামী-স্ত্রী যদি উভয়ই কাফির গোলাম বা মিথ্যা অপবাদের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লিয়ান হতে পারে না। অধিকাংশ ফকীহর মতে, তবে এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতই সঠিক।

পাঁচ ঃ 'লিয়ান' তখনই অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীনভাবে স্ত্রীর উপর যিনার অভিযোগ আনে এবং সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে। শুধুমাত্র ইশারা, রূপক উপমা বা সন্দেহ প্রকাশের দ্বারা 'লিয়ান' অনিবার্য হয়ে যায় না। ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সা'দ এ শর্তও আরোপ করেন যে, কসমের সময় স্বামীকে বলতে হবে যে, সে নিজের চোখে স্ত্রীকে ব্যভিচারে রত থাকতে দেখেছে। কিন্তু এ শর্তের ভিত্তি কুরআন মাজীদে নেই।

ছয় ঃ অপবাদ দানকারী স্বামী যদি কসম করতে গড়িমসি করে বা প্রতারণার আশ্রয় নেয় এরূপ ক্ষেত্রে তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে 'লিয়ান' না করে অথবা উত্থাপিত অভিযোগটিকে মিথ্যা বলে স্বীকৃতি না দেয়, ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। অতপর সে যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে মেনে নেয় তাহলে তার উপর 'কাযাফ' বা মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য হয়ে যাবে।

সাত ঃ স্বামী যদি কসম করে এবং স্ত্রী কসম করতে গড়িমসি করে তবে তাকে বন্দী করা হবে, যতক্ষণ না সে কসম করে অথবা যিনার অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। আর এ অবস্থায় তাকে 'রজম' করে দেয়া হবে। এটা হানাফী ফকীহদের মত। তাদের যুক্তি হলো—কসম করার পরই স্ত্রীলোকটি শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। এখন যেহেতু সে কসম করছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে যিনার শাস্তির যোগ্য হবে। কতেকের মতে এ যুক্তি দুর্বল। তাদের মতে কসম করতে গড়িমসি করার কারণে স্ত্রীকে 'রজম' করা যাবে না।

আট ঃ 'লিয়ান' করার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে স্বামী গর্ভস্থ সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক, গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সন্তানকে তার ঔরসজাত

গণ্য না করার জন্য স্বামীর লিয়ানই যথেষ্ট। এটা ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ীর মতে স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত বলে গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিণী হওয়ার ফলেই গর্ভস্থ সন্তানটি যিনার ফলে জন্মলাভ করেছে, এটা প্রমাণিত নয়।

নয় ঃ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র)-এর মতে স্ত্রীর গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী গর্ভস্থ সন্তানকে অস্বীকার করতে পারে এবং এর ভিত্তিতেই 'লিয়ান' বৈধ হয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যদি যিনা না হয়ে থাকে, বরং স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়াই অপবাদের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে 'লিয়ানে'র বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কেননা কখনো কখনো কোনো রোগের কারণেও গর্ভ হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভ হয় না।

দশ ঃ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা দ্বারা 'লিয়ান' অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত এবং এরই ভিত্তিতে 'লিয়ান'কে তাঁরা বৈধ বলেন। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, যদি পিতা একবার কোনো পর্যায়ে সন্তানকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার আর তার কোনো অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অস্বীকার করলে 'কাযাফ'-এর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

এগার ঃ স্ত্রীকে সাধারণভাবে তালাক দেয়ার পর স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে 'লিয়ান' হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে 'কাযাফ' তথা মিথ্যা অপবাদের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ 'লিয়ান' হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য, আর মহিলাটি এখন আর তার স্ত্রী নেই, কেননা সে তালাকপ্রাপ্তা। তবে তালাক যদি রাজঈ তালাক হয়ে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা।

বার ঃ লিয়ানের যেসব ফলাফলের ব্যাপারে ফকীহগণের মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়। (খ) স্বামী যদি সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের এবং মায়ের নামেই সে পরিচিত হবে (গ) আর সন্তান উত্তরাধিকারীও হবে মায়ের, পিতার উত্তরাধিকার সে হবে না এবং তার সাথে সম্পর্কিতও হবে না। (ঘ) লিয়ানের পর সেই নারীকে যিনাকারিণী এবং তার সন্তানকে জারজ বলার কারও অধিকার থাকবে না। (ঙ) লিয়ানের পরে কেউ যদি তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের কথা পুনরায় উচ্চারণ করে, তবে সে ব্যক্তি 'কাযাফ' তথা মিথ্যা অপবাদের দোষে দোষী হবে এবং 'হদ'-এর উপযুক্ত হবে। (চ) নারীর মোহরানা বাতিল হবে না। (ছ) তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর পর যে বাসস্থান ও খোরপোশের সুবিধা পেতো, এখন লিয়ানের পর সে তার অধিকারী হবে না, (জ) নারী সেই পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

লিয়ানের দুটি ফলাফলের বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (ক) লিয়ানের পর নারী ও পুরুষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পদ্ধতি কিরূপ হবে। (খ) লিয়ানের ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার পর তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব কিনা ?

وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

আর আল্লাহ অবশ্যই তাওবা কবুলকারী প্রজ্ঞাময়।

وَ-ও ; رَحْمَتُهُ-(رحمة+ه)-তাঁর দয়া (তোমরা কেউই রেহাই পেতে না) ; وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; تَوَّابٌ-তওবা কবুলকারী ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়।

প্রথম বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন—'পুরুষ যখন লিয়ান শেষ করবে এরপর স্ত্রী লিয়ান করুক বা না করুক তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।' ইমাম মালেক ও ইমাম যুফার (র) প্রমুখ বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়ে যখন লিয়ান শেষ করবে তখন তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে লিয়ানের ফলে আপনা আপনি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় না, বরং আদালত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ফলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বামী যদি তালাক দিয়ে দেয় তো ভাল, নচেৎ আদালতের বিচারক তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ির কথা ঘোষণা করে দেবেন।

দ্বিতীয় বিষয়ে ফকীহদের অনেকের মত হলো—লিয়ানের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে, তারা চিরকালের জন্য একে অপরের উপর হারাম হয়ে যায়। পুনরায় তারা কোনো অবস্থাতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ মতকে সমর্থন করেন। অপরদিকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শাবী, সাঈদ ইবনে জোবাইর, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে স্বামী যদি নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর 'কাযাফ' তথা মিথ্যা অপবাদের 'হদ' বা শরয়ী শাস্তি কার্যকর হয়ে যায় তবে তাদের দু-জনের মধ্যে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। তাঁদের মতে স্বামী-স্ত্রীর জন্য হারামকারী হলো লিয়ান। যতক্ষণ তারা লিয়ানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ তারা একে অপরের জন্য হারাম থাকবে। কিন্তু স্বামী যখন নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেবে এবং শাস্তি লাভ করবে তখন লিয়ানও শেষ হয়ে যাবে। আর তারা পরস্পরের জন্য যে হারাম ছিল তাও শেষ হয়ে যাবে।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরা আন নূর ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী সম্বলিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা।

২. সূরায় বর্ণিত বিধানাবলীর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অন্যান্য সূরা থেকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সূরাটির সূচনা করেছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, আমিই সূরাটি নাযিল করেছি, আমিই এতে বর্ণিত বিধানগুলো তোমাদের জন্য ফরয তথা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

৪. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তো সবই পালনীয়, তারপরও 'আমি অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছি' কথাটি দ্বারা সূরায় বর্ণিত বিধানাবলীর গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুখী ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য এ সূরার বিধানগুলো বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। বলা যায় এসব বিধান বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

৬. যেসব অপরাধের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেসব শাস্তি হ্রাস-বৃদ্ধি বা মওকুফ করার ইখতিয়ার কোনো ব্যক্তি, সমাজ, সংসদ বা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ কারো নেই।

৭. অপরাধের আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সাজাসমূহকে 'হুদূদ' বলে। একবচনে 'হদ' বলে। আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ' চারটি। অর্থাৎ চারটি অপরাধের শাস্তি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অপরাধগুলো হলো—(১) চুরি, (২) মদপান (৩) কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার মিথ্যা অপবাদ ও (৪) যিনা বা ব্যভিচার।

৮. এ ৪টি ছাড়া অন্যান্য যেসব অপরাধ সমাজে সংঘটিত হয় সেগুলোর শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব দেশের বিচার ব্যবস্থা বা শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে সেসব অপরাধের শাস্তি তারা নির্ধারণ করতে পারবেন।

৯. কোনো দেশবাসী যদি চায় যে, তাদের দেশকে একটি সুখী-সুন্দর দেশ হিসেবে তারা গড়ে তুলবে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই উল্লিখিত ৪টি অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

১০. যিনা বা ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হলো —

(ক) অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত।

(খ) বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি 'রজম' বা পাথর মেরে হত্যা করা।

১১. যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য ৪ (চার) জন চাক্ষুষ সাক্ষী প্রয়োজন। অন্যথায় আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

১২. সাক্ষীদের সকলের সাক্ষ্য হবে এক এবং তারা অভিযুক্তদেরকে দোয়াতে কলম যেমন এমন অবস্থায় দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিতে হবে। সাক্ষীদের কোনো একজনের বক্তব্য অন্যদের বক্তব্যের সাথে গরমিল হলে 'হদ' প্রযোজ্য হবে না।

১৩. যিনা বা ব্যভিচার সংক্রান্ত অভিযোগে ৪ (চার) জন সাক্ষী হাজির করতে না পারলে অভিযোগ আনয়নকারীকে মিথ্যা অপবাদ দানের অভিযোগে ৮০ (আশি) বেত্রাঘাত প্রদান করতে হবে।

১৪. যিনা প্রমাণ করতে না পারার জন্য অপবাদদাতাকে শাস্তি এজন্য দেয়া হবে, যাতে করে কেউ কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে মিথ্যা-অপবাদ দিয়ে হেনস্তা করতে সাহস না পায়।

১৫. কোনো নারীর প্রতি মিথ্যা-অপবাদের জন্য যেমন শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তেমনি কোনো সচ্চরিত্র পুরুষের প্রতি যদি কেউ কোনো পুরুষ বা মহিলা মিথ্যা-অপবাদ আরোপ করে তবে তার উপরও একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

১৬. সচ্চরিত্রের অধিকারী পুরুষ বিবাহ করবে সতী-সাধ্বী মু'মিনা নারীকে আর ব্যভিচারী পুরুষ বিবাহ করবে ব্যভিচারিণী নারী বা মুশরিক নারীকে।

১৭. মু'মিন পুরুষের জন্য ব্যভিচারিণী ও মুশরিকা নারীগণকে বিবাহ করা হারাম।

১৮. কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনা বা ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে, আর স্ত্রীলোকটি অভিযোগ অস্বীকার করে, তখন তাদের উভয়কে

আদালতে উপস্থিত হয়ে কসম করে নিজ দাবীর সত্যতা প্রতিপাদন করতে হবে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় একে 'লিয়ান' বলে।

১৯. প্রথমে স্বামী চারবার আল্লাহর কসম করে বলবে যে, সে সত্যবাদী অতপর পঞ্চমবার সে বলবে—"আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে।"

২০. অতপর স্ত্রীকেও চারবার আল্লাহর কসম করে বলতে হবে যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে বলবে—"আমার স্বামী যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে।"

২১. এরূপ 'লিয়ান' করার পর আদালত তাদের বিচ্ছেদকরে দেবেন। তারা চিরদিনের জন্য একে অপরের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

২২. 'লিয়ান' করার সময় স্ত্রীলোকটি যদি গর্ভবতী থাকে, আর স্বামী গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে তাহলে সন্তানের সম্পর্ক স্ত্রীলোকটির সাথে হবে। পুরুষটির সাথে পরিচিতির কোনো সূত্র থাকবে না।

২৪. মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত দেয়া হবে। ভবিষ্যতে তার কোনো সাক্ষ্য আর কখনো কবুল করা হবে না। অতপর সে 'ফাসিক' তথা সত্যত্যাগকারী বলে চিহ্নিত হবে।

২৫. মিথ্যা অপবাদদাতা যদি এরপর তাওবা করে নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। অর্থাৎ তাকে আর ফাসিক হিসেবে আখিরাতে আযাব ভোগ করতে হবে না।

২৬. তাওবা করার পর মিথ্যা অপবাদদাতা আল্লাহর নির্ধারিত 'কাযাফ'-এর 'হদ' থেকে রেহাই পাবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-৮
আয়াত সংখ্যা-১০

⑪ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ

১১. নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা রটনা করেছে' তারা তোমাদের মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র দল' ; তোমরা ওটাকে (মিথ্যা রটনাকে) তোমাদের জন্য মন্দ বলে মনে করো না ; বরং তা

⑪ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; جَاۤءُوْ-রটনা করেছে ; بِالْاِفْكِ-(ب+ال+افك)-মিথ্যা ; عُصْبَةٌ-তারা ক্ষুদ্র একটি দল ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; لَا تَحْسَبُوْهُ-(لاتحسبوا+ه)-তোমরা ওটাকে মনে করো না ; شَرًّا-মন্দ ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; بَلْ-বরং ; هُوَ-তা ;

৮. ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদের সাথে কতিপয় মুসলমানও জড়িত হয়ে পড়েছিল। এ ধরনের মিথ্যা রটনা সাধারণ মুসলমান সতী-সাধ্বী নারীদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার ছিল। নবীর স্ত্রী মু'মিনদের মাতা, তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল আরও জঘন্য। কুরআন মাজীদে এ সূরা নাযিলের মূল কারণ ছিল হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা। এখান থেকে তার আলোচনা শুরু হয়েছে। এর আগে দশটি আয়াতে যিনা-কাযাফ বা মিথ্যা অপবাদ এবং লিয়ানের বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোনো নারী বা পুরুষের প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়। এটি একটি মারাত্মক ব্যাপার। অভিযোগ আরোপকারীর অভিযোগ প্রমাণের জন্য তাকে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী আনতে হবে। সাক্ষ্য প্রমাণে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হলে যিনাকারী ও যিনাকারিণীকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি অভিযোগকারী সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয় অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণে ঘটনার সত্যতা না পাওয়া যায় তাহলে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগে অভিযোগকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত দেয়া হবে। যাতে করে ভবিষ্যতে সে আর এ ধরনের অভিযোগ করতে সাহস না পায়। ইসলাম এসেছে সারা দুনিয়ার— কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই ইসলামী সমাজে যিনা এবং এর আলোচনা কোনো আনন্দের বিষয়ে পরিণত হতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর প্রতি আরোপিত এ মিথ্যাচারকে কুরআন মাজীদে 'ইফ্ক' শব্দের মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে। 'ইফ্ক' শব্দটিকে ডাহা মিথ্যা অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে ঘটনাটি সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের তাফসীর বুঝার জন্য নিম্নে ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স) যখন বনীল মুস্তালিক যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে মা আয়েশা (রা)-কে সাথে নেন। ইতিপূর্বে পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই তাঁর

জন্য উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়ম ছিল পর্দা ঘেরা আসনটি উটের পিঠে উঠানোর আগে মা আয়েশা তাতে বসে যেতেন অতপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে তুলে দিত। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় কাফেলা অবস্থান করে। অতপর শেষ রাতের কিছু আগে ঘোষণা করা হয় যে, কিছুক্ষণের মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাবে, সুতরাং প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। মা আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য জঙ্গলের দিকে যান। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। তিনি হার খুঁজতে গিয়ে দেরী করে ফেলেন। এ ফাঁকে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। তিনি ফিরে এসে দেখেন কাফেলা চলে গেছে। তখন তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে পড়েন। তিনি মনে করেছিলেন কাফেলা কিছুদূর গিয়ে যখন দেখবে যে, তিনি হাওদায় নেই তখন অবশ্য তাঁকে নেয়ার জন্য উট নিয়ে আসবে, মা আয়েশা ছিলেন অল্প বয়স্কা হালকা দেহের অধিকারিণী, তাই লোকেরা খালি হাওদাটিকে উটের পিঠে তুলে রওয়ানা হয় তখন তারা বুঝতে পারেনি যে, মা আয়েশা হাওদায় নেই।

এদিকে মা আয়েশা রা. সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল নামক এক সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, তিনি কাফেলা যাওয়ার পর পেছনে আসবেন এবং কোনো কিছু থেকে গেলে তা তুলে নিয়ে আসবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে এসে পৌঁছলেন এবং দূর থেকে দেখলেন একজন লোক চাদর গায়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। কাছে এসে তিনি মা আয়েশাকে দেখে চিনে ফেললেন এবং তাৎক্ষণিক তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" একথা মা আয়েশা (রা)-এর কানে গেলে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে সাফওয়ান মা আয়েশাকে দেখেছিলেন, তাই সহজে তাঁকে চিনেছিলেন। হযরত সাফওয়ান (রা) নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন, মা আয়েশা তাতে চড়ে বসলে তিনি উটের নাকের রশি ধরে হেঁটে গিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র মুনাফিক এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এ হতভাগা আবোল-তাবোল বলা শুরু করলো। কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তার কথায় সাড়া দিয়ে এ সম্পর্কে কানকথায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাস্সান, মিসতাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত। যখন এ মুনাফিক রচিত মিথ্যা রটনার চর্চা হতে থাকলো তখন রাসূলুল্লাহ (স) খুবই দুঃখিত হলেন। মা আয়েশার তো দুঃখের সীমা-ই ছিল না। সাধারণ মুসলমানরাও অত্যন্ত বেদনাহত হলেন। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এসব আলোচনা চলতে থাকলো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মা আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ও মিথ্যা রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দা জানিয়ে এ আয়াত নাযিল করলেন।

৯. যারা এ গুজবটি রটনা করেছিল তাদের কয়েকজনের নাম হাদীসে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও একজন নারী। পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিকদের নেতা। সে-ই প্রথমে এ মিথ্যা রটনা করেছিল। দ্বিতীয়জন ছিল যায়েদ ইবনে রিফায়াহ। এ ব্যক্তিও মুনাফিক ছিল। পুরুষদের মধ্যে অপর দুজন ছিলেন মুসলমান। তাঁরা হলেন, মিসতাহ ইবনে উসামাহ ও হাস্সান ইবনে সাবিত। আর

خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ

তোমাদের জন্য উত্তম[১০] ; তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই থাকবে, যা সে গোনাহ থেকে কামাই করেছে; আর যে নেতৃত্ব দিয়েছে

كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি[১১]—তার জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি ১২. কেন ধারণা পোষণ করলনা—যখন তা শুনলে মু'মিন পুরুষগণ

خَيْرٌ-উত্তম ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য ; امْرِئٍ-ব্যক্তির ; مِّنْهُمْ-তাদের ; مَّا-তা-ই থাকবে যা ; اكْتَسَبَ-সে কামাই করেছে ; مِنَ-থেকে ; الْإِثْمِ-গোনাহ ; وَ-আর ; الَّذِي-যে ; تَوَلَّىٰ-নেতৃত্ব দিয়েছে ; كِبْرَهُ-(كبر+ه)-প্রধান ব্যক্তি ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; لَهُ-তার জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; عَظِيمٌ-ভীষণ। ⑫ لَّوْلَا-কেন করল না ; إِذْ-যখন ; سَمِعْتُمُوهُ-(سمعتموا+ه)-তা শুনলো ; ظَنَّ-ধারণা পোষণ ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিন পুরুষগণ ;

মহিলাদের একজনের নাম হলো হামনা বিনতে জাহাশ। এ মহিলাও মুসলমান ছিলেন। মুসলমান তিনজন দুর্বলতার কারণে চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিল। মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে 'কাযাফ' তথা মিথ্যাচারের শাস্তি প্রদান করেন। অতপর মু'মিনগণ সবাই তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান (রা) ও মিসতাহ (রা) উভয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আর এজন্য মা আয়েশার সামনে হযরত হাস্‌সান (রা)-কে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। যদিও হযরত হাস্‌সান (রা) অপবাদের শাস্তি প্রাপ্তদের একজন ছিলেন। মা আয়েশা (রা) বলতেন, হাস্‌সান কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষে কাফিরদের চমৎকার মুকাবিলা করেছেন। কাজেই তাঁকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়।

১০. এখানে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আয়েশা (রা)-সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল এবং সকল মু'মিন ও মুসলমানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না ; কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে তাঁদের নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়ে তাঁদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এ মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাযিল করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

১১. অর্থাৎ যারা এ মিথ্যা রটনার কাজে যতটুকু অংশ নিয়েছে তাদের গোনাহ ততটুকুই হবে এবং সে অনুপাতেই তাদের শাস্তি হবে। আর যে ব্যক্তি এ খবর রটনায় মূল ভূমিকা পালন করেছে, সে সবচেয়ে বেশী আযাব ভোগ করবে, যে খবর শুনে সমর্থন করেছে সে তদপেক্ষা কম এবং যে খবর শুনে চুপচাপ রয়েছে সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ⑫ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ

ও মু'মিন নারীগণ—[১২] তাদের মনে মনে—উত্তম ধারণা' এবং কেন বললোনা তারা 'এটাতো সুস্পষ্ট মিথ্যা রটনা'[১৩] ১৩. কেন তারা (মিথ্যা রটনাকারীরা) সে ব্যাপারে হাজির করলো না

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

চারজন সাক্ষী; সুতরাং তারা যখন সাক্ষী হাজির করেনি, তখন তারা—তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।[১৪]

⑭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ

১৪. আর যদি দুনিয়াতে ও আখিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করতো

وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتُ-মু'মিন নারীগণ ; بِأَنْفُسِهِمْ-(ب+انفس+هم)-তাদের মনে মনে ; خَيْرًا-উত্তম ধারণা ; وَّ-এবং ; قَالُوْا-(কেন) বললো না তারা ; هٰذَآ-এটাতো ; اِفْكٌ-মিথ্যা রটনা ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ⑬ لَوْلَا-কেননা ; جَآءُوْ-হাজির করলো ; عَلَيْهِ-সে ব্যাপারে ; بِأَرْبَعَةِ-(ب+اربعة)-চারজন ; شُهَدَآءَ-সাক্ষী ; فَاِذْ-(ف+اذ)-সুতরাং যখন ; لَمْ يَاْتُوْا-তারা হাজির করেনি ; بِالشُّهَدَآءِ-(ب+ال+شهداء)-সাক্ষী ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তখন তারা ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هُمُ-তারাই ; الْكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। ⑭ وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না থাকতো ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; وَ-ও ; رَحْمَتُهٗ-(رحمة+ه)-তাঁর রহমত ; فِى الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতে ; لَمَسَّكُمْ-(ل+مس+كم)-তবে অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করতো ;

যে ব্যক্তি অপবাদ রটনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে গুরুতর আযাব। বলাবাহুল্য, সেই নরাধম হলো মুনাফিক সরদার আবুদল্লাহ ইবনে উবাই।

১২. অর্থাৎ তোমরা যখন এ অপবাদের সংবাদ শুনলে তখন নিজেদের দীনী ভাইবোনদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করাইতো ছিল ঈমানের দাবী। যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায়, সে প্রকারান্তরে নিজেরই দুর্নাম রটায়। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে আল্লাহ তাআলা এরূপ ইংগিত করেছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন—وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। এর উদ্দেশ্য হলো, কোনো মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না।

১৩. অর্থাৎ এ কথাতো কোনো মু'মিন বিবেচনা যোগ্যই মনে করতে পারেন না এবং শোনামাত্রই এটাকে মিথ্যা, বানোয়াট ও অপবাদ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া উচিত ছিল।

فِيْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑭ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ

গুরুতর আযাব—যাতে তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে সে জন্য। ১৫. যখন তোমরা তোমাদের মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে এবং উচ্চারণ করছিলে

بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ○

তোমাদের নিজেদের মুখে, যার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা ওটাকে মনে করেছিলে অত্যন্ত সহজ ; অথচ তা আল্লাহর কাছে ভীষণ ব্যাপার ছিল।

⑮ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا

১৬. আর যখন তোমরা তা শুনেছিলে তখন তোমরা বললেনা কেন—আমাদের জন্য এ সম্পর্কে কিছু বলা উচিত হবে না ; আপনি (আল্লাহ) অত্যন্ত পবিত্র মহান, এটাতো

بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ⑯ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

জঘন্য মিথ্যাচার। ১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন—পুনরায় অনুরূপ কাজ কখনো যেন না কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

فِيْ مَا-সে জন্য ; اَفَضْتُمْ-তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে ; فِيْهِ-যাতে ; عَذَابٌ-আযাব ; عَظِيْمٌ-গুরুতর। ⑮ اِذْ-যখন ; تَلَقَّوْنَهٗ-(تلقون+ه)-তোমরা তা ছড়াচ্ছিলে ; بِاَلْسِنَتِكُمْ-(ب+السنة+كم)-তোমাদের মুখে মুখে ; وَ-এবং ; تَقُوْلُوْنَ-তোমরা উচ্চারণ করছিলে ; بِاَفْوَاهِكُمْ-(ب+افواه+كم)-তোমাদের নিজেদের মুখে ; مَّا-যার ; لَيْسَ-ছিল না ; لَكُمْ-তোমাদের ; بِهٖ-সম্বন্ধে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; وَّ-এবং ; تَحْسَبُوْنَهٗ-(تحسبون+ه)-তোমরা ওটাকে মনে করেছিলে ; هَيِّنًا-অত্যন্ত সহজ ; وَّ-অথচ ; هُوَ-তা ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَظِيْمٌ-ভীষণ ব্যাপার ছিল। ⑯ وَ-আর ; لَوْلَآ-কেননা ; اِذْ-যখন ; سَمِعْتُمُوْهُ-(سمعتموا+ه)-তোমরা তা শুনেছিলে ; قُلْتُمْ-তোমরা বললে ; مَّا يَكُوْنُ-উচিত হবে না ; لَنَآ-আমাদের জন্য ; اَنْ نَّتَكَلَّمَ-কিছু বলা ; بِهٰذَا-(ب+هذا)-এ সম্পর্কে ; سُبْحٰنَكَ-আপনি (আল্লাহ) অত্যন্ত পবিত্র মহান ; هٰذَا-এটাতো ; بُهْتَانٌ-মিথ্যাচার ; عَظِيْمٌ-জঘন্য। ⑰ يَعِظُكُمُ-(يعظ+كم)-উপদেশ দিচ্ছেন তোমাদেরকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنْ تَعُوْدُوْا-পুনরায় যেন না কর ; لِمِثْلِهٖٓ-(ل+مثل+ه)-তার অনুরূপ কাজ ; اَبَدًا-কখনো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; مُّؤْمِنِيْنَ-মু'মিন।

১৪. আল্লাহর কাছে তারা মিথ্যাবাদী, অর্থাৎ আল্লাহর আইন অনুসারে তারা মিথ্যাবাদী। তারা সাক্ষ্য আনতে পারেনি তাই তারা মিথ্যাবাদী তা নয়; কেননা আল্লাহর কাছে মিথ্যা

⑱ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑲ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ

১৮. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।[১৫] ১৯. নিশ্চয়ই যারা কামনা করে যে, প্রসার হোক

الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ

অশ্লীলতা তাদের মধ্যে, যারা ঈমান এনেছে,—তাদের (কামনাকারীদের) জন্য রয়েছে দুনিয়াতে ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[১৬] ; আর আল্লাহই

⑱ وَ-আর ; يُبَيِّنُ-সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْاٰيٰتِ-আয়াতসমূহ ; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞানী ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ⑲ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُحِبُّوْنَ-কামনা করে ; اَنْ-যে ; تَشِيْعَ-প্রসার হোক ; الْفَاحِشَةُ-(ال+فاحشة)-অশ্লীলতা ; فِي-মধ্যে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; لَهُمْ-তাদের (কামনাকারীদের) জন্য ; عَذَابٌ-শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক ; فِي-দুনিয়াতে ; الدُّنْيَا ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহই ;

প্রমাণ হওয়ার জন্য সাক্ষ্য আনা বা না আনার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহতো জানেন যে, অভিযোগটি ডাহা মিথ্যা—বানানো।

১৫. ১৬ আয়াত থেকে ১৮ আয়াত এবং এর আগে ১২ আয়াতের মর্মার্থ হলো—মুসলিম সমাজে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের ভিত্তি হবে "হুসনে যন্ন" তথা ভাল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো মন্দ বিষয়ের যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো মুসলমান সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা করা যাবে না। এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজের সাধারণ মূলনীতি হবে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ—যতক্ষণ না তার দোষী হবার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্যবাদী—যতক্ষণ না তার অবিশ্বস্ত হবার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়।

১৬. অর্থাৎ যারা কামনা করে এবং সে হিসেবে তৎপরতা চালায় যে, মুসলিম সমাজে চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা শাস্তি লাভের যোগ্য। কিন্তু আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা অশ্লীলতা ছড়ানো ও প্রসার-এর জন্য যাবতীয় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বাস্তবে যিনা-ব্যভিচারের দিকে মানুষকে সেসব অবস্থা ধাবিত করে। আবার চরিত্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সেজন্য আবেগ অনুভূতিকে শাণিত করা ও উত্তেজিত করার জন্য সে জাতীয় অশ্লীল কিসসা-কাহিনী কবিতা গান ও খেলাধুলার উপরও এ আয়াত প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া এমন ধরনের হোটেল, ক্লাব ও অন্যান্য তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের কর্মকাণ্ড যেখানে নারী-পুরুষের মিলিত আমোদ-প্রমোদ ও নাচ-গানের মাধ্যমে আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করা হয় এমন সব ব্যবস্থাই কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী অপরাধ। শুধু আখিরাতে নয় দুনিয়াতেও এদের শাস্তি হওয়া উচিত। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝١٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٢٠

জানেন, তোমরা জাননা।[১৭] ২০. আর তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো (তোমরা কেউ রেহাই পেতে না) আসলে আল্লাহ পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

يَعْلَمُ-জানেন ; وَ-আর ; أَنْتُمْ-তোমরা ; لَا تَعْلَمُونَ-জান না। ⑳ وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না থাকতো ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَحْمَتُهُ-(رحمة+ه)-তাঁর রহমত; وَ-আর ; أَنَّ-আসলেই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; رَءُوفٌ-পরম মমতাময় ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু।

কর্তব্য—অশ্লীলতার এসব উপায়-উপকরণের পথ বন্ধ করে দেয়া। কুরআন মাজীদের মতে এসব কাজকর্ম জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ। সুতরাং যারা এসব কাজ সম্পাদনকারী, সহায়তাকারী ও সমর্থনকারী তারা সবাই অপরাধী। ইসলামী রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি আইন অনুসারে এরা শাস্তিলাভের যোগ্য।

১৭. অর্থাৎ এসব কাজের প্রভাব সমাজের কোথায় কোথায় আঘাত করে এবং কত লোক এতে প্রভাবিত হয় আর সামষ্টিকভাবে সমাজকে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয় তা তোমাদের জানা নেই। আল্লাহ এ সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবগত আছেন। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে চিহ্নিত অসৎকাজগুলোকে পূর্ণ শক্তিতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে অথবা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা জারী রাখতে হবে। এসব বিষয় উপেক্ষা করার বিষয় নয়, উদারতা দেখানোর বিষয় এগুলো নয় ; বরং এগুলো অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। অতএব যারা এসব কাজে লিপ্ত হবে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

২য় রুকূ' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'ইফ্‌ক' তথা আয়েশা (রা)-এর ওপর মিথ্যা রটনার এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যিনা বা ব্যভিচার এবং যিনার মিথ্যা অপবাদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূর নাযিল করেছেন।

২. 'ইফ্‌ক'-এর এ ঘটনায় একটি ইসলামী সমাজ তথা মুসলিম উম্মাহর জন্য মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ ঘটনা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হবে।

৩. মিথ্যাচারের এ জাতীয় কাজে যে বা যারা যতটুকু ভূমিকা রাখবে ততটুকু সে গোনাহে লিপ্ত হবে। একাজ দুনিয়াতেও শাস্তিযোগ্য আর আখিরাতে তো কঠিন শাস্তি নির্ধারিত আছে।

৪. আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় হলো নিজের দোষ স্বীকার করে তাওবা করা। তবে তার দ্বারা দুনিয়ার শাস্তি মওকুফ হবে না।

৫. 'ইফ্‌ক'-এর এ অপবাদ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল মুনাফিকদের নেতা। যুগে যুগে মুনাফিকরাই ইসলামী সমাজের পিঠে ছুরিকাঘাত করার অপচেষ্টা করেছে। এটা অতীতে যেমন সত্য ছিল, বর্তমানেও সত্য এবং ভবিষ্যতের জন্যও এটাই সত্য।

৬. ইসলামী সমাজের সকল সদস্যের জন্য সাধারণ মূলনীতি হলো সকল মুসলমান ভাই-বোনদের ব্যাপারে 'হুসনে যন্ন' তথা সুধারণা পোষণ করতে হবে।

৭. খারাপ ধারণা করার মত সঙ্গত কারণ বা সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা করা গোনাহ। সুতরাং এ ধরনের মন্দ ধারণা থেকে সচেতনভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

৮. বর্তমানে ইসলামী সমাজের নৈতিক অবস্থার যে অধপতন হয়েছে, তাতে করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে দুনিয়াতে আমরা আসমানী আযাব থেকে রেহাই পেয়ে আসছি।

৯. মু'মিনদের উচিত সমাজে কারো প্রতি এ ধরনের যিনার অভিযোগ কেউ উত্থাপন করলে প্রথমে তাকে থামিয়ে দেয়া তারপর অভিযোগকারীর নিকট থেকে সাক্ষী দাবী করা, সে যদি সাক্ষী হাজির করতে না পারে, তাকে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করা।

১০. অভিযোগকারী যদি উপযুক্ত সাক্ষী হাজির করতে পারে, তবে অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করা আদালতেরই দায়িত্ব।

১১. ব্যক্তিগতভাবে সমাজ এ ধরনের কোনো অপরাধের বিচার করা এবং সাজার যোগ্য হলে তা কার্যকর করার কোনো অধিকার সমাজের নেই। সামাজ শুধুমাত্র আদালতে পৌঁছতে সহায়তা করতে পারে।

১২. ইসলামী সমাজের সকলের দায়িত্ব হলো সমাজকে এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ দানকারীদেরকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করা এবং মুখে মুখে এটা যেন ছড়াতে না পারে তার জন্য অপবাদের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা থামিয়ে দেয়া।

১৩. কোনো অবস্থাতেই যিনা বা যিনার অপবাদ ছড়ানোর কাজকে সহজভাবে নেয়া এবং এর প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখানো সঙ্গত নয়।

১৪. যে কোনো লোক এ জাতীয় অভিযোগ মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তাকে বলতে হবে যে, তার কাছে ইসলামী আইন অনুমোদন দেয়—এমন সাক্ষী আছে কিনা, যদি তা না থাকে তাহলে সেখানেই সে যেন থেমে যায় সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. যিনার মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে আদালত কর্তৃক কুরআনে নির্ধারিত শাস্তি দান করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ দিতে কেউ সাহসী না হয়।

১৬. মিথ্যা অপবাদের অপরাধীকে আল্লাহর শাস্তি তথা আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১৭. যিনা যেমন কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যিনার মিথ্যা অভিযোগও কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৮. যারা সমাজে যিনার পরিবেশ সৃষ্টিকারী তৎপরতা চালায়, নারী-পুরুষের মধ্যে তথাকথিত যৌথ সাংস্কৃতিক অপকর্মের মাধ্যমে সমাজে যিনার প্রচলন ঘটাতে চায়; যৌন সুড়সুড়ি দানকারী কিস্‌সা-কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নারীনৃত্য ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চালায় ইসলামী শরীয়ত এসবকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করে।

১৯. উপরোল্লিখিত যৌন উদ্দীপক কাজগুলো যে সমাজের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর, তা আমরা অনুমান করতে না পারলেও আল্লাহ এ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

২০. অবশেষে আমাদেরকে এসব অপকর্মমুক্ত ইসলামের সুখী-সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ কায়েমের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٢١﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

২১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করো না, আর যে কেউ শয়তানের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করবে

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ

তবে সে অবশ্যই অশ্লীল ও ঘৃনিত কাজের আদেশ দিয়ে থাকে ; আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকতো, পবিত্র হতে পারতে না

مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

কেউ কখনো তোমাদের মধ্য থেকে[১৮]; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন ; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১৯]

﴿٢١﴾ يَاأَيُّهَا-ওহে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; لَا تَتَّبِعُوا-তোমরা অনুসরণ করো না ; خُطُوَاتِ-পায়ের চিহ্ন ; الشَّيْطَانِ-শয়তানের ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَتَّبِعْ-অনুসরণ করবে ; خُطُوَاتِ-পায়ের চিহ্ন ; الشَّيْطَانِ-শয়তানের ; (ف+ان+ه)-فَإِنَّهُ-তবে সে অবশ্যই ; يَأْمُرُ-আদেশ দিয়ে থাকে ; (ب+ال+فحشاء)-بِالْفَحْشَاءِ-অশ্লীল কাজের; وَ-ও ; (ال+منكر)-الْمُنْكَرِ-ঘৃণিত কাজের ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; لَا-না থাকত ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; (رحمة+ه)-رَحْمَتُهُ-তাঁর রহমত ; مَا زَكَىٰ-পবিত্র হতে পারতো না ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে; مِنْ أَحَدٍ-কেউ ; أَبَدًا-কখনো ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُزَكِّي-পবিত্র করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যদি দয়া করে তোমাদেরকে দীনের জ্ঞান দান না করতেন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে তোমাদের অবহিত না করতেন, তাহলে তোমাদের শক্তি সামর্থ্যের জোরে কেউ-ই পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারতে না। কারণ শয়তানতো সদা-সর্বদা তোমাদেরকে অসৎ কাজে জড়িত করার জন্য চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ জানেন, কারা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করতে চায়। যারা আন্তরিকভাবে পবিত্র জীবনযাপন করতে আগ্রহী তাদের অন্তরের কথা আল্লাহ জানেন, তাই

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسٰكِينَ

২২. আর তোমাদের মধ্যকার মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী লোকেরা যেন কসম করে না বসে যে, তারা দান করবেন না নিকটাত্মীয় ও মিসকীন

وَالْمُهٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ

এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে ; আর তারা যেন (তাদেরকে) ক্ষমা করে দেয় এবং (তাদের) দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে ; তোমরা কি চাওনা যে, ক্ষমা করে দিন

اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ

আল্লাহ তোমাদেরকে ; আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[২০] ২৩. নিশ্চয়ই যারা অপবাদ আরোপ করে সতী সাধ্বী, সরল প্রাণা[২১]

(২২)وَ-আর ; لَا يَأْتَلِ-যেন কসম করে না বসে ; أُولُو-অধিকারী লোকেরা ; الْفَضْلِ-(ال+فضل)-মর্যাদা ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; وَ-ও ; السَّعَةِ-(ال+سعة)-সম্পদের; وَ-ও ; أَنْ يُؤْتُوا-তারা দান করবে না ; أُولِي الْقُرْبَى-(اولى+ال+قربى)-নিকটাত্মীয় ; وَ-এবং ; الْمَسٰكِينَ-(ال+مسكين)-মিসকীন ; وَ-এবং ; الْمُهٰجِرِينَ-(ال+مهجرين)-মুহাজিরদেরকে ; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; لْيَعْفُوا-তারা যেন ক্ষমা করে দেয় (তাদেরকে) ; وَ-এবং ; لْيَصْفَحُوا-(তাদের) দোষটি উপেক্ষা করে ; أَلَا-তোমরা কি চাও না ; تُحِبُّونَ-... ; أَنْ-যে ; يَغْفِرَ-ক্ষমা করে দিন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু। (২৩)إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; يَرْمُونَ-অপবাদ আরোপ করে ; الْمُحْصَنٰتِ-সতী-সাধ্বী ; الْغٰفِلٰتِ-সরল প্রাণ ;

তাদেরকেই পবিত্র হওয়ার এবং পবিত্র জীবন লাভ করার তাওফীক দেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যা কল্পনা করে তাও আল্লাহ জানেন, আবার একান্তে কোনো কথা বললে তাও আল্লাহ শোনেন। সুতরাং আল্লাহ যার জন্য যে সিদ্ধান্ত দেন, তা তাঁর সরাসরি জ্ঞানের ভিত্তিতেই দেন।

২০. এ আয়াতে হযরত আবু বকর (রা)-এর দিকে ইংগীত করা হয়েছে। মিসতাহ (রা) ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)-এর আত্মীয়। সে ছিল নিঃস্ব-দরিদ্র। আবু বকর (রা) সদা-সর্বদা তাকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনায় মিসতাহর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে স্বাভাবিকভাবেই আবু বকর (রা) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম করে বসলেন যে, মিসতাহকে তিনি কোনো সাহায্য করবেন না। মিসতাহকে সাহায্য করা তাঁর উপর দায়িত্ব কর্তব্য ছিল না। সুতরাং এ সাহায্য বন্ধ করা কোনো গুনাহ

الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ

মু'মিন নারীদের প্রতি, লা'নত বর্ষিত হয়েছে তাদের প্রতি দুনিয়াতে ও আখিরাতে ; আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। ২৪. যেদিন

الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদের প্রতি ; لُعِنُوْا-লা'নত বর্ষিত হয়েছে তাদের প্রতি ; فِى-; الدُّنْيَا-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; عَظِيْمٌ-ভীষণ। ﴿٢٤﴾ يَوْمَ-যেদিন ;

ছিল না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর জন্য এক আদর্শ দল হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। তাই একদিকে যারা ভুল করে একটি অশোভনীয় ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল তাদেরকে তিনি তাওবা করার নিয়ামত দানে ভূষিত করেছেন এবং অপর দিকে যারা স্বাভাবিক মনঃকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য করবেন না বলে কসম করে বসেছেন, তাদেরকেও এ আয়াতে তিনি আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা দান করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেন এবং গরীবদের সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে না নেন, কারণ এমন কাজ তাঁদের উচ্চ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আল্লাহ তায়ালা যেমন, তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তারাও যেন তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেয়। হযরত মিসতাহকে সাহায্য করা যেহেতু আবু বকর (রা)-এর দায়িত্ব কর্তব্য ছিল না, তাই আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও সম্পদশালী এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার সঙ্গতিও রাখে, কোনো ব্যাপারে কসম করা তাদের মর্যাদার সাথে মানানসই নয়। আয়াতে اُولُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের শেষাংশ "তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন?" যখন আবু বকর (রা) শুনলেন, তখনই তিনি বলে উঠেন—"আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেবেন।" অতপর তিনি আবার মিসতাহকে আগের চেয়ে বেশী করে সাহায্য করতে থাকেন।

হযরত আবু বকর (রা) ছাড়া আরও কয়েকজন সাহাবী কসম করেছিলেন যে, যারা মিথ্যা রটনায় অংশ নিয়েছে তাদেরকে আর সাহায্য করবেন না। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁরাও সবাই কসম ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে এ ফিতনার ফলে মুসলিম সমাজে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তা একেবারেই দূর হয়ে যায়।

মু'মিনদেরকে এ কর্মপন্থা অনুসরণ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম করে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয় তার চেয়ে ভাল, তখন যে বিষয়টি ভাল, তার সে বিষয়টি করা উচিত এবং নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করা উচিত।"

২১. 'গাফিলাত' শব্দের অর্থ সহজ-সরল, পাক-পবিত্র, কলুষমুক্ত ভদ্র মহিলা। যারা ছলচাতুরী জানে না, যারা কোনো ধরনের অসভ্য-অশ্লীল আচরণ করতে অভ্যস্ত নয়। কেউ তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে পারে এমন কল্পনাও যারা করে না। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—এ ধরনের মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা সাতটি সর্বনাশা কবীরা

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ

তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বাগুলো ও তাদের হাতগুলো এবং তাদের পাগুলো তারা যা করতো সে সম্বন্ধে।[২২] ২৫. সেদিন

يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ

আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনিই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশকারী। ২৬. চরিত্রহীনা নারীগণ

لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ

চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য ও চরিত্রহীন পুরুষরা চরিত্রহীনা নারীদের জন্য ; আর চরিত্রবতী নারীগণ চরিত্রবান পুরুষদের জন্য এবং চরিত্রবান পুরুষরা চরিত্রবতী নারীদের জন্য ;

تَشْهَدُ-সাক্ষ্য দেবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের বিরুদ্ধে ; أَلْسِنَتُهُمْ-(السنة+هم)-তাদের জিহ্বাগুলো ; وَ-ও ; أَيْدِيهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাতগুলো ; وَ-এবং ; أَرْجُلُهُمْ-(ارجل+هم)-তাদের পাগুলো ; بِمَا-সে সম্বন্ধে যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। ﴿٢٥﴾ يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يُوَفِّيهِمْ-(يوفى+هم)-তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; دِينَهُمْ-(دين+هم)-তাদের প্রতিফল ; الْحَقَّ-প্রাপ্য ; وَ-এবং ; يَعْلَمُونَ-তারা জানতে পারবে ; أَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الْحَقُّ-সত্য ; الْمُبِينُ-স্পষ্ট প্রকাশকারী। ﴿٢٦﴾ الْخَبِيثَاتُ-চরিত্রহীনা নারীগণ ; لِلْخَبِيثِينَ-চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য ; وَ-ও ; الْخَبِيثُونَ-চরিত্রহীন পুরুষরা ; لِلْخَبِيثَاتِ-চরিত্রহীনা নারীদের জন্য ; وَ-আর ; الطَّيِّبَاتُ-চরিত্রবতী নারীগণ ; لِلطَّيِّبِينَ-চরিত্রবান পুরুষদের জন্য ; وَ-এবং ; الطَّيِّبُونَ-চরিত্রবান পুরুষরা ; لِلطَّيِّبَاتِ-চরিত্রবতী নারীদের জন্য ;

গোনাহর অর্ন্তভুক্ত। তিনি আরও বলেছেন—"একজন সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা একশ বছরের নেকআমল ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।"

২২. অর্থাৎ সেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা, হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন যেসব গোনাহগার তাদের গোনাহর কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তাদের গোনাহ গোপন করবেন। পক্ষান্তরে যারা সেখানেও নিজের গোনাহ অস্বীকার করবে এবং বলবে—আমি এ গোনাহ করিনি। পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার নামে লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার হাত ও পায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন হাত ও পায়ের জবান খুলে দেয়া হবে, সেগুলো কথা বলবে এবং সাক্ষ্য দান করবে। সূরা ইয়াসীনের ৬৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো,

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ওরা তা থেকে পবিত্র যা তারা (লোকে) বলে[২৩], তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

أُولَٰئِكَ-ওরা ; مُبَرَّءُونَ-পবিত্র ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; يَقُولُونَ-তারা (লোকে) বলে ; لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَ-ও ; رِزْقٌ-রিয্ক ; كَرِيمٌ-সম্মানজনক।

তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" এ আয়াতে তাদের মুখে মোহর এঁটে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে বলে উল্লিখিত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্য মিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু আখিরাতে তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথাই প্রকাশ করে দেবে, আর এটাও হতে পারে যে, এ সময় মুখ ও জিহ্বাকে বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ দেয়া হবে।

২৩. এখানে একটি সাধারণ নীতিগত কথা বর্ণিত হয়েছে। ভাল চরিত্রের লোকেরা ভাল চরিত্রের জীবন সঙ্গিনী খোঁজে। আর খারাপ চরিত্রের লোকেরা খারাপ চরিত্রের জীবন সঙ্গিনী খোঁজে। এমনিভাবে একজন মন্দচরিত্রের মহিলা মন্দ চরিত্রের পুরুষের প্রতি এবং মন্দ চরিত্রের পুরুষ মন্দ চরিত্রের মহিলার প্রতিই ঝুঁকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবন সঙ্গিনী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীগণকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় দিক থেকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মূর্তপ্রতীক করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর তাই তাঁদের জীবন সঙ্গিনীদেরকেও তাঁদের জন্য উপযুক্ত করে দিয়েছেন। নবীদের সরদার রাসূলে করীম (স)-এর জন্য আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও আভ্যন্তরীন চরিত্রের পরিচ্ছন্নতায় তাঁরই উপযুক্ত রমণীকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ছিলেন রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যাদের ঈমান নেই এমন লোকেরাই তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। হযরত নূহ (আ) ও লূত (আ)-এর বিবিদের কাফির হওয়ার কথা কুরআন মাজীদ থেকে জানা যায়। কিন্তু কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কেউ-ই ব্যভিচার বা পাপাচারে লিপ্ত ছিলেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন "কোনো পয়গম্বরের বিবি কখনও ব্যভিচার করেননি।"

৩য় রুকূ' (২১-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজের কুমন্ত্রণা অন্তরে জাগ্রত হলে তাকে শয়তানের কাজ মনে করে আল্লাহর কাছে তা থেকে পানাহ চাইতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

২. আল্লাহর রহমত ছাড়া শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মু'মিনদের উচিত শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় কামনা করা।

৩. উন্নত মর্যাদার অধিকারী ও সুরুচীসম্পন্ন লোকেরা কোনো কথা প্রতিষ্ঠা করা অথবা কোনো কাজ করা বা না করার জন্য আল্লাহর নামে কসম করে না। এরূপ কসম করা তাঁদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

৪. যদি কখনো এরূপ কসম করেও ফেলে, তবে তারা যখন বিপরীত দিকটাকে কল্যাণকর বলে দেখেন, তখন তাঁরা কসম ভঙ্গ করে কল্যাণকর দিকটাকেই গ্রহণ করেন। আর কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা দিয়ে দেন।

৫. সতী-সাধ্বী, নিষ্কলুষ ও সরলপ্রাণা নারীদের প্রতি যেসব দুরাচার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর লা'নতের যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং কোনো মুসলমানের প্রতি—সে নারী হোক বা পুরুষ—মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা থেকে সচেতনভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. উল্লিখিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে হাশরের দিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে। সেদিন অপরাধীদের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

৭. অপরাধীদের প্রতি সেদিন কোনো প্রকারের পক্ষপাতিত্ব হবে না, আবার অন্যায়ভাবেও তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। তাদের কাজকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে।

৮. আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বকালের সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কেননা তাঁদের আখলাক বা চরিত্র আল্লাহর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে।

৯. নবীগণ যেমন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী তেমনি তাঁদের বিবিগণও সতী-সাধ্বী নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের চরিত্রে সন্দেহ করা মু'মিনের কাজ হতে পারে না।

১০. শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন মা আয়েশা (রা)-এর পবিত্র চরিত্রের সনদ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এরপর আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই।

১১. ইসলামী সমাজে মুসলমানদের একে অপরের প্রতি 'হুসনে যন্ন' তথা সুধারণা রাখা ঈমানের দাবী। কারও বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে তার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা যাবে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৮

㉗ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো,[২৪] তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে ঢুকে পড়োনা, যে পর্যন্ত না (ঘরের বাসিন্দাদের) অনুমতি গ্রহণ কর[২৫]

وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ㉗ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟

এবং তার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম জানাও; তোমাদের এ কাজ তোমাদের জন্য উত্তম (হবে,) যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[২৬] ২৮. অতপর যদি তোমরা না পাও

㉗ يَٰٓأَيُّهَا-ওহে ; ٱلَّذِينَ-যারা ; ءَامَنُوا۟-ঈমান এনেছো ; لَا تَدْخُلُوا۟-তোমরা ঢুকে পড়ো না ; بُيُوتًا-অন্য কোনো ঘরে ; غَيْرَ-ছাড়া ; بُيُوتِكُمْ-(بيوت+كم)-তোমাদের নিজেদের ঘর ; حَتَّىٰ-যে পর্যন্ত না ; تَسْتَأْنِسُوا۟-তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর ; وَ-এবং ; تُسَلِّمُوا۟-সালাম জানাও ; عَلَىٰ-প্রতি ; أَهْلِهَا-(اهل+ها)-তার বাসিন্দাদের ; ذَٰلِكُمْ-তোমাদের এ কাজ ; خَيْرٌ-উত্তম হবে ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تَذَكَّرُونَ-উপদেশ গ্রহণ কর। ㉘ فَإِن-অতপর যদি ; لَّمْ تَجِدُوا۟-তোমরা না পাও ;

২৪. সূরার শুরু থেকে সমাজের অসৎপ্রবণতা ও অনাচারের গতিরোধ করার জন্য বিধান দেয়া হয়েছে। এখান থেকে প্রদত্ত ব্যবস্থা হলো—অসৎকাজগুলোর উৎপত্তি যেসব কারণে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। যাতে করে অসৎ প্রবণতা সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে সমাজে যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশের উপস্থিতির ফলেই এসব অপরাধ এবং মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এ পরিবেশকে বদলাতে হবে, তাহলেই এসব অপরাধ রোধ করা সহজ হয়ে যাবে। যেসব পন্থা অবলম্বন করলে সমাজের পরিবেশ বদলনো সম্ভব সামনের আয়াতগুলোতে সেসব পন্থা-পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

২৫. যিনা-ব্যভিচারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমত নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে হুট করে ঢুকে পড়া যাবে না। অর্থাৎ কারো ঘরে ঢুকে পড়ো না যতক্ষণ না তাদের সম্মতি জেনে না নেবে।

২৬. জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, 'সুপ্রভাত' বা 'শুভ সন্ধ্যা' বলতে বলতে কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে একে অপরের ঘরে ঢুকে যেতো। এতে করে অনেক

فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

সেখানে কাউকে, তাহলে তাতে তোমরা ঢুকবে না যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়[২৭] ; আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও' তাহলে তোমরা ফিরেই যাও

فِيهَا-সেখানে ; أَحَدًا-কাউকে ; فَلَا تَدْخُلُوهَا-(لا+تدخلوا+ها)-তাহলে তোমরা তাতে ঢুকবে না ; حَتَّىٰ-যে পর্যন্ত না ; يُؤْذَنَ-অনুমতি দেয়া হয় ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; قِيلَ-বলা হয় ; لَكُمُ-তোমাদেরকে ; ارْجِعُوا-তোমরা ফিরে যাও ; فَارْجِعُوا-(ف+ارجعوا)-তাহলে তোমরা ফিরেই যাও ;

সময় ঘরের মহিলাদেরকে অসতর্ক অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ তাআলা এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নীতি নির্ধারণ করে দেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রয়েছে এবং তা রক্ষা করার সবার অধিকার রয়েছে। আর কারো গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।

রাসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সীমাকে কেবল ঘরের মধ্যে না রেখে তা আরো প্রসারিত করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অন্যের গৃহে উঁকি মারা, বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখা এবং কারো বিনা অনুমতিতে তার চিঠি পড়ে ফেলাকেও ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে চিহ্নিত করে এগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

ফকীহগণ বিনা অনুমতিতে দেখার মতো বিনা অনুমতিতে কারো কোনো কথা শুনে ফেলাকেও নিষিদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।

কেবলমাত্র অন্যের গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, তা নয় বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জানতে চাইলো যে, আমার মায়ের সেবা করার কেউ নেই। এমতাবস্থায় আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো, প্রত্যেকবার অনুমতি নিতে হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথা হলো—নিজেদের মা-বোনদের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও। তাঁর মতে নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত।

তবে কারো ঘরে হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দিলে তখন অনুমতির অপেক্ষা করা যাবে না, যেমন ঘরে আগুন লেগেছে, অথবা ঘরে চোর ঢুকেছে।

ইসলামী শরীয়তে অনুমতি চাওয়ার বিধান হলো ঘরের বাইরে থেকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে নিজের নাম বলে ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতি চাইবার জন্য তিনবার ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তিনবার ডাকার পরও যদি কোনো জবাব না আসে তাহলে ফিরে যেতে হবে। তিনি নিজে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا

এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র রীতি[২৮] ; আর আল্লাহ, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।

২৯. তোমাদের কোনো গোনাহ্ নেই যে, তোমরা ঢুকবে

بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

বাসিন্দা বিহীন এমন ঘরে যেখানে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে;[২৯] আর আল্লাহতো জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

هُوَ-এটাই ; اَزْكٰى-অধিক পবিত্র রীতি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো ; عَلِيْمٌ-বিশেষভাবে অবগত। ﴿٢٩﴾لَيْسَ-নেই ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ; جُنَاحٌ-কোনো গোনাহ ; اَنْ-যে ; تَدْخُلُوْا-তোমরা ঢুকবে ; بُيُوْتًا-এমন ঘরে ; غَيْرَ-বিহীন ; مَسْكُوْنَةٍ-বাসিন্দা ; فِيْهَا-যেখানে ; مَتَاعٌ-দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহতো ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা ; تُبْدُوْنَ-তোমরা প্রকাশ করো ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تَكْتُمُوْنَ-তোমরা গোপন করো।

ঘরের কর্তা বা মালিক অথবা দায়িত্ববান কোনো লোক বা খাদিমের অনুমতি গ্রহণীয় হবে। ছোট শিশু এসে ঘরে যেতে বললে ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না।

অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ী করা অথবা অনুমতি না পেলে দীর্ঘ সময় বসে থাকা উচিত নয়। তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর কোনো সাড়া না পাওয়া গেলে বা অনুমতি দিতে অক্ষমতা জানালে ফিরে যাওয়া উচিত।

২৭. অর্থাৎ ঘরে কেউ নেই, আর ঘরের মালিক অন্যত্র আছে. তার পক্ষ থেকে ঘরে ঢুকে বসার অনুমতিও পাওয়া যাচ্ছে না—এমতাবস্থা ঘরে ঢোকা উচিত নয়। তবে মালিক যদি আগে থেকে অনুমতি দিয়ে রাখে যে, আমি ঘরে না থাকলেও আপনি ঘরে ঢুকে বসবেন, অথবা তিনি অন্য জায়গায় আছেন আগন্তুকের খবর পেয়ে কাউকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, আপনি ঘরে ঢুকে বসুন, আমি আসছি—এমতাবস্থায় ঘরে প্রবেশ করা যেতে পারে।

২৮. অর্থাৎ কেউ যদি কারো সাথে সেই সময় দেখা করতে না চায়, তা তার অধিকার আছে, হয়তোবা ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধা থাকতেই পারে, সুতরাং তাতে মন খারাপ করা উচিত নয় এবং দরজার সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কারণ সে হয়তো এমন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে যে, তার দ্বারা এ সময় কারো সাথে সাক্ষাত করা সম্ভব নয়। তাই তখন সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। কাউকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে তাকে বিরক্ত করা সুরুচীর পরিচায়ক নয়। বরং তখন চলে যাওয়াটাই ভদ্র ও মার্জিত আচরণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

২৯. এখানে এমন ঘরের কথা বলা হয়েছে যেখানে লোকজনের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি রয়েছে। যেমন হোটেল, মুসাফিরখানা, মেহমানখানা ও দোকান ইত্যাদি।

৩০ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ

৩০. (হে নবী) আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে[৩০] এবং তাদের লজ্জা স্থানসমূহকে হিফাযত করে,[৩১] এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্র নীতি ;

৩০ قُلْ-(হে নবী) আপনি বলে দিন ; لِّلْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন পুরুষদেরকে ; يَغُضُّوا-তারা যেন সংযত রাখে ; مِنْ أَبْصَارِهِمْ-(من+ابصار+هم)-তাদের দৃষ্টিকে ; وَ-এবং ; يَحْفَظُوا-হিফাযত করে ; فُرُوجَهُمْ-(فروج+هم)-তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে ; ذَٰلِكَ-এটা; أَزْكَىٰ-অধিক পবিত্র নীতি ; لَهُمْ-তাদের জন্য ;

৩০. দৃষ্টিকে সংযত রাখা, অর্থ যে জিনিস দেখা অসংগত তার উপর থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়া। এজন্য দৃষ্টিকে নত করা বা অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া যেতে পারে। আয়াতে আল্লাহর নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, কোনো জিনিসই পূর্ণদৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়, বরং তিনি একটা বিশেষ অবস্থা ও সীমানার মধ্যে দৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চান। আর তাহলো পুরুষ কর্তৃক মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানের প্রতি দেখা বা অশ্লীল দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে থাকা।

নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া অন্য নারীদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখা পুরুষের জন্য জায়েয নয়। একবার হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ক্ষমারযোগ্য ; কিন্তু প্রথম নজরে আকর্ষণীয় মনে হলে পুনরায় ভালভাবে দেখার জন্য চোখ তুলে দেখা ক্ষমাযোগ্য নয়।

আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীসের মাধ্যমে ভালভাবে জানা যায়—রাসূলুল্লাহ (স) এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন—"মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রীয়ের দ্বারা যিনা করে। চোখের যিনা দেখা, কণ্ঠের যিনা ফুসলানো, কানের যিনা তৃপ্তির সাথে কথা শোনা; হাতের যিনা হলো তা দিয়ে ছোয়া ও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হলো পায়ের যিনা।"

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে বলেন—"একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখো না, প্রথম দেখাতো ক্ষমাপ্রাপ্ত; কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার ক্ষমা নেই।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন—"হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো ? তিনি বললেন, চোখ ফিরিয়ে নেবে অথবা নামিয়ে নেবে।

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) হাদীসে কুদসীতে বলেন ঃ

"দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে (আল্লাহ) ভয় করে তা ত্যাগ করবে, আমি তার বদলায় তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার মধুরতা সে নিজ হৃদয়ে অনুভব করবে।"–তাবারানী

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমানের দৃষ্টি কোনো মেয়ের সৌন্দর্যের উপরে পড়লো এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে স্বাদ সৃষ্টি করে দেবেন।

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে যথার্থ খবরদার, যা তারা করে। ৩১. আর আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন তারাও যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে[৩২]

اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; خَبِيْرٌ-যথার্থ খবরদার ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَصْنَعُوْنَ-তারা করে। ৩১ وَ-আর ; قُلْ-বলে দিন আপনি ; لِّلْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদেরকে ; يَغْضُضْنَ-তারা যেন সংযত রাখে ; مِنْ اَبْصَارِهِنَّ-(من+ابصار+هن)-তাদের দৃষ্টিকে ;

যেসব অবস্থায় কোনো মেয়েকে দেখার যথার্থ প্রয়োজন থাকে, কেবল সেগুলোই 'দৃষ্টি সংযত' করার হুকুমের বাইরে রয়েছে। যেমন কোনো মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখে নেয়াটা মুস্তাহাব।

ফকীহগণ দেখার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবেও দেখার বৈধতা বিধান করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য কোনো সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার সময় কাযী বা বিচারক কর্তৃক কোনো মহিলাকে দেখা। অথবা চিকিৎসার জন্য কোনো চিকিৎসক কর্তৃক রুগিণীকে দেখা ইত্যাদি।

'দৃষ্টি সংযত' রাখার নির্দেশ দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে যে, কোনো নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি নজর দেবে না এবং কোনো নারী কোনো নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি নজর দেবে না।"

নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে বলেছেন, "(হে আলী) কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের রানের উপর দৃষ্টি দিও না।"

৩১. 'লজ্জাস্থানের হিফাজত করা' দ্বারা শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকার কথা বুঝানো হয়নি, বরং অন্যের সামনে নিজের লজ্জাস্থান খোলা থেকে দূরে থাকার কথাও বুঝানো হয়েছে।

পুরুষের লজ্জাস্থান হলো তার সতর। আর রাসূলুল্লাহ (স) পুরুষের সতর নির্ধারণ করেছেন নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। পুরুষের এ সতর নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা জায়েয নেই। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ; নিজের রান কখনো খোলা রাখবে না। কেবলমাত্র অন্যের সামনে নয় ; বরং নির্জনেও উলঙ্গ হতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—

"সাবধান! কখনো উলঙ্গ থেকো না, কারণ তোমাদের সাথে কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা রয়েছে, যারা তোমাদের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া বা স্ত্রীর সাথে উপগত হওয়ার সময় ছাড়া তোমাদের থেকে আলাদা হয় না। সুতরাং তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো।"

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন "তোমরা নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকী সবার থেকে নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করো।"

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে[৩৩], আর[৩৪] তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য[৩৫] তাছাড়া, যা সাধারণভাবে তার মধ্য থেকে প্রকাশ হয়ে থাকে[৩৬], আর তারা যেন জড়িয়ে রাখে

وَ-এবং ; يَحْفَظْنَ-হিফাযত করে ; فُرُوجَهُنَّ-(فروج+هن)-তাদের লজ্জাস্থানকে ; وَ-আর ; لَا يُبْدِينَ-তারা যেন প্রকাশ না করে ; زِينَتَهُنَّ-(زينة+هن)-তাদের সৌন্দর্য ; إِلَّا-তাছাড়া ; مَا-যা ; ظَهَرَ-সাধারণভাবে প্রকাশ হয়ে থাকে ; مِنْهَا-তার মধ্য থেকে ; وَ-আর ; لْيَضْرِبْنَ-তারা যেন জড়িয়ে রাখে ;

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন—"আমরা যখন একাকী থাকি ?" অর্থাৎ তখনো কি সতরের হিফাযত করতে হবে ? উত্তরে তিনি বললেন, "সে অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, কেননা এর বেশী হকদারতো তিনিই।"

৩২. দৃষ্টিকে সংযত রাখার ব্যাপারে নারীদের প্রতিও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করে ভিন্ন পুরুষকে দেখা তাদেরও উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হযরত উম্মে সালামাহ ও উম্মে মাইমুনাহ বসেছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদেরকে বললেন—"তোমরা এর থেকে পরদা করো।" তাঁরা বললেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনিতো অন্ধ, তিনিতো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না।" রাসূলুল্লাহ (স) বললেন— তোমরা দুজন কি অন্ধ ? তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না ? হযরত উম্মে সালামাহ বলেছেন যে, এটা ছিল পর্দার হুকুম নাযিল হবার পরের ঘটনা।

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষদের জন্য যেমন নারীদেরকে দেখা জায়েয নয়। তেমনি নারীদের জন্যও পুরুষদের দেখা জায়েয নয়।

তবে পুরুষ কর্তৃক মেয়েদের দেখার তুলনায় মেয়ে কর্তৃক পুরুষদের দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়— সপ্তম হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলে মাসজিদে নববীর চত্বরে একটা খেলার আয়োজন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে হযরত আয়েশা (রা)-কে এ খেলা দেখালেন। এ জাতীয় আরও হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে জানা যায় যে, পুরুষকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের উপর তেমন কড়াকড়ি নেই, যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের উপর রয়েছে। তবে একই মাজলিসে মুখোমুখি বসে দেখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোনো জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের উপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম গাযযালী (র) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ থেকেও মেয়েদের কৃর্তক পুরুষদের দেখার বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মাসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নিকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে ; কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ

হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরাও নিকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায় যে, উভয়ের ব্যাপারে নির্দেশে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এরপরও মেয়েরা নিশ্চিন্তে পুরুষদের দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করবে, এটাও কোনো মতে জায়েয হতে পারে না।

৩৩. অর্থাৎ তারা যেন অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে খোলা থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে মহিলা ও পুরুষের জন্য একই বিধান। তবে নারীদের ও পুরুষদের সতরের সীমানায় পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর আর মেয়েদের জন্য মেয়েদের সতর আলাদা আলাদা রয়েছে।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ এমনকি বাপ ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক পরাও উচিত নয় যার উপর দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন আকৃতি বুঝা যায়। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আসেন, তখন তিনি পাতলা কাপড় পরেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সাথে সাথে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন—

"হে আসমা! যখন কোনো মেয়ে বালেগ হয়ে যায়, তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া কোনো অঙ্গ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।"–আবু দাউদ

মেয়েদের মুহাররাম আত্মীয় যেমন বাপ ভাইয়ের সামনে ততটুকু খোলা জায়েয যতটুকু কাজের প্রয়োজনে খোলা দরকার। যেমন আটা ছানার সময় জামার আস্তিন কিছু গুটিয়ে নেয়া, অথবা ঘর মোছার সময় পায়ের টাখনুর কিছু উপরে কাপড় উঠানো।

আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতর হলো পুরুষদের জন্য পুরুষের সতর-এর মত। অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এর অর্থ আবার এটাও নয় যে, মহিলারা মহিলাদের সামনে অর্ধ উলঙ্গ থাকবে। বরং এর অর্থ হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মহিলাদের সামনেও ঢেকে রাখা ফরয, বাকী অংশ মহিলাদের সামনে ঢাকা ফরয নয়।

৩৪. অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত পুরুষদের কাছে যা দাবী করে, মেয়েদের কাছে এ ব্যাপারে একটু বেশীই দাবী করে। তাদের কাছে দৃষ্টি সংযত করা ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করা ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু রয়েছে।

৩৫. এ সৌন্দর্য অর্থ বাহ্যিক সাজসজ্জা। সুন্দর কাপড়, অলংকার এবং মাথা মুখ ও হাত-পায়ের বিভিন্ন সাজসজ্জা যেগুলো আজকাল মেয়েরা করে থাকে। এ সাজসজ্জা কাউকে দেখানো যাবে না। প্রসাধনও নির্দেশের আওতাভুক্ত।

৩৬. 'ইল্লামা যাহারা মিনহা' এর অর্থ "যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে এমনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া" মেয়েদের সাজসজ্জা বা প্রসাধন প্রকাশ করা জায়েয নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মেয়েদের এসবের প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে যায়, যেমন বাতাসে চাদর উড়ে যাওয়ার কারণে কোনো অলংকার প্রকাশ হয়ে গেল। অথবা গায়ের উপর চাদর জড়ানো থাকার পরও তা শরীরের সাথে লেপ্টে

بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ

তাদের মাথার কাপড় দিয়ে তাদের ঘাড়ে বুকে[৩৭], আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (কারো কাছে) প্রকাশ না করে এদের ছাড়া[৩৮]—তাদের স্বামী ও তাদের পিতা,

اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ

ও তাদের স্বামীর পিতা[৩৯], ও তাদের পুত্র ও তাদের স্বামীদের পুত্র[৪০] এবং তাদের ভাই[৪১] ও তাদের ভাইদের পুত্র[৪২],

بِخُمُرِهِنَّ-(ب+خمر+هن)-তাদের মাথার কাপড় দিয়ে ; عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ-(على+جيوب+هن)-ঘাড়ে ও বুকে ; وَ-আর ; لَا يُبْدِيْنَ-তারা যেন প্রকাশ না করে ; زِيْنَتَهُنَّ-(زينة+هن)-তাদের সৌন্দর্য ; اِلَّا-এদের ছাড়া ; لِبُعُوْلَتِهِنَّ-(ل+بعولة+هن)-তাদের স্বামী ; اَوْ-ও ; اٰبَآئِهِنَّ-(اباء+هن)-তাদের পিতা ; اَوْ-ও ; اٰبَآءِ-পিতা ; بُعُوْلَتِهِنَّ-(بعولة+هن)-তাদের স্বামীর ; اَوْ-ও ; اَبْنَآئِهِنَّ-তাদের পুত্র ; اَوْ-ও ; اَبْنَآءِ-পুত্র ; بُعُوْلَتِهِنَّ-(بعولة+هن)-তাদের স্বামীদের ; اَوْ-এবং ; اِخْوَانِهِنَّ-(اخوان+هن)-তাদের ভাই ;

থাকার দরুন তাতেও কিছুটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এজন্য আল্লাহর নিকট কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

৩৭. অর্থাৎ একটা ওড়না দিয়ে মাথা, ঘাড় ও বুক সবটাই ঢেকে নিতে হবে। ওড়না এমন মোটা হতে হবে যার মধ্য দিয়ে শরীরের চামড়া দেখা না যায়। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকেই মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন—সূরা নূর নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে যায় এবং তাদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। মদীনার আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে আলোচ্য আয়াতটি শোনার পর চুপ করে বসেছিল। প্রত্যেকে উঠে গিয়ে ওড়না বানিয়ে নিয়ে নিজেদের শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের জামাতে যেসব মহিলা মাসজিদে নববীতে অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা সবাই দোপাট্টা বা ওড়না পরা ছিল।

ওড়না বা দোপাট্টা দিয়ে ঘাড় ও বুক ঢেকে নেয়ার নির্দেশের আয়াত শোনার সাথে সাথেই আনসারদের মহিলারা এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল এবং কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না বানাতে হবে তা তারা বুঝতে পেরেছিল। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই ওড়না পাতলা কাপড়ের না হওয়া উচিত। একটু চিন্তা করলে এ নির্দেশগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

৩৮. অর্থাৎ সামনে যাদের কথা বলা হচ্ছে এ সীমিত সংখ্যক মানুষ ছাড়া অন্য যেসব আত্মীয় বা অনাত্মীয় যেই থাক না কেন, তাদের সামনে নারীদের সাজগোজ করে বের হওয়া এবং ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করা বৈধ নয় তবে তার

أَوْ بَنِىٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ

এবং পুত্র তাদের ভাইদের এবং বোনদের পুত্র,[৪৩] ও নিজেদের নারীগণ,[৪৪] ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসী।[৪৫] আর পুরুষদের মধ্য থেকে পরিবারে থাকা বালক সুলভ

اَوْ-ও ; بَنِىٓ-পুত্র ; اِخْوَانِهِنَّ-(اخوان+هن)-তাদের ভাইদের ; اَوْ-এবং ; بَنِىٓ-পুত্র ; اَخَوَاتِهِنَّ-(اخوات+هن)-তাদের বোনদের ; اَوْ-ও ; نِسَآئِهِنَّ-(نساء+هن)-নিজেদের নারীগণ ; اَوْ-ও ; مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ-(ما+ملكت+ايمان+هن)-নিজেদের মালিকানাধীন দাসী ; اَوِ-আর ; التَّبِعِيْنَ-পরিবারে থাকা বালকসুলভ ব্যক্তি ;

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বা তার ইচ্ছার বাইরে যেটুকু প্রকাশ হয়ে যায় বা গোপন করা যায় না। তার জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না।

৩৯. 'আবাউহুম' দ্বারা শুধু পিতা নয় বরং পিতার পিতা তথা দাদা, দাদার বাপ এবং নানা, নানার বাপ সকলকে বুঝানো হয়েছে। একজন মহিলা তার পিতা ও শশুরের সামনে যেমন আসতে পারে তেমনি উপরোক্ত পিতৃ পুরুষদের সামনেও সাজসজ্জা সহকারে আসতে পারে।

৪০. অর্থাৎ নিজের ছেলে, নাতি, নাতির ছেলের সামনে মহিলা যেমন সাজসজ্জা সহকারে আসতে পারে, তেমনি স্বামীর পুত্র তথা সতীনের ছেলে, নাতি ও নাতির ছেলের সামনেও আসতে পারে। এতে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই।

৪১. ভাই দ্বারা সহোদর ভাই (অর্থাৎ উভয়ের মাতা পিতা এক) বৈমাত্রেয় ভাই (অর্থাৎ পিতা এক মাতা ভিন্ন ভিন্ন এবং বৈপিত্রেয় ভাই অর্থাৎ মাতা এক পিতা ভিন্ন ভিন্ন) সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৪২. 'ভাইদের পুত্র' দ্বারা উপরোল্লিখিত তিন ধরনের ভাইয়ের পুত্র ও ভাইয়ের পুত্রের পুত্র সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৪৩. 'বোনদের পুত্র' দ্বারাও উপরোল্লিখিত তিন ধরনের বোনের পুত্র, বোনের পুত্রের পুত্র সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

মাহরাম আত্মীয়দের সাথে পর্দার বিধান এ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। এখান থেকে অনাত্মীয় লোকদের কথা শুরু হয়েছে। সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে পাঠকদের নিকট স্পষ্ট থাকা দরকার যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত এ কয়জন ছাড়াও কিছু আত্মীয় আছে যাদের সামনে মেয়েদের সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন আপন চাচা, আপন মামা, জামাতা ও দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন, যেমন দুধচাচা ও দুধমামা প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে তাঁর নিজের দুধ চাচা আফলাহ (রা) থেকে পর্দা করতে নিষেধ করেছেন। এতে এটাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) আলোচ্য আয়াত থেকে এ অর্থ নেননি যে, এখানে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ছাড়া অন্য সবার সাথেই পর্দা করতে হবে। বরং তিনি এ আয়াত থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যাদের সাথে একজন মহিলার বিবাহ হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

যাদের সাথে একজন মহিলার 'বিবাহ চিরন্তন হারাম'-এর সম্পর্ক নয়, তারা মুহাররাম আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত নয়। মহিলারা সাজসজ্জা করে নিঃসংকোচে তাদের সামনে আসবে না আবার একেবারে অনাত্মীয় অপরিচিত লোকদের মত পূর্ণ পর্দাও করবে না, যেমন ভিন্ন পুরুষদের থেকে করে। পূর্ণ পর্দা ও নিঃসংকোচে সাজসজ্জা করে সামনে আসা এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থা কি হতে পারে তা শরীয়তে নির্ধারিত হয়নি। এটা আত্মীয়ের ধরন, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং উভয় পক্ষের অবস্থা ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মপন্থা থেকে যে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়, তাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর শালিকা এবং হযরত উম্মে হানী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাতো বোন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এ দুজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আসতেন, কিন্তু তাঁদের কেউই রাসূলুল্লাহর সামনে তাঁদের মুখমণ্ডল ও হাতের পর্দা করতেন না।

অপরদিকে সুনানে আবু দাউদ-এর কিতাবুল খারাজ অধ্যায়ে সংকলিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলের দু-চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস ও আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবিআহ হযরত যয়নবের গৃহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন। যয়নব (রা) ছিলেন ফযলের আপন ফুফাতো বোন; আবদুল মুত্তালিব-এর সাথেও ফযলের মতই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি (যয়নব) তাদের দু-জনের সামনে হাজির হলেন না। রাসূলুল্লাহর উপস্থিতিতে পর্দার আড়াল থেকে তাদের সাথে কথা বললেন।

এ দু-ধরনের ঘটনা মিলিয়ে দেখে বিচার করলে বুঝা যায় যে, গায়রে মুহাররাম আত্মীয়দের সাথে পর্দার ব্যাপারে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কতটুকু পর্দা করা হবে তা নির্ধারিত হবে।

মুহাররাম আত্মীয়তাও যদি সন্দেহপূর্ণ হয়, তখন সতর্কতা হিসেবে তার থেকে পর্দা করা উচিত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদার পিতার ক্রীতদাসীর সন্তান এবং সে সওদার পিতার ঔরসে জন্ম হয়েছে বলে তাঁর পিতা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু সুস্পষ্টভাবে তা প্রমাণিত নয়, তাই সে ছেলেটি সাওদার ভাই হবার ব্যাপারটা সন্দেহমুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাই সাওদা (রা)-কে সেই ছেলেটির সাথে পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪৪. 'নিসাইহিন্না' অর্থ তাদের নিজেদের মহিলাগণ। এখানে এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তবে কুরআন মাজীদের শব্দের অর্থের অর্ধেক নিকটবর্তীর এবং যুক্তিসংগত মত হলো—সেসব মহিলাগণ যাদের সাথে মহিলাদের জানা শোনা ও মেলামেশা রয়েছে, যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে এবং মহিলাদের কাজকর্মে সহায়তা করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এসব মহিলা মুসলমান বা অমুসলমান উভয়ই হতে পারে। যেসব অপরিচিত মহিলা যাদের স্বভাব চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায় না, অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক এবং নির্ভরযোগ্য নয়, এমন মহিলারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে যে জিনিসটির প্রতি নযর দিতে হবে তাহলো নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত, নির্ভরযোগ্য পরিবারের ভদ্র, লজ্জাশীলা ও সদাচারী

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ

যৌন কামনাহীন[৪৬] ব্যক্তি ও এমন বালক যাদের কাছে প্রকাশিত নয় গোপন অঙ্গ

النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا

নারীদের[৪৭] ; আর তারা যেন তাদের পা গুলোকে জোরে না ফেলে যাতে তাদের যে সৌন্দর্য গোপন রাখার তা প্রকাশ হয়ে যায়[৪৮] ; আর তোমরা তাওবা করো

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ-(غير+اولى+ال+اربة)-যৌন কামনাহীন ; مِنَ الرِّجَالِ-(من+ال+رجال)-পুরুষদের মধ্য থেকে ; أَوِ-ও ; الطِّفْلِ-(ال+طفل)-এমন বালক ; الَّذِينَ-যাদের কাছে ; لَمْ يَظْهَرُوا-প্রকাশিত নয় ; عَلَىٰ عَوْرَاتِ-গোপন অঙ্গ ; النِّسَاءِ-নারীদের ; وَ-আর ; لَا يَضْرِبْنَ-জোরে না ফেলে ; بِأَرْجُلِهِنَّ-(ب+ارجل+هن)-তাদের পাগুলোকে ; لِيُعْلَمَ-যাতে প্রকাশ হয়ে না যায় ; مَا-যা ; يُخْفِينَ-গোপন রাখার ; مِنْ زِينَتِهِنَّ-(من+زينة+هن)-তাদের যে সৌন্দর্য ; وَ-আর ; تُوبُوا-তোমরা তাওবা করো ;

মহিলাদের সাথে মহিলারা নিঃসংকোচে মিশতে পারে। কিন্তু মুসলমান হলেও তারা যদি বেহায়া, বেপর্দা, অসদাচারী ও অপরিচিত হয় তবে শরীফ বা ভদ্র পরিবারের মহিলাদের তাদের থেকে পর্দা করা উচিত। আর অপরিচিত মহিলা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে গায়রে মুহাররাম আত্মীয়দের মতো কেবলমাত্র হাত ও মুখ খোলা রাখতে পারে, বাকী সারা শরীর ও সাজসজ্জা ঢেকে রাখতে হবে।

৪৫. অর্থাৎ তাদের মালিকানাধীন বাঁদী বা গোলাম। এদের সামনে মহিলারা হাত ও মুখ খোলা অবস্থায় আসতে পারে। হযরত আয়েশা (রা), হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতেক আহলি বায়ত ইমাম এবং হযরত শাফেয়ী (র)-এর উপরোক্ত মতের অনুসারী। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, তাউস ও ইমাম আবু হানীফার মতে আলোচ্য আয়াতাংশে শুধুমাত্র বাঁদীদের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের মতে গোলাম মহিলা মালিকের জন্য মুহাররাম নয়, কেননা গোলাম যদি স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে সে তার মহিলা মালিককে বিয়ে করতে পারে, সুতরাং নিজের গোলামের সামনে মহিলারা সাজসজ্জা সহকারে মুহাররাম পুরুষের সামনে চলাফেরা করার মত চলাফেরা করতে পারে না। তাঁদের মতে, এ হাদীস থেকেও তাঁদের মতের সমর্থন মেলে—রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে 'মুকাতাবাত' তথা অর্থ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং চুক্তিকৃত অর্থ আদায়ের তার ক্ষমতাও থাকে, তবে সে গোলাম থেকে তার (মহিলা মনিবের) পর্দা করা উচিত।—আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

৪৬. এখানে এমন পুরুষের কথা বুঝানো হয়েছে যারা, সাধাসিধা, বোকা, একান্ত অনুগত ও অধীনস্ত, যৌন কামনাহীন এবং পরিবারে অবস্থানকারী বালকসুলভ সরল। তবে

اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٣١ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ

সবাই আল্লাহর কাছে হে মু'মিনগণ[৪৯], যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।[৫০] ৩২. আর তোমাদের মধ্যকার যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও[৫১],

اِلَى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; جَمِيْعًا-সবাই ; اَيُّهَ-হে ; الْمُؤْمِنُوْنَ-মু'মিনগণ ; لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تُفْلِحُوْنَ-সফলতা লাভ করতে পার।৩২ وَ-আর ; اَنْكِحُوا-বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও ; الْاَيَامٰى-(ال+ايامى)-স্বামী বা স্ত্রী নেই যাদের তাদের ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ;

আধুনিক কালের বেয়ারা, খানসামা, শোফার বা গাড়ীর ড্রাইভার বা অন্যান্য যুবক কর্মচারী এর আওতাভুক্ত নয়। আর নপুংশক বা হিজড়ারাও এর আওতাভুক্ত নয়। কারণ তারা শারীরিক দিক থেকে যৌনাচারে অক্ষম হলেও তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা থাকে। আর এমন হলে এদের দ্বারা অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে।

৪৭. অর্থাৎ এমন বালক যার মধ্যে এখনও যৌন কামনা সৃষ্টি হয়নি। সর্বোচ্চ দশ থেকে বার বছর বয়সের বালক এ হুকুমের আওতাভুক্ত। এর বেশী বয়স হলে তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও যৌন উন্মেষ তাদের মধ্যে হতে থাকে।

৪৮. এ আয়াতের হুকুম শুধুমাত্র অলংকারের রিনিঝিনি আওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (স) মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন সে একই উদ্দেশ্যেই দৃষ্টি ছাড়া অন্য ইন্দ্রীয়কে উত্তেজিত করতে পারে মহিলাদের এমনসব তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই তিনি তাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহর দাসীদেরকে মাসজিদে আসতে নিষেধ করো না, কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।"–আবু দাউদ, আহমাদ

অপর এক হাদীসে আছে—"যে নারী আতর মেখে বাহিরে বের হয়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে মোহিত হয়, সে এমন এমন—এজন্য তিনি কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।
–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও নাসাঈ।

রাসূলুল্লাহ (স) বিনা প্রয়োজনে নারীদের নিজেদের আওয়াজ পুরুষদের শোনানোকেও অপছন্দ করতেন। আর তাই নামাযে ইমাম ভুল করলে পুরুষ মুকতাদীদেরকে 'আল্লাহু আকবার' বা 'সুবাহানাল্লাহ' বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ; কিন্তু মহিলাদেরকে হাতের উপর হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
–বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও সুনানে আহমদ।

৪৯. অর্থাৎ অতীতে তোমরা যা করেছো তার জন্য তাওবা করে নাও এবং ভবিষ্যতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদেরকে শুধরে নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।

৫০. অর্থাৎ অতীতের ভুলের জন্য তাওবা করে এখন থেকে তোমাদেরকে প্রদত্ত বিধানগুলো যদি তোমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত কর, তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।

এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী সমাজের সংস্কার করে যেসব বিধান জারী করেন সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো—

(১) আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো পুরুষকে কোনো মহিলার সাথে মহিলার কোনো মুহাররাম পুরুষের অনুপস্থিতিতে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না, কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্তধারায় আবর্তন করছে।"-তিরমিযী

হযরত জাবির (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি যে ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোনো মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না তার সাথে তার (মেয়েটির) কোনো মুহাররাম পুরুষ থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।"

(২) কোনো পুরুষের হাত দ্বারা কোনো গায়রে মুহাররাম মেয়ের শরীর স্পর্শ করা তিনি অবৈধ ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কখনো কোনো মহিলার হাতে হাত রেখে বাইআত করেননি। পুরুষদেরকে হাতে হাত রেখে বাইআত করতেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত কখনো কোনো ভিন মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে মৌখিক বাইআত গ্রহণ করতেন এবং বাইআত নেয়া শেষ হলে বলে দিতেন যে, যাও, তোমাদের বাইআত হয়ে গেছে।"

–আবু দাউদ, খারাজ অধ্যায়

(৩) মেয়েদেরকে একাকী অথবা গায়রে মুহাররাম পুরুষের সাথে সফর করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খুতবায় ইরশাদ করেছেন—"কোনো মহিলার সাথে কোনো পুরুষ যেন একান্তে একত্রিত না হয়, যদি না তার সাথে তার কোনো মুহাররাম পুরুষ থাকে ; আর কোনো মহিলা যেন কোনো মুহাররাম পুরুষ সাথে থাকা ছাড়া সফর না করে।"-বুখারী ও মুসলিম

এক ব্যক্তি উঠে বললো—"আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক যুদ্ধ অভিযানে লেখা হয়ে গেছে।" রাসূলুল্লাহ বললেন—"তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।"

(৪) নারী-পুরুষের মেলা মেশাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে মৌখিকভাবে এবং বাস্তবেও এমন রীতিনীতি প্রচলন করেন যাতে তা বন্ধ হয়ে যায়। জুমুআকে আল্লাহ ফরয করেছেন এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব-ও এত বেশী যে, "কোনো অক্ষমতা ছাড়া যে ঘরে একাকী নামায পড়বে, তার নামায কবুলই হয় না" বলে যেখানে মত প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে মেয়েদের উপর জুমুআ ও জামায়াত বাধ্যতামূলক করা হয়নি। জামায়াতের সাথে নামাযের ব্যাপারে মেয়েদের জন্য ঘরে নামায পড়াকে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা দিও না।"—আবু দাউদ

প্রায় সমার্থক শব্দে অনেক হাদীসে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলেও তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া (রা) নামে এক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার খুব ইচ্ছা হয় আপনার পেছনে নামায পড়ার।' তিনি বললেন—"তোমার নিজের কামরায় নামায আদায় করা বারান্দায় নামায আদায় করার চেয়ে ভাল ; তোমার নিজের ঘরে নামায আদায় করা মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে ভাল ; নিজের মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা জামে মাসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে ভাল।"—আহমাদ ও তাবরানী

এ ধরনের আরও হাদীস রয়েছে যেগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, ইসলামী বিধানের সাথে নারী-পুরুষের যৌথ তথা মিশ্র সমাবেশ কোনো মতেই সামঞ্জস্যশীল নয়। ইসলাম যেখানে আল্লাহর ঘরে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের সাথে মিশতে দেয় না, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সভা-সমিতি ও ক্লাব-রেষ্টুরেন্টে এক সাথে মেলামেশাকে কি করে অনুমোদন দিতে পারে ?

(৫) নারীদেরকে সাজসজ্জা করার অনুমতি নয় বরং নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সীমালংঘনের জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তৎকালীন আরবে প্রচলিত সাজ-সজ্জার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রথাগুলোকে লা'নত করেছেন এবং এগুলোকে মানবজাতির ধ্বংসের কারণ বলে গণ্য করেছেন—

(ক) পরচুলা লাগিয়ে নিজের চুলকে লম্বা ও ঘন দেখানোর চেষ্টা করা।

(খ) শরীরে বিভিন্ন জায়গায় উলকী আঁকা।

(গ) ভ্রুকে ছেঁচে ফেলে কৃত্রিমভাবে ভ্রু তৈরি করা এবং মুখের পশম ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করা।

(ঘ) দাঁতকে ঘসে পাতলা ও সুঁচালো করা ও কৃত্রিম ফাঁক সৃষ্টি করা।

(ঙ) জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারার রং কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করা।

সিহাহ সিত্তাহ ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এসব বিধান নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ থাকার পরও যারা এসব নির্দেশকে অমান্য-অবহেলা করে বিজাতীয় আদর্শকে এ ক্ষেত্রে অনুসরণীয় করে নিয়েছে তাদের আর মুসলমানী নামটা রেখেই বা কি লাভ। তারা সাহসিকতার সাথে নামটা পরিবর্তন করে নিলেইতো ঝামেলা মিটে যায়। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে, তারা এ জাতীয় মানসিকতা ও আচার-আচরণ সত্ত্বে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এ চরিত্রের মানুষরাই বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতী, প্রতারণা ও আত্মসাৎ প্রভৃতি সমাজ বিরোধী কাজে জড়িত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

এবং তোমাদের দাস ও তোমাদের দাসীদের[৫২] মধ্যে যারা সৎ-বিবাহযোগ্য (তাদেরও);[৫৩] তারা যদি দরিদ্র হয়, (তবে) আল্লাহ তাদেরকে ধনী করে দেবেন[৫৪]

وَ-এবং ; الصّٰلِحِيْنَ-যারা সৎ বিবাহ যোগ্য ; مِنْ-মধ্যে ; عِبَادِكُمْ-(عباد+كم)-তোমাদের দাস ; وَ-ও ; اِمَائِكُمْ-(اماء+كم)-তোমাদের দাসীদের ; اِنْ-যদি ; يَّكُوْنُوْا-তারা হয় ; فُقَرَاءَ-দরিদ্র ; يُغْنِهِمُ-(يغنى+هم)-তাদেরকে ধনী করে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

৫১. যেসব পুরুষ বা মহিলার স্ত্রী বা স্বামী নেই তারা কুমার, কুমারী, স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে এমন পুরুষ বা বিধবা মহিলা যে কেউ-ই হতে পারে অর্থাৎ নিঃসঙ্গ পুরুষ বা মহিলা—এ আয়াতে এদেরকে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫২. দাস-দাসদাসীদের মধ্যে যারা অনুগত, নির্ভরযোগ্য, বিবাহ করা এবং দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ্যতাসম্পন্ন, তাদেরকে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেসব দাস-দাসী উল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন নয় তাদের বিবাহের ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি।

৫৩. ফকীহদের মতে দাস-দাসী বা সঙ্গীহীন নারী পুরুষ—এদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া সমাজের অন্যদের উপর ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। বরং এটা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় অর্থে 'আনকিহু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যে ব্যাপারটাকে উৎসাহিত করা হয়েছে তা হলো—পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সমাজ সকলেরই চিন্তা থাকবে যেন সমাজে কেউ স্বামী বা স্ত্রীহীন না থাকে। সবাই এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে এবং যার কেউ নেই, তার এ কাজে রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে।

৫৪. এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, বিয়ে করিয়ে দিলেই আল্লাহ তাঁকে ধনী করে দেবেন। বরং এখানে বুঝানো হয়েছে যে, কোনো সৎ, ভদ্র, দীনদার, রুচিশীল পাত্রের পক্ষ থেকে যদি কোনো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসে, তাহলে মেয়েপক্ষ নিছক দারিদ্রের অজুহাতে তা যেন ফিরিয়ে দেয়া না হয়। আবার ছেলের পক্ষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, খুব বেশী আয়-রোজগার নেই বলে কোনো যুবককে আইবুড়ো করে রাখা না হয়। যুবকদেরকেও উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, বেশী সচ্ছলতার আশায় অযথা বিয়েকে পেছানো সঠিক সিদ্ধান্ত নয়, সামান্য আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হলেই বিবাহ করে নেয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিয়ের পরে সচ্ছলতা এসে গেছে। এর কারণ হলো—দায়িত্ব এসে যাওয়ার পর স্বামী আগের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে রোজগার বাড়াবার চেষ্টা করে। অপরদিকে স্ত্রীর সহায়তায় খরচের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহও রিযূক বাড়িয়ে দেন। তাছাড়া ভবিষ্যতে কার অবস্থা কি হবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাল অবস্থাও মন্দ হয়ে যেতে পারে, আবার মন্দ অবস্থাও সচ্ছল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মানুষের অতিরিক্ত হিসেবী হওয়া উচিত নয়।

مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا

তাঁর নিজ অনুগ্রহে ; আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। ৩৩. আর তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যাদের বিবাহের সামর্থ নেই

حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

যতদিন না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করেন[৫৫]; আর যারা লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের মধ্য থেকে, যারা তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী,[৫৬]

مِنْ فَضْلِهٖ-(من+فضل+ه)-তাঁর নিজ অনুগ্রহে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَاسِعٌ-প্রাচুর্যময় ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ৩৩ وَ-আর ; لْيَسْتَعْفِفِ-তারা যেন সংযম অবলম্বন করে ; الَّذِيْنَ-যাদের ; لَا يَجِدُوْنَ-সামর্থ্য নেই ; نِكَاحًا-বিবাহের ; حَتّٰى-যতদিন না ; يُغْنِيَهُمْ-(يغنى+هم)-তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ فَضْلِهٖ-(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَبْتَغُوْنَ-চায় ; الْكِتٰبَ-লিখিত চুক্তি করতে ; مِمَّا-(من+ما)-তাদের মধ্য থেকে ; مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী ;

৫৫. অর্থাৎ যারা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে না পারার আশংকা করে, তারা যেন পবিত্রতার সাথে ধৈর্যধারণ করে। অর্থাৎ রোযা রাখার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ করলে আশা করা যায় আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে বিবাহ করার সামর্থ্য পরিমাণ সম্পদের ব্যবস্থা করে দেবেন। নিম্নোক্ত দুটো হাদীসের মাধ্যমে এ আয়াতের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়—

এক ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"হে যুবকগণ! তোমরা যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখ, তাদের বিবাহ করে নেয়া উচিত। কেননা বিবাহ মানুষকে খারাপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার উত্তম উপায় এবং যৌনাঙ্গকে হিফাযতে রাখারও উত্তম পন্থা। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখে সে যেন রোযা রাখে; কেননা মানুষের দেহের উত্তাপকে রোযা ঠাণ্ডা করে।"–বুখারী ও মুসলিম

দুই ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব—চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য বিবাহকারী ; মুক্তিলাভের জন্য লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে মুক্তিপণ দিতে ইচ্ছুক ; আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য সফরকারী।-তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ।

৫৬. অর্থাৎ তোমাদের যেসব ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী নিজেদের মুক্তির জন্য তোমাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে চুক্তি করতে চায়, তোমরা তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও। ইসলাম গোলামদের মুক্ত করার যেসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, এটা তার অন্যতম। চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ মুদ্রার আকারে বা সম্পদের আকারে পরিশোধ করা যেতে পারে বা

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

তখন তোমরা তাদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও[৫৭], যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে বলে জানতে পার[৫৮] আর আল্লাহর সেই সম্পদ যা তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান করো।[৫৯]

فَكَاتِبُوهُمْ-(ف+كاتبوا+هم)-তখন তোমরা তাদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও ; اِنْ-যদি ; عَلِمْتُمْ-তোমারা জানতে পার ; فِيهِمْ-(فى+هم)-তাদের মধ্যে ; خَيْرًا-কল্যাণ আছে বলে ; وَ-আর ; اٰتُوهُمْ-(اتو+هم)-তাদেরকে দান করো ; مِنْ-থেকে ; مَالِ-সেই সম্পদ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الَّذِيْ-যা, তা ; اٰتٰكُمْ-(اتى+كم)-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ;

উভয় পক্ষের সম্মতিতে মনিবের জন্য কোনো কাজ করে দেয়াও মূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনর্থক গোলামের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার মনিবের থাকে না। চুক্তিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহের জন্য তাকে সময় দিতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যখনই সে অর্থ পরিশোধ করতে পারে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।

৫৭. গোলামদের সাথে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে গোলামী থেকে মুক্তিদানের চুক্তি করার নির্দেশটি দ্বারা তা ওয়াজিব হয়ে যায়, না-কি মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদলের মতে এ আয়াতের হুকুম দ্বারা মনিবের উপর উক্ত গোলামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন যে, 'কাতিবুহুম' শব্দের অর্থ 'তোমরা চুক্তি করো।' এর দ্বারাই আল্লাহর হুকুম তথা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। অপর দলের মতে আয়াতে শুধুমাত্র 'কাতিবুহুম' বলা হয়নি ; বরং বলা হয়েছে—'কাতিবুহুম ইন আলিমতুম ফীহিম খায়রান' অর্থাৎ "তাদের মধ্যে যদি কল্যাণের সন্ধান পাও তাহলে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করো।" এখানে চুক্তি করার নির্দেশটাকে কল্যাণের সন্ধান পাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আর এটা পাওয়া নির্ভর করে মালিকের রায়ের উপর। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই যার দ্বারা কোনো আদালত এটা যাঁচাই করতে পারে। সুতরাং মালিকের উপর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব নয়—মুস্তাহাব।

৫৮. এখানে 'কল্যাণ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে—

এক ঃ চুক্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায় করার আর্থিক সামর্থ্য। অর্থাৎ পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে নিজেদের মুক্তির জন্য নির্ধারিত অর্থ আদায়ের সামর্থ্য ও সুযোগ তার আছে বলে মনে করা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মুরসাল হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি বলেছিলেন—

"তোমরা যদি জানতে পারো যে, তাদের উপার্জনের সুযোগ রয়েছে, তাহলে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করে নাও এবং তাদেরকে ভিক্ষা করতে লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিও না।"

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ

আর তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না—[৬০] যদি তারা চায় সতীত্ব রক্ষা করতে—যাতে তোমরা আশা কর সামান্য সম্পদ

وَ-আর ; لَا تُكْرِهُوا-তোমরা বাধ্য করো না ; فَتَيٰتِكُمْ-(فتيات+كم)-তোমাদের দাসীদেরকে ; عَلَى الْبِغَاءِ-(على+ال+بغاء)-ব্যভিচারে ; إِنْ-যদি ; أَرَدْنَ-তারা চায় ; تَحَصُّنًا-সতীত্ব রক্ষা করতে ; لِّتَبْتَغُوا-যাতে তোমরা আশা করো ; عَرَضَ-সামান্য সম্পদ ;

দুই ঃ 'কল্যাণ' দ্বারা এটাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, তার কথায় বিশ্বাস করে চুক্তি করা যায়—এতটুকু সততা ও বিশ্বস্ততা তার মধ্যে রয়েছে।

তিন ঃ 'কল্যাণ' অর্থ এটাও হতে পারে যে, তাকে মুক্তি দিলে তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না ; বরং সে মুসলিম দেশ ও সমাজের একজন ভাল নাগরিক হতে পারবে।

উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ে গোলামের মনিব যদি 'মুকাতাব' তথা মুক্তির চুক্তি করতে আগ্রহী গোলামের মধ্যে আস্থাশীল হয়, তাহলে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৫৯. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান করো।

এ নির্দেশ সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে গোলামের মালিকদেরকে দেয়া হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন একটা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ মালিককে দেয়ার সাথে শর্তযুক্ত হবে, তখন মুসলমানদের উচিত তাকে সাহায্য করা। তাকে যাকাতের অর্থও দেয়া যেতে পারে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেন তারাও চুক্তিপণের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। সাহাবায়ে কেরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তিপণের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ সামর্থ্য অনুসারে মাফ করে দিতেন।-মাযহারী

হযরত আলী (রা) সবসময় 'মুকাতাব' গোলামদের মুক্তিপণের এক-চতুর্থাংশ মাফ করে দিতেন।

অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বায়তুলমালে যে যাকাত জমা হয় তা থেকে চুক্তিবদ্ধ গোলামদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

৬০. অর্থাৎ "তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না, যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায়" এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, সতীত্ব রক্ষা করতে না চাইলে ব্যভিচারে বাধ্য করো। বরং বুঝানো হয়েছে যে, তারা স্বেচ্ছায় যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তার অপরাধের দায়-দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায় ; কিন্তু মালিক যদি তাকে বাধ্য করে, তাহলে এজন্য মালিক দায়ী হবে। আর এ অবৈধ পেশার মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও হারাম হবে।

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

দুনিয়ার জীবনের ; আর যে কেউ তাদের উপর জবরদস্তী করে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের উপর জবরদস্তীর পর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يُّكْرِهْهُّنَّ-(يكر+هن)-তাদের উপর জবরদস্তী করে ; فَإِنَّ-তাহলে নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; مِنْ بَعْدِ-পর ; إِكْرَاهِهِنَّ-তাদের উপর জবরদস্তীর ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখনকার আরব দেশে দু-প্রকারের বেশ্যাবৃত্তি চালু ছিল। এক প্রকার বেশ্যাবৃত্তি ছিল পারিবারিক পরিবেশে। দ্বিতীয় প্রকারের বেশ্যাবৃত্তি ছিল আলাদা বেশ্যালয়ে।

পারিবারিক পরিবেশের বেশ্যাবৃত্তিটা জাহেলী সমাজের অনেকটা স্বীকৃত একটি প্রথা ছিল। এক্ষেত্রে এ পেশায় লিপ্ত থাকতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁদীরা এবং এমন কিছু স্বাধীন মেয়েরা যাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক থাকতো না। এসব মেয়েরা কোনো ঘরে অবস্থান করতো এবং কিছু পুরুষের সাথে তাদের চুক্তি থাকতো, তারা এদের ব্যয়ভার বহন করতো। এটাকে তারা এক ধরনের বিয়ে মনে করতো। ইসলাম বিয়ের জন্য 'এক মেয়ের এক স্বামী' বিধান চালু করলো, বাকী সকল প্রথা বা পদ্ধতিকে যিনা হিসেবে সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে রায় দিল।

দ্বিতীয় প্রকারের বেশ্যাবৃত্তি যেটা বেশ্যালয়ে চালু ছিল, সেটা ছিল প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকে এক ঘরে সুন্দরী যুবতী বাঁদীদেরকে এ কাজে নিয়োগ করতো। মালিকরা তাদের উপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে দেয়ার জন্য চাপিয়ে দিত। আবার কেউ কেউ সুন্দরী বাঁদীদের একটি ঘরে রেখে ঘরের সামনে ঝাণ্ডা গেড়ে দিত, যাতে লোকেরা ঝাণ্ডা দেখে সে ঘরে এসে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিত।

এ ধরনের একটা বেশ্যালয়ের মালিক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিকদের নেতা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় আসার আগে যাকে মদীনার লোকেরা বাদশাহ বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর অপবাদের ঘটনায় এ মুনাফিকই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

এমন একটি সামাজিক পরিবেশে এ আয়াত নাযিল হয়। ইসলাম বাঁদীদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করাতে শুধুমাত্র বাধা সৃষ্টিই নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বেশ্যা-বৃত্তি ব্যবসাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে দেয়। যেসব মেয়েদেরকে এ পেশায় আসতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের প্রতি ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন—

"ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোনো অবকাশ নেই।"–আবু দাউদ

তিনি আরো ঘোষণা করেন—'যিনার বিনিময়ে অর্জিত অর্থ হারাম, নাপাক ও পুরোপুরী নিষিদ্ধ।" তিনি হুকুম দেন যে, বাঁদীদের দ্বারা শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় তাদের হাত ও পায়ের শ্রম গ্রহণ করা যাবে।

৩৪ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

৩৪. আর আমিতো নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গেছে তাদের কিছু কিছু উদাহরণ,

وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ○

আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।[৬১]

৩৪ وَ-আর ; لَقَدْ أَنْزَلْنَا-আমিতো নিঃসন্দেহে নাযিল করেছি ; إِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; آيَاتٍ-আয়াতসমূহ ; مُبَيِّنَاتٍ-সুস্পষ্ট ; وَ-এবং ; مَثَلًا-কিছু কিছু উদাহরণ ; مِنَ الَّذِينَ-তাদের যারা ; خَلَوْا-অতীত হয়ে গেছে ; مِنْ قَبْلِكُمْ-তোমাদের আগে ; وَ-আর ; مَوْعِظَةً-উপদেশ ; لِلْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীদের জন্য।

৬১. এখানে এমন সব আয়াতের কথা বলা হয়েছে—যেগুলোর মাধ্যমে যিনা-ব্যভিচার, কাযাফ বা মিথ্যা অপবাদ ও লিয়ানের আইন বর্ণনা করা হয়েছে। তা ছাড়া বর্ণনা করা হয়েছে—ব্যভিচারী পুরুষ বা মহিলার সাথে মু'মিনদের বিয়ে-শাদীর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিধান ; সৎ চরিত্রবান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের উপর ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ এবং সমাজে দুষ্কৃতি ও অশ্লীলতার প্রচার প্রসারের পথ বন্ধ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা এসব বিধানকে আমাদের জন্য কল্যাণকর হিসেবে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আমরা যদি এসব বিধান বাস্তবায়ন করি, তাহলে আমাদের দুনিয়ার জীবনও সুন্দর হবে, আর পরকালীন জীবনেও আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম বিনিময় দেবেন।

৪র্থ রুকূ' (২৭-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শান্তিময়, নিরাপদ ও কল্যাণকর সমাজ গড়ার জন্য ইসলামের সামাজিক বিধানগুলো অনুসরণ করার বিকল্প নেই।

২. নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা যাবে না।

৩. অনুমতি চাওয়ার নিয়ম হলো, 'আসসালামু আলাইকুম' বলে নিজের পরিচয় দিতে হবে। অনুমতি পেলে ঘরে ঢোকা যাবে।

৪. প্রথমবার কোনো জবাব পাওয়া না গেলে দ্বিতীয়বার সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে। এবারও সাড়া না পাওয়া গেলে তৃতীয়বারও একইভাবে অনুমতি চাইতে হবে। সাড়া না পেলে ফিরে যেতে হবে।

৫. কারো বাড়িতে গেলে যদি ঢোকার অনুমতি না পাওয়া যায়, তাহলে অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক নয়, কারণ তার ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধা থাকতেই পারে। সুতরাং অনুমতি না পেলে ফিরে আসা উচিত, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

৬. যেসব ঘরে লোকজনের ঢোকার সাধারণ অনুমতি রয়েছে এবং যে ঘরে নিজের মালপত্র রয়েছে এমন ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।

৭. দৈনন্দিন জীবনে মু'মিন পুরুষদের উচিত, মুহারমাত তথা বিবাহ নিষিদ্ধ এমন মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলাদের প্রতি না তাকানো। প্রথম দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া উচিত। দ্বিতীয়বার দেখা জায়েয নয়।

৮. মু'মিন পুরুষদেরকে অবশ্যই নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করতে হবে। বৈধ স্থানে ছাড়া তা ব্যবহার করা যাবে না।

৯. মু'মিন নারীদেরকেও নিজেদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। মুহাররাম পুরুষ ছাড়া অন্য পুরুষদের চোখে চোখ পড়ার সাথে সাথে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

১০. মু'মিন নারীদেরকেও তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করতে হবে এবং বৈধ পথে ছাড়া তা ব্যবহার করা যাবে না।

১১. মু'মিন নারীদেরকে অবশ্যই গায়রে মুহাররাম পুরুষদের থেকে নিজেদের সৌন্দর্যকে অন্তরালে রাখতে হবে।

১২. মু'মিন নারীদেরকে তাদের ওড়না দিয়ে মাথা, ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখতে হবে।

১৩ মহিলাদেরকে অবশ্যই ৩১ আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যদের থেকে পর্দা করতে হবে। এটা আল্লাহর নির্দেশ। এ নির্দেশ অমান্য করলে অবশ্যই আল্লাহ পাকড়াও করবেন।

১৪. মহিলাদেরকে সচেতন থাকতে হবে, যেন তাদের অলংকারের আওয়াজ, গলার স্বর, কড়া সুগন্ধী অন্য পুরুষের নিকট না পৌঁছে।।

১৫. কুরআন মাজীদের এ বিধানগুলো নাযিল হওয়ার আগে যা ঘটে গেছে, সে জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

১৬. যেসব সক্ষম পুরুষের স্ত্রী নেই, তারা কুমার হোক বা বিপত্নীক তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা তাদের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সকলের কর্তব্য।

১৭. অনুরূপভাবে কুমারী মহিলা বা এমন বিধবা যাদের বিয়ে করার মত শারীরিক যোগ্যতা রয়েছে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়াও উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব। এটা সমাজের সুস্থতার জন্যই প্রয়োজন।

১৮. যাদের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বিবাহ করতে সমর্থ নয়, তাদেরকে সংযম অবলম্বন করতে হবে। যতদিন আল্লাহ তাদেরকে সচ্ছল না করেন। এজন্য তাদেরকে রোযা রাখতে হবে। রোযা দ্বারা মানুষের যৌন চাহিদার তীব্রতা হ্রাস পায়।

১৯.দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের জন্য চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত।

২০. মু'মিনদের উচিত মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলামকে সাহায্য করে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া।

২১. 'মুকাতাব' তথা চুক্তিবদ্ধ গোলামের মালিকের উপরও কর্তব্য যে, চুক্তিতে উল্লিখিত মুক্তিপণ থেকে কিছু কমিয়ে দিয়ে গোলামের মুক্তিলাভে সাহায্য করা।

২২. আল্লাহর বিধান মতে হালাল বা বৈধ পন্থা ছাড়া যৌন তৃপ্তির সকল পথ ও পন্থা হারাম। আর

যৌন সুড়সুড়ি দানকারী সকল প্রকার তথাকথিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হারাম। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিরা দণ্ডযোগ্য অপরাধী।

২৩. সকল পর্যায়ের বেশ্যাবৃত্তি, দেহ ব্যবসা হারাম এবং এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিরা ও সহায়তাকারী ব্যক্তিরা কঠিন দণ্ডের যোগ্য অপরাধে লিপ্ত।

২৪. কোনো বাঁদী, দাসী বা কোনো স্বাধীন মেয়েকে যারা বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করে তারা জঘন্য অপরাধে অপরাধী। আর যেসব মেয়ে বাধ্য হয়ে এসব অপরাধ করেছে, তারা অবশ্যই ক্ষমা লাভের যোগ্য।

২৫. মানুষের কল্যাণের জন্য যেমন আল্লাহ তাআলা আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তদ্রূপ আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থাও মানুষের কল্যাণেই দিয়েছেন। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٣٥﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ

৩৫. আল্লাহ[৬২] আসমান ও যমীনের আলো[৬৩] ; তাঁর আলোর উদাহরণ যেমন একটি তাক, তাতে রয়েছে একটি বাতি ; বাতিটি রয়েছে

فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

একটি কাঁচের চিমনীর মধ্যে, চিমনীটি—তা যেন একটি মুক্তোর মতো ঝকঝকে তারকা, তা (বাতিটি) জ্বালানো হয় একটি কল্যাণকর[৬৪] গাছ

﴿٣٥﴾ اَللّٰهُ-আল্লাহ ; نُوْرُ-আলো ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; مَثَلُ-উদাহরণ ; نُوْرِهٖ-(نور+ه)-তার আলোর ; كَمِشْكٰوةٍ-(ك+مشكوة)-যেমন একটি তাক; فِيْهَا-তাতে রয়েছে ; مِصْبَاحٌ-একটি বাতি ; اَلْمِصْبَاحُ-(ال+مصباح)-বাতিটি রয়েছে ; فِيْ-মধ্যে ; زُجَاجَةٍ-একটি কাঁচের চিমনীর ; اَلزُّجَاجَةُ-(ال+زجاجة)-কাঁচের চিমনীটি ; كَاَنَّهَا-(ك+ان+ها)-তা যেন ; كَوْكَبٌ-একটি তারকা ; دُرِّيٌّ-মুক্তার মতো ঝকমকে ; يُّوْقَدُ-তা (বাতিটি) জ্বালানো হয় ; مِنْ-দ্বারা ; شَجَرَةٍ-একটি গাছ ; مُّبٰرَكَةٍ-কল্যাণকর ;

৬২. এখান থেকে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। কাফিররা ইসলামের শত্রুতা করেছে প্রকাশ্যভাবে আর মুনাফিকরা বাহ্যত ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের ভেতরে থেকে ফিতনা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এরা ছিল বৈষয়িক স্বার্থে অন্ধ। তাই কুরআন ও তার বাহক মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে যে নূর বা আলো দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল।

৬৩. 'আল্লাহ আসমান ও যমীনের আলো'-এর অর্থ আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সকল সৃষ্টজীবের আলোদাতা। আর এ 'আলো' দ্বারা হিদায়াতের আলো বুঝানো হয়েছে। আলোর মাধ্যমে যেমন সৃষ্টজীব পথের দিশা পায়, তেমনি সকল সৃষ্টজীবের হিদায়াত দানকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। হিদায়াতই হলো প্রকৃত আলো। আল্লাহই একক ও আসল 'প্রকাশের কার্যকারণ', বাকী সবই অন্ধকার।

আলো দ্বারা 'জ্ঞান'-কে বুঝানো হয়ে থাকে। আর এর বিপরীতে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে অন্ধকার বুঝানো হয়। এ দিক থেকে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের আলো। কারণ হিদায়াত ও সত্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই পাওয়া যায়। অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার তাঁর দেয়া জ্ঞানের আলো ছাড়া পাওয়া যেতে পারে না।

زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ

যায়তূনের (তেল) দ্বারা, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়,[৬৫] আগুন যদি তাকে স্পর্শ নাও করে তবুও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে ;

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

আলোর উপর আলো ;[৬৬] আল্লাহ যাকে চান তাঁর নিজের আলোর দিকে পথের দিশা দেন[৬৭] ; আর আল্লাহ উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন

زَيْتُونَةٍ-যায়তূনের (তেল) ; لَّا شَرْقِيَّةٍ-যা পূর্বেরও নয় ; وَ-ও ; لَا غَرْبِيَّةٍ - পশ্চিমেরও নয় ; يَّكَادُ زَيْتُهَا-(يكاد+زيت+ها)-তার তেল যেন নিজেই ; يُضِيْٓءُ-আলো দিচ্ছে ; وَلَوْ-যদিও ; لَمْ تَمْسَسْهُ-(لم تمسس+ه)-তাকে স্পর্শ না করে ; نَارٌ-আগুন ; نُوْرٌ-আলো ; عَلٰى-উপর ; نُوْرٍ-আলোর ; يَهْدِى-পথের দিশা দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِنُوْرِهٖ-(ل+نور+ه)-তাঁর নিজের আলোর দিকে ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-আর ; يَضْرِبُ-বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْاَمْثَالَ-(ال+امثال)-উদাহরণসমূহ ;

৬৪. আয়াতে মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান হিদায়াতের আলোকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। 'মাসালু নূরিহী' দ্বারা মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান, 'নূরে হিদায়াত'কে তাকের উপর রক্ষিত একটি বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ নূরে হিদায়াত বহুমুখী কল্যাণের ধারক। আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে রয়েছে এ নূরের সম্পর্ক। আর এ নূর থেকে মু'মিনরাই উপকৃত হয়।

৬৫. অর্থাৎ এমন গাছ যা খোলা ময়দানে উঁচু জায়গায় অবস্থিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেখানে রোদ পড়ে। তার চারিপাশে কোনো আড়াল থাকে না, তাই সারা দিনের রোদ-ই তার উপর পড়ে। এ ধরনের যয়তুন গাছের থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ তেল পাওয়া যায় এবং এ তেল অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো দান করে। পূর্ব বা পশ্চিম অঞ্চলের যয়তূন গাছের তেল অস্বচ্ছ হয় এবং তা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বাতির আলোও অনুজ্জ্বল হয়।

৬৬. এখানে আলোর সত্তাকে বাতির সাথে আর বিশ্ব-জাহানকে তাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর চিমনি তথা কাঁচের স্বচ্ছ পর্দা দ্বারা মহাসত্যের অধিকারী সমস্ত সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন। পর্দাটি যেন গোপন করার পর্দা নয়, বরং নিজেকে প্রবলভাবে প্রকাশ করার পর্দা। অথচ সৃষ্টিকুল সেই মহাসত্যের মালিককে দেখতে সক্ষম হচ্ছে না। এর কারণ এটা নয় যে, অন্ধকারের জন্য তারা তাঁকে দেখতে পারছে না ; বরং তাঁর কুদরত চারিদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, যেমন আলোর উপর আলো। তবে যারা অজ্ঞানতা ও মূর্খতার অন্ধকারে ডুবে আছে, তারা এত আলোময় মহাসত্যকে দেখতে সক্ষম হবে না।

৬৭. অর্থাৎ আল্লাহর একক ও একচ্ছত্র আলো সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত করছে ;

لِلنَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ

মানুষের জন্য ; আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে খুব ভালই জ্ঞাত আছেন,[৬৮] ৩৬. সেসব ঘরেই রয়েছে (আলোর পথের পথিকরা) আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন সেগুলোকে যেন উন্নত করা হয় এবং

وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ ۙ

স্মরণ করা হয় তাঁর নাম[৬৯], তাতে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে সকালে ও সন্ধ্যায় ; ৩৭. সেসব লোক—

لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ۙ

যাদেরকে বিরত রাখতে পারে না ব্যবসা-বাণিজ্য আর না বেচা-কেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে ও নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত দান করা থেকে ;

لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِكُلِّ شَيْءٍ-(ب+كل+شيء)-প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ; عَلِيْمٌ-ভালই জ্ঞাত আছেন। ﴿٣٥﴾ فِيْ بُيُوْتٍ-(في+بيوت)-সেসব ঘরেই রয়েছে ; اَذِنَ-হুকুম দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنْ-যেন ; تُرْفَعَ-উন্নত করা হয় (সেগুলোকে) ; وَ-এবং ; يُذْكَرَ-স্মরণ করা হয় ; فِيْهَا-তাতে ; اسْمُهٗ-(اسم+ه)-তাঁর নাম ; يُسَبِّحُ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; لَهٗ-তাঁর ; فِيْهَا-তাতে ; بِالْغُدُوِّ-(ب+ال+غدو)-সকালে ; وَ-ও ; الْاٰصَالِ-(ال+اصال)-সন্ধ্যায়। ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ-সেসব লোক ; لَا-তُلْهِيْهِمْ-(لاتلهى+هم)-যাদেরকে বিরত রাখতে পারে না ; تِجَارَةٌ-ব্যবসা-বাণিজ্য ; وَ-আর ; لَا-না ; بَيْعٌ-বেচা-কেনা ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِ-স্মরণ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; اِقَامِ-কায়েম করা ; الصَّلٰوةِ-নামায ; وَ-এবং ; اِيْتَاءِ-দান করা ; الزَّكٰوةِ-যাকাত ;

কিন্তু তা দেখার, জানার ও বুঝার সৌভাগ্য সবার হয় না। এ সৌভাগ্য একমাত্র তাদেরই হয় যাদেরকে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় দান করেন। আল্লাহ যাদেরকে তা না দেন, তারা সেই অন্ধের মতই, যে দিন বা রাত ; সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র বা বিজলী ও বিদ্যুতের চমক কিছুই সে বুঝতে সক্ষম হয় না। আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য আলোকোজ্জ্বল উদাহরণের মধ্যে ডুবে থেকেও সে অভাগা আল্লাহর আলো দেখতে সক্ষম হয় না।

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন সত্যকে কোন্ উপমার মাধ্যমে উত্তমভাবে বুঝানো যাবে। অথবা মহাসত্যকে চেনা-জানার এ নিয়ামতের হকদার কে এবং কে নয় তা একমাত্র আল্লাহ নিজেই জানেন। সত্যের আলোর সন্ধানী কে ? আর কে বস্তুগত সাধ ও স্বার্থের সন্ধানে রত রয়েছে, তাও আল্লাহ ভাল করেই জানেন। এমন লোককে জোর করে সত্যের সন্ধান দেয়া আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

৬৯. এখানে 'ঘর' দ্বারা 'মসজিদ' অর্থ গ্রহণ করেছেন অনেক তাফসীরকার। এগুলোকে উন্নত করা ও মর্যাদা প্রদান করার কথা এখানে বলা হয়েছে। আবার কতেক মুফাস্সির

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ

তারা ভয় করে এমন দিনকে যাতে (যেদিনে) অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ৩৮. যাতে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বদলা দেন—

مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

যে কাজ তারা করেছে তার, এবং তাদেরকে বাড়িয়ে দেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে, আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বেহিসেব রিয্ক দান করেন।[৭০]

﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ

৩৯. আর যারা কুফরি করে[৭১], তাদের কাজগুলো মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত পথিক তাকে মনে করে পানি ; কিন্তু

يَخَافُونَ-তারা ভয় করে ; يَوْمًا-এমন দিনকে ; تَتَقَلَّبُ-বিপর্যস্ত হয়ে যাবে ; فِيهِ-যাতে (যে দিন) ; الْقُلُوبُ-(ال+قلوب)-অন্তরসমূহ ; وَ-ও ; الْأَبْصَارُ-(ال+ابصار)-দৃষ্টিসমূহ। ﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيَهُمُ-(ليجزى+هم)-যাতে তাদেরকে বদলা দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَحْسَنَ-উত্তম ; مَا-যে ; عَمِلُوا-কাজ তারা করেছে ; وَ-এবং ; يَزِيدَهُمْ-(يزيد+هم)-তাদেরকে বাড়িয়ে দেন ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهِ-(فضل+ه)-তার অনুগ্রহ থেকে ; وَ-আর; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَرْزُقُ-রিয্ক দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; بِغَيْرِ حِسَابٍ-(ب+غير+حساب)-বেহিসাব। ﴿٣٩﴾ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; أَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কাজগুলো ; كَسَرَابٍ-(ك+سراب)-মরীচিকার মতো ; بِقِيعَةٍ-মরুভূমির ; يَحْسَبُهُ-(يحسب+ه)-তাকে মনে করে ; الظَّمْآنُ-পিপাসার্ত পথিক ; مَاءً-পানি ; حَتَّىٰ-কিন্তু ;

এ 'ঘর' দ্বারা মু'মিনদের নিজেদের ঘর এবং সেগুলোকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করার অর্থ গ্রহণ করেছেন। মু'মিনদের ঘরগুলোও মসজিদের ন্যায় ইবাদাতের স্থান হবে। এগুলোতেও আল্লাহর নামের যিক্র হবে। দীনী আলোচনা হবে, আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াত ও দারস্ হবে। এদিক থেকে উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য হয়।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কখনো অভাব দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রিয্ক দান করেন।

তবে আল্লাহ অন্ধ বন্টনকারী নন। যাকে ইচ্ছা এমনি বিনা কারণে তার পাত্র এমনভাবে ভরে দেবেন তা উপচে পড়ে যাবে, আবার যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করে দেবেন। এটা আল্লাহর বন্টন রীতি নয়। তিনি যাকে দেন দেখে-শুনেই দেন। সত্য দীনের নিয়ামত তাকেই দান করেন, যে তা পেতে আগ্রহ ও আকর্ষণ পোষণ করে এবং আল্লাহর ক্রোধ ও পাকড়াও-এর ভয় অন্তরে পোষণ করে।

إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ

যখন সে সেখানে আসে তখন সেখানে কিছুই পায় না এবং সেখানে পায় সে আল্লাহকে, অতপর তিনি তাকে পুরোপুরি দিলেন তার হিসেব ; আর আল্লাহ অত্যন্ত তৎপর

الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ

হিসেব গ্রহণে[৭২]। ৪০. অথবা (তাদের কাজের) উদাহরণ সমূহের গভীরের এমন অন্ধকার, যাকে ঢেকে রাখে একটি ঢেউ, তার উপর আর একটি ঢেউ

مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ

তার উপরে মেঘমালা ; অন্ধকার—তার একের উপর আরেক (অন্ধকার); যখন সে বের করে তার হাত

إِذَا-যখন ; جَاءَ (جاء+ه)-সেখানে আসে ; لَمْ يَجِدْهُ (لم يجد+ه)-সেখানে সে পায় না ; شَيْئًا-কিছুই ; وَ-এবং ; وَجَدَ-সে পায় ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; عِنْدَهُ (عند+ه)-সেখানে ; فَوَفَّاهُ (ف+وفى+ه)-অতপর তিনি তাকে পুরোপুরি দিলেন ; حِسَابَهُ-তার হিসেব ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; سَرِيعُ-অত্যন্ত তৎপর ; الْحِسَابِ (حساب+ه)-হিসাব গ্রহণে। ⑩ أَوْ-অথবা ; كَظُلُمَاتٍ (ك+ظلمت)-(তাদের কাজের) উদাহরণ এমন অন্ধকার ; فِي بَحْرٍ-সমুদ্রের; لُجِّيٍّ-গভীরের ; يَغْشَاهُ (يغشى+ه)-যাকে ঢেকে রাখে ; مَوْجٌ-একটি ঢেউ ; مِّنْ فَوْقِهِ (من+فوق+ه)-তার উপরে ; مَوْجٌ-আর একটি ঢেউ ; مِنْ فَوْقِهِ-তার উপরে ; سَحَابٌ-মেঘমালা ; ظُلُمَاتٌ-অন্ধকার ; بَعْضُهَا (بعض+ه)-তার একের ; فَوْقَ-উপর ; بَعْضٍ-আরেক (অন্ধকার) ; إِذَا-যখন ; أَخْرَجَ-সে বের করে ; يَدَهُ (يد+ه)-তার হাত ;

৭১. এখানে সেসব কাফেরের কথা বলা হচ্ছে, যাদেরকে আল্লাহ মৌলিকভাবে নূরে হিদায়াতের স্বাভাবিক উপকরণ দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু এ উপকরণকে সক্রিয়তা দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল তখন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নূরে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং গভীর অন্ধকারেই থেকে গেল।

৭২. এখানে সেসব লোকের অবস্থা একটি উপমার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা কুফরী ও মুনাফিকী সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কিছু সৎকাজও করে এবং মোটামুটিভাবে আখিরাত সম্পর্কেও সন্দেহপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এদের উদাহরণ সেই পিপাসার্ত পথিকের মতো, যে মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে পানি মনে করে মরীচিকার পেছনে দৌড়ায় ; কিন্তু কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে যায়। এসব কাফির- মুনাফিকরাও যখন মৃত্যুর অপর পারে পৌঁছবে তখন দেখবে যে, সেখানে তাদের জন্য কিছুই নেই। সন্দেহপূর্ণ

لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

তখন সে তা আদৌ দেখতে পাবে না[৭৩] ; আর যাকে আল্লাহ (হিদায়াতের) আলো দান না করেন, তার জন্য আর কোনো আলো নেই।[৭৪]

لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا-(لم يكديرى+ها)-সে আদৌ দেখতে পারে না ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; لَمْ يَجْعَلِ-দান না করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهٗ-তার জন্য ; نُوْرًا-আলো ; فَمَا-নেই ; لَهٗ-তার জন্য ; مِنْ نُّوْرٍ-আর কোনো আলো।

বিশ্বাস নিয়ে যা কিছু সৎকাজ তারা করেছিল তা দ্বারা তারা কোনো প্রকার লাভবান হতে পারেনি ; বরং তার বিপরীতে কুফরী ও মুনাফিকী এবং লোক দেখানো সৎকাজের সাথে তারা যেসব খারাপ কাজ করেছিল, সেগুলোর হিসেব নেয়ার এবং পুরোপুরি প্রতিদান দেয়ার জন্য আল্লাহকে তারা সেখানে উপস্থিত পাবে।

৭৩. এ দ্বিতীয় উপমায়ও কাফির মুনাফিকদের অবস্থা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। লোক দেখানো সৎকাজ যারা করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এসব লোক দুনিয়াবী দিক থেকে বড় বড় পণ্ডিত, জ্ঞানের সাধক, জ্ঞানের দিশারী হতে পারে। কিন্তু আখিরাতের দিক থেকে তারা নিজেদের পুরো জীবনই চরম অজ্ঞানতা ও পূর্ণ মূর্খতার মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছে। তারা এমন ব্যক্তির মতো, যে এমন কোনো জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে, যেখানে পুরোপুরি অন্ধকারের রাজত্ব, আলোর ক্ষীণতম শিখাও সেখানে পৌঁছতে পারে না। তাদের ধারণা হলো আনবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন বিমান এবং চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে যাবার উপযোগী মহাশূন্য যান তৈরি করা এবং নিত্য-নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারার নামই জ্ঞান। তারা মনে করে আইন ও দর্শনশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারার নাম জ্ঞান ; কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। আসল জ্ঞান এসব থেকে ভিন্ন জিনিস। তারা আসল জ্ঞানের নাগাল পায়নি। আসল জ্ঞানের আলোকে তারা নিছক অজ্ঞ মূর্খ ছাড়া কিছু নয়। অপরদিকে তাদের এসব জ্ঞানে অজ্ঞ-মূর্খও যদি সত্যকে চেনে তাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তাহলে সে জ্ঞানী।

৭৪. এখানে মূল কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। এর সূচনা করা হয়েছিল "আল্লাহ আসমান ও যমীনের আলো" কথা দ্বারা। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই এবং সে আলো থেকেই সত্যের যাবতীয় আলোর প্রকাশ ঘটে, তখন যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের আলো পাবে না, তার পূর্ণাঙ্গ ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে থাকা ছাড়া কোনো উপায়ই থাকবে না। কারণ আলোর মালিকতো আল্লাহ। এ ছাড়া আর কোথাও তো আলো নেই। কাজেই অন্য কোথাও থেকে আলোর একটি শিক্ষা পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

৫ম রুকূ' (৩৫-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সৃষ্টিকুলকে হিদায়াত তথা দিক নির্দেশদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। হিদায়াতের আলো শুধু মাত্র তাঁর নিকট থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত ওহীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে।

২. হিদায়াতের মৌলিক ও স্বাভাবিক যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দিয়েছেন। তবে তা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সূত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলাকে চেনার জন্য হিদায়াতের নূর বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সে আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানুষের নিজের আগ্রহ উদ্যোগ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা। আর তখনই আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে।

৪. আলোর পথের পথিকদেরকে সেইসব ঘরেই পাওয়া যাবে যেসব ঘরকে উন্নত করা এবং মর্যাদা দেয়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। আর সেগুলো হলো—আল্লাহর ঘর মসজিদ। তারা মসজিদকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখে।

৫. আল্লাহর আলোয় তারাই আলোকিত, যারা ঈমানের আলোয় আলোকিত অর্থাৎ মু'মিন। আর মু'মিনদের সম্পর্ক মাসজিদের সাথেই। অবশ্য তারা নিজেদের ঘরগুলোকে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কালামের চর্চার মাধ্যমে সজীব রাখে।

৬. মু'মিনদেরকে দুনিয়ার কোনো ব্যস্ততা আল্লাহর স্মরণ, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল সকল পরিস্থিতিতেই তাঁরা উল্লিখিত কাজগুলো করে।

৭. মু'মিনদের অন্তরে থাকে সদা-সর্বদা কিয়ামত তথা হাশর দিনের ভয়; তবে তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। কারণ আল্লাহ তাদেরকে তাদের নেককাজের উত্তম বদলা দেবেন। এটা তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস।

৮. আল্লাহ যাকে দিতে ইচ্ছা করেন তা বাধা দিয়ে রাখার কারো কোনো ক্ষমতা নেই। আর তাঁর দীন হলো অবারিত। তিনি যাকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা দিতে পারেন আবার যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করতে পারেন।

৯. মু'মিনদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দানের ব্যাপারে যেমন আপত্তি উত্থাপনের কেউ নেই, তেমনি কাফির মুনাফিকদেরকে বঞ্চিত রাখার ব্যাপারেও আপত্তিকারী কেউ নেই।

১০. কাফির ও মুনাফিকদের সৎকাজগুলো মরুভূমির মরীচিকার মতো। পিপাসার্ত পথিক মরীচিকা দেখে পানি বলে ধোঁকা খায়, তেমনি ওদের কাজগুলো ফলপ্রসূ মনে করছে; কিন্তু মৃত্যুর পরই তারা বুঝতে পারবে যে, সবই ব্যর্থ।

১১. মৃত্যুর পর কাফির মুনাফিকদের সকল পাপ কাজের পুরোপুরি বদলা তারা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ তাদের কাজকর্মের হিসাব শীঘ্রই নেবেন।

১২. কাফির মুনাফিকরা দুনিয়ার জ্ঞানের দিক থেকে যতই জ্ঞানী-বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হোক না কেন, হিদায়াতের আলো যারা পায়নি বা গ্রহণ করেনি তারা নিরেট অন্ধকারেই পড়ে আছে। আখিরাতের জ্ঞান না থাকার কারণে তারা সেখানে অজ্ঞ-মূর্খ হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

১৩. আল্লাহ যাকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেননি। তার জন্য আর কোনো আলো নেই। তার জন্য সবই অন্ধকার।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٤١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ ۖ

৪১. তুমি[৭৫] কি দেখনি যে, অবশ্যই আল্লাহ—আসমানে ও যমীনে যারা আছে তারা তাঁরই পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে এবং সারিবদ্ধভাবে উড়ন্ত পাখিরাও ;

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ

প্রত্যেকেই নিজ প্রার্থনা ও নিজ তাসবীহ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে অবগত[৭৬] ; আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালই জানেন। ৪২. আর আল্লাহর জন্যই বাদশাহী

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي

আসমান ও যমীনের এবং আল্লাহর দিকেই সবাই প্রত্যাবর্তনকারী ; ৪৩. তুমি কি দেখনি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সঞ্চালন করেন

৪১ أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তুমি কি দেখনি যে ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُسَبِّحُ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; لَهُ-তাঁরই ; مَنْ-যারা আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; الطَّيْرُ-পাখিরাও ; صٰفّٰتٍ-সারিবদ্ধভাবে উড়ন্ত ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; قَدْ عَلِمَ-নিসন্দেহে অবগত ; صَلَاتَهُ-(صلاة+ه)-নিজ প্রার্থনা ; وَ-ও ; تَسْبِيحَهُ-(تسبيح+ه)-নিজ তাসবীহ সম্পর্কে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلِيمٌ-ভালই জানেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَفْعَلُونَ-তারা করে। ৪২ وَ-আর ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্যই; مُلْكُ-বাদশাহী ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; إِلَى-দিকেই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; الْمَصِيرُ-সবাই প্রত্যাবর্তনকারী। ৪৩ أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তুমি কি দেখনি যে ; أَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُزْجِي-সঞ্চালন করেন ;

৭৫. 'আল্লাহ আসমান-যমীনের আলো' আর সেই আলোর পথের সৌভাগ্যশালী পথিক হলো একমাত্র সৎকর্মশীল মু'মিনগণ। আর বাদবাকী সমস্ত মানুষ নির্ঝাস অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছে। সেই আলোর পথের দিক-নির্দেশনার জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। এখান থেকে তার কয়েকটি নিদর্শন নমুনা স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। এসব নিদর্শনের প্রতি মনের চোখ দিয়ে তাকালে সদা-সর্বদা সর্বস্থানেই আল্লাহকেই সক্রিয় দেখা যাবে। কিন্তু যাদের মনের চোখ বন্ধ তারা দুনিয়ার আর সবকিছু দেখলেও আল্লাহর কুদরতের শান তাদের চোখে পড়বে না।

سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ

মেঘমালাকে তারপর সেগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন অতপর তাকে করেন স্তরে স্তরে পুঞ্জিভূত, এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয় বৃষ্টি ;

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

আর তিনি বর্ষণ করেন আসমানের শিলার পাহাড় থেকে ; যাতে রয়েছে শিলা[৭৭] এবং এর দ্বারা যাকে চান তিনি আঘাত করেন

وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ

এবং যাকে চান তার (উপর) থেকে তা ; দূরে সরিয়ে নেন তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। ৪৪. পরিবর্তন ঘটান

سَحَابًا-মেঘমালাকে ; ثُمَّ-তারপর ; يُؤَلِّفُ-সংযুক্ত করেন ; بَيْنَهُ-পরস্পর ; ثُمَّ-অতপর ; يَجْعَلُهُ-(يجعل+ه)-তাকে করেন ; رُكَامًا-স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ; فَتَرَى-(ف+ترى)-এরপর তুমি দেখতে পাও ; الْوَدْقَ-(ال+ودق)-বৃষ্টি; يَخْرُجُ-বের হয় ; مِنْ-থেকে ; خِلٰلِهٖ-(خلل+ه)-তার মধ্য ; وَ-আর ; يُنَزِّلُ-তিনি বর্ষণ করেন ; مِنَ السَّمَاءِ-আসমানের ; مِنْ-থেকে ; جِبَالٍ-শিলার পাহাড় ; فِيهَا-যাতে রয়েছে ; مِنْ بَرَدٍ-শিলা; فَيُصِيبُ-(ف+يصيب)-এবং তিনি আঘাত করেন ; بِهٖ-এর দ্বারা ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَصْرِفُهُ-(يصرف+ه)-তা দূরে সরিয়ে নেন ; عَنْ-থেকে ; مَّنْ-তার, যাকে ; يَّشَاءُ-চান ; يَكَادُ-উপক্রম হয় ; سَنَا-ঝলক ; بَرْقِهٖ-(برق+ه)-তার বিদ্যুতের ; يَذْهَبُ-কেড়ে নেয়ার; بِالْأَبْصَارِ-(ب+ال+ابصار)-দৃষ্টিশক্তি। ﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ-পরিবর্তন ঘটান ;

৭৬. অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টি বস্তু তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণায় রত আছে। তারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর আদেশ পালনে তৎপর রয়েছে এবং আল্লাহর আদেশের এ বিন্দু-বিসর্গও ব্যতিক্রম তারা করে না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুকে বিশেষ ধরনের বোধশক্তি ও চেতনা দান করেছেন, যদ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের পরিচয় জানতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিশেষ ধরনের বাকশক্তি দান করেছেন এবং বিশেষ ধরনের তাসবীহ ও নামায তথা ইবাদাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের তাসবীহ ও নামাযের পদ্ধতি এবং মানুষের তাসবীহ ও নামাযের পদ্ধতি একরকম নয়। উদ্ভিদ ও পশু-পাখি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির তাসবীহ ও নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে। জড় পদার্থের জন্যও পৃথক পদ্ধতি রয়েছে।

৭৭. এখানে রূপক অর্থে মেঘপুঞ্জকে বুঝানো হয়েছে, যা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে আকাশে পাহাড়ের মত স্থির হয়ে থাকে। অথবা এর দ্বারা যমীনে অবস্থিত শূন্যে মাথা জাগানো

اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ

আল্লাহ রাত ও দিনের ; নিশ্চয়ই এতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষার উপকরণ রয়েছে। ৪৫. আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন

كُلَّ دَاۗبَّةٍ مِّنْ مَّاۗءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ

প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে ; এবং তাদের মধ্য থেকে কতক চলে তার পেটের উপর (ভর দিয়ে); আর তাদের মধ্য থেকে কতক চলে

عَلٰي رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓي اَرْبَعٍ ۭ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

দু' পায়ের উপর (ভর দিয়ে) ; এবং তাদের মধ্যে থেকে কতক চলে চার পায়ের উপর (ভর দিয়ে)—আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ

সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৪৬. নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি ; আর আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করেন

اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّيْلَ-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارَ-দিনের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَعِبْرَةً-শিক্ষার উপকরণ ; لِّاُولِي الْاَبْصَارِ-(ل+اول+ال+ابصار)-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য। ④⑤وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; كُلَّ-প্রত্যেক ; دَاۗبَّةٍ-প্রাণীকে ; مِّنْ-থেকে ; مَّاۗءٍ-পানি ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-এবং তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ-কতেক ; يَّمْشِيْ-চলে ; عَلٰي-উপর (ভর দিয়ে) ; بَطْنِهٖ-(بطن+ه)-তার পেটের ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ-কতক ; يَّمْشِيْ-চলে ; عَلٰي-উপর (ভর দিয়ে) ; رِجْلَيْنِ-দু-পায়ের ; وَ-এবং ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ-কতেক ; يَّمْشِيْ-চলে ; عَلٰٓي-উপর (ভর দিয়ে) ; اَرْبَعٍ-চার পায়ের ; يَخْلُقُ-সৃষ্টি করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَا-যা ; يَشَاۗءُ-চান ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ-(على+كل+شيء)-সর্ব বিষয়ে ; قَدِيْرٌ-সর্ব শক্তিমান। ④⑥لَقَدْ اَنْزَلْنَآ-(ل+قد انزلنا)-নিসন্দেহে আমি নাযিল করেছি ; اٰيٰتٍ-নিদর্শনসমূহ ; مُّبَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَهْدِيْ-হিদায়াত দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاۗءُ-চান ;

সুউচ্চ পাহাড়গুলোকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এসব পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফের প্রভাবে বাতাস এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যার ফলে মেঘমালা জমে গিয়ে শিলা বৃষ্টি হতে থাকে।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ

সরল সঠিক পথের দিকে। ৪৭. আর তারা বলে—আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য করলাম কিন্তু

يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا

তাদের মধ্য থেকে একদল তার পরেও মুখ ফিরিয়ে নেয় ; আসলে তারা মু'মিনদের দলের নয়।[৭৮] ৪৮. আর যখন তাদেরকে ডাকা হয়

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, যাতে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়া হয়[৭৯], তখনই তাদের মধ্যকার একটি দল অমান্যকারী হয়ে যায়[৮০] ৪৯. আর যদি থাকে

إِلَىٰ-দিকে ; صِرَاطٍ-পথের ; مُّسْتَقِيمٍ-সরল সঠিক। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; آمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; بِالرَّسُولِ-রাসূলের প্রতি ; وَ-এবং ; أَطَعْنَا-আমরা আনুগত্য করলাম ; ثُمَّ-কিন্তু ; يَتَوَلَّىٰ-মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَرِيقٌ-এক দল ; مِّنْهُم-তাদের মধ্য থেকে ; مِّن بَعْدِ-পরেও ; ذَٰلِكَ-তার ; وَ-আসলে; مَا-নয় ; أُولَٰئِكَ-তারা ; بِالْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের দলের। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; دُعُوا-তাদেরকে ডাকা হয় ; إِلَى-দিকে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولِهِ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; لِيَحْكُمَ-যাতে ফায়সালা করে দেয়া হয় ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; إِذَا-তখনই ; فَرِيقٌ-একটি দল ; مِّنْهُم-তাদের মধ্যকার ; مُّعْرِضُونَ-অমান্যকারী হয়ে যায়। ﴿٤٩﴾ وَ-আর ; إِن-যদি ; يَكُن-থাকে ;

৭৮. অর্থাৎ তাদের ঈমানের দাবী যে মিথ্যা তা আনুগত্য থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। "আমরা ঈমান এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি" তাদের এ দাবী যে মিথ্যা তাদের কার্যকলাপ দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

৭৯. অর্থাৎ রাসূল যে ফায়সালা দেন, তা আল্লাহরই ফায়সালা। তিনি যে হুকুম দেন, তা আল্লাহরই হুকুম। সুতরাং রাসূলের দিকে ডাকার অর্থ আল্লাহ ও রাসূলের উভয়ের দিকে ডাকা। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ছাড়া ঈমানের দাবী অর্থহীন। আর এ আনুগত্যের অর্থ হলো আল্লাহ ও রাসূল প্রবর্তিত আইনের অনুগত হওয়া। কেউ যদি ইসলামী শরীয়া আইনের অনুগত না হয়, তবে তার ঈমানের দাবী মুনাফিকী ছাড়া কিছুই নয়।

৮০. অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের যিনি বিচারক তার মর্যাদাও এমনই। এরূপ ইসলামী আদালতের বিচারকের পক্ষ থেকে সমন আসা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সমন

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۞ اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ

তাদের প্রাপ্য, তখন তারা বিনীতভাবে তাঁর (রাসূলের) নিকট ছুটে আসে।[৮১] ৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? না-কি তারা সন্দেহ পোষণ করে, না-কি তারা ভয় করে

اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۟

যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলম করবেন ; বরং তারাই হলো প্রকৃত যালিম।[৮২]

لَهُمْ-তাদের ; الْحَقُّ-(ال+حق)-প্রাপ্য ; يَأْتُوْٓا-তারা ছুটে আসে ; اِلَيْهِ-তাঁর (রাসূলের) নিকট ; مُذْعِنِيْنَ-বিনীতভাবে। ৫০ اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ-(ا+فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে কি আছে ; مَّرَضٌ-রোগ ; اَمِ-না-কি ; ارْتَابُوْٓا-তারা সন্দেহ পোষণ করে ; اَمْ-না-কি ; يَخَافُوْنَ-তারা ভয় করে ; اَنْ-যে ; يَّحِيْفَ-যুলুম করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; بَلْ-বরং ; اُولٰٓئِكَ-তারাই হলো ; هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-প্রকৃত যালিম।

আসার মর্যাদা সম্পন্ন। এরূপ আদালতের বিচারক যদি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস অনুসারে কোনো মকদ্দমার ফায়সালা দেন, তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা হিসেবে মেনে নেয়া একজন মু'মিনের কর্তব্য।

হযরত হাসান বসরী (র) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের আদালতের বিচারপতিদের মধ্য থেকে কোনো বিচারপতির কাছে ডাকা হয়, আর সে সেখানে উপস্থিত না হয়, তবে সে যালিম। তার কোনো অধিকার নেই।
—আহকামুল কুরআন-জাসসাস

এ জাতীয় লোক শাস্তি লাভের যোগ্য। সাথে সাথে তাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে একতরফা ফায়সালা দিয়ে দেয়াও ন্যায়সংগত।

৮১. অর্থাৎ যে লোক ইসলামী শরীয়তের লাভ-জনক বিধানগুলো আনন্দ সহকারে মানে, আর যেসব বিধান তার স্বার্থ ও আশা-আকাংখার বিরোধী, তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার মুকাবিলায় অন্যান্য আইন বিধানকে প্রাধান্য দেয়, সে মু'মিন হতে পারে না। সে মুনাফিক। তার ঈমানের দাবী মিথ্যা। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে না, সে ঈমান রাখে নিজের স্বার্থ ও কামনা-বাসনার উপর। এ নীতি অনুযায়ী সে যদি আল্লাহর বিধানের কিছু অংশ মেনেও নেয়, তার কোনো মর্যাদা ও মূল্য নেই।

৮২. অর্থাৎ মানুষের মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করার কারণ তিন ধরনের। প্রথমত সে অবৈধভাবে মুসলিম সমাজ থেকে স্বার্থ লাভের জন্য মুসলমান হয়েছে। সে মূলত ধোঁকা দেয়ার ইসলামী সমাজে প্রবেশ করেছে—সে আসলে ঈমান-ই আনেনি।

দ্বিতীয়ত, সে ঈমান এনেছে, কিন্তু তার মনে সন্দেহ-সংশয় রয়ে গেছে যে, রাসূল আসলে আল্লাহর রাসূল কিনা, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব কিনা এবং কিয়ামত সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে কিনা ; অথবা এসব কথা গল্প-কাহিনী মাত্র। আল্লাহর অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা, না-কি এটাও একটা কল্পনা ; কোনো বিশেষ স্বার্থে এটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। তৃতীয়ত, সে আল্লাহকে আল্লাহ এবং রাসূলকে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে যুলুমের আশংকা করে। সে মনে মনে ভাবে যে, আল্লাহ কুরআনের অমুক হুকুমটি দিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলেছে এবং আল্লাহর রাসূলের অমুক হুকুমটি আমাদের জন্য ক্ষতিকর। উল্লিখিত তিন ধরনের কারণের যে কারণই সত্য হোকনা কেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই যালিম, এতে সন্দেহ নেই। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা নিয়ে যে ব্যক্তি মুসলমানদের দলে প্রবেশ করে, ঈমানের দাবী করে, মুসলিম সমাজের একজন সদস্য হয়ে সে এ সমাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ হাসিল করতে থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই একজন প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী ও জালিয়াত।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৪১-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সৃষ্টি জগতের জড় বা জীব সকল সৃষ্টিই তাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত বিধানের অনুগত থেকে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতিতে নামায ও তাসবীহ পাঠে রত আছে।

২. সকল সৃষ্টির কাজ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত আছেন।

৩. বিশ্ব-জাহানের বাদশাহী একমাত্র তাঁরই করায়ত্তে, কেননা এর যোগ্যও একমাত্র তিনি। আমাদের সবাইকে একদিন তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা যে বিশ্ব-জাহানের আলো, সে আলোর পথের দিশারী হলেন নবী রাসূলগণ। আর সে পথের পথিক হলেন সৎকর্মশীল মু'মিনগণ।

৫. সৎকর্মশীল মু'মিনগণ ছাড়া মানব জাতির বাকী সবাই গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত।

৬. অন্ধকার থেকে আলোর পথে দিক নির্দেশনা দানকারী অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যারা মনের চোখকে কাজে লাগায় তারাই এসব নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়ে যায়।

৭. আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে আসমান থেকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ এবং এর দ্বারা সৃষ্টি জগতের ভালমন্দ পরিবর্তন সাধন করা।

৮. রাত-দিনের আবর্তন ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এ থেকেও চিন্তাশীল লোকেরা অনেক শিক্ষা লাভ করেন।

৯. আল্লাহ তা'আলা যমীনে চলাচলকারী সকল প্রাণীকে যেসব উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার প্রধান উপাদান 'পানি'।

১০. আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের মধ্যে যমীনে চলাচলকারী প্রাণীজগত অন্যতম। তাদের বৈচিত্রময় জীবন যাত্রা আল্লাহর কথাই পলে পলে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১১. সৃষ্টিজগতের যাবতীয় বিষয়ে তিনিই একক ও সর্বশক্তিমান। এ ক্ষেত্রে সার্বিক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে কোনো পর্যায়ে তাঁর কোনো শরীক নেই।

১২. এ সকল নিদর্শন থেকে তাঁরাই আলোর পথের সন্ধান পান, যাদেরকে এ পথের সন্ধান তিনি দিতে চান। আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে এ বলে দোয়া করা—"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

১৩. যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত পথে চলতে না চায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত আইন ছাড়া অন্য আইনে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চায়, তারা মুনাফিক।

১৪. আল্লাহর রাসূলের ফায়সালা যারা অমান্য করে অন্যত্র নিজেদের জীবনের সর্বপ্রকার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে তারাও মুনাফিক।

১৫. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালায় নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগ দেখলে তা মেনে নেয়, আবার যদি একে নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল দেখতে পায় তখন অমান্য করে, এমন লোকেরাও মুনাফিক।

১৬. এসব লোকের এমন আচরণের একটি কারণ এ হতে পারে যে, এদের আদৌ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান নেই। শুধুমাত্র নিজেদের সার্থলাভের জন্যই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এরা প্রবেশ করেছে।

১৭. এদের এমন আচরণের দ্বিতীয় কারণ এটা হতে পারে যে, এরা আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত নয়।

১৮. এদের এমন আচরণের তৃতীয় কারণ এটা হতে পারে যে, এরা আল্লাহ ও রাসূলের ফায়সালায় (নাউযুবিল্লাহ) তাদের উপর যুলমের আশংকা করে।

১৯. মু'মিনদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যে আদালতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা দেয়া হয় তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা বলে বিশ্বাস করতে হবে। এ ফায়সালা অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٥١﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

৫১. মু'মিনদের কথাতো শুধুমাত্র (এটাই) হতে পারে যে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ

তখন তারা বলে—'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম' ; আর তারা—তারাই প্রকৃত সফলকাম ৫২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে এবং

رَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٣﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ

(আনুগত্য করে) তাঁর রাসূলের আর ভয় করে আল্লাহকে এবং বেঁচে থাকে তাঁর (নাফরমানী) থেকে, তারা—তারাই সফলতার অধিকারী। ৫৩. আর তারা (মুনাফিকরা) কসম করে আল্লাহর নামে

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ

তাদের কসমের চূড়ান্ত সাধ্যমত এবং বলে যে, আপনি যদি তাদেরকে আদেশ দেন, তারা অবশ্যই (জিহাদে) বের হবে ; আপনি বলুন—তোমরা কসম করো-না, (তোমাদের) আনুগত্যতো সুপরিচিত ;[৮৩]

﴿٥١﴾ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; كَانَ-(এটাই) হতে পারে ; قَوْلَ-কথা ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের ; إِذَا-যখন ; دُعُوا-তাদেরকে ডাকা হয় ; إِلَى-দিকে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولِهِ-তাঁর রাসূলের ; لِيَحْكُمَ-ফায়সালা করে দেয়ার জন্য ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; أَنْ يَقُولُوا-তখন তারা বলে ; سَمِعْنَا-আমরা শুনলাম ; وَ-এবং ; أَطَعْنَا-মেনে নিলাম ; وَ-আর ; أُولَٰئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الْمُفْلِحُونَ-প্রকৃত সফলকাম। ﴿٥٢﴾ وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি; يُطِعِ-আনুগত্য করে; اللَّهَ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَسُولَهُ-তাঁর রাসূলের ; وَ-আর ; يَخْشَ-ভয় করে ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; يَتَّقْهِ-বেঁচে থাকে তাঁর (নাফরমানী) থেকে ; فَأُولَٰئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الْفَائِزُونَ-(ف+فائزون)-সফলতার অধিকারী। ﴿٥٣﴾ وَ-আর ; أَقْسَمُوا-তারা (মুনাফিকরা) কসম করে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর নামে ; جَهْدَ-চূড়ান্ত সাধ্যমত ; أَيْمَانِهِمْ-তাদের কসমের ; لَئِنْ-যদি ; أَمَرْتَهُمْ-তাদেরকে আদেশ দেন ; لَيَخْرُجُنَّ-তারা অবশ্যই (জিহাদে) বের হবে ; قُلْ-আপনি বলুন ; لَا تُقْسِمُوا-তোমরা কসম করো না ; طَاعَةٌ-(তোমাদের) আনুগত্যতো ; مَعْرُوفَةٌ-সুপরিচিত ;

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن

নিশ্চয়ই তোমরা যা করে থাক সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ খবরদার।[৮৪] ৫৪. আপনি বলুন—তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের ; অতপর যদি

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ

তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার উপর শুধুমাত্র ততটুকুই দায়িত্ব যা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, আর তোমাদের উপর (দায়িত্ব) তাই যা অর্পণ করা হয়েছে তোমাদের উপর ; আর যদি তা মেনে চল সৎপথ পাবে;

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ

আর সুস্পষ্টরূপে (বাণী) পৌছে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো কিছু (দায়িত্ব) রাসূলের উপর নেই। ৫৫. আল্লাহ ওয়াদা দিচ্ছেন—তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং

إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; خَبِيرٌ-পূর্ণ খবরদার ; بِمَا-(ب+ما)-সে বিষয়ে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করে থাক। (৫৪) قُلْ-আপনি বলুন ; أَطِيعُوا اللَّهَ-তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ; وَ-এবং ; أَطِيعُوا الرَّسُولَ-আনুগত্য করো রাসূলের ; فَإِن-(ف+ان)-অতপর যদি ; تَوَلَّوْا-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; فَإِنَّمَا-(ف+انما)-তবে শুধুমাত্র ততটুকুই ; عَلَيْهِ-তার উপর দায়িত্ব ; مَا-যা ; حُمِّلَ-ন্যস্ত করা হয়েছে ; وَ-আর ; عَلَيْكُم-তোমাদের উপর দায়িত্ব ; مَّا-তাই যা ; حُمِّلْتُمْ-অর্পণ করা হয়েছে তোমাদের উপর ; وَ-আর ; إِن-যদি ; تُطِيعُوهُ-তা মেনে চল ; تَهْتَدُوا-সৎপথ পাবে ; وَ-আর ; مَا-নেই কোনো কিছু (দায়িত্ব) ; عَلَى-উপর ; الرَّسُولِ-রাসূলের ; إِلَّا-ছাড়া ; الْبَلَاغُ-(ال+بلغ)-পৌছে দেয়া ; الْمُبِينُ-সুস্পষ্টভাবে। (৫৫) وَعَدَ-ওয়াদা দিচ্ছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান আনে ; مِنكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; وَ-এবং ;

৮৩. এখানে মুনাফিকদেরকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের আনুগত্য সম্পর্কে কসম খাওয়াতে বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো কম বেশী হবে না। কারণ কাংখিত আনুগত্য সুপরিচিত আনুগত্য এবং সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। আর তা এমন সন্দেহপূর্ণ নয় যার জন্য কসম খেয়ে তাকে বিশ্বাসযোগ্য অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয়, তাদের মনোভাব ও কর্মনীতি গোপন থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কাজের ধারা দেখে আনুগত্যশীল লোক বলে তাদেরকে বুঝতে পারে। তাদের ব্যাপারে এমন সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশই থাকে না যে, কসম খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে।

৮৪. অর্থাৎ মুনাফিকদের বাহ্যিক বেশভূষা ও কাজকর্ম এবং এসব কসম খাওয়া দ্বারা মানুষ হয়ত ভুলতে পারে এবং তাদের প্রতারণা সফল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ

নেককাজ করে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে আধিপত্য দান করবেন যমীনে, যেমন আধিপত্য দান করেছিলেন তাদেরকে যারা

مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

তাদের আগে ছিল এবং তিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে মযবূত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন আর তিনি অবশ্যই বদলে দেবেন তাদের জন্য—

مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ

তাদের ভয়ের পর নিরাপত্তা দিয়ে ; তারা আমারই ইবাদাত করবে, তারা শরীক করবে না আমার সাথে কোনো কিছুকে[৮৫] ; আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে[৮৬]

عَمِلُوا-করে ; الصّٰلِحٰتِ-নেককাজ ; لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ-(ليستخلفن+هم)-তিনি অবশ্যই তাদেরকে আধিপত্য দান করবেন ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; كَمَا-যেমন ; اسْتَخْلَفَ-আধিপত্য দান করেছিলেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-ছিল তাদের আগে ; وَ-এবং ; لَيُمَكِّنَنَّ-তিনি মজবুত করবেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; دِيْنَهُمْ-(دين+هم)-তাদের দীনকে ; الَّذِى-যা ; ارْتَضٰى-তিনি পছন্দ করেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; وَ-আর ; لَيُبَدِّلَنَّهُمْ-(ليبدلن+هم)-তিনি অবশ্যই বদলে দেবেন তাদের জন্য ; مِنْۢ بَعْدِ-পর ; خَوْفِهِمْ-(خوف+هم)-তাদের ভয়ের ; اَمْنًا-(ভয়কে) নিরাপত্তা দিয়ে ; يَعْبُدُوْنَنِىْ-(يعبدون+نى)-তারা আমারই ইবাদাত করবে ; لَا يُشْرِكُوْنَ-তারা শরীক করবে না ; بِىْ-আমার সাথে ; شَيْـًٔا-কোনো কিছুকে ; وَ-আর ; مَنْ-যারা ; كَفَرَ-অকৃতজ্ঞ হবে ;

মুকাবিলায় তা কেমন করে সফল হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা শুধুমাত্র নয়, বরং মনের গহীনে লুক্কায়িত ইচ্ছা, চিন্তা ও আশা-আকাংখার খবরও রাখেন।

৮৫. ৫৫ আয়াতে যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ মুনাফিকদেরকে এ বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, খিলাফত দান করার যে ওয়াদা আল্লাহ দিয়েছেন তা সেসব মুসলমানের জন্য নয়। যাদের শুধুমাত্র আদমশুমারীর খাতায় মুসলমান হিসেবে নাম লেখা হয়েছে। বরং এমন মুসলমানদের জন্য খাঁটি ঈমানদার চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের অনুগত এবং সব ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর খাঁটি ইবাদাতকারী। যাদের মধ্যে এমন গুণ নেই এবং যারা মুখে ঈমানের দাবী করে তারা এ ওয়াদার আওতায় পড়ে না এবং তাদের জন্য এ ওয়াদা করা হয়নি। কাজেই তারা যেন এর আশা না রাখে।

কুরআন মাজীদে খিলাফত ও খিলাফত লাভ করাকে আল্লাহ তা'আলা তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ তিনটি অর্থের কোন্‌টি কোথায় প্রযোজ্য তা সংশ্লিষ্ট স্থানের পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

এর একটি অর্থ হলো—আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। এ অর্থ অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত মানব সন্তান দুনিয়াতে খিলাফতের আসনে সমাসীন।

দ্বিতীয় অর্থ—আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর শরয়ী বিধানের (প্রাকৃতিক বিধান নয়) আওতায় খিলাফতের ক্ষমতার ব্যবহার। এ অর্থের দিক থেকে সৎকর্মশীল মু'মিনরাই খলীফা হিসেবে গণ্য হয়। কারণ তারাই সঠিকভাবে খিলাফতের হক আদায় করে। অপরদিকে কাফির ও ফাসিক খলীফা নয়—তারা 'বিদ্রোহী'। কারণ তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাকে নাফরমানীর পথে ব্যবহার করে।

খিলাফতের তৃতীয় অর্থ—এক সময়ের বিজয়ী ও ক্ষমতাশালী জাতির পরে অন্য জাতি কর্তৃক তার স্থান দখল করা।

প্রথম দুটো অর্থ 'প্রতিনিধিত্ব' থেকে আর তৃতীয় অর্থটি 'স্থলাভিষিক্ত' থেকে এসেছে। 'খিলাফত' শব্দটির এ অর্থ আরবি ভাষায় সর্বজন পরিচিত।

আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি পরবর্তীকালে পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে তিনটি ওয়াদা দিয়েছিলেন (১) আপনার উম্মতকে দুনিয়ার খলীফা ও শাসনকর্তা বানানো হবে (২) আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামকে শক্তিশালী করা হবে। (৩) মুসলমানদেরকে এমন শৌর্যবীর্য দান করা হবে, যেন তাদের অন্তরে কোনো ভয়-ভীতি না থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম যুগে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন তথা সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামেন তাঁরই হাতে বিজিত হয়। তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতেক অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপঢৌকন পাঠান এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

অতপর খোলাফায়ে রাশিদূনের আমলে অনেক দেশ বিজিত হয়। সমগ্র মিসর ও পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়। কায়সার ও কিসরার রাজত্ব সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত দূর প্রাচ্য চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত মুসলমানদের খিলাফতের আওতায় চলে আসে। খিলাফতে উসমান-এর সময় ইসলামের বিজয় পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে। আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা উসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণতা লাভ করে।

৮৬. সাধারণত 'কুফরী করা' দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা বুঝায়। তবে এখানে 'কুফরী করা' সত্য অস্বীকার এবং নিয়ামত অস্বীকার উভয়ই হতে পারে। প্রথম অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রযোজ্য হবে মুনাফিকদের উপর, যারা আল্লাহর ওয়াদা শোনার পরও নিজেদের মুনাফিকী নীতি ছাড়ে না। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রযোজ্য হবে সেসব লোকদের উপর যারা খিলাফতের মতো নিয়ামত পাওয়ার পর সত্য থেকে বিচ্যুত হয়।

بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

তারপরও, তবে তারা—তারাই ফাসিক। ৫৬. আর তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও

وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

এবং আনুগত্য করো রাসূলের সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে। ৫৭. তোমরা এমন ধারণা করোনা যে, যারা কুফরী করছে তারা

مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

অক্ষম করে দেবে (সত্যকে) যমীনে, অথচ তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কতইনা মন্দ গন্তব্যস্থল।

بَعْدَ-পরও ; ذٰلِكَ-তার ; فَأُولٰٓئِكَ-তবে তারা ; هُمُ-তারাই ; الْفٰسِقُوْنَ-(ال+فسقون)-ফাসিক। ﴿٥٦﴾ وَ-আর ; أَقِيْمُوا-কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-ও ; اٰتُوا-দাও ; الزَّكٰوةَ-যাকাত ; وَ-এবং ; أَطِيْعُوا-আনুগত্য করো ; الرَّسُوْلَ-রাসূলের ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমাদের প্রতি ; تُرْحَمُوْنَ-রহমত বর্ষিত হবে। ﴿٥٧﴾ لَاتَحْسَبَنَّ-তোমরা ধারণা করো না যে, الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مُعْجِزِيْنَ-তারা (সত্যের) অক্ষমকারী ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-অথচ ; مَأْوٰىهُمُ-(ماوى+هم)-তাদের আশ্রয়স্থল ; النَّارُ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; لَبِئْسَ-তা কতই না মন্দ ; الْمَصِيْرُ-(ال+مصير)-গন্তব্যস্থল।

৭ম রুকূ' (৫১-৫৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. খাঁটি মু'মিনের ঈমান কখনো তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তথা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ তথা হাদীস ছাড়া অন্য কোথাও তার জীবনের যাবতীয় কাজের ফায়সালা চাইতে অনুমতি দেয় না।

২. মু'মিনকে যখন তার কোনো কাজের ফায়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর দিকে ডাকা হয় তখন তার কথা এটাই থাকবে 'আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম'।

৩. উপরোল্লিখিতভাবে যদি কোনো মু'মিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে, সে-ই সফল। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই।

৪. আমাদেরকে সফলতা লাভের জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর কাছে শর্তহীন আনুগত্য পোষণ করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. মুনাফিকরা রাসূলের সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদেরকে মু'মিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত ; কিন্তু তাদের মুখোশ দুনিয়াতেই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল ; আর আখিরাতে তো কিছু গোপন রাখার কোনো সুযোগই থাকবে না। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে মুনাফিকী দূর করতে হবে।

৬. একজন খাঁটি মু'মিনের ঈমান এবং নেক আমল দ্বারাই তাঁর আনুগত্যের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। তাই তার আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য কসমের প্রয়োজন পড়ে না।

৭. মিথ্যাকে কসম দ্বারা দুনিয়ার মানুষের সামনে হয়ত সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতেও তার গোমর ফাঁক হয়ে যায়। আখিরাতে তো তা গোপন রাখার কোনো সুযোগই থাকবে না।

৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফেরালে রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না ; কারণ তাঁর দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, আর তা তিনি যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার কারণে তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে।

৯. সঠিক পথ পেতে চাইলে রাসূলের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

১০. রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম দীনকে বিজয়ী করার পূর্বশর্ত পূরণ করেছিলেন তখনই আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছিল। আর দীন মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মুসলমানদের ভয়কে নিরাপত্তা দিয়ে বদলে দেয়া হয়েছিল।

১১. মুসলমানরা যখন আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ছেড়ে দিল, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে বাতিলের অনুসরণ-অনুকরণ শুরু করলো, আল্লাহ প্রদত্ত খিলাফতের মতো নিয়ামতের শোকর আদায় করলো না, তখনই তাদের অধপতন আরম্ভ হলো। বিজয়ীর আসন থেকে ছিটকে গিয়ে 'দীন' বিজীত হয়ে পড়ে থাকলো। ইসলাম তার পূর্ব মর্যাদা হারিয়ে ফেললো, শুধু তা-ই নয়, স্বদেশেও ইসলাম সমমর্যাদায় বহাল থাকলো না।

১২. ইসলামের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহকে যথার্থভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

১৩. কুরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে দুনিয়াতেই মুসলমানরা যেমন লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে আছে, আখিরাতেও নাজাতের আশা করা যায় না। সুতরাং আমাদেরকে আবার কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুসারী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

১৪. নামায ও যাকাতকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। তাই আমাদেরকে অন্ততপক্ষে এ দুটো বিধানকে সমাজে কায়েম করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৫. আমাদেরকে অবশ্যই দৃঢ়-বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কাফিরদের তৎপরতা যতই শক্তিশালী বলে মনে হোক না কেন, তারা কখনো আল্লাহকে এবং আল্লাহর সত্য-দীনকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

১৬. কাফিরদের শেষ ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿٥٨﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ,[৮৭] তারা যেন তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে যারা তোমাদের মালিকানাধীন দাস দাসী[৮৮], এবং যারা

لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

তোমাদের মধ্যে এখনো পৌছেনি বয়প্রাপ্ত অবস্থায়[৮৯] তিন সময়ে,—ফজরের নামাযের আগে ও তোমরা যখন খুলে রাখ

﴿٥٨﴾ يَـٰٓأَيُّهَا-ওহে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لِيَسْتَاْذِنْكُمُ-(ليستاذن+كم)-তারা যেন তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে ; الَّذِيْنَ-যারা ; مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَمْ يَبْلُغُوا-এখনো পৌছেনি ; الْحُلُمَ-(ال+حلم)-বয়প্রাপ্ত অবস্থায় ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; ثَلٰثَ-তিন; مَرّٰتٍ-সময়ে ; مِنْ قَبْلِ-আগে ; صَلٰوةِ-নামাযের ; الْفَجْرِ-ফজরের ; وَ-ও ; تَضَعُوْنَ-তোমরা যখন খুলে রাখ ;

৮৭. সূরার ২৭, ২৮ ও ২৯ আয়াতে কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করা হয়েছে। ঘরের মালিক পুরুষ হোক বা নারী এবং আগন্তুকও পুরুষ হোক বা নারী সকলের জন্যই এ বিধানকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিত লোকদের জন্য।

এখান থেকে আবার সেই সামাজিক বিধানের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হয়েছে। সূরার এ অংশটি আগের বিধানের কিছুদিন পর নাযিল হয়েছে।

৮৮. অধিকাংশ ফকীহদের মত অনুসারে এখানে মালাকাত আইমানুকুম দ্বারা দাস-দাসী উভয়কে বুঝানো হয়েছে। গোপনীয়তা ও নির্জনতার সময় দাস ও নিজেদের ছেলে মেয়েদের যেমন হঠাৎ করে সেই কক্ষে ঢুকে পড়া উচিত নয়, তেমনি দাসী চাকরাণীদের জন্য ঢুকে পড়া সংগত নয়। এ বিধান প্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের জন্য প্রযোজ্য।

৮৯. এ বিধান অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য। উভয়কে উল্লিখিত তিন সময়ে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে তাদের কক্ষে ঢুকার শিক্ষা তাদেরকে দিতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত ছেলে ও মেয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন। বয়ঃপ্রাপ্তদের মতো স্বপ্নদোষ হওয়া ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত বা চিহ্ন। আর মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আলামত হলো মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া। এ আয়াতের বিধানের উদ্দেশ্য হলো যতদিন ঘরের

ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلْثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ

তোমাদের পোষাক দুপুরে এবং ইশার নামাযের পরে ; এ তিনটি তোমাদের জন্য গোপনীয়তা ও নির্জনতার সময়,[৯০]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

তার (তিন সময়ের) পর নেই তোমার তোমাদের জন্য আর না তাদের জন্য কোনো দোষ,[৯১] তোমরাতো একে অপরের নিকট বারংবার আসা-যাওয়াকারী;[৯২]

ثِيَابَكُمْ-(ثياب+كم)-তোমাদের পোষাক ; مِّنَ الظَّهِيرَةِ-(من+ال+ظهيرة)-দুপুরে ; وَ-এবং ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; صَلَوةِ-নামাযের ; الْعِشَاءِ-ইশার ; ثَلْثُ-এ তিনটি ; عَوْرَتٍ-গোপনীয়তা ও নির্জনতার সময় ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; لَيْسَ-নেই ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-আর ; لَا-না ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; جُنَاحٌ-কোনো দোষ ; بَعْدَ-পর ; هُنَّ-তার ; طَوَّفُونَ-বারবার আসা যাওয়াকারী ; عَلَيْكُمْ-তোমরা ; بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একে ; عَلَى-নিকট ; بَعْضٍ-অপরের ;

ছেলেমেয়েরা যৌনচেতনা জাগার বয়সে না পৌঁছবে ততদিন তারা এ নিয়ম মেনেই চলবে। তারপর যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে যে নিয়ম মেনে চলতে হবে তার আলোচনা সামনের দিকে আসছে।

৯০. আয়াতে উল্লিখিত 'আওরাত' শব্দের অর্থ বাধা ও বিপদের জায়গা, এমন জিনিসকেও এ নামে আখ্যায়িত করা হয়, যা খুলে যাওয়া বা প্রকাশ হয়ে পড়া লজ্জার ব্যাপার। অর্থাৎ এ সময়গুলোতে তোমরা একাকী বা নিজের স্ত্রীর সাথে এমন অবস্থায় থাক যে, এ অবস্থায় তোমাদের চাকর চাকরাণী বা নিজেদের ছেলে মেয়ে হঠাৎ করে তোমাদের কাছে চলে যাওয়া সংগত নয়। কাজেই এ তিন সময়ে তারা যখন তোমাদের নির্জন বিশ্রামের স্থানে আসতে চায় তখন তাদের নির্দেশ দিয়ে রাখ, যেন তারা আগে তোমাদের অনুমতি নেয়।

৯১. অর্থাৎ এ তিন সময় ছাড়া অন্য যে কোনো সময় যদি তোমাদের চাকর-চাকরাণী বা তোমাদের ছেলেমেয়েরা তোমাদের নারী বা পুরুষের কাছে বিনা অনুমতিতে আসা যাওয়া করে তবে এতে তাদের বা তোমাদের কোনো দোষ হবে না। এ সময় যদি তোমরা অসতর্ক থাক, আর তারা বিনা অনুমতিতে তোমাদের কক্ষে এসে পড়ে এতে তাদেরকে তিরস্কার করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই। কারণ কাজের সময় তোমাদের নিজেদেরকে অসতর্ক রাখা তোমাদের বোকামী ছাড়া কিছু নয়। তবে তাদেরকে শিখিয়ে দেয়ার পরও তোমাদের গোপনীয়তা ও নির্জনতার উল্লিখিত তিন সময় যদি অনুমতি ছাড়া তোমাদের কক্ষে ঢুকে পড়ে তাহলে তারা দোষী হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের গোলাম, বাঁদী ও ছেলেমেয়েদেরকে এসব আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ শিক্ষা না দিয়ে থাকেন তবে তোমরা নিজেরাই গুনাহগার হবে।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَاِذَا بَلَغَ

এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৫৯. আর যখন পৌঁছে যায়

الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ

তোমাদের মধ্যেকার বালকরা সাবালকত্বে[৯৩] তখন তারাও যেন অনুমতি চেয়ে নেয়, যেমন অনুমতি চেয়ে নিয়েছিল তাদের আগে যারা ছিল তারা ;

كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يُبَيِّنُ-সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ- তোমাদের জন্য ; الْاٰيٰتِ-নিদর্শনসমূহ ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ- প্রজ্ঞাময়। ۞ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; بَلَغَ-পৌঁছে যায় ; الْاَطْفَالُ-(ال+اطفال)-বালকরা ; مِنْكُمْ -(من+كم)-তোমাদের মধ্যকার ; الْحُلُمَ-সাবালকত্বে ; فَلْيَسْتَاْذِنُوْا-(ف+ليستاذنوا) -তখন তারাও যেন অনুমতি চেয়ে নেয় ; كَمَا-যেমন ; اسْتَاْذَنَ-অনুমতি চেয়ে নিয়েছিল ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-ছিল, তাদের আগে ;

৯২. ছোট ছেলেমেয়ে ও চাকর-চাকরাণীদেরকে উল্লিখিত তিন সময় ছাড়া অন্য সময় বিনা অনুমতিতে আসার জন্য সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো—এদেরকে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে তোমাদের কাছে বারবার আসতে হয়। দিনের মধ্যে যতবার আসতে হয় তার জন্য বারবার অনুমতি চাওয়া বাস্তবসম্মত নয়। তাই তিন সময় ছাড়া অন্য সময় আসার সাধারণ অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে সময় নিজেদেরকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শরীয়তের বিধানগুলো মানুষের কোনো না কোনো প্রয়োজন ও কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

৯৩. অর্থাৎ তারা যখন বালেগ হয়ে যায়। আর ছেলেদের বালেগ হওয়ার চিহ্ন হলো স্বপ্নদোষ হওয়া এবং মেয়েদের বালেগ হওয়ার চিহ্ন হলো মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া। তবে কোনো কারণে বেশী বয়স পর্যন্ত এ ধরনের আলামত দেখা না যায়, তাদের বালেগ হওয়ার বয়স সীমার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ, ১৫ বছর বয়সকে ছেলে-মেয়েদের বালেগ বা সাবালকত্বের বয়স হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর বয়সকে সাবালকত্বের বয়স বলে উক্তি করেছেন। তবে এটা হলো ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের মাধ্যমে এ বয়স নির্ধারিত—কুরআন হাদীসের কোনো বক্তব্য এটা নয়। কারণ কুরআন হাদীসে সাবালকত্বের বয়স সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। সুতরাং যেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কারণে স্বপ্নদোষ ও ঋতুস্রাব যথা সময়ে প্রকাশ না পায় এবং যেসব দেশে দেরীতে উল্লিখিত চিহ্নগুলো প্রকাশ পায়। সেসব দেশের সর্বাধিক পরিমাণ বয়সের উপর গড় বৃদ্ধি ধরে তাকে সাবালকত্বের বয়স নির্ধারণ করতে হবে। সব দেশের জন্য সাবালকত্বের একটি বয়স নির্দিষ্ট করে দেয়া সঠিক হবে না। অতএব

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ

এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৬০. আর নারীদের মধ্য থেকে বৃদ্ধা[৯৪]

الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

যারা বিয়ের আশা রাখে না, তবে তাদের জন্য কোনো দোষ নেই—তাদের (শরীরের অতিরিক্ত) কাপড়-চোপড় খুলে রাখলে,[৯৫]

غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ۗ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ

(তাদের) সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী না হলে[৯৬] ; তবে (এ থেকে) তাদের বিরত থাকা তাদের জন্য উত্তম ; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬১. নেই

كَذٰلِكَ-এভাবে ; يُبَيِّنُ-সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর আয়াতসমূহ ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ৬০ وَ-আর ; الْقَوَاعِدُ-(ال+قواعد)-বৃদ্ধা ; مِنَ-মধ্য থেকে ; النِّسَآءِ-নারীদের ; الّٰتِيْ-যারা ; لَا يَرْجُوْنَ-আশা রাখে না ; نِكَاحًا-বিয়ের ; فَلَيْسَ-(ف+ليس)-তবে নেই ; عَلَيْهِنَّ-তাদের জন্য ; جُنَاحٌ-কোনো দোষ ; اَنْ يَّضَعْنَ-খুলে রাখলে ; ثِيَابَهُنَّ-তাদের (শরীরের অতিরিক্ত) কাপড়চোপড় ; غَيْرَ-না হলে ; مُتَبَرِّجٰتٍ-প্রদর্শনকারী ; بِزِيْنَةٍ-(তাদের) সৌন্দর্যের ; وَ-তবে ; اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ-(এ থেকে) বিরত থাকা ; خَيْرٌ-উত্তম ; لَّهُنَّ-তাদের জন্য ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ৬১ لَيْسَ-নেই ;

বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ সে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব এবং সেদেশের ছেলেমেয়েদের সাবলাকত্বের স্বাভাবিক বয়স ইত্যাদি বিচার করে সেসব ছেলেমেয়ের সাবলকত্বের বয়স নির্ধারণ করবেন, যাদের কোনো অস্বাভাবিক কারণে স্বপ্নদোষ বা ঋতুস্রাব যথাসময়ে প্রকাশ না পায়।

৯৪. এখানে 'কাওয়ায়িদ' শব্দের অর্থ 'বসে যাওয়া মহিলাগণ' যারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে, যে বয়সে পৌঁছলে সন্তান জন্ম দেয়ার আশা আর করা যায় না। মহিলাদের এ বয়সে সাধারণত যৌন কামনা থাকে না। আর তাকে দেখে পুরুষের মধ্যেও কোনো যৌন আবেগ সৃষ্টি হয় না।

৯৫. অর্থাৎ যেসব অতিরিক্ত কাপড় বা চাদর বা ওড়না হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেসব কাপড় খুলে রাখলে কোনো গুনাহ হবে না। এটা ফকীহদের সর্বসম্মত মত। এখানে সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে যাওয়ার অর্থ নেয়া সঠিক হতে পারে না।

عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا

কোনো দোষ অন্ধের জন্য, আর খোঁড়ার জন্য কোনো দোষ নেই, আর রোগীর জন্য কোনো দোষ নেই এবং নেই (কোনো দোষ)

عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ

তোমাদের নিজেদের জন্যও যে, তোমরা খাবে তোমাদের নিজেদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে অথবা তোমাদের মায়েদের ঘরে

اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ

অথরা তোমাদের ভাইদের ঘরে অথবা তোমাদের বোনদের ঘরে অথবা তোমাদের চাচাদের ঘরে অথবা

بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ

তোমাদের ফুফুদের ঘরে অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে অথবা তোমাদের খালাদের ঘরে অথবা তোমাদের মালিকানায় আছে যার

; لَا-নেই ; وَّ-আর ; حَرَجٌ-কোনো দোষ ; الْأَعْمٰى-(ال+اعمى)-অন্ধের ; عَلٰى-জন্য ; لَا-নেই ; وَّ-আর ; حَرَجٌ-কোনো দোষ ; الْأَعْرَجِ-(ال+اعرج)-খোঁড়ার ; عَلٰى-জন্য ; عَلٰى ; لَا-নেই ; وَّ-এবং ; حَرَجٌ-রোগীর কোনো দোষ ; الْمَرِيْضِ-(ال+مريض) ; عَلٰى-জন্য ; اَنْفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; اَنْ-যে ; تَاْكُلُوْا-তোমরা খাবে; مِنْ بُيُوْتِكُمْ-(من+بيوت+كم)-তোমাদের নিজেদের ঘরে ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; اٰبَآئِكُمْ-(ابآء+كم)-তোমাদের পিতাদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; اُمَّهٰتِكُمْ-(امهات+كم)-তোমাদের মায়েদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; اِخْوَانِكُمْ-(اخوان+كم)-তোমাদের ভাইদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; اَخَوٰتِكُمْ-(اخوات+كم)-তোমাদের বোনদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; اَعْمَامِكُمْ-(اعمام+كم)-তোমাদের চাচাদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; عَمّٰتِكُمْ-(عمات+كم)-তোমাদের ফুফুদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; اَخْوَالِكُمْ-(اخوال+كم)-তোমাদের মামাদের ; اَوْ-অথবা ; بُيُوْتِ-ঘরে ; خٰلٰتِكُمْ-(خلت+كم)-তোমাদের খালাদের ; اَوْ-অথবা ; مَا مَلَكْتُمْ-তোমাদের মালিকানায় আছে যার ;

৯৬. অর্থাৎ 'সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী না হওয়া'। 'তাবাররুজ' অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শনী করা। এ অর্থে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা তখনি প্রয়োগ করা হয় যখন তারা পুরুষদের সামনে

مَفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۭ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ۭ

চাবিগুলো অথবা তোমাদের বন্ধুদের (ঘরে)[৯৭] ; তোমাদের কোনো দোষ নেই যে, তোমরা একত্রে খাবে অথবা আলাদা আলাদা[৯৮]

مَفَاتِحَهٗ-(مفاتح+ه)-চাবিগুলো ; اَوْ-অথবা ; صَدِيْقِكُمْ-(صديق+كم)-তোমাদের বন্ধুদের (ঘরে) ; لَيْسَ-নেই ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ; جُنَاحٌ-কোনো দোষ ; اَنْ-যে ; تَاْكُلُوْا-তোমরা খাবে ; جَمِيْعًا-একত্রে ; اَوْ-অথবা ; اَشْتَاتًا-আলাদা আলাদা ;

নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়ায়। অতএব আয়াতের অর্থ হবে —চাদর বা ওড়না নামিয়ে রাখার অনুমতি সেসব বয়স্কা মহিলাদের জন্য যাদের সাজ-সজ্জা করার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও যাদের মধ্যে এখনও যৌন আবেগ অনুভূতি জাগ্রত থাকে তাদের জন্য এ অনুমতি নেই।

৯৭. এ আয়াতে প্রথমে অন্ধ, খোঁড়া ও রুগ্ন ইত্যাদি অক্ষম মানুষের কথা বলা হয়েছে। পরে সাধারণ লোকদের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের নৈতিক শিক্ষা আরববাসীদের মনে যে বিপন্ন সৃষ্টি করেছিল তার ফলশ্রুতিতে তারা হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয-এর ব্যাপারে ভীষণভাবে সংবেদনশীল তথা সচেতন হয়ে উঠেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, যখন "তোমরা তোমাদের একে অন্যের সম্পদ নাজায়েয পথে খেয়ো না" এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন লোকেরা একে অন্যের বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলো। এমনকি দাওয়াতদাতা আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব হলেও তার দাওয়াত ও অনুমতি আইনগত শর্ত অনুযায়ী না হলে আত্মীয় ও বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া জায়েয মনে করতো না।

অতপর নিজেদের ঘরে খাওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে, তা অনুমতি দেয়ার জন্য নয় ; বরং একথা বুঝানোর জন্য যে, তোমাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের ঘরে খাওয়ার জন্য তেমনি কোনো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই, যেমন তোমাদের নিজেদের ঘরে খাওয়ার জন্য কোনো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

সুতরাং আয়াতের অর্থ এবার সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অক্ষম ব্যক্তি যেমন নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সকলের ঘর ও সব জায়গায় খেতে পারে—তার অক্ষমতাই সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেয়। তাই যেখান থেকেই সে খাবার জিনিস পাবে তা তার জন্য জায়েয হবে। একইভাবে সাধারণ লোকেরাও তাদের নিজেদের ঘরের মতো আয়াতে উল্লিখিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ঘরে বিনা অনুমতিতে শর্তহীনভাবে খেতে পারে। তারা যদি উল্লিখিত আত্মীয়-স্বজনের ঘরে যায় এবং ঘরের মালিকের অনুপস্থিতিতে তাদের ছেলেমেয়েরা যদি কোনো খাবার নিয়ে আসে। তাহলে তারা নিঃসংকোচে তা খেতে পারে।

আত্মীয়-স্বজনদের নামোল্লেখের সাথে নিজের সন্তানদের নামোল্লেখ এজন্য করা হয়নি যে, নিজের সন্তানদের ঘরতো নিজেরই ঘর হয়ে থাকে। আর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অনুপস্থিতিতে

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً

তবে যখন তোমরা ঘরে ঢুকতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের আপনজনদের প্রতি সালাম করবে, দোয়া হিসেবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময়

طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

পবিত্র ; এভাবেই আল্লাহ তাআলা আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

فَإِذَا-(ف+اذا)-তবে যখন ; دَخَلْتُمْ-ঢুকতে যাবে ; بُيُوتًا-ঘরে ; فَسَلِّمُوا-(ف+سلموا)-তখন তোমরা সালাম করবে ; عَلَىٰ-প্রতি ; أَنفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের আপনজনদের ; تَحِيَّةً-দোয়া হিসেবে ; مِّنْ-থেকে ; عِندِ-পক্ষ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; مُبَارَكَةً-বরকতময় ; طَيِّبَةً-পবিত্র ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; يُبَيِّنُ-সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْآيَاتِ-আয়াতসমূহ ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-যাতে তোমরা ; تَعْقِلُونَ-তোমরা বুঝতে পার।

তাদের মেহমান বন্ধুরা যদি তাদের সবকিছু খেয়েও চলে যায়, তাহলে তারা অসন্তুষ্টতো হবেই না বরং অত্যন্ত খুশীই হবে।

৯৮. প্রাচীন আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার রীতি-নীতিতে বেশ পার্থক্য ছিল। কিছু কিছু গোত্র সবাই মিলে এক জায়গায় একই পাত্রে বসে খাওয়াকে অপছন্দ করতো, যেমন আমাদের দেশের হিন্দুদের মধ্যে এ রীতি দেখা যায়। আবার কিছু কিছু গোত্র এমন ছিল যে, তারা একাকী আলাদা আলাদা পাত্রে খাওয়াকে পছন্দ করতো না। এমনকি এমন লোকও ছিল যাদের সাথে বসে খাওয়ার লোক না পেলে তারা অভুক্ত থাকতো। এ ধরনের সামাজিক বিধি-বিধানকে খতম করে দেয়ার জন্যই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৮ম রুকূ' (৫৮-৬১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নারী ও পুরুষের জন্য তিনটি সময় হলো একান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নির্জনতার সময়—ফজরের আগে; দুপুরে বিশ্রামের সময়, ইশার নামাযের পরে।

২. উপরোক্ত তিন সময়ে নিজেদের দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে কারো জন্যই বিনা অনুমতিতে ঘরের কর্তা-কর্ত্রীর ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৩. উল্লিখিত তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়গুলোতে উল্লিখিত দাস-দাসী বা ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত কক্ষে বিনা অনুমতিতে যাওয়া আসা করাতে কোনো দোষ নেই।

৪. ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে পিতা-মাতার কক্ষে বা অন্য কোনো মুহাররাম আত্মীয়-স্বজনের ঘরে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।

৫. দাস-দাসী ও নাবালেগ সন্তান-সন্ততিদেরকে এসব রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান-দান করা পরিবারের কর্তা-কর্ত্রীর দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

৬. ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো স্বপ্নদোষ হওয়া এবং মেয়েদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া।

৭. বৃদ্ধা মহিলাদের ওড়না বা চাদর খুলে রাখা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। তবে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করার মনোভাব থাকতে পারবে না। তবে এটা থেকেও বিরত থাকা তাদের জন্য উত্তম।

৮. অন্ধ, খোঁড়া বা রোগীদের সাথে বসে খাওয়া কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়।

৯. আত্মীয়-স্বজনের ঘরে তাদের বিনা অনুমতিতে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়।

১০. অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের ঘরে এবং যে আত্মীয়-স্বজনের ঘরের চাবি রয়েছে, তাদের ঘরে তাদের বিনা অনুমতিতে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করাতেও কোনো দোষের কিছু নয়।

১১. ৬১ আয়াতে উল্লিখিত আত্মীয়-স্বজন বা অন্ধ, খোঁড়া বা রোগীদের সাথে একই পাত্রে খাওয়া বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে খাওয়াতেও কোনো দোষের কাজ নয়।

১২. প্রত্যেকের উচিত তারা যখন বাইরে থেকে ঘরে আসবে, তখন ঘরে যারা আছে, তাদেরকে সালাম জানাবে—এটা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া। এরূপ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও পবিত্রতা লাভের উপায়।

১৩. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সুখময় করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা এবং সবাইকে এসব বিধি-বিধানের অনুশীলন করা কর্তব্য। এতে রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভের গ্যারান্টি।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৩

﴿٦٢﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ

৬২. মু'মিন[৯৯] শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যখন তারা একত্রিত হয় তাঁর (রাসূলের) সাথে

عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ

কোনো সামষ্টিক কাজের ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না, যতক্ষণ না তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে[১০০] ; নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকট অনুমতি চায়

﴿٦٢﴾ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিন তারাই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُولِهِ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ-এবং ; إِذَا-যখন ; كَانُوا-তারা একত্রিত হয় ; مَعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; عَلَىٰ-ব্যাপারে ; أَمْرٍ-কোনো কাজের ; جَامِعٍ-সামষ্টিক ; لَّمْ يَذْهَبُوا-তখন তারা চলে যায় না ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; يَسْتَأْذِنُوهُ-(يستاذنوا+ه)-তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; يَسْتَأْذِنُونَكَ-(يستاذنون+ك)-আপনার নিকট অনুমতি চায় ;

৯৯. আহযাব যুদ্ধের সময় এ আয়াত নাযিল হয়। আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (স) এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরীখা খনন করেন। এজন্য এ যুদ্ধকে 'খন্দকের যুদ্ধ'ও বলা হয়। এ যুদ্ধ হিজরী ৫ম সালের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।—কুরতুবী

এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, রাসূল (স) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক কাজে মুসলমানদেরকে একত্রিত হওয়ার জন্য বলেন, তখন ঈমানের দাবী হলো সকলের একত্রিত হওয়া। মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা আগের চেয়ে মজবুত করে দেয়ার জন্য এখানে শেষ নির্দেশাবলী দেয়া হচ্ছে।

১০০. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডাকে সামষ্টিক কাজে একত্রিত হওয়ার পর তাঁর অনুমতি ছাড়া সমাবেশ থেকে চলে যাওয়া কোনোমতেই জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থার আমীরগণের আনুগত্যের ব্যাপারেও একই বিধান। কোনো সামরিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা শান্তি যে কোনো সময় মুসলমানদের যখন একত্র করা হয়, তখন আমীরের অনুমতি ছাড়া ফিরে যাওয়া বা ছড়িয়ে পড়া বৈধ নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

তারাই ওরা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে ; অতএব যখন তারা নিজেদের কোনো কাজের জন্য (বাইরে যেতে) আপনার অনুমতি চাইবে[১০১]

فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

তখন তাদের মধ্যে যাকে চান আপনি অনুমতি দিন[১০২] এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ;[১০৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

﴿٦٣﴾ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ

৬৩. তোমরা রাসূলের আহবানকে তোমাদের মধ্যকার একে অপরকে ডাকার মত গণ্য করো না[১০৪] ; নিঃসন্দেহে জানেন

أُولَٰئِكَ-তারাই এরা ; الَّذِينَ-যারা ; يُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُولِهِ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; فَإِذَا-(ف+اذا)-অতএব যখন ; اسْتَأْذَنُوكَ-(استاذنوا+ك)-আপনার অনুমতি চাইবে ; لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ-(ل+بعض+شان+هم)-নিজেদের কোনো কাজের জন্য ; فَأْذَنْ-(ف+اء ذن)-তখন আপনি অনুমতি দিন; لِمَنْ-যাকে ; شِئْتَ-আপনি চান ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; وَ-এবং ; اسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; اللَّهَ-আল্লাহর দরবারে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু। ﴿٦٣﴾ لَا تَجْعَلُوا-তোমরা গণ্য করো না ; دُعَاءَ-আহবানকে ; الرَّسُولِ-রাসূলের ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যকার ; كَدُعَاءِ-(ك+دعاء)-ডাকার মতো ; بَعْضِكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একে; بَعْضًا-অপরকে ; قَدْ يَعْلَمُ-নিসন্দেহে জানেন ;

১০১. অর্থাৎ কোনো যথার্থ সংগত কারণ ছাড়া ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া বৈধ নয়। তবে যদি কোনো প্রকৃত কারণ দেখা দেয়, তাহলে আমীরের নিকট অনুমতি চাইতে হবে। অনুমতি পাওয়া গেলে তবেই যাওয়া যাবে।

১০২. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কারণ বর্ণনার পর অনুমতি দেয়া বা না দেয়া তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি যদি মনে করেন যে, সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি প্রার্থনাকারীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন থেকে সামষ্টিক প্রয়োজন বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে অনুমতি না দেয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে। এমতাবস্থায় একজন মু'মিনের কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। ইসলামী জামায়াতের আমীরের অবস্থানও এর সমপর্যায়ের।

১০৩. যারা অনুমতি চাইবে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার মধ্যে যেন তোমাদের কোনো চালবাজী না থাকে এবং সামগ্রিক প্রয়োজন থেকে ব্যক্তি

اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ

আল্লাহ তাদেরকে, যারা তোমাদের মধ্যে চুপে চুপে আড়াল হয়ে সরে পড়ে[১০৫] ; অতএব তাদের ভয় রাখা উচিত, যারা বিরুদ্ধাচরণ করে

اللهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يَتَسَلَّلُوْنَ-চুপে চুপে সরে পড়ে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; لِوَاذًا-আড়াল হয়ে ; فَلْيَحْذَرِ-(ف+ليحذر)-অতএব ভয় রাখা উচিত ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يُخَالِفُوْنَ-বিরুদ্ধাচরণ করে ;

প্রয়োজন যেন প্রাধান্য না পায়। এ রকম হলে তা গোনাহ হবে। অতএব রাসূল (স) অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অথবা ইসলামী জামায়াতের আমীরকে শুধু অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না ; বরং যাকেই অনুমতি দেয়া হবে সাথে সাথে একথাও বলে দেবেন যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন।

১০৪. এ আয়াতে দোয়া (دعاء) শব্দের বিভিন্ন অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে دعاء الرسول দ্বারা তিনটি অর্থ হতে পারে। এবং তিনটি অর্থই এখানে খাপ খায়।

প্রথমত دعاء الرسول অর্থ-'রাসূলুল্লাহ (স) যখন কাউকে ডাকেন।' তখন আয়াতের অর্থ হবে—রাসূলুল্লাহ (স) যখন তোমাদেরকে ডাকেন, তখন তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ডাকার মত গুরুত্বহীন মনে করো না। তোমাদের পরস্পরের ডাকে সাড়া দেয়া বা না দেয়ার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু রাসূলের ডাকে সাড়া না দিলে বা সাড়া না দেয়ার সামান্যতম ইচ্ছা মনে পোষণ করলে ঈমান বিপন্ন হয়ে যাবে। কারণ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া ফরয। আয়াতের ভাবধারার সাথে এ অর্থই অধিক সামঞ্জস্যশীল।

দ্বিতীয়ত, এর অর্থ "রাসূলের দোয়া করা"। তখন আয়াতের অর্থ হবে—রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াকে তোমাদের সর্বসাধারণের দোয়ার মতো মনে করো না। তিনি যদি খুশী হয়ে তোমাদের জন্য দোয়া করেন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কিছু হতে পারে না। আর তিনি যদি নারাজ হয়ে বদদোয়া করেন, তাহলে তোমাদের দুনিয়া আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, এর অর্থ 'রাসূলকে ডাকা'। এতে আয়াতের অর্থ হবে—তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাকো, রাসূলকে সেভাবে ডাকা তোমাদের উচিত নয়। তোমরা একে অপরকে নাম ধরে উচ্চৈস্বরে ডাকতে পার ; কিন্তু রাসূলকে সেভাবে ইয়া মুহাম্মদ (স) বলে ডাকবে না, এটা চরম বেআদবী ; বরং সম্মানসূচক উপাধী দ্বারা ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলে মার্জিত স্বরে তাঁকে ডাকবে। তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। তাঁর কোনো প্রকার অসম্মান বা তাঁর প্রতি বেআদবীর জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

১০৫. এটা ছিল মুনাফিকদের চরিত্র যে, যখন ইসলামের সামষ্টিক কোনো কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) ডাক দিতেন তখন তারা বিরক্তি সহকারে আসতো. কিন্তু কোনো এক ফাঁকে চুপিসারে তারা সটকে পড়তো।

عَنْ أَمْرِهٖٓ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ

তাঁর আদেশের—তাদের উপর বিপর্যয় এসে পড়ার[১০৬] অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রাস করার। ৬৪. জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ

যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে ; তোমরা যে নীতির উপর আছো তিনি (আল্লাহ) নিঃসন্দেহে তা জানেন ; আর যেদিন তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে

إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

তাঁর দিকে, তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা করে এসেছে ; আর আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল জানেন।

عَنْ أَمْرِهٖ-(عن+امر+ه)-তাঁর আদেশের ; أَنْ تُصِيبَهُمْ-(ان تصيب+هم)-তাদের উপর এসে পড়ার ; فِتْنَةٌ-বিপর্যয় ; أَوْ-অথবা ; يُصِيبَهُمْ-(يصيب+هم)-তাদেরকে গ্রাস করার ; عَذَابٌ-আযাব ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٦٤﴾ أَلَآ-জেনে রেখো ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; لِلّٰهِ-আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে ; مَا-যা কিছু ; فِي السَّمٰوٰتِ-আছে আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; قَدْ يَعْلَمُ-তিনি নিসন্দেহে জানেন ; مَا-তা, যে নীতির ; أَنْتُمْ-তোমরা আছো ; عَلَيْهِ-উপর ; وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يُرْجَعُونَ-তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে ; إِلَيْهِ-তাঁর দিকে ; فَيُنَبِّئُهُمْ-(ف+ينبئو+هم)-তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-যা কিছু ; عَمِلُوا-তারা করে এসেছে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِكُلِّ-(ب+كل)-প্রত্যেকটি সম্পর্কে ; شَيْءٍ-বিষয় ; عَلِيمٌ-খুব ভাল জানেন।

১০৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত বিধান বাস্তবায়ন না করলে মুসলমানদের উপর যেসব বিপর্যয় আসতে পারে, তা হলো—পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ, নৈতিক অবক্ষয়, জামায়াতী ব্যবস্থায় বিশৃংখলা, আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, রাজনৈতিক ও বস্তুগত শক্তি ভেঙ্গে পড়া ও বিজাতীর অধীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেছেন যে, মুসলমানরা যদি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক আনীত আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে তাহলে তাদের উপর যালেম ও স্বৈরাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে।

৯ম রুকূ' (৬২-৬৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কোনো সামগ্রিক কাজে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে যারা সাড়া দেয় এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া ফিরে যায় না তারা মু'মিন।

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিরোধানের পর খলীফাতুল মুসলিমীন খলিফাতুর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে না যাওয়াও মু'মিনদের জন্য ফরয।

৩. খিলাফতে রাশেদার পরে যেহেতু মুসলিম উম্মাহর একক কেন্দ্রীয় খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই ; এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে খিলাফতের পূর্ণাঙ্গ লক্ষে গঠিত জামায়াতের যিনি আমীর হবেন, তাঁর আনুগত্য করা জামায়াতভুক্ত লোকদের জন্য ফরয।

৪. বিশ্ব-মুসলিমের বর্তমান অবস্থায় যেহেতু কোনো একক জামায়াত মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে নেই, তাই যে দেশে যে জামায়াত বা দল দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষে গঠিত হয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দল পরিচালনা করছে, সে দেশে সেই দলের আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য ফরয।

৫. আর তাই ইসলামী জামায়াত বা দলের প্রধান যখন কোনো সামষ্টিক কাজে আহ্বান করবেন, তখন মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে ফিরে আসা যাবে না।

৬. ইসলামী দলের প্রধানের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য মার্জিত আচরণ করতে হবে এবং কখনো উচ্চকণ্ঠে কথা বলা যাবে না।

৭. রাসূলের নির্দেশ অমান্য করলে যেমন বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয় আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়, তেমনি খাঁটি ইসলামী দলের প্রধানের নির্দেশ অমান্যের কারণেও বিপর্যয় আসা স্বাভাবিক।

৮. আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আসমান-যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা, মনের গভীরের গোপন ইচ্ছা-বাসনা সবই তিনি জানেন। আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তখন আমাদের সকল কাজের রেকর্ড আমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। সেই দিনটির কথা স্মরণে রেখেই আমাদের জীবনযাপন করতে হবে।

❒
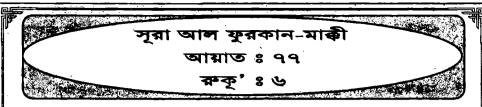
নামকরণ

কুরআন মাজীদের অন্য অনেক সূরার মতো আলামত বা চিহ্ন হিসেবে সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত আল ফুরকান শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ সূরার নামের সাথে এর আলোচ্য বিষয়ে একটি সম্পর্ক রয়েছে যা আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নাযিলের সময়কাল

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো—কুরআন মাজীদের মাহাত্ম্য, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা এবং কাফির, মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব দান করা। অতপর সত্যের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

অবশেষে মু'মিনদের নৈতিক গুণাবলীর একটি রূপখো অংকন করে দিয়ে সেই মানদণ্ডে খাঁটি ও ভেজাল যাঁচাই করার জন্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষার আলোকে গড়া উন্নত চরিত্রের লোকেরা এবং আগামীতে যাদেরকে উক্ত শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে তারা—অন্যদিকে আরবের বিদ্যমান আদর্শ যাতে আরববাসীরা অভ্যস্ত এবং যাকে জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকরা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য চেষ্টারত। এ দুটো আদর্শের মধ্যে কোন্টা সাধারণ আরববাসীরা গ্রহণ করবে তার সিদ্ধান্ত তাদেরকেই নিতে হবে। অতপর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আরববাসীরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে।

❒
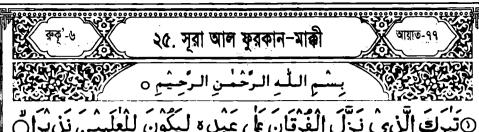
① تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ○

১. তিনি কত মহান[১] যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি ফুরকান[২] নাযিল করেছেন[৩], যাতে তিনি (তাঁর বান্দাহ) বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।[৪]

① تَبٰرَكَ-তিনি (আল্লাহ) কত মহান ; الَّذِىْ-যিনি ; نَزَّلَ-নাযিল করেছেন ; الْفُرْقَانَ-(ال+فرقان)-ফুরকান ; عَلٰى-প্রতি ; عَبْدِهٖ-(عبد+ه)-তাঁর বান্দাহর ; لِيَكُوْنَ-যাতে তিনি হতে পারেন ; لِلْعٰلَمِيْنَ-(ل+ال+عالمين)-বিশ্ব-জগতের জন্য ; نَذِيْرًا-সতর্ককারী।

১. 'তাবারাকা' শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তাই এক-দুই শব্দে এর অর্থ করা সম্ভব নয় এমনকি এক বাক্যেও এর অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করা কঠিন। 'তাবারাকা' শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন শব্দটি দ্বারা অনেক অর্থই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন—

এক ঃ তিনি মহা দয়াময় ও সর্বজ্ঞ ; কেননা তিনি নিজের বান্দাকে 'ফুরকানের' মতো মহান নিয়ামত দান করে দুনিয়াবাসীকে তা জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই ঃ তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশালী ও সম্মানীয় ; কেননা আসমান ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁর।

তিন ঃ তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ; কেননা তিনি শিরক থেকে মুক্ত। তাঁর সমজাতীয়, তাঁর সত্তার কোনো নযীর ও সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই, তাই তাঁর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই।

চার ঃ তিনি অত্যন্ত উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ; কেননা আসমান-যমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁর। তাঁর ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই।

পাঁচ ঃ তিনি পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম শক্তির অধিকারী ; কেননা তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী।

২. 'ফুরকান' দ্বারা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ আলাদা আলাদা করা, সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করা। আর এর অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিসও হতে পারে। কুরআন মাজীদকে 'ফুরকান' বলা হয়েছে। যেহেতু আল কুরআন হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা এবং আলো ও অন্ধকার এর মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে।

৩. 'নায্‌যালা' অর্থ ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু করে নাযিল করা। কুরআন মাজীদকে ২৩ বছরে ক্রমান্বয়ে প্রয়োজন অনুপাতে একটু একটু করে নাযিল করা হয়েছে।

﴿٢﴾ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

২. যার অধিকারে রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব[৫] এবং তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি[৬], আর তাঁর নেই

②الَّذِىْ-যার ; لَـهٗ-অধিকারে রয়েছে ; مُلْكُ-রাজত্ব ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; لَمْ يَتَّخِذْ-তিনি গ্রহণ করেননি ; وَلَدًا-সন্তান ; وَّ-আর ; لَمْ يَكُنْ-নেই ; لَـهٗ-তাঁর ;

৪. 'নাযীর' অর্থ সতর্ককারী। অর্থাৎ গাফলতী ও গুমরাহীর মন্দ পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী এর দ্বারা আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স) উভয়কে বুঝানো হয়েছে। উভয়ই বিশ্ববাসীকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য এসেছে, উভয়ের লক্ষ এক ও অভিন্ন। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কুরআনের দাওয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাত কোনো একটি দেশের লোক বা কোনো একটি ভাষাভাষি লোকের জন্য নয় ; বরং সারা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য। এটা কোনো যুগের জন্যও নির্দিষ্ট নয় বরং নাযিলের পর থেকে নিয়ে পরবর্তী সকল দেশ ও সকল মানুষের জন্য।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাত যে, বিশ্ববাসীর জন্য তা কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরা আ'রাফ-এর ১৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"হে মানুষ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত।"

সূরা আল-আন'আম-এর ৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে, যেন আমি সতর্ক করে দেই এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছে তাদেরকে।"

সূরা সাবা'র ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"

হাদীসেও সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আমাকে সাদা ও কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।"

"প্রথমে একজন নবীকে বিশেষ করে তাঁর নিজের জাতির কাছেই পাঠানো হতো কিন্তু আমি সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি।"

৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁর জন্যই। এটা তাঁর অধিকার—এটা তাঁর জন্যই নির্ধারিত। এতে অন্য কারও অধিকার বা অংশ নেই।

৬. অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কারও বা কোনো কিছুর বংশীয় সম্পর্ক নেই। বিশ্ব-জাহানে এমন কোনো সত্তা নেই, যার সাথে আল্লাহর বংশীয় সম্পর্কের কারণে সে-ও ইলাহ' হওয়ার অধিকার বা মর্যাদা লাভ করতে পারে। সুতরাং যেসব মুশরিক মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশেতাকে

شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝ وَاتَّخَذُوْا

কোনো শরীক রাজত্বে[৭] এবং তিনিই প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাকদীর।[৮] ৩. অথচ তারা বানিয়ে নিয়েছে

مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ

তাঁর পরিবর্তে এমনসব 'ইলাহ' যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারাই নিজেরাই সৃষ্ট[৯] এবং তারা কোনো ক্ষমতা রাখেনা তাদের নিজেদের

شَرِيْكٌ-শরীক ; فِي الْمُلْكِ-রাজত্বে ; وَ-এবং ; خَلَقَ-তিনিই সৃষ্টি করেছেন ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বস্তু ; فَقَدَّرَهٗ-(ف+قدر+ه)-নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার ; تَقْدِيْرًا-তাকদীর। ③ وَ-অথচ ; اتَّخَذُوْا-তারা বানিয়ে নিয়েছে ; مِنْ دُوْنِهٖٓ-(من+دون+ه)-তার পরিবর্তে ; اٰلِهَةً-এমন সব ইলাহ ; لَّا يَخْلُقُوْنَ-যারা সৃষ্টি করতে পারে না ; شَيْـًٔا-কোনো কিছু ; وَ-বরং ; هُمْ-তারা ; يُخْلَقُوْنَ-নিজেরাই সৃষ্ট ; وَ-এবং ; لَا يَمْلِكُوْنَ-তারা কোনো ক্ষমতা রাখে না ; لِاَنْفُسِهِمْ-(ل+انفس+هم)-তাদের নিজেদের ;

আল্লাহর সন্তান মনে করে তাদেরকে দেবতা বা উপাস্য হিসেবে গণ্য করে, তারা অবশ্যই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'আলা একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর একাকীত্ব ও নির্জনতার জন্য তিনি ভয়ে ভীত নন, অথবা এ একাকীত্ব দূরীকরণে তিনি সন্তান লাভের জন্য উদগ্রীবও নন, অথবা সবার পরে কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী করার প্রয়োজন হবে—এমন কিছুও নয়। অতএব যেকোনো কারণকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর সন্তান গ্রহণের আকীদা পোষণ করা মহামূর্খতা, বেআদবী ও বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে।

৭. অর্থাৎ তাঁর বাদশাহী, রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বে যেহেতু অন্য কারো অংশ নেই, সুতরাং তাঁর 'ইলাহ' হওয়ার ব্যাপারেও কারো কোনোরূপ অংশ নেই। তাই তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। থাকতে পারে না। কারণ শক্তি ক্ষমতাহীন কোনো সত্তা যে কারো কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, বিপদে যে কাউকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা রাখে না কেউ তাকে 'ইলাহ' মানতে পারে না।

৮. অর্থাৎ 'তিনি সৃষ্টির পর প্রত্যেক জিনিসের জন্য যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন ?' আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক জিনিসকে অস্তিত্বে এনেই ছেড়ে দেননি, বরং প্রত্যেকটি জিনিষকে তার আকার-আকৃতি দৈহিক সৌন্দর্য, শক্তি-যোগ্যতা-গুণ-বৈশিষ্ট্য, স্থায়িত্বের সময়কাল, উত্থান ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয়াবলী সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারপর যেসব কার্যকারণ, উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টি তার উপর আরোপিত কাজ-কর্ম করে যাচ্ছে, তা-ও তিনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের মধ্যেই তাওহীদের সমগ্র শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। মানুষের মনে তাওহীদের পূর্ণ ধারণা দেয়ার জন্য এ আয়াতটি

ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ④ وَقَالَ الَّذِيْنَ

কোনো ক্ষতি করার, আর না কোনো উপকার করার, আর তারা কোনো ক্ষমতা রাখেনা মৃত্যু দেয়ার, আর না জীবন দেয়ার এবং রাখেনা কোনো ক্ষমতা পুনরুজ্জীবনের উপর।[১০] ৪. আর তারা বলে—যারা

كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ

কুফরী করেছে—"এ কুরআন তো মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, যা সে নিজে রচনা করে নিয়েছে এবং সে ব্যাপারে তাকে অন্য কোনো কাওম সাহায্য করেছে"; এভাবে তারা (কাফিররা) নিঃসন্দেহে উপনীত হয়েছে

ضَرًّا-কোনো ক্ষতি করার ; وَّ-আর ; لَا-না ; نَفْعًا-কোনো উপকার করার ; وَّ-আর ; لَا يَمْلِكُوْنَ-তারা কোনো ক্ষমতা রাখে না ; مَوْتًا-মৃত্যু দেয়ার ; وَّ-আর ; لَا-না ; حَيٰوةً-জীবন দেয়ার ; وَّ-এবং ; لَا-রাখে না (কোন ক্ষমতা) ; نُشُوْرًا-পুনরুজ্জীবনের উপর।④وَ-আর ; قَالَ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْٓا-কুফরী করেছে ; اِنْ-নয় ; هٰذَآ-এ (কুরআন)তো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اِفْكُ-মিথ্যা ; افْتَرٰىهُ-(افترى+ه)-যা সে নিজে রচনা করে নিয়েছে ; وَ-এবং ; اَعَانَهٗ-(اعان+ه)-তাকে সাহায্য করেছে ; عَلَيْهِ -যে ব্যাপারে ; قَوْمٌ-কোনো কাওম ; اٰخَرُوْنَ-অন্য ; فَقَدْ جَآءُوْ-(ف+قد جاءوا)-এভাবে তারা নিসন্দেহে উপনীত হয়েছে ;

উত্তম মাধ্যম। তাই প্রত্যেক মুসলিম শিশুর শৈশব কালেই যখন বুদ্ধির বিকাশ শুরু হয় তখন এ আয়াতের বিষয়বস্তু তাদের মনে বসিয়ে দেয়া উচিত।

একটি হাদীসে বলা হয়েছে—আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, তাঁর বংশের কোনো শিশু যখন কথা বলতে শুরু করতো, তখন তিনি তাকে এ আয়াতটি শিখিয়ে দিতেন।"

৯. অর্থাৎ মানুষ যেসব জিনিসকে 'মা'বূদ' বানিয়ে নিয়েছে, এসব কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এসব হলো মানুষের মনগড়া মা'বূদ। এসব 'মা'বূদদের মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জ্বিন, নবী, অলী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ-নদী, গাছপালা ও পশু-পাখী ইত্যাদি। এরা সবাই আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট।

১০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাহর মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী 'ফুরকান' নাযিল করে সত্য কি তা দেখিয়ে দিয়েছেন ; কিন্তু মানুষ তা থেকে গাফেল হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তারা এমন সব সৃষ্টির দাসত্ব করা শুরু করেছে, যাদের কারো উপকার-অপকার করা, জীবন-মৃত্যু দান করার এবং পুনরায় জীবিত করে উঠানো ইত্যাদি কোনো কিছুরই ক্ষমতা নেই। আর তাই আল্লাহ তাঁর এক বান্দাহকে সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি পর্যায়ক্রমে এ 'ফুরকান' নাযিল করা শুরু হয়েছে। এ কিতাবের মাধ্যমে তিনি হককে বাতিল থেকে এবং আসলকে নকল থেকে পার্থক্য করে দেখিয়ে দেবেন।

ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ ﴿٤﴾ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ

যুলম ও মিথ্যায়।[১১] ৫. আর তারা আরও বলে—'এ (কুরআন) আগেকার লোকদের কিসসা-কাহিনী, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। তারপর সেগুলো তাকে মুখে মুখে শিখিয়ে দেয়া হয়।

بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٥﴾ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ

সকাল ও সন্ধ্যায়। ৬. আপনি বলে দিন—এ (কুরআন)-তো তিনি নাযিল করেছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সকল গুপ্ত রহস্য জানেন[১২];

اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ

নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১৩] ৭. আর তারা বলে—'এ কেমন রাসূল! খানা খায়

ظُلْمًا-যুলুম ; وَّ-ও ; زُوْرًا-মিথ্যায়। ⑤ وَ-আর ; قَالُوْٓا-তারা আরও বলে ; اَسَاطِيْرُ-এ কুরআন কিস্সা-কাহিনী ; الْاَوَّلِيْنَ-আগেকার লোকদের ; اكْتَتَبَهَا-(اكتتب+ها)-যা সে লিখিয়ে নিয়েছে ; فَهِيَ-(ف+هى)-তারপর সেগুলো ; تُمْلٰى-মুখে মুখে শিখিয়ে দেয়া হয় ; عَلَيْهِ-তাকে ; بُكْرَةً-সকাল ; وَّ-ও ; اَصِيْلًا-সন্ধ্যায়। ⑥ قُلْ-আপনি বলে দিন ; اَنْزَلَهُ-(انزل+ه)-এ (কুরআন) নাযিল করেছেন তিনি ; الَّذِيْ-যিনি ; يَعْلَمُ-জানেন ; السِّرَّ-সকল গুপ্ত রহস্য ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানের ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; اِنَّهٗ كَانَ-(ان+ه+كان)-নিশ্চয়ই তিনি ; غَفُوْرًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু। ⑦ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; مَالِ-কেমন ; هٰذَا-এ ; الرَّسُوْلِ-রাসূল ; يَاْكُلُ-খায় ; الطَّعَامَ-(ال+طعام)-খানা ;

১১. অর্থাৎ নবীর কথা অমান্য করা এবং এ 'ফুরকান'-কে তাঁর নিজের রচিত যা অন্যের সাহায্যে রচিত বলে মনে করা বড়ই অন্যায় ও বেইনসাফী।

১২. অর্থাৎ এ কাফির ও মুশরিকরা 'ফুরকান' সম্পর্কে, যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে সেসব আপত্তি-অভিযোগ সবই ভিত্তিহীন, অন্যায় ও যুলুম। কারণ এসব অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয় ; কিন্তু আসলে তো এসব যে সত্য নয় তা তারা নিজেরা জানে। তাই, প্রমাণ করার চেষ্টা না করে অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপন করে নবী (স)-কে এসব থেকে বিরত রাখা এবং মুসলমানদেরকে এ থেকে ফিরিয়ে নেয়া এবং নতুন কেউ যেন মুসলমান না হয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই এসব প্রচারণা তারা চালিয়েছে।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কি অসীম দয়া ও ক্ষমার অধিকারী ? যারা সত্যকে নির্মূল করার জন্য এমন সব মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে তিনি তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করে অবকাশ দেন। তাদের অপরাধের কথা শুনেই তাদের উপর আযাব নাযিল করেন না ;

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

এবং হাটে-বাজারে চলাফেরাও করে[১৪] ; তার প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন ? তাহলে সে তার সাথে সতর্ককারীরূপে থাকত।[১৫]

۝ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ

৮. অথবা তার প্রতি ঢেলে দেয়া হতো কোনো ধনভাণ্ডার অথবা তার একটি বাগান থাকতো, যা থেকে সে আহার করতো[১৬] ; আর যালিমরা আরও বলে—

وَ-এবং ; يَمْشِيْ-চলাফেরা করে ; فِى الْاَسْوَاقِ-(فى+ال+اسواق)-হাটে-বাজারে ; لَوْلَا اُنْزِلَ-কেন নাযিল করা হলো না ; اِلَيْهِ-তার প্রতি ; مَلَكٌ-কোনো ফেরেশতা ; فَيَكُوْنَ-(ف+يكون)-তাহলে সে থাকতো ; مَعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; نَذِيْرًا-সতর্ককারীরূপে। ⑧ اَوْ-অথবা ; يُلْقَى-ঢেলে দেয়া হতো ; اِلَيْهِ-তার প্রতি ; كَنْزٌ-কোনো ধনভাণ্ডার ; اَوْ-অথবা ; تَكُوْنُ-থাকতো ; لَهُ-তার ; جَنَّةٌ-একটি বাগান ; يَأْكُلُ-সে আহার করতো ; مِنْهَا-(من+ها)-যা থেকে ; وَ-আর ; قَالَ-বলে ; الظّٰلِمُوْنَ-(ال+ظالمون)-যালিমরা ;

বরং তাঁদেরকে সময় দিয়ে বুঝাতে চান যে, হে যালিমরা! তোমরা যদি তোমাদের এসব অন্যায় ও যুলুম থেকে বিরত হও এবং সত্যকে সহজভাবে মেনে নাও, তাহলে এ পর্যন্ত যা কিছু অপরাধ করেছো তা সবই ক্ষমা করে দেয়া যেতে পারে।

১৪. কাফিরদের প্রথম আপত্তিতো ছিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম নয় ; বরং মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচিত। তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল মুহাম্মাদ (স) যদি নবী হতেন, তাহলে তিনি পানাহার করতেন না বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ধনভাণ্ডার পাঠানো হতো, অথবা তার জন্য বাগ-বাগিচা থাকতো যাতে তার জীবন-জীবিকার জন্য তার কোনো চিন্তা-পেরেশানী থাকতো না। হাটে-বাজারে তাকে চলাফেরা করতে হতো না। অতএব তাকে আমরা কেমন করে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে পারি ? অন্ততপক্ষে তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা থাকতো এবং ফেরেশতা আমাদেরকে তার ফেরেশতা হওয়ার কথা বলে দিতো। এসব যখন নেই তখন মনে হয় তিনি যাদুগ্রস্ত মানুষ।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ যদি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠাতেন, তাহলে তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতেন, যে রাসূলের অস্বীকারকারী মানুষদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলতো—'এ ব্যক্তির কথা মেনে নাও, নয়তো এখনি আল্লাহর আযাব নিয়ে আসার ব্যবস্থা হচ্ছে।' বিশ্ব-জগতের মালিক এক ব্যক্তিকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে এমনি একাকি নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দেবেন এটা কেমন করে মেনে নেয়া যায় ?

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ

তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি[১৭] ছাড়া কারো অনুসরণ করছো না। ৯. আপনি দেখুন, তারা আপনার সম্পর্কে কেমন উপমা দাঁড় করিয়েছে

فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

আসলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাই তারা সঠিক পথ পেতে পারে না।[১৮]

اِنْ تَتَّبِعُوْنَ-তোমরাতো অনুসরণ করছো না ; اِلَّا-ছাড়া ; رَجُلًا-এক ব্যক্তি ; مَسْحُوْرًا-যাদুগ্রস্ত। ۝ اُنْظُرْ-আপনি দেখুন ; كَيْفَ-কেমন ; ضَرَبُوْا-দাঁড় করিয়েছে ; لَكَ-আপনার সম্পর্কে ; الْأَمْثَالَ-(ال+امثال)-উপমা ; فَضَلُّوْا-(ف+ضلوا)-আসলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-(ف+لا+يستطيعون)-তাই তারা পেতে পারে না ; سَبِيْلًا-সঠিক পথ।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও দরিদ্র অবস্থায় থাকবেন এবং নিজের খরচ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ থাকবে না এ কেমন কথা। অন্তত তার একটি ফল-ফলাদির বাগান যদি থাকতো তা হলে তা থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা হতো।

১৭. অর্থাৎ "এ লোককে যাদু করা হয়েছে, ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তাই সে উলট-পালট কথা বলছে।" এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য। তারা কখনো বলতো যে, এ লোকের উপর জ্বিনের আছর হয়েছে ; আবার কখনো বলতো, এ লোক আমাদের দেব-দেবীর সাথে বেয়াদবী করেছে, যার ফলে সে পাগলামীতে ভুগছে।

১৮. এ পর্যন্ত কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, ৯ আয়াতে তার সংক্ষিপ্ত জওয়াব দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি অভিযোগও এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যার আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে অভিযোগকারীদের মনোভাব কিরূপ প্রতিহিংসামূলক তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াতের বিপরীতে তাদের আপত্তি ও অভিযোগগুলো যে কোনো গুরুত্ব দেয়ার মতো বিষয় নয়, তা সংক্ষিপ্ত জবাবের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাসূলের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে তারা এতই অন্ধ ও পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে যে, সঠিক কথা বলার মতো বুদ্ধি তাদের মাথায় আসছে না।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এ শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মহা দয়াময় ও সর্বজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তিনি অত্যন্ত উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। তিনি পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম শক্তির অধিকারী।

২. তিনি 'ফুরকান' তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব আল কুরআন নাযিল করে মানবজাতির প্রতি অপরিসীম দয়া করেছেন।

৩. আল কুরআন ও তাঁর বাহক মুহাম্মদ (স) বিশ্ববাসীর জন্য আখিরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৪. আসমান-যমীনের সার্বভৌম রাজত্বের তিনিই একমাত্র অধিকারী। তাই তাঁর সন্তান গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি এ জাতীয় শিরক থেকে পবিত্র।

৫. আল্লাহর সার্বভৌম রাজত্বে কেউ অংশীদার নেই। তাই তাঁর ইচ্ছা বা কর্মে কেউ প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয়।

৬. আল্লাহ-ই সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা এবং 'তাকদীর' নির্ধারণকারী। কোনো সৃষ্টির পক্ষে তার জন্য নির্ধারিত 'তাকদীর' অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহর কোনো সৃষ্টি-ই 'ইলাহ' হতে পারে না। দুনিয়ার পথভ্রষ্ট মানুষগুলো যেসব জিনিসকে 'ইলাহ' বলে মানে তারা সবই আল্লাহর সৃষ্টি।

৮. আল্লাহর সৃষ্ট কোন কিছুরই তাদের নিজেদের ভাল বা মন্দ করার কোনো ক্ষমতা নেই। মৃত্যুদান বা জীবন দান করার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই।

৯. আল কুরআন ও তার বাহক রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি উত্থপিত কাফিরদের সকল আপত্তি ও অভিযোগ সবই হিংসা ও বিদ্বেষ প্রসূত। এসব আপত্তি-অভিযোগের প্রতি গুরুত্ব দেয়া (কোন মু'মিনের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাদের আপত্তি ও অভিযোগগুলো অন্যায় ও মিথ্যা।

১০. আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর আলোকে গঠিত জীবনব্যবস্থাই একমাত্র সত্য-সঠিক ও স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। এ ছাড়া আর যত জীবনব্যবস্থা রয়েছে সবই মানব রচিত, সবই মিথ্যা এবং সবগুলোর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

১১. আল কুরআন নাযিল করেছেন সেই মহান সত্তা যিনি আসমান-যমীনের সকল গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। সুতরাং আল কুরআনের বিধানই মানুষের জন্য উপযোগী।

১২. কাফির-মুশরিকরা যদি তাদের হঠকারী মনোভাব ত্যাগ করে আল কুরআনের বিধান গ্রহণ করে নেয়, তবে অতীতের সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩. মানুষের প্রতি প্রেরিত রাসূল মানুষ হবেন এটাই একমাত্র যুক্তিসম্মত কথা। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা মানুষের মধ্যে এ বিধানকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

১৪. প্রকৃতপক্ষে কাফির ও মুশরিক তথা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীদের মস্তিষ্কই বিকৃত হয়ে গেছে। তাই তারা সত্য ও সুন্দরের পথে আসতে পারছে না।
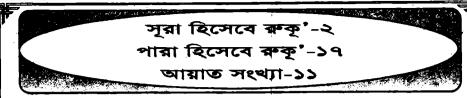
❐

⑩ تَبٰرَكَ الَّذِیْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ

১০. তিনি কত মহান[১৯] যিনি চাইলে দিতে পারেন আপনাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস—বাগানসমূহ প্রবহমান, রয়েছে

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَیَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ⑪ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَاَعْتَدْنَا

যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ এবং তিনি আপনাকে দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। ১১. কিন্তু তারাতো অস্বীকার করেছে[২০] কিয়ামতকে[২১], আর আমিও তৈরি করে রেখেছি

⑩ تَبٰرَكَ-কত মহান তিনি ; الَّذِیْ-যিনি ; اِنْ شَآءَ-চাইলে ; جَعَلَ-দিতে পারেন ; لَكَ-আপনাকে ; خَیْرًا-উত্তম জিনিস ; مِّنْ-চেয়ে ; ذٰلِكَ-এর ; جَنّٰتٍ-বাগানসমূহ ; تَجْرِیْ-প্রবাহমান রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; وَ-এবং ; یَجْعَلْ-তিনি দিতে পারেন ; لَكَ-আপনাকে ; قُصُوْرًا-প্রাসাদসমূহ। ⑪ بَلْ-কিন্তু ; كَذَّبُوْا-অস্বীকার করেছে ; بِالسَّاعَةِ-(ب+ال+ساعة)-কিয়ামতকে ; وَ-আর ; اَعْتَدْنَا-আমিও তৈরি করে রেখেছি ;

১৯. সূরার প্রথম আয়াতের মতো এখানেও 'তাবারাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ 'তাবারাক' শব্দটিকে 'বিশাল সম্পদের অধিকারী' 'অসীম শক্তিমান' ও সকল কিছুর কল্যাণ করতে সক্ষম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২০. অর্থাৎ কাফিররা 'রিসালাত' অস্বীকৃতির কারণ হিসেবে যেসব অজুহাত তুলছে তা মূল কারণ নয়, বরং তার মূল কারণ হলো 'আখিরাত' অস্বীকৃতি। আর এটা তাদেরকে হক ও বাতিলের ব্যাপারে একেবারে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। যার ফলে এটা তাদের মনেই আসে না যে, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে, যেখানে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এ জীবনের সকল কার্যকলাপের জবাবদিহি করতে হবে। তাদের ধারণা, এ জীবনের পর তথা মৃত্যুর পর সবাই মাটিতে মিশে যাবে। এতে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, মূর্তিপূজারী সকলের পরিণতি একই হবে। তাদের এ বিশ্বাসের মূলে যে জিনিস কাজ করছে তা হলো—তারা দেখে যে, কোনো বিশ্বাস বা নৈতিক মূলনীতির নির্ধারিত ফলাফল বাস্তবে দেখা যায় না। একজন নাস্তিক বা অসৎকর্মশীল ব্যক্তি এখানে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে, আবার অন্যজন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আছে। একজন বিশ্বাসী সৎকর্মশীল লোক বিপদে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, আবার অন্য একজন বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসে আছে। আর তাই দুনিয়াবী ফলাফলের দিক থেকে কোনো বিশেষ নৈতিক বিশ্বাস ও

لِّمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا

যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন। ১২. দূরবর্তী স্থান থেকে তা (আগুন) তাদেরকে দেখবে[২২], তখন তারা শুনতে পাবে তার

تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ

গর্জন ও চীৎকার। ১৩. আর যখন তাদেরকে তার (জাহান্নামের) কোনো সংকীর্ণ স্থানে কঠিন শিকল বাঁধা অবস্থায় ফেলে দেয়া হবে, তারা সেখানে ডাকবে

ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ

মৃত্যুকে। ১৪. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা আজ এক মৃত্যুকে ডেকো না বরং বহু মৃত্যুকে ডাকো। ১৫. আপনি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস করুন—

لِمَنْ-(ل+من)-তাদের জন্য যারা ; كَذَّبَ-অস্বীকার করে ; بِالسَّاعَةِ-(ب+ال+ساعة)-কিয়ামতকে ; سَعِيرًا-জ্বলন্ত আগুন। ⑫ إِذَا-যখন ; رَأَتْهُمْ-(رات+هم)-তা (আগুন) তাদেরকে দেখবে ; مِنْ-থেকে ; مَكَانٍ-স্থান ; بَعِيدٍ-দূরবর্তী ; سَمِعُوا-তখন তারা শুনতে পাবে ; لَهَا-তার ; تَغَيُّظًا-গর্জন ; وَ-ও ; زَفِيرًا-চীৎকার। ⑬ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; أُلْقُوا-তাদেরকে ফেলে দেয়া হবে ; مِنْهَا-তার ; مَكَانًا-স্থানে ; ضَيِّقًا-সংকীর্ণ ; مُقَرَّنِينَ-কঠিন শিকল বাঁধা অবস্থায় ; دَعَوْا-তারা ডাকবে ; هُنَالِكَ-সেখানে ; ثُبُورًا-মৃত্যুকে। ⑭ لَا تَدْعُوا-তোমরা ডেকো না ; الْيَوْمَ-আজ ; ثُبُورًا-মৃত্যুকে ; وَاحِدًا-এক ; وَ-বরং ; ادْعُوا-ডাকো ; ثُبُورًا-মৃত্যুকে ; كَثِيرًا-বহু। ⑮ قُلْ-আপনি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস করুন ;

কর্মনীতি সম্পর্কে আখিরাত অস্বীকারকারীরা তার কল্যাণ বা অকল্যাণ হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা ঈমান ও সৎকর্ম সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব দেয় না, তা যতই যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সংগত হোক না কেন। তারা এর বিপক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি পেশ করতে না পারলেও অযৌক্তিক ওযর আপত্তি তুলে তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

২১. অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট সময়কে অস্বীকার করছে। 'নির্দিষ্ট সময়' হলো কিয়ামত। কিয়ামতের পর পুনরুজ্জীবন, হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং বিশ্বাস ও কাজ অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সবই নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর্ভুক্ত।

২২. জাহান্নামের আগুন যখন কাফিরদেরকে দেখবে কথাটা রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা তা বাস্তব অর্থে প্রয়োগ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো চেতনাহীন হবে না; বরং তা দেখে শুনেই জ্বালাবে। তবে দুনিয়ার আগুনও কাছাকাছি

أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ

এটাই কি উত্তম, না কি চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা মুত্তাকীদেরকে দেয়া হয়েছে ? তা হবে তাদের জন্য পুরস্কার ও

مَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾

শেষ গন্তব্য। ১৬. সেখানে তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা তারা চাইবে, তারা (সেখানে) চিরস্থায়ী ; এটা ছিল আপনার প্রতিপালকের যিম্মায় একটি অবশ্য পালনীয় ওয়াদা।[২৩]

﴿١٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ

১৭. আর সেদিন তিনি (আল্লাহ) একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে[২৪]। তখন তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি পথভ্রষ্ট করেছিলে

أَذٰلِكَ-(ا+ذلك)-এটাই কি ; خَيْرٌ-উত্তম ; أَمْ-না কি ; جَنَّةُ-জান্নাত ; الْخُلْدِ-(ال+خلد)-চিরস্থায়ী ; الَّتِي-যার ; وُعِدَ-ওয়াদা দেয়া হয়েছে ; الْمُتَّقُونَ-মুত্তাকীদেরকে ; كَانَتْ-তা হবে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; جَزَاءً-পুরস্কার ; وَ-ও ; مَصِيرًا-শেষ গন্তব্য। ﴿١٦﴾ لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِيهَا-সেখানে ; مَا-তাই থাকবে যা ; يَشَاءُونَ-তারা চাইবে ; خَالِدِينَ-তারা (সেখানে) চিরস্থায়ী ; كَانَ-ছিল ; عَلَى-যিম্মায় ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَعْدًا-একটি ওয়াদা ; مَسْئُولًا-অবশ্য পালনীয়। ﴿١٧﴾ وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; يَحْشُرُهُمْ-(يحشر+هم)-তিনি (আল্লাহ) একত্রিত করবেন তাদেরকে ; وَ-এবং ; مَا-তাদেরকেও যাদের ; يَعْبُدُونَ-তারা ইবাদাত করতো ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; فَيَقُولُ-(ف+يقول)-তখন তিনি আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন ; أَأَنْتُمْ-(ا+انتم)-তোমরাই কি ; أَضْلَلْتُمْ-পথভ্রষ্ট করেছিলে ;

দাহ্য পদার্থ পেলে লাফিয়ে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর জাহান্নামের আগুনের জন্য দাহ্য জিনিস হবে মানুষ ও পাথর।

২৩. অর্থাৎ এমন ওয়াদা যা পূর্ণ করার দাবী করা যেতে পারে। তবে যে ব্যক্তি কিয়ামত, শেষ বিচার ও জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করে না তার উপর আল্লাহর এ ওয়াদার কোনো প্রভাব হয়ত পড়বে না ; কিন্তু তার সাথে যদি এমনভাবে আলাপ করা যায় যে, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন না তুলে তার স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতির বিষয় নিয়ে যদি আলাপ করা যায়, তাহলে সে অবশ্যই এ ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। তাকে যদি তার কল্যাণের কথা ভাবার প্রতি এভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় যে, পরকালীন জীবন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ যদি না-ই থাকে, তাহলে তা অনুষ্ঠিত না হওয়ার পক্ষেও তো কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং পরকাল থাকা বা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা সমান সমান। এখন যদি পরকাল অবিশ্বাসী ব্যক্তির ধারণা সঠিক হয় অর্থাৎ পরকাল না থাকে, তাহলে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও অবিশ্বাসী ব্যক্তি

عِبَادِىْ هٰٓـؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ⑰ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ

আমার এসব বান্দাহদেরকে, নাকি তারা নিজেরাই পথ হারিয়ে ফেলেছিল[২৫] ?
১৮. তারা বলবে—পবিত্র ও মহান আপনি, আমাদের সাধ্য ছিল না

اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا

আপনাকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করার, কিন্তু আপনিইতো ভোগ-সম্ভার দিয়ে ছিলেন তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ফলে তারা ভুলে বসেছিল

الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ⑱ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ

উপদেশ এবং তারা পরিণত হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।[২৬] ১৯. (আল্লাহ মুশরিকদের বলবেন) তোমরা যা বলতে ওরা (তোমাদের উপাস্যরা) সে ব্যাপারে তোমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে,[২৭]

عِبَادِىْ-(عباد+ى)-আমার বান্দাদেরকে ; هٰٓؤُلَآءِ-এসব ; اَمْ-না কি ; هُمْ-তারা নিজেরাই ; ضَلُّوْا-হারিয়ে ফেলেছিল ; السَّبِيْلَ-পথ। ⑰ قَالُوْا-তারা বলবে ; سُبْحٰنَكَ-(سبحان+ك)-পবিত্র ও মহান আপনি ; مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ-সাধ্য ছিল না ; لَنَآ-আমাদের ; اَنْ نَّتَّخِذَ-গ্রহণ করার ; مِنْ دُوْنِكَ-(من دون+ك)-আপনাকে ছেড়ে ; مِنْ اَوْلِيَآءَ-অন্য অভিভাবক ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; مَّتَّعْتَهُمْ-(متعت+هم)-আপনিইতো ভোগ সম্ভার দিয়েছিলেন তাদেরকে ; وَ-এবং ; اٰبَآءَ هُمْ-(اباء+هم)-তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ; حَتّٰى-ফলে ; نَسُوا-তারা ভুলে বসেছিল ; الذِّكْرَ-উপদেশ ; وَ-এবং ; كَانُوْا-তারা পরিণত হয়ে ছিল ; قَوْمًا-জাতিতে ; بُوْرًا-ধ্বংসপ্রাপ্ত। ⑱ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ-(ف+قدكذبوا+كم)-ওরা তোমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِمَا-সে ব্যাপারে যা ; تَقُوْلُوْنَ-তোমরা বলতে ;

উভয়ের পরিণাম একই হবে অর্থাৎ মৃত্যুর পর উভয়েই মাটি হয়ে যাবে। আর যদি পরকাল বিশ্বাসী ব্যক্তির ধারণা সঠিক হয়, তাহলে অবিশ্বাসী ব্যক্তির বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না, যা তার জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে। এ আলোচনা অবিশ্বাসী ব্যক্তির মনে অবশ্যই প্রভাব ফেলতে সাহায্য করবে।

২৪. 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদাত করতো' কথাটি দ্বারা শুধুমাত্র মাটি বা পাথরের তৈরী দেব-দেবীর মূর্তীর কথা বুঝানো হয়নি ; বরং ফেরেশতা, নবী-রাসূল-শহীদ ও সৎলোকদেরকেও বুঝানো হয়েছে। যাদেরকে বিভিন্ন জাতির মুশরিক সম্প্রদায়গুলো নিজেদের মা'বূদ বা উপাস্যে পরিণত করে নিয়েছে।

২৫. অর্থাৎ যেসব ফেরেশতা, নবী-ওলী-শহীদ বা সৎলোকদের তারা ইবাদাত করতো তাদেরকে ডেকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন যে, এ মুশরিকরা যে তোমাদের ইবাদাত করতো, তা কি তোমরাই তাদেরকে বলে দিয়েছো না কি তারা নিজেরাই এ ভুল পথে চলেছে ? তখন

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

সুতরাং তোমরা না পারবে শাস্তি ফেরাতে আর না পাবে কোনো সাহায্য ; আর তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘণন করবে[২৮], আমি তাকে কঠিন শাস্তির মজা উপভোগ করাবো।

⑳ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ

২০. আর আমিতো আপনার আগে এ ছাড়া কোনো রাসূল পাঠাইনি যে, তারা সকলেই খানা খেতো এবং চলা ফেরা করতো

فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

হাটে-বাজারে[২৯] ; আর (হে মানুষ!) আমি তোমাদের কতেক লোককে কতেক লোকের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বানিয়েছি[৩০], তোমরা কি সবর করবে?[৩১] আর তোমাদের প্রতিপালক তো হলেন সর্বদ্রষ্টা।[৩২]

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ-(ف+ماتستطيعون)-সুতরাং তোমরা না পারবে ; صَرْفًا-শাস্তি ফেরাতে ; وَ-আর ; لَا-না পাবে ; نَصْرًا-কোনো সাহায্য ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَظْلِمْ-সীমালংঘন করবে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; نُذِقْهُ-(نذق+ه)-আমি তাকে মজা উপভোগ করাবো ; عَذَابًا-শাস্তির ; كَبِيرًا-কঠিন। ⑳ وَ-আর ; مَا أَرْسَلْنَا-আমি তো পাঠাইনি ; قَبْلَكَ-(قبل+ك)-আপনার আগে ; مِنَ الْمُرْسَلِينَ-(من+ال+مرسلين)-কোনো রাসূল ; إِلَّا-এছাড়া যে, إِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা সবাই ; لَيَأْكُلُونَ-খেতো ; الطَّعَامَ-(ال+طعام)-খানা ; وَ-এবং ; يَمْشُونَ-চলাফেরা করতো ; فِي الْأَسْوَاقِ-(في+ال+اسواق)-হাটে-বাজারে ; وَ-আর ; جَعَلْنَا-(হে মানুষ) আমি বানিয়েছি ; بَعْضَكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের কতেক লোককে ; لِبَعْضٍ-(ل+بعض)-কতেক লোকের জন্য; فِتْنَةً-পরীক্ষা স্বরূপ ; أَتَصْبِرُونَ-(ا+تصبرون)-তোমরা কি সবর করবে ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-তোমাদের প্রতিপালক তো ; بَصِيرًا-সর্বদ্রষ্টা।

তারা বলবে যে, এরা নিজেরাই শয়তানের আনুগত্য করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সূরা আল মায়েদার ১১৬ ও ১১৭ আয়াত এবং সূরা সাবা'র ৪০ ও ৪১ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী দিয়েছিলেন তা তারা ভোগ-ব্যবহার করেছে কিন্তু তিনি নবী-রাসূলের মাধ্যমে যে উপদেশ তথা কিতাবের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তারা ভুলে বসেছে। আসলে তারা ছিল সংকীর্ণমনা, নীচু প্রকৃতির ও নিমক-হারাম জাতি।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যাদের উপাসনা করেছো আর মনে করেছো যে, তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, কিন্তু শেষ বিচারের দিন তোমাদের এ আকীদা-বিশ্বাস ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হবে। তোমাদের উপাস্যরা তোমাদের কোনো দায়-দায়িত্বতো গ্রহণ করবেই না, বরং তোমাদেরকে তোমাদের গুমরাহীর জন্য দায়ী করে তারা নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

২৮. অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের সীমালংঘন করে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়। এখানে কুফর ও শির্‌ককে যুল্‌ম তথা সীমালংঘন বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই কুফর ও শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুল্‌ম।

২৯. মক্কাবাসী কাফিররা মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের ব্যাপারে যে আপত্তি উত্থাপন করেছে তা একটি অভিনব আপত্তি—"ও কেমন রাসূল পানাহার করে ও হাটে-বাজারে চলা ফেরা করে।" কারণ তারা আগেকার যেসব নবীদেরকে নবী হিসেবে মানতো যেমন তারা নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), মূসা (আ) প্রমুখ নবীদেরকে নবী হিসেবে মানতো। এসব নবীদের মধ্যে কেউ কি এমন ছিলেন যে, তিনি পানাহার করতেন না, তাঁর পরিবার পরিজন কেউ ছিল না, তিনি হাটে-বাজারে চলাফেরাও করতেন না, তাহলে তারা মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে এ অভিনব আপত্তি তুলেছে কেন ? তাঁর অব্যবহিত পূর্বে যে নবী অতীত হয়েছেন সেই হযরত ঈসা (আ) যাকে ঈসায়ীরা আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়েছে এবং যার মূর্তি মক্কার কাবাঘরের মধ্যে স্থাপন করেছিল তাঁর সম্পর্কে ইনজীলের বর্ণনা অনুসারে যা জানা যায় তা হলো তিনিও পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন।

৩০. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা রাসূল ও তাঁর অনুসারী মু'মিনদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং রাসূল ও মু'মিনরা কাফির মুশরিকদের জন্য পরীক্ষা। কাফির-মুশরিকদের শত্রুতা ও বিরোধিতার আগুনে জ্বলে যারা ঈমানের উপর টিকে থাকবে তারাই হবে ছাঁটাই-বাছাই করা নির্ভেজাল মু'মিন। সুতরাং জাহেলী শত্রুতা ও বিরোধিতার এ আগুন যদি জ্বলতে না থাকতো তাহলে সব রকমের খাঁটি ও ভেজাল মানুষ নবীর আশেপাশে জমা হতো। বিরোধীদের অপবাদ দুর্নাম ও যুলুম-নির্যাতন আসলে একটা ছাঁকনী। এর দ্বারা অসৎ ও কুটিল লোকদেরকে দীনের পথে আসতে বাধা দেয় এবং কেবলমাত্র এমন লোকদেরকে ছাঁটাই-বাছাই করে সামনের দিকে নিয়ে আসে, যারা সত্যকে জানে, চেনে ও মেনে চলে।

এভাবে মু'মিনরা কাফির-মুশরিক ও বিরোধীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মু'মিন হিসেবে প্রমাণিত হয়। অপরপক্ষে কাফির-মুশরিকরাও ঈমানের পরীক্ষার মাধ্যমেই কাফির-মুশরিক বলে চিহ্নিত হয়।

৩১. অর্থাৎ খাঁটি-ভেজাল বাচাইয়ের জন্য যে পরীক্ষার প্রয়োজন আছে—একথা বুঝার পর পরীক্ষায় যেসব অবস্থার মুকাবিলা করতে হয় তার জন্য এখন কি তোমরা সবর করতে তৈরী আছো ?

৩২. অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক দুনিয়াবাসীর জন্য যা করছেন তা দেখেশুনেই করছেন। তাঁর দেখাশোনায় কোনো অন্যায়, বেইনসাফী ও গাফলতী নেই। আর তিনি

তোমাদের কর্ম তৎপরতাও দেখছেন। তোমরা যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে যে কাজ করছো এবং যে যুলুম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির মাধ্যমে তোমাদের কল্যাণ প্রচেষ্টার মুকাবিলা করা হচ্ছে তাও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের কাজের বিনিময় ও পুরস্কার অবশ্যই লাভ করবে এবং তারাও তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির পরিণাম অবশ্যই ভোগ করবে, এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

২য় রুকূ' (১০-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা বিপুল সম্পদ ও উপকরণের অধিকারী এবং অসীম শক্তিধর। তিনি কোনো কল্যাণ করতে চাইলে তাতে কেউ বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মু'মিনদের কর্তব্য নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে যাওয়া।

২. আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে অবশ্যই জান্নাতে স্থান দেবেন এতে তাঁকে বাধা দেয়ার কারো ক্ষমতা নেই। এ বিশ্বাসকে মনে বদ্ধমূল করে নিয়েই দীনের পথে কাজ করে যেতে হবে।

৩. 'আখিরাত' অবিশ্বাসই শিরক, কুফর ও যাবতীয় নাফরমানীর মূল কারণ। দুনিয়ার জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আখিরাতের জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে।

৪. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এ তিনটির মধ্যে কোনো একটিকে অবিশ্বাস করা তিনটিকে অবিশ্বাস করার নামান্তর। আর তার পরিণাম হলো জাহান্নাম।

৫. অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তারা তখন এ আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মৃত্যুকে কামনা করবে ; কিন্তু মৃত্যুতো আর হবে না। সুতরাং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বাসিন্দা হিসেবে থাকতে হবে।

৬. আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী তথা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে, তাঁর দীনের বিজয়ের জন্য যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর ওয়াদা নিঃসন্দেহে পূরণ করবেন এটাই মু'মিনের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

৭. জান্নাত হবে মুত্তাকীদের জন্য চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। জান্নাত থেকে তাদেরকে আর কোথাও যেতে হবে না। আমাদেরকে জান্নাত লাভের জন্য নিজেদের সকল কাজে 'তাকওয়া'-কে সামনে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে।

৮. জান্নাতবাসীদেরকে তাদের রুচী-চাহিদা মুতাবেক সবকিছুই সরবরাহ করা হবে। অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে অন্যান্য সুখের আবাস জান্নাত লাভের লক্ষে কাজ করার তাওফীক দিন।

৯. শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও তাদের উপাস্যদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞসাবাদ করবেন। উপাস্যরা নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং উপাসকদেরকেই দায়ী করবে। তখন মুশরিকদের রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

১০. শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম তথা সীমালংঘন। আল্লাহ তা'আলা তাওবা ছাড়া শিরক-এর গুনাহ ক্ষমা করেন না। সুতরাং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। আমাদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

১১. দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, সবাই মানুষ ছিলেন এবং মানুষের মতই তাঁরা পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে জনগণের মধ্যেই তাঁরা বিচরণ করতেন। সুতরাং তাঁদের আনীত বিধান মানুষের জন্য যথার্থ উপযোগী।

১২. দুনিয়াতে কাফির-মুশরিক, মু'মিন-মুত্তাকী উভয় দল একে অপরের জন্য পরীক্ষা। কাফির মুশরিকরা মু'মিন-মুত্তাকীদের জন্য পরীক্ষা এবং মু'মিন-মুত্তাকীরা কাফির-মুশরিকদের জন্য পরীক্ষা।

১৩. কাফির-মুশরিকদের শত্রুতা, যুলুম-অত্যাচর ইত্যাদির মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমানের খাঁটিত্ব যাঁচাই হবে। এ যাঁচাইয়ে যারা উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দানের ওয়াদা দিয়েছেন।

১৪. এ পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। মানব জাতির সূচনা থেকেই এ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই হবে কারা জান্নাতবাসী আর কারা জাহান্নামবাসী।

১৫. এ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের কারণে যেসব বিপদ-মসীবত আসবে, তার জন্য সবর করতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য 'সবর'ও একটা পূর্বশর্ত।

১৬. আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য যা করছেন তা দেখে শুনেই করছেন। মু'মিনদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং বিরোধীদের শত্রুতা সবই তিনি দেখছেন। সুতরাং মু'মিনদের কাজের পুরস্কার এবং বিরোধীদের অপকর্মের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ

২১. আর যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে—'আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন' ?[৩৩]

أَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۚ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ

অথবা আমরা দেখিনা কেন আমাদের প্রতিপালককে[৩৪] ; নিঃসন্দেহে তারা মনে মনে নিজেদেরকে খুব বড় বলে ভাবছে[৩৫] এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতর সীমালংঘন। ২২. যেদিন

يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿﴾

তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না[৩৬] এবং তারা বলবে (যদি থাকত) কোনো মযবুত বাধা।

﴿٢١﴾ وَ-আর ; قَالَ-তারা বলে ; الَّذِينَ-যারা ; لَا يَرْجُونَ-আশা রাখে না ; لِقَاءَنَا-(لقاء+نا)-আমার সাক্ষাতের ; لَوْلَا أُنْزِلَ-কেন নাযিল করা হয় না ; عَلَيْنَا-আমাদের কাছে ; الْمَلٰئِكَةُ-ফেরেশতা ; أَوْ-অথবা ; نَرٰى-দেখি না কেন ; رَبَّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালককে ; لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا-নিসন্দেহে তারা খুব বড় বলে ভাবছে ; فِي أَنْفُسِهِمْ-(فى+انفس+هم)-নিজেদেরকে মনে মনে ; وَ-এবং ; عَتَوْ-তারা সীমালংঘন করেছে ; عُتُوًّا-সীমালংঘন ; كَبِيرًا-গুরুতর। ﴿٢٢﴾ يَوْمَ-যেদিন ; يَرَوْنَ-তারা দেখবে ; الْمَلٰئِكَةَ-ফেরেশতাদেরকে ; لَا بُشْرٰى-কোনো সুসংবাদ থাকবে না ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُجْرِمِينَ-(ل+ال+مجرمين)-অপরাধীদের জন্য ; وَ-এবং ; يَقُولُونَ-তারা বলবে ; حِجْرًا-(যদি থাকতো) কোনো বাধা ; مَّحْجُورًا-মযবুত।

৩৩. রিসালাত সম্পর্কে কাফিরদের আপত্তি হলো—আল্লাহ যদি আমাদের কাছে তাঁর পয়গাম পাঠাতে ইচ্ছা করেন—তাহলে এক ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা পাঠানোর মাধ্যমে পয়গাম না পাঠিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কাছে একজন করে ফেরেশতা পাঠালেই তো হয়। সেই ফেরেশতারা আমাদের কাছে এসে জানিয়ে দেবে যে, তোমাদের আল্লাহ তোমাদের কাছে এই এই পয়গাম পাঠিয়েছেন। সূরা আল আন'আমের ১২৪ আয়াতে তাদের উপরোক্ত কথাগুলো এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তাদের কাছে যখন কোনো আয়াত আসতো তারা বলতো আমরা কখনো মেনে নেবো না যতক্ষণ না আমাদেরকে সেসব কিছু দেয়া হবে

۞ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ۞ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ

২৩. আর আমি মনোযোগ দেবো তার প্রতি যা কাজ তারা করেছে এবং সেসবকে বিক্ষিপ্ত ধূলায় পরিণত করে দেবো[৩৭]। ২৪. জান্নাত বাসীদের

يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ

বাসস্থান হবে সেদিন খুব উত্তম এবং অত্যন্ত মনোরম হবে (তাদের) বিশ্রামাগার।[৩৮] ২৫. আর সেদিন আসমান মেঘমালাসহ ফেটে যাবে।

(২৩) وَ-আর ; قَدِمْنَآ-আমি মনযোগ দেবো ; إِلَىٰ-প্রতি ; مَا-যা ; عَمِلُوا۟-তারা করেছে ; مِنْ عَمَلٍ-কাজ (থেকে) ; (ف+جعلنا+ه)-فَجَعَلْنَٰهُ-এবং সেসবকে পরিণত করে দেবো ; هَبَآءً-ধূলায় ; مَّنثُورًا-বিক্ষিপ্ত। (২৪) أَصْحَٰبُ-বাসীদের ; ٱلْجَنَّةِ-জান্নাত ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; خَيْرٌ-খুব উত্তম ; مُّسْتَقَرًّا-বাসস্থান হবে ; وَ-এবং ; أَحْسَنُ-অত্যন্ত মনোরম হবে ; مَقِيلًا-(তাদের) বিশ্রামাগার। (২৫) وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; تَشَقَّقُ-ফেটে যাবে ; ٱلسَّمَآءُ-আসমান ; (ب+ال+غمام)-بِٱلْغَمَٰمِ-মেঘমালাসহ ;

যা দেয়া হয়েছে আল্লাহর রাসূলদেরকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত কিভাবে পাঠাবেন তা তিনি ভালই জানেন।"

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে এসে আমাদের সাথে দেখা করে তাঁর কথা আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

৩৫. অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদেরকে খুব বড় কিছু একটা মনে করছে, তাই তারা বলছে যে, আল্লাহ নিজে এসে তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন।

৩৬. মানুষের কাছে ফেরেশতা পাঠানোর কাফিরদের এ জাতীয় অদ্ভূত দাবীর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তা ইতোপূর্বেও কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরাতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সূরা আল আন'আমের ৮ আয়াতে, সূরা আল হিজরের ৭ ও ৮ আয়াত এবং ৫১ থেকে ৬৪ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈলের ৯০ থেকে ৯৫ আয়াতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং কাফিরদের এ জাতীয় মস্করার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৭. এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য 'শব্দে শব্দে আল কুরআন' সূরা ইবরাহীমের ১৮ আয়াত ও তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৮. 'মুসতাকাররুম' অর্থ আলাদা বাসস্থান। আর 'মাকীল' অর্থ দুপুরে বিশ্রাম করার স্থান। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাত পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে অপরাধীদের থেকে আলাদা করে আরামদায়ক স্থানে রাখা হবে। হাশর ময়দানের কঠিন সময়ে তাদেরকে দুপুরে বিশ্রাম করার জন্য আরামদায়ক স্থান দেয়া হবে। সেদিনের কষ্ট-মসিবত হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীল মু'মিনের জন্য সেদিন কোনো কষ্ট হবে না।

وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا

এবং ফেরেশতাদেরকে দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে। ২৬. সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর[৩৯]; আর সেদিনটি হবে

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ

কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। ২৭. আর যালিম সেদিন তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে—হায়! আমি যদি

اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

সৎপথ গ্রহণ করতাম রাসূলের সাথে। ২৮. হায় দুর্ভোগ আমার কতই না ভাল হতো আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

وَ-এবং ; نُزِّلَ-নামিয়ে দেয়া হবে ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতাদেরকে ; تَنْزِيْلًا-দলে দলে। ﴿٢٦﴾ الْمُلْكُ-রাজত্ব ; يَوْمَئِذِ ن-সেদিন ; الْحَقُّ-সত্যিকার ; لِلرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর ; وَ-আর ; كَانَ-হবে ; يَوْمًا-সে দিনটি ; عَلٰى-জন্য ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; عَسِيْرًا-অত্যন্ত কঠিন। ﴿٢٧﴾ وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; يَعَضُّ-কামড়াতে থাকবে ; الظَّالِمُ-যালিম ; عَلٰى يَدَيْهِ-তার দুহাত ; يَقُوْلُ-বলতে থাকবে ; يٰلَيْتَنِىْ-হায় আমি যদি ; اتَّخَذْتُ-গ্রহণ করতাম ; مَعَ-সাথে ; الرَّسُوْلِ-রাসূলের ; سَبِيْلًا-সৎপথ। ﴿٢٨﴾ يٰوَيْلَتٰى-হায় দুর্ভোগ আমার ; لَيْتَنِىْ-কইত না ভাল হতো যদি আমি ; لَمْ اَتَّخِذْ-গ্রহণ না করতাম ; فُلَانًا-অমুককে ; خَلِيْلًا-বন্ধুরূপে।

হাদীসে আছে "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দুপুরের সময় হিসাব-নিকাশ শেষ করবেন এবং দুপুরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে।–কুরতুবী

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, তা (কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা) মু'মিনের জন্য এমন সহজ করে দেয়া হবে, যেমন দুনিয়াতে এক ওয়াক্তের ফরয নামায পড়ার চেয়েও সহজ।"

৩৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যত বড় বড় রাজা-বাদশাহ, কঠোর এক নায়ক শাসক যারা দুনিয়ার মানুষকে প্রতারিত করেছে, তাদের সকলের রাজত্বই খতম হয়ে যাবে, একমাত্র বিশ্ব-জগতের যথার্থ শাসক মহান আল্লাহর রাজত্বই বাকী থাকবে।

সূরা আল মু'মিনের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "সেদিন তারা সবাই প্রকাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কিছুই গোপন থাকবে না (তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন)—'আজ রাজত্ব কার'? (তখন জবাব আসবে সব দিক থেকে) প্রবল পরাক্রান্ত একক আল্লাহর।"

㉙لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ۝

২৯. নিঃসন্দেহে সে-ই আমাকে কুরআন থেকে পথভ্রষ্ট করেছে, যখন তা আমার নিকট এসেছে তারপর ; আর শয়তানতো হলো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।[৪০]

㉚وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ㉛وَكَذٰلِكَ

৩০. আর রাসূল বলবেন—হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার কাওম এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য বানিয়ে রেখে ছিল।[৪১] ৩১. (আল্লাহ বলবেন) এভাবেই

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا

আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়ে দিয়েছিলাম[৪২] ; আর আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট আপনার পথ প্রদর্শনক হিসেবে

㉙ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ-নিসন্দেহে সেই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে ; عَنِ-থেকে ; الذِّكْرِ-কুরআন ; بَعْدَ-তারপর ; اِذْ-যখন ; جَآءَنِىْ-(جاء+نى)-আমার নিকট এসেছে ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; الشَّيْطٰنُ-শয়তানতো ; لِلْاِنْسَانِ-(ل+ال+انسان)-মানুষের জন্য ; خَذُوْلًا-মহাপ্রতারক। ㉚ وَ-আর ; قَالَ-বলবেন ; الرَّسُوْلُ-(ال+رسول)-রাসূল ; يٰرَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; قَوْمِى-(قوم+ى)-আমার কাওম ; اتَّخَذُوْا-বানিয়ে রেখেছে ; هٰذَا-এই ; الْقُرْاٰنَ-কুরআনকে ; مَهْجُوْرًا-পরিত্যাজ্য। ㉛ وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; جَعَلْنَا-বানিয়ে দিয়েছিলাম ; لِكُلِّ-(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য ; نَبِىٍّ-নবীর ; عَدُوًّا-শত্রু ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْمُجْرِمِيْنَ-অপরাধীদের ; وَ-আর ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِرَبِّكَ-(ب+رب+ك)-আপনার প্রতিপালকই ; هَادِيًا-পথপ্রদর্শক হিসেবে ;

হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহ তা'আলা এক হাতে পৃথিবী এবং অন্য হাতে আসমানকে নিয়ে বলবেন—'আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা, দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায় ? স্বৈরাচারী এক নায়করা কোথায় ? ক্ষমতার অহংকারী লোকেরা কোথায় ?"–বুখারী, মুসলিম

৪০. এ উক্তিটি কাফিরদের হতে পারে, আবার তাদের উক্তির পরে আল্লাহর কথাও হতে পারে।

৪১. অর্থাৎ তারা কুরআনকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করেনি। কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি এবং কুরআন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, এটা কাফিরদের কাজ। কিন্তু যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে তবে তা বুঝে পড়ে না এবং তার

وَنَصِيْرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ

ও সাহায্যকারী হিসেবে।[৪৩] ৩২. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে—'কুরআন তার প্রতি একবারে নাযিল করা হলো না কেন ?[৪৪]'

وَ-ও ; نَصِيْرًا-সাহায্যকারী হিসেবে। ﴿٣٢﴾ وَ-আর ; قَالَ-তারা বলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَوْلَا نُزِّلَ-কেন নাযিল করা হলো না ; عَلَيْهِ-তার প্রতি ; الْقُرْاٰنُ-কুরআন ; جُمْلَةً وَاحِدَةً-(جملة+واحدة)-একবারে ;

আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না, সেও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে কিন্তু এরপর তাকে বেঁধে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমত অধ্যয়নও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি গলায় ঝুলন্ত কুরআন নিয়ে উঠবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে—'হে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক! আপনার এ বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার মাঝে ফায়সালা করে দিন।'–কুরতুবী

৪২. অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কুরআন অমান্য করলে সেজন্য আপনার সবর করা উচিত। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। যখনই কোনো নবী সত্য ও সততার দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তখনই অপরাধী লোকেরা তার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করেছে। আসলে এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি। প্রত্যেক নবীরই শত্রু ছিল।

৪৩. অর্থাৎ শত্রুদের মুকাবিলায় আপনি কোন পথ অবলম্বন করবেন তা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল ব্যর্থ করার জন্য যথা সময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পথও তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। আর সত্যের সংগ্রামে যত ময়দানে হক ও বাতিলের সংঘাত হবে তার প্রত্যেকটিতে হকের সমর্থনে সাহায্য পৌঁছানো আপনার প্রতিপালকের কাজ। মোটকথা, হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এমন কোনো দিক নেই যেখানে পথ দেখানো ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট নন। তবে শর্ত হলো সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ যথেষ্ট হওয়ার উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে এবং সক্রিয় তৎপরতার সাথে বাতিলের মুকাবিলায় হকের মাথা উঁচু রাখার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা যেখানে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, শত্রুর মুকাবিলায় আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবো এবং তোমার সাহায্য করবো, সেখানে কোনো মু'মিন সাহসহারা হতে পারে না। 'সুতরাং দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পিছিয়ে থাকার কোনো কারণ আর কি থাকতে পারে।

৪৪. কাফিরদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোর মধ্যে এটা ছিল খুব শক্তিশালী আপত্তি। তাদের মতে এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হয়ে থাকে তাহলে তিনি তো সমগ্র কুরআন একবারেই নাযিল করে দিতেন। কারণ তিনি কি বলবেন তাতো তাঁর জানাই আছে। এটা তো একটু একটু করে নাযিল করার তো কেনো প্রয়োজন ছিল না। আসলে এটা মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচিত অথবা সে কারো নিকট থেকে জিজ্ঞেস করে বা কাউকে দিয়ে

كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝٣٢ وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ

এরূপে (এজন্য নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তাকে মযবুত করে বসিয়ে দিতে পারি[৪৫] এবং (এ উদ্দেশ্যে) আমি তা ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে পাঠ করে শুনিয়েছি। ৩৩. আর তারা আপনার কাছে অভিনব কোনো বিষয় নিয়ে আসেনা

اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝٣٣ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ

যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।[৪৬] ৩৪. যাদেরকে তাদের মুখের উপর ভর দেয়া অবস্থায় একত্র করা হবে

كَذٰلِكَ-এরূপে (এজন্য নাযিল করেছি) ; لِنُثَبِّتَ-যেন মজবুত করে বসিয়ে দিতে পারি ; بِهٖ-তাকে ; فُؤَادَكَ-(فواد+ك)-আপনার অন্তরে ; وَ-এবং (এ উদ্দেশ্য) ; رَتَّلْنٰهُ-(رتلنا+ه)-আমি তা সুস্পষ্টভাবে পাঠ করে শুনিয়েছি ; تَرْتِيْلًا-ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে। ৩৩ وَ-আর ; لَا يَاْتُوْنَكَ-(لايأتون+ك)-তারা আসে না আপনার কাছে ; بِمَثَلٍ-(ب+مثل)-অভিনব কোনো বিষয় নিয়ে ; اِلَّا جِئْنٰكَ-(الا+جئنا+ك)-আপনাকে দান করিনি ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যা সঠিক সমাধান ; وَ-ও ; اَحْسَنَ-সুন্দর ; تَفْسِيْرًا-ব্যাখ্যা। ৩৪ اَلَّذِيْنَ-যাদেরকে ; يُحْشَرُوْنَ-একত্র করা হবে ; عَلٰى-উপর ; وُجُوْهِهِمْ-(وجوه+هم)-তাদের মুখের উপর ভর দেয়া অবস্থায় ;

বিভিন্ন কিতাব থেকে নকল করিয়ে মুখস্থ করে মানুষের সামানে পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের আপত্তির জবাবে আয়াতের শেষাংশে অল্প অল্প করে নাযিল করার কারণ বর্ণনা করেছেন।

৪৫. অর্থাৎ কুরআনকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার কারণ হলো—

এক ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরে একে অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

দুই ঃ এর শিক্ষাগুলো যেন তিনি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, সেজন্য থেমে থেমে, অল্প অল্প করে এবং একই কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলা হয়েছে।

তিন ঃ ইসলামী জীবনপদ্ধতির বিধানগুলো থেকে যখন যে বিধানের প্রয়োজন হয়েছে তখন সে বিধান জানিয়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় একই সঙ্গে সব বিধি-বিধান জানিয়ে দিলে তার উপযোগিতা বুঝা কঠিন হয়ে যেতো। আর তাই সময়োপযোগী বিধানগুলো নাযিল করা হয়েছে।

চার ঃ একই সাথে সমগ্র কুরআন নাযিল করলে এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান আসা বন্ধ থাকলে মু'মিনদের মনে সাহস সঞ্চার করার কাজ যথাযথ হতো না। এর পরিবর্তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় বিধান মু'মিনদের মনে এ অনুভূতি সদাজাগ্রত থাকে যে, আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার প্রতি তিনি নজর রাখছেন, তাদের অবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। তাদের সমস্যা ও সংকটে আল্লাহ তাদেরকে দিক-নির্দেশনা

إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۙ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

জাহান্নামের দিকে, স্থানের দিক থেকে তারা হবে নিকৃষ্ট (স্থানে) এবং পথের দিক থেকে (তারা হবে) সর্বাধিক ভ্রষ্ট।[৪৭]

اِلَى-দিকে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; اُولَٰئِكَ-তারা হবে ; شَرٌّ-নিকৃষ্ট (স্থানে) ; مَكَانًا-স্থানের দিক থেকে ; وَ-এবং ; اَضَلُّ-সর্বাধিক ভ্রষ্ট ; سَبِيلًا-পথের দিক থেকে

দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি প্রয়োজনেই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম আসার কারণে তাদের মনে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সংকল্পকে সুদৃঢ় করে। এটা একই সাথে কুরআন নাযিল করলে এ উপযোগিতা পাওয়া সম্ভব হতো না।

৪৬. কুরআন মাজীদকে পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে নাযিল করার একটি কারণ এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা কুফরী, জাহেলিয়াত ও ফাসেকীর মুকাবিলায় ইসলাম, আনুগত্য ও তাকওয়া ভিত্তিক একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন নবীকে আহ্বায়ক ও নেতা হিসেবে সামনে এনেছেন। নবী ও তাঁর অনুসারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও নির্দেশনা দেয়া যেমন আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, তেমনি বিরোধীদের আপত্তি, সন্দেহ বা জটিলতা সৃষ্টির ব্যাপারেও তিনি তা দূরীভূত করা ও উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেশ করার দায়িত্বও নিজের কাছে রেখেছেন। এ জাতীয় বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা দূর করার প্রয়োজনে যে সমাধান পেশ করা হয়েছে, তার সমষ্টিই হলো 'কুরআন'। এটা মূলতই একটি আন্দোলনের কিতাব। এ আন্দোলনের বিজয়ের জন্য সঠিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি এই যে, আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে আন্দোলন চলতে থাকবে, এ কিতাবও সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হতে থাকবে আর তাই কাফিররা যখনই যে কোনো অভিনব বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

৪৭. অর্থাৎ যারা সহজ-সরল কথাকে উল্টোভাবে চিন্তা করে এবং উল্টো ফলাফল বের করে, তাদের বুদ্ধিও উল্টোদিকে কাজ করে। এজন্য কুরআনের সত্যতা প্রমাণকারী প্রকৃত সত্যগুলোকে তারা মিথ্যা হবার প্রমাণ গণ্য করছে। আর তাই তাদেরকে জাহান্নামে নিম্নমুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩য় রুকূ' (২১-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'কুরআন' আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হওয়ার অনেক অকাট্য প্রমাণ সামনে থাকার পরও খোঁড়া অজুহাত পেশকারীরা অবশ্যই কাফির। এ যুগে মুসলিম নামধারী লোকদের মধ্যেও এমন লোক কম নেই।

২. আল্লাহর নির্দশন হিসেবে ফেরেশতাদেরকে দেখতে চাওয়া গুরুতর সীমালংঘন। এভাবে ফেরেশতাদের প্রকাশ ঘটানো আল্লাহর চিরন্তন রীতির খেলাফ। এ দাবী করা চরম মূর্খতা।

৩. মানবরূপে ফেরেশতাদের আবির্ভাব যে জাতির মধ্যে হয়েছে, সে জাতির উপর ধ্বংস নেমে এসেছে। এ ধ্বংস থেকে তারা কেউ রেহাই পায়নি।

৪. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে যাদের ঈমান নেই, তাদের কোনো সৎকর্মই আখিরাতে কোনো সুফল দেবে না। তাদের সকল সৎকর্মই বিক্ষিপ্ত ধূলায় পরিণত হবে।

৫. সৎকর্মশীল মু'মিনগণ জান্নাতের অধিবাসী হবে এবং তা হবে উত্তম বাসস্থান। হাশর ময়দানের কঠিন অবস্থায় মনোরম বিশ্রামাগারে তারা বিশ্রামরত থাকবে।

৬. কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় যেদিন হবে, সেই নির্দিষ্ট দিনে ফেরেশতারা দলে দলে আসমান থেকে দুনিয়াতে নেমে আসবে। সেদিন কোথাও কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না।

৭. সেদিন দুনিয়ার কোনো শক্তিধর শাসক-প্রশাসকের ক্ষমতা থাকবে না। সকল ক্ষমতা-রাজত্ব কেন্দ্রীভূত হবে একমাত্র আল্লাহর হাতে।

৮. হাশরের দিনটি কাফিরদের অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা হবে সহজ ও আরামপ্রদ।

৯. অবিশ্বাসীরা সেদিন রাসূলের আনুগত্য না করার জন্য আফসোস করে নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে।

১০. অসৎ ও দুষ্কৃতকারীদেরকে বন্ধু হিসেবে এবং নেতা হিসেবে গ্রহণ করার ফলও তারা সেদিন ভোগ করবে।

১১. তারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় এমনসব লোকদেরকে দুনিয়াতে বন্ধু ও নেতা মেনে পথভ্রষ্ট হয়ে কুরআনের বিধানের বিপরীত পথে চলেছে। সেদিন শয়তানের প্রতারণা তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু তখন তো আর নিজেকে শোধরানোর কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

১২. যারা কুরআনের বিধানকে পরিত্যাগ করে বাতিলের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর দরবারে বিচার চাইবেন।

১৩. মু'মিনদের পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী আল্লাহ। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে যেতে হবে। যথাসময়ে আল্লাহর নির্দেশনা ও সাহায্য অবশ্যই আসবে।

১৪. কাফির-মুশরিকরাই কুরআন ও রাসূল সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও হাস্যকর অজুহাত সৃষ্টি করে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চায়।

১৫. কুরআন মাজীদকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল করার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত করা।

১৬. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে রাসূলের নবুওয়াতী তথা আন্দোলনী জীবনের ২৩ বছরে প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভূত প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান কল্পে অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন। এ পদ্ধতিতে কুরআন নাযিলই যথাযথ ও সঠিক পদ্ধতিতে হয়েছে।

১৭. কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে যারা বিপরীত চিন্তা-ভাবনা করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিম্নমুখী তথা তাদের মুখের উপর ভর দেয়া অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৮. তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাসস্থানের বাসিন্দা হবে; কেননা তারা সর্বাধিক পথভ্রষ্ট লোক।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১০

৩৫ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٥ فَقُلْنَا

৩৫. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে কিতাব দিয়ে ছিলাম[৪৮] এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে সাহায্যকারী করে দিয়েছিলাম। ৩৬. এবং বলে দিয়েছিলাম

اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۝٣٦ وَقَوْمَ نُوحٍ

তোমরা উভয়ে সেই কাওমের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাবস্ত্য করেছে[৪৯] ; অতপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করার মতো ধ্বংস করে দিলাম। ৩৭. আর (স্মরণীয়) নূহের কাওমের কথা

৩৫ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-নিসন্দেহে আমি দিয়েছিলাম ; مُوْسٰى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছিলাম ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; اَخَاهُ-(اخا+ه)-তাঁর ভাই; هٰرُوْنَ-হারুনকে ; وَزِيْرًا-সাহায্যকারী। ৩৬ فَقُلْنَا-(ف+قلنا)-এবং বলে দিয়েছিলাম ; اذْهَبَآ-তোমরা উভয়ে যাও ; اِلَى-কাছে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সেই কাওমের; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতকে ; فَدَمَّرْنٰهُمْ-(ف+دمرنا+هم)-অতপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম ; تَدْمِيْرًا-ধ্বংস করার মতো। ৩৭ وَ-আর ; قَوْمَ-(স্মরণীয়) কাওমের কথা ; نُوْحٍ-নূহের ;

৪৮. এখানে 'কিতাব' দ্বারা 'তাওরাত' বুঝানো হয়নি। কারণ মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত তখনও নাযিল হয়নি। মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল হয় মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হওয়ার সময়। এখানে 'কিতাব' দ্বারা সেসব বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো নবুওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ফিরআউনের রাজদরবারে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং ফিরআউনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো যথাসম্ভব তাওরাতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাওরাতের সূচনা হয়েছে দশটি বিধানের মাধ্যমে। বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার সময় সিনাই এলাকার 'তূর' পাহাড়ে পাথরের ফলকে লিখিত আঁকারে তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

৪৯. অর্থাৎ সেসব আয়াত যেগুলো হযরত ইয়াকূব (আ) ও হযরত উইসুফ (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এসব আয়াত পরবর্তী কালে বনী ইসরাইলের সৎকর্মশীল লোকেরা প্রচার করেছিল।

لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ

যখন তারা মিথ্যা জানলো রাসূলদেরকে[৫০], আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং নিদর্শন করে রাখলাম তাদেরকে মানব জাতির জন্য আর তৈরি করে রাখলাম যালিমদের জন্য

عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ○

যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৫১] ৩৮. আর (স্মরণীয়) আদ ও সামূদ এবং রাস এর বাসিন্দা[৫২] ও তাদের মধ্যবর্তী আরও অনেক সম্প্রদায়ের কথা।

﴿٣٩﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ

৩৯. আর এদের প্রত্যেকের জন্য বর্ণনা করেছি দৃষ্টান্ত এবং প্রত্যেককেই আমি ধ্বংস করার মতই ধ্বংস করে দিয়েছি। ৪০. আর তারা তো যাতায়াত করে সেই জনপদের উপর দিয়েই

لَمَّا-যখন ; كَذَّبُوا-মিথ্যা জানলো ; الرُّسُلَ-রাসূলদেরকে ; أَغْرَقْنٰهُمْ-(اغرقنا+هم)-আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম ; وَ-এবং ; جَعَلْنٰهُمْ-(جعلنا+هم)-করে রাখলাম তাদেরকে ; لِلنَّاسِ-মানবজাতির জন্য ; اٰيَةً-নিদর্শন ; وَ-আর ; أَعْتَدْنَا-তৈরি করে রাখলাম ; لِلظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের জন্য ; عَذَابًا-আযাব ; أَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٣٨﴾ وَ-আর ; عَادًا-আদ ; وَ-ও ; ثَمُوْدَا-সামূদ ; وَ-এবং ; أَصْحٰبَ-বাসিন্দা ; الرَّسِّ-(ال+رس)-রাস-এর ; وَ-ও ; قُرُوْنًا-আরও সম্প্রদায়ের কথা ; بَيْنَ-মধ্যবর্তী ; ذٰلِكَ-তাদের ; كَثِيْرًا-অনেক। ﴿٣٩﴾ وَ-আর ; كُلًّا-প্রত্যেকের ; ضَرَبْنَا-বর্ণনা করেছি ; لَهُ-জন্য ; الْأَمْثَالَ-দৃষ্টান্ত ; وَ-এবং ; كُلًّا-প্রত্যেককেই ; تَبَّرْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; تَتْبِيْرًا-ধ্বংস করার মতো। ﴿٤٠﴾ وَ-আর ; لَقَدْ أَتَوْا-তারাতো যাতায়াত করে ; عَلَى-উপর দিয়ে ; الْقَرْيَةِ-(ال+قرية)-সেই জনপদের ;

৫০. অর্থাৎ তারা যেহেতু মানুষকে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, তাই তাদের এ মিথ্যাচার শুধুমাত্র নূহ (আ)-এর বিরুদ্ধে ছিল না বরং তারা মূল নবুওয়াতের পদকেই অস্বীকার করেছিল।

৫১. অর্থাৎ আখিরাতে যে আযাব কাফিরদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে।

৫২. 'আসহাবুর রাস' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে তাদের বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনা হলো—তারা 'সামূদ' গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোনো এক কূপের ধারে বাস করতো। তারা এমন এক সম্প্রদায় ছিল যারা তাদের নবীকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বা ঝুলিয়ে রেখে হত্যা করেছিল। আরবী ভাষায় 'রাস্‌স' দ্বারা পুরাতন বা অন্ধকূপ বুঝানো হয়ে থাকে।

الَّتِىٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ

যার উপর বর্ষিত হয়েছিল ভীষণ অকল্যাণের বৃষ্টি;[৫৩] তবে কি তারা তা দেখেনা ? বরং তারা আশা রাখে না

نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের।[৫৪] ৪১. আর যখনই তারা আপনাকে দেখতে পায়, তখনই আপনাকে বিদ্রূপের পাত্র ছাড়া কিছুই মনে করে না ; (এবং বলে) ইনি কি সেই ব্যক্তি যাকে পাঠিয়েছেন

اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۭ

আল্লাহ রাসূল করে। ৪২. সেতো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেই ফেলতো আমাদের দেবতাদের থেকে যদি না আমরা তাদের সাথে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধরে থাকতাম,[৫৫]

الَّتِىٓ-যার উপর ; اُمْطِرَتْ-বর্ষিত হয়েছিল ; مَطَرَ-বৃষ্টি ; السَّوْءِ-ভীষণ অকল্যাণের ; اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا-তবে কি তারা দেখে না তা ; بَلْ-বরং ; كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ-তারা আশা রাখে না ; نُشُوْرًا-মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের। ﴿٤١﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখনই ; رَاَوْكَ-(راوا+ك)-তারা আপনাকে দেখতে পায় ; اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ-(ان+يتخذون+ك)-আপনাকে কিছু মনে করে না ; اِلَّا-ছাড়া ; هُزُوًا-বিদ্রূপের পাত্র ; اَهٰذَا-(এবং বলে) ইনি কি ; الَّذِىْ-সেই ব্যক্তি যাকে ; بَعَثَ-পাঠিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَسُوْلًا-রাসূল করে। ﴿٤٢﴾ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا-সেতো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেই ফেলতো ; عَنْ-থেকে ; اٰلِهَتِنَا-(الهة+نا)-আমাদের দেবতাদের ; لَوْلَآ-যদি না ; اَنْ صَبَرْنَا-আমরা দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধরে থাকতাম ; عَلَيْهَا-তাদের সাথে ;

৫৩. এখানে কাওমে লূতকে বুঝানো হয়েছে। ভীষণ 'অকল্যাণের বৃষ্টি' দ্বারা পাথর বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। হিজাযবাসীদের বাণিজ্য-কাফেলা ফিলিস্তীন ও সিরিয়া যাবার পথে এ এলাকা অতিক্রম করতে হতো। সেখানে তারা শুধু কাওমে লূতের ধ্বংসাবশেষই দেখতো না, বরং আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচারিত লূত জাতির ধ্বংসের ঘটনাও শুনতো।

৫৪. অর্থাৎ এসব ধ্বংসাবশেষ দেখা ও বিভিন্ন কাহিনী শোনার পরও তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এর কারণ হলো তারা পরকাল বিশ্বাস করে না। আর তাই তারা এসব নীরব দর্শকের মতো দেখেছে। পরকালে অবিশ্বাসী একজন লোক এসব দেখে বড়জোর একটা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে ; কিন্তু পরকালে বিশ্বাসী একজন লোক এসব দেখে এ থেকে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সে এ দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে তার সন্ধান খুঁজে পায়।

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ اَرَءَيْتَ

আর—যখন তারা আযাব দেখবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।
৪৩. আপনি কি দেখেছেন

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿٤٣﴾ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ

তাকে, যে নিজের ইচ্ছা-কামনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে[৫৬]? তবুও কি আপনি তার জন্য যিম্মাদার হবেন? ৪৪. অথবা আপনি কি মনে করেন যে, নিশ্চিত

وَ-আর ; سَوْفَ يَعْلَمُوْنَ-তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ; حِيْنَ-যখন ; يَرَوْنَ-তারা দেখবে ; الْعَذَابَ-আযাব ; مَنْ-কে ; اَضَلُّ سَبِيْلًا-কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। ﴿٤٣﴾ اَرَءَيْتَ-আপনি কি দেখেছেন ; مَنِ-তাকে যে ; اتَّخَذَ-বানিয়ে নিয়েছে ; اِلٰهَهٗ-(اله+ه)-তার উপাস্য ; هَوٰىهُ-(هوى+ه)-নিজের ইচ্ছা-কামনাকে ; اَفَاَنْتَ-(ا+ف+انت)-তবুও কি আপনি ; تَكُوْنُ-হবেন ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; وَكِيْلًا-যিম্মাদার। ﴿٤٤﴾ اَمْ-অথবা ; تَحْسَبُ-আপনি কি মনে করনে যে ; اَنَّ-নিশ্চিত ;

৫৫. এখানে ৪১ আয়াতে কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে বানিয়ে তাঁকে একেবারে মর্যাদাহীন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাচ্ছে। ৪২ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তারা রাসূলের যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের শক্তি স্বীকার করে নিচ্ছে এবং বলছে যে, তারা যদি বিদ্বেষ ও হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে তাদের দেবতাদের উপাসনায় দৃঢ়ভাবে লেগে না থাকতো, তাহলে এ লোক তাদের দেবতাদের থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতো। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর আন্দোলনকে তারা কেমন ভয় করতো তা তাদের পরস্পর বিরোধী কথা দুটো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

৫৬. নিজের ইচ্ছা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নেয়া অর্থ তার পূজা করা। মূলত এটাও মূর্তিপূজার মতই শিরক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মানুষের শরীয়ত বিরোধী ইচ্ছা-বাসনা এক প্রকার মূর্তি, যার পূজা করা হয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।–কুরতুবী

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন—

'এ আসমানের নীচে যতগুলো উপাস্যেরই উপাসনা করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হচ্ছে এমন কামনা-বাসনা যার অনুসরণ করা হয়।"–তাবারানী

কেউ যদি তার বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে নিজের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যদি কোনো ধরনের শিরকী বা কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাকে বুঝিয়ে তা থেকে ফেরানো যেতে পারে। কিন্তু যে নিজের ইচ্ছা তথা কামনা-বাসনার গোলাম, সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মতো বিবেক তার মধ্যে জেগে উঠার সুযোগ পায় না। সে সেদিকেই দৌড়ায়, যেদিকে তার কামনা-বাসনা তাকে নিয়ে যায়। আর কখনো যদি একশ

أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বুঝে ? তারাতো চৌপায়া জন্তুর মত ছাড়া তো নয়, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।[৫৭]

اَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; يَسْمَعُوْنَ-শোনে ; اَوْ-অথবা ; يَعْقِلُوْنَ-বুঝে ; اِنْ هُمْ-তারাতো নয় ; اِلاَّ-ছাড়া ; كَالْاَنْعَامِ-(ك+ال+انعام)-চৌপায়া জন্তুর মতো ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; اَضَلُّ سَبِيْلاً-অধিক পথভ্রষ্ট।

লোককে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনাও যায়, তাহলেও তাকে কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতার অধীন করা সম্ভব হয় না।

৫৭. অর্থাৎ কামনা-বাসনার দাস লোকেরা তাদের প্রবৃত্তির ঝোঁক ও তাদের পথ ভ্রষ্টকারী নেতাদের ইশারায় তারা চোখ বন্ধ করে চলতেই থাকে, যেমন গরু-ছাগলের দল যেমন জানেনা তাদের যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা তাদেরকে কোনো চারণ ক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না কসাইখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসব লোক চিন্তা করে দেখে না এসব নেতারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—কল্যাণের দিকে না কি ধ্বংসের দিকে। এ পর্যন্ত তাদের তুলনা গরু-ছাগলের সাথে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গরু-ছাগলকে আল্লাহ তা'আলা বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাশক্তি দেননি, তাই তারা যদি চারণ ক্ষেত্র ও কসাইখানার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করতে পারে তাহলে তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো—একজন বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ গরু-ছাগলের মতো কেমন করে অসচেতনতা ও গাফলতির মধ্যে ডুবে থাকে ?

এর অর্থ এটা নয় যে, প্রচার-প্রচারণাকে অর্থহীন গণ্য করা এ ভাষণের উদ্দেশ্য। আর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে একথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন একথাগুলো শ্রোতাদের সামনে পেশ করেন। আসলে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হলেও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যেই এ বক্তব্য রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো—হে গাফিল লোকেরা, তোমাদের অবস্থা এরূপ কেন, তোমাদেরকে আল্লাহ বিবেক-বুদ্ধি কি এজন্য দিয়েছেন যে, তোমরা পশুর মতো জীবন যাপন করবে ?

৪র্থ রুকূ' (৩৫-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলদের আনীত বিধানকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অর্থ নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা। যেমন ফিরআউনের দল মূসা (আ)-এর দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে দুনিয়াতেও ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আখিরাতের কঠোর শাস্তিতো তৈরি রয়েছে।

২. একইভাবে নূহ (আ)-এর কাওমের লোকেরা যখন তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডুবিয়ে মারলেন। নূহ (আ)-এর নিজের সন্তান-এ ধ্বংস থেকে রেহাই পেল না।

৩. এরপর 'আদ জাতি', 'সামূদ জাতি', 'আসহাবে রাস্' এবং তাদের মাঝে আরো অনেক জাতিই একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে।

৪. খাঁটি তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজ থেকে ফিরে আসা এবং নবীদের আনীত জীবনব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর আসমানী আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। যেমন হযরত ইউনুস (আ)-এর জাতির লোকেরা আল্লাহর আসন্ন আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

৫. দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অতীতের অনেক জাতি-গোষ্ঠীর ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সেসব এলাকা সফর করা উচিত।

৬. লূত (আ)-এর কাওমের লোকেরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে দুনিয়াতে সমকামিতার সূচনা করে এবং এর পরিণতিতে তাদের পাথর বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

৭. আখিরাতে বিশ্বাসী লোকেরাই সেসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন এবং নিজেদেরকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হন।

৮. আখিরাতে অবিশ্বাস-ই দুনিয়াতে সকল অনর্থের মূল। এসব অবিশ্বাসী লোক আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখার পরও তাদের হিদায়াত নসীব হয় না।

৯. মক্কার কাফিরদের আখিরাতে বিশ্বাস না থাকার জন্যই তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসেনি। আর এটাই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ।

১০. মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং হিসাব-নিকাশের বিশ্বাস যার অন্তরে থাকবে, তার কর্মনীতি অবশ্যই সংশোধিত হবে। সুতরাং এ বিশ্বাসকে অন্তরে দৃঢ়মূল করতে হবে।

১১. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে যেসব অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তন্মধ্যে কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটূক্তি-বক্রোক্তি অন্যতম।

১২. সত্যের দাওয়াত সকল মানুষের মনেই দাগ কাটে, কিন্তু অন্ধ-বিদ্বেষ ও নিজ কামনা-বাসনার গোলামীর কারণে তা গ্রহণে এগিয়ে আসতে পারে না। তাদের এ বিভ্রান্তিতো অবশ্যই নিরসন হবে, কিন্তু তখন ফেরার কোনো উপায় থাকবে না।

১৩. প্রবৃত্তি তথা নিজের ইচ্ছা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ করে চলা মানেই তার উপাসনা করা। এটাও এক প্রকার মূর্তিপূজা ; আর মূর্তিপূজা যেমন শিরক, নিজ ইচ্ছা, বাসনার গোলামী করাও শিরক। সুতরাং মু'মিনদেরকে গোলাম হতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ গোলামীর পদ্ধতি মেনে চলতে হবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর।

১৪. মানুষের শোনার শক্তি আছে এবং বুঝার শক্তিও আছে। চৌপায়া পশুর শোনার শক্তি আছে কিন্তু বুঝার শক্তি নেই। কিন্তু মানুষ যদি এই বুঝার শক্তিকে কাজে না লাগায় তাহলে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষই পশুর অধম হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরকে বুঝার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সত্যের পথ চিনে চলতে হবে।

১৫. আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সে অনুসারে জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১৬

﴿٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا

৪৫. তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য করনা—তিনি কিভাবে ছায়াকে প্রসারিত করেন ? তবে তিনি যদি চাইতেন তাহলে তাকে স্থির রাখতে পারতেন। অতপর আমি করেছি

الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

সূর্যকে এর প্রতি নির্দেশকারী।[৫৮] ৪৬. তারপর আমি তাকে ধীরে ধীরে আমার নিজের দিকে গুটিয়ে আনি।[৫৯] ৪৭. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি করেছেন তোমাদের জন্য

৪৫ أَلَمْ تَرَ-(ا+لم ترى)-তুমি কি লক্ষ কর না ; إِلَىٰ-প্রতি ; رَبِّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ; كَيْفَ-কিভাবে ; مَدَّ-তিনি প্রসারিত করেছেন ; الظِّلَّ-(ال+ظل)-ছায়াকে ; وَ-তবে ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-তিনি চাইতেন ; لَجَعَلَهُ-(ل+جعل+ه)-তাহলে তাকে রাখতে পারতেন ; سَاكِنًا-স্থির ; ثُمَّ-অতপর ; جَعَلْنَا-আমি করেছি ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্যকে ; عَلَيْهِ-এর প্রতি ; دَلِيلًا-নির্দেশকারী। ৪৬ ثُمَّ-তারপর ; قَبَضْنَاهُ-(قبضنا+ه)-আমি তাকে গুটিয়ে আনি ; إِلَيْنَا-নিজের দিকে ; قَبْضًا-গুটানো ; يَسِيرًا-ধীরে ধীরে। ৪৭ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; جَعَلَ-করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ;

৫৮. রোদ ও ছায়া দুটোই আল্লাহর এমন নিয়ামত যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ-কারবার চলা সম্ভব নয়। সদা-সর্বদা সব জায়গায় যদি শুধু রোদই থাকত তাহলে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য তা যে কি বিপদ হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার যদি সদা-সর্বদা সব জায়াগায় যদি ছায়াই ছায়া থাকতো তাহলেও তা মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদরাজী সবকিছুর জন্যই অকল্যাণকর হতো। আল্লাহ তা'আলা ছায়ার উপর সূর্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এর অর্থ ছায়ার ছড়িয়ে পড়া ও সংকুচিত হওয়া নির্ভর করে সূর্যের উপর উঠা ও নেমে যাওয়া এবং তার উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়ার উপর নির্ভরশীল এবং তার আলামত।

ছায়া হলো আলোক ও অন্ধকারের মাঝামাঝি এমন একটি অবস্থা যা সকাল বেলা সূর্যের উপরে উঠার আগে দৃশ্যমান হয় এবং সারা দিন ঘরের মধ্যে দেয়ালের পেছনে ও গাছের নীচে থাকে।

৫৯. ছায়াকে গুটিয়ে নিজের দিকে নেয়ার অর্থ অদৃশ্য ও বিলীন করে দেয়া। কারণ, যা

الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ

রাতকে আবরণস্বরূপ[৬০] এবং ঘুমকে করেছেন বিশ্রামের মাধ্যম আর দিনকে করেছেন জেগে থেকে জীবিকা তালাশের সময় হিসেবে।[৬১] ৪৮. আর তিনি সেই সত্তা যিনি পাঠান

الَّيْلَ-রাতকে ; لِبَاسًا-আবরণস্বরূপ ; وَ-এবং ; النَّوْمَ-ঘুমকে ; سُبَاتًا-বিশ্রামের মাধ্যম; وَ-আর ; جَعَلَ-করেছেন ; النَّهَارَ-দিনকে ; نُشُوْرًا-জেগে থেকে জীবিকা তালাশের সময় হিসেবে।﴿٤٨﴾ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِيْ-যিনি ; أَرْسَلَ-পাঠান ;

কিছুই ধ্বংস হয় তা আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর দিক থেকেই আসে আবার তার দিকেই ফিরে যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো—এ কাফির-মুশরিকরা যদি পশুর মতো জীবন ধারণ না করে একটু বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে চলতো তাহলে তাদের চোখের সামনে যে ছায়া রয়েছে এটাই তাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ ছায়া সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের-ই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। মানুষের সারাটা জীবন এ ছায়ার সংকোচন ও প্রসারণ এর সাথে বিজড়িত। দুনিয়াতে যদি ছায়া চিরন্তন হয়ে যায়, তাহলে এখানে কোনো প্রাণী এমনকি কোনো উদ্ভিদও জীবন ধারণ করতে পারবে না। কারণ সূর্যের আলো উত্তাপের উপর প্রাণের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। অপরদিকে ছায়া যদি আদৌ না থাকতো তাহলেও প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তো এবং জীবন অসাধ্য হয়ে যেতো। কারণ সর্বক্ষণ সূর্যের মুখোমুখি থাকার এবং রৌদ্র থেকে কোনো আড়াল না পাওয়ার ফলে কোনো প্রাণী এবং কোনো উদ্ভিদ জীবিত থাকতে পারে না এবং ভূপৃষ্ঠে যে পানি আছে তাও উধাও হয়ে যেতো। রোদ ও ছায়ার মধ্যে পরিবর্তনটা যদি হঠাৎ ঘটে যেতো তাহলে দুনিয়ার পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষা হতো না। তাই মহাজ্ঞানী স্রষ্টা, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। যার ফলে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে রোদ ও ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এ ধরনের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কোনো অন্ধ প্রকৃতির হাতে আপনা- আপনি চালু হতে পারে না। অথবা বহুসংখ্যক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু এ সুশৃংখল নিয়ম-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবী ও সূর্যকে হাজার হাজার বছর ধরে একই নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে না।

উপরে আলোচিত হলো আয়াতের বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ। কিন্তু শব্দের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত। আর তা হচ্ছে, বর্তমানে এই যে শিরক ও কুফরীর মূর্খতার ছায়া চারদিক ছেয়ে আছে—এটা কোনো স্থায়ী অবস্থা নয়। আল কুরআন ও শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আকারে হিদায়াতের সূর্য উদিত হয়েছে। বাহ্যত ছায়া বিস্তার করেছে দূর দূরান্তে। কিন্তু হিদায়াতের সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকবে ততই জাহেলিয়াতের ছায়া সংকুচিত হতে থাকবে। তবে একটু সবর করতে হবে। আল্লাহর আইনে হঠাৎ করে পরিবর্তন আনা হয় না। বস্তুজগতে সূর্য যেমন ধীরে ধীরে উপরে উঠে এবং ছায়া ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে ঠিক তেমনি চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক-নৈতিকতার ক্ষেত্রেও হিদায়াতের সূর্যের উত্থান ও জাহেলিয়াতের ছায়ার পতন ধীরে ধীরেই হতে থাকে।

الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

বায়ুকে তার রহমতের (বৃষ্টির) প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে এবং আমিই আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।[৬২]

۝ لِّنُحْـِۧيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝

৪৯. যাতে করে আমি তার দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সজীব করে দেই এবং আমি যা সৃষ্টি করেছি তার মধ্যে বহু জীবজন্তু ও অনেক মানুষকে আমি তা পান করাই।[৬৩]

-الرِّيٰحَ-বায়ুকে ; بُشْرًا-সুসংবাদবাহী রূপে ; بَيْنَ يَدَيْ-প্রাক্কালে ; رَحْمَتِهٖ-(رحمة+ه)-তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) ; وَ-এবং ; اَنْزَلْنَا-আমিই বর্ষণ করি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; مَآءً-পানি ; طَهُوْرًا-বিশুদ্ধ। ৪৯ لِنُحْيِيَ-যাতে করে আমি সজীব করে দেই; بِهٖ-তার দ্বারা ; بَلْدَةً-ভূখণ্ডকে ; مَيْتًا-মৃত ; وَ-এবং ; نُسْقِيَهٗ-(نسقى+ه)-আমি তা পান করাই ; مِمَّا خَلَقْنَآ-আমি যা সৃষ্টি করেছি তার মধ্যে ; اَنْعَامًا-বহু জীবজন্তু ; وَ-ও ; اَنَاسِيَّ-মানুষকে ; كَثِيْرًا-অনেক।

৬০. আল্লাহ তাআলা রাতকে 'লিবাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ 'লিবাস' যেমন মানুষের শরীরকে ঢেকে রাখে, রাত তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেয়া হয়।

৬১. এখানে দিনকে 'নুশূর' তথা জীবন বলা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত 'নিদ্রা' এক প্রকার মৃত্যু। আর এ জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবজাতির জন্য বাধ্যাতামূলকভাবে এক করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের সাহায্যে তিনটি বিষয়ের যুক্তি পেশ করা হয়েছে—একটি বিষয়ে হলো তাওহীদের পক্ষে যুক্তি। দ্বিতীয় বিষয় হলো নিত্যদিনের মানবিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাবনার পক্ষে যুক্তি এবং তৃতীয় বিষয় হলো সামনের পথ জাহেলিয়াতের রাত শেষ হয়ে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হওয়ার সুসংবাদ দান। হিদায়াতের সূর্য যেহেতু উদিত হয়েছে, তাই নিদ্রিতরা অবশ্যই জেগে উঠবে। অবশ্য যাদের ঘুম মৃত্যুঘুমের শামিল ছিল তারা আর জাগবে না। তারা নিজেদের জন্যই জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণেই আর জেগে উঠবে না। তবে তাদের জন্য দিনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে না।

৬২. অর্থাৎ এমন পানি যা সব ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ও জীবাণুমুক্ত, আবার সকল প্রকার নাপাকী থেকেও মুক্ত। যা পান করে মানুষ, পশু-পাখি জীবনী শক্তি লাভ করে এবং সকল প্রকার উদ্ভিদও সজীবতা ফিরে পায়।

৬৩. অর্থাৎ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি দ্বারা আল্লাহ তাআলা শুষ্ক ভূখণ্ডকে সিক্ত করেন এবং জীব-জন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা দূর করেন। অনেক মানুষের কথাটি উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, সব মানুষই বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল হয় না। কিছু কিছু মানুষ বিকল্প উৎস থেকেও পানির প্রয়োজনীয়তা মেটায়।

۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۞

৫০. আর আমি অবশ্যই তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই[৬৪] যাতে তারা স্মরণ করে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া সবই অস্বীকার করলো।[৬৫]

۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۞ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ

৫১. আর আমি যদি চাইতাম, তাহলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী অবশ্যই পাঠাতাম।[৬৬] ৫২. অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না

(৫০) وَ-আর ; لَقَدْ صَرَّفْنٰهُ-আমি অবশ্যই বণ্টন করে দেই ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; لِيَذَّكَّرُوْا-যাতে তারা স্মরণ করে ; فَاَبٰٓى-(ف+ابى)-কিন্তু সবই অস্বীকার করলো ; اَكْثَرُ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; اِلَّا-ছাড়া ; كُفُوْرًا-অকৃতজ্ঞতা। (৫১) وَ-আর ; لَوْ-যদি; شِئْنَا-আমি চাইতাম ; لَبَعَثْنَا-তাহলে আমি অবশ্যই পাঠাতাম ; فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ-(فى+كل+قرية)-প্রত্যেক জনপদে ; نَذِيْرًا-একজন করে সতর্ককারী। (৫২) فَلَا تُطِعِ-(ف+لاتطع)-অতএব আপনি আনুগত্য করবেন না ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ;

৬৪. অর্থাৎ 'আমি বৃষ্টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি ; কখনও এক জনপদে আবার কখনও অন্য জনপদে বর্ষণ করি।' এর আরেকটি অর্থ হতে পারে—'আমি বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বর্ণনা করে প্রকৃত সত্য বুঝাবার চেষ্টা করেছি।' অথবা এর অর্থ—'আমি বারবার গ্রীষ্ম ও খরা, মৌসুমী বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি এবং তা থেকে সৃষ্ট জীবন উপকরণসমূহ তাদেরকে দেখাতে থেকেছি।'

৬৫. অর্থাৎ নিছক বৃষ্টির ব্যবস্থাপনার মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী ও সমস্ত জগতের একক প্রতিপালক হওয়ার প্রমাণস্বরূপ এতো বিপুল সংখ্যক নিদর্শন রয়েছে যে, কেবল এগুলো থেকেই রাসূলের তাওহীদের শিক্ষা সত্য হবার পক্ষে নিশ্চিন্ততা লাভ হয়। অথবা প্রতি বছর তাদের সামনেগ্রীষ্ম ও খরায় অসংখ্য সৃষ্টির মৃত্যুমুখে পরিণত হওয়া এবং বৃষ্টির বদৌলতে মৃত উদ্ভিদ ও কীট-পতংগের জীবিত হয়ে উঠা—এসব দেখেও এ যালিমের দল মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব বলে মনে করছে। সত্যের এ নিদর্শনের প্রতি বারবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তারা এটাকে অস্বীকার করতে থাকে এবং তাদের অকৃতজ্ঞতা চিরকালই থেকে যায়।

৬৬. অর্থাৎ প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী পাঠানো আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। কিন্তু আমি তা করিনি। বরং সারা দুনিয়ার জন্য মাত্র একজন নবী পাঠিয়েছি। একটি সূর্য যেমন সারা দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট। ঠিক তেমনি সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য একজন নবীই সারা দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট।

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝٥٢ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا

এবং তাদের সাথে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যান।[৬৭] ৫৩. আর তিনি সেই সত্তা যিনি পাশাপাশি মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন দু'টো সমুদ্রকে—এটা সুপেয় আর অপরটি লোনা

عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝

সুমিষ্ট বিস্বাদ এবং তিনি রেখে দিয়েছেন উভয়ের মধ্যে একটি অন্তরায় ও একটি দুর্ভেদ্য বাধা।[৬৮]

وَ-এবং ; جَاهِدْهُمْ-(جاهد+هم)-তাদের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যান ; بِهِ-এর (কুরআনের) সাহায্যে ; جِهَادًا-সংগ্রাম ; كَبِيرًا-কঠোর। ۝٥٣ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; مَرَجَ-পাশাপাশি মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন ; الْبَحْرَيْنِ-(ال+بحرين)-দুটো সমুদ্রকে ; هَٰذَا-এটা ; عَذْبٌ-সুমিষ্ট ; فُرَاتٌ-সুপেয় ; وَ-আর ; هَٰذَا-অপরটি ; مِلْحٌ-লোনা ; أُجَاجٌ-বিস্বাদ ; وَ-এবং ; جَعَلَ-তিনি রেখে দিয়েছেন ; بَيْنَهُمَا-উভয়ের মধ্যে ; بَرْزَخًا-একটি অন্তরায় ; وَ-ও ; حِجْرًا-বাধা ; مَحْجُورًا-দুর্ভেদ্য।

৬৭. আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তখনও কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ হলো তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের-আকর্ষণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক বা অন্য কোনো পন্থায় হোক—এখানে সবগুলোকেই বড় 'জিহাদ' বলা হয়েছে।

৬৮. আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে দুনিয়াতে দুই প্রকার সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন। এক প্রকার হলো মহাসাগর যা দুনিয়ার চারভাগের তিন ভাগ জুড়ে অবস্থান করছে। আর বাকী এক ভাগের মধ্যে রয়েছে মানব বসতী। সমুদ্রগুলোর কোনোটার পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, আবার কোনোটার পানি তীব্র লবণাক্ত ও তিক্ত বিস্বাদ। আবার একই স্রোত পাশাপাশি ধারায় প্রবাহিত মিষ্ট ও লোনা পানির স্রোতধারা ; কিন্তু এর মধ্যে দৃশ্যত কোনো দুর্ভেদ্য আড়াল নেই। তারপরও একটি অপরটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে না। আবার কোথাও দেখা যায়, উপরিভাগে রয়েছে লোনা পানির প্রবাহ এবং তার নীচে রয়েছে মিষ্ট পানির প্রবাহ। তবে এ দু-স্বাদের পানির মধ্যে অদৃশ্য একটি দেয়াল আল্লাহ তা'আলা রেখে দিয়েছেন, যার জন্য উভয় প্রকার পানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় না। এসব আল্লাহর কুদরতের বহিপ্রকাশ। সমুদ্রের পানিকে লোনা করার মধ্যেও আল্লাহ বিশাল কল্যাণ রেখেছেন। স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশী জন্তু-জানোয়ার জলভাগে বাস করে। এসব জন্তু-জানোয়ার সেখানেই মরে সেখানেই পঁচে এবং মাটি হয়ে যায়। স্থলভাগের সমস্ত পঁচা-গলা খাল-বিল-নদী-নালার মাধ্যমে সমুদ্রেই পড়ে। যদি সমুদ্রের সব পানি মিষ্ট হতো তাহলে সেই মিষ্ট পানি দ্রুত পঁচনশীল বিধায় দু-চারদিনেই পঁচে যেত। সেই পানি পঁচে

۞وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ○

৫৪. আর তিনি সেই সত্তা, যিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতপর তিনি তাকে বংশ সম্পর্কবিশিষ্ট ও বিবাহ সম্পর্ক বিশিষ্ট করেছেন[৬৯], আর আপনার প্রতিপালক হলেন সর্বশক্তিমান।

۞وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ

৫৫. আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোনো উপকার করতে পারে না আর না করতে পারে কোনো ক্ষতি; আর কাফিরতো হলো

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

তার প্রতিপালকের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।[৭০] ৫৬. আর আমিতো আপনাকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী ছাড়া (অন্য কিছু) হিসেবে পাঠাইনি।[৭১] ৫৭. আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে চাইনা এর জন্য

৫৪ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; مِنَ-থেকে ; الْمَاءِ-পানি ; بَشَرًا-মানুষকে ; فَجَعَلَهُ-(ف+جعل+ه)-অতপর তিনি তাকে করেছেন ; نَسَبًا-বংশ সম্পর্কে বিশিষ্ট ; وَ-ও ; صِهْرًا-বিবাহ সম্পর্কে বিশিষ্ট ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; قَدِيرًا-সর্বশক্তিমান। ৫৫ وَ-আর ; يَعْبُدُونَ-তারা উপাসনা করে ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; مَا-এমন কিছুর যা ; لَا يَنْفَعُهُمْ-(لاينفع+هم)-তাদের কোনো উপকার করতে পারে না ; وَ-আর ; لَا يَضُرُّهُمْ-(لايضر+هم)-না করতে পারে কোনো ক্ষতি ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; الْكَافِرُ-(ال+كافر)-কাফিরতো ; عَلَىٰ-প্রতি ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; ظَهِيرًا-পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। ৫৬ وَ-আর ; مَا أَرْسَلْنَاكَ-(ما ارسلنا+ك)-আমিতো আপনাকে পাঠাইনি ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু) ; مُبَشِّرًا-সুসংবাদ দানকারী হিসাবে ; وَ-ও ; نَذِيرًا-সতর্ককারী হিসেবে। ৫৭ قُلْ-আপনি বলুন ; مَا أَسْأَلُكُمْ-(ما+اسئل+كم)-আমি তোমাদের কাছে চাই না ; عَلَيْهِ-এর জন্য ;

গেলে তার দুর্গন্ধে স্থলভাগে মানুষের বসবাস করা কঠিন হয়ে যেতে। আল্লাহ তাআলা তাই সমুদ্রের পানিকে তীব্র লবণাক্ত করে দিয়েছেন, যাতে করে সমস্ত ময়লা-আবর্জনা এবং সমুদ্রের মরা জীবজন্তুও তাতে পড়ে লবণের প্রভাবে বিলীন হয়ে যায়।

৬৯. অর্থাৎ নগণ্য এক ফোঁটা অপবিত্র পানি থেকে মানুষের মতো একটি বিস্ময়কর সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করা সামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। তার উপর আরো কৃতিত্বের ব্যাপার হচ্ছে, তিনি মানুষের দুটো আলাদা নমুনা নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর সামঞ্জস্য থাকলেও দৈহিক বৈশিষ্ট্য এদের এক নয় বরং এ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক বেশী। কিন্তু এ বিভিন্নতার কারণে তারা পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী

নয়, বরং পরস্পর এক একটি জোড়ায় পরিণত হয়েছে। তারপর এ জোড়া থেকে তিনি অদ্ভুত ভারসাম্য সহকারে দুনিয়ায় পুরুষও সৃষ্টি করেছেন, আবার নারীও। এদের থেকে একটি ধারা পুত্র ও নাতীদের আর অপর ধারা কন্যা ও নাতনীদের। পুত্র ও নাতীরা অন্যের ঘর থেকে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আসছে আর কন্যা ও নাতনীরা স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার মিশে সারা দেশ এক বংশ ও এক সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলছে।

৭০. কাফিরদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের ধরন হলো—দুনিয়ার যেখানেই আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা এবং তাঁর আইন-বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা কিছু প্রচেষ্টা চলছে, তার প্রতি কাফিরের সমবেদনা থাকবে না, বরং তার সমবেদনা থাকবে তাদের প্রতি যারা এসব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। একইভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও তাঁর আনুগত্য করার প্রতি কাফিরের কোনো আগ্রহ থাকবে না, বরং তাঁর হুকুম অমান্য করা এবং তাঁর নাফরমানীর সাথে থাকবে তার সকল আগ্রহ ও উৎসাহ। যেখানে যারাই আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কাজ করবে, কাফির তার সাথে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও দূর থেকে হলেও তাকে স্বাগত জানাবে। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মনে সাহস জোগাবে। অপরদিকে যদি কেউ আল্লাহর হুকুম পালন করতে এগিয়ে আসে, কাফির তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করবে; আর বাধা দিতে না পারলেও তাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাবে। এমনকি কটূক্তি, বক্রোক্তি বা তিরস্কার করেও নিজের অকৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার খবরগুলো তার জন্য হবে সুখকর। অপরদিকে আল্লাহর আনুগত্যের খবরগুলো হবে তার জন্য মর্মজ্বালার কারণ।

৭১. অর্থাৎ কোনো লোককে জোর-জবরদস্তী করে ঈমানের দিকে টেনে আনা, কোনো মু'মিনকে পুরস্কার দেয়া বা কোনো কাফিরকে শাস্তি দেয়া আপনার কাজ নয়। যে সত্যকে গ্রহণ করবে তাকে সুসংবাদ দান করা এবং যে সত্যকে অস্বীকার করবে তাকে আল্লাহর পাকড়াও এবং আযাবের ভয় প্রদর্শন করা আপনার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলকে সম্বোধন করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তার লক্ষ হলো কাফিরগণ। কাফিরদেরকে একথা বুঝানোই এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য যে, নবী হচ্ছেন একজন নিঃস্বার্থ সংস্কারক। যিনি আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়ে থাকেন এবং সৃষ্টির শুভ-অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাদের অবগত করেন। তিনি জোরপূর্বক এ পয়গাম গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করেন না, তোমরা তাঁর কথা যদি মেনে নাও তাহলে তোমাদেরই লাভ হবে। আর যদি না মানো তাহলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। পয়গাম পৌঁছে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ। এখানে এসে লোকেরা একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে। তা হলো মুসলমানদের ব্যাপারেও বুঝি নবীর কাজ শুধু এতটুকু যে, তিনি শুধু মুসলমানদেরকে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেবেন এবং তা মেনে চলার জন্য সুসংবাদ শুনিয়ে দেবেন আর অমান্য করার জন্য পাকড়াও ও আযাবের ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দেবেন। অথচ কুরআন মাজীদে বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য তিনি শাসক, বিচারক এবং এমন আমীর যার আনুগত্য করা তাদের জন্য ফরয। তিনি মুসলমানদের জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদদাতাই নন, বরং তিনি তাদের জন্য শিক্ষক,

مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٥٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ

কোনো বিনিময়, তবে যে চায় গ্রহণ করুক তার প্রতিপালকের দিকের পথ।[৭২]
৫৮. আর আপনি ভরসা রাখুন সেই চিরঞ্জীবের উপর

الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝٥٨

যিনি মরবেন না এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা মহিমা বর্ণনা করুন ; আর তিনি তাঁর বান্দাহদের গুনাহ সম্পর্কে খবরদার হিসেবে যথেষ্ট।

۝٥٩ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

৫৯. (তিনি এমন সত্তা) যিনি সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু, অতপর তিনি আসীন হন

عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ۝٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

আরশের উপর ;[৭৩] তিনি পরম দয়াময়, সুতরাং তার সম্পর্কে যে খবর রাখে তাকে জিজ্ঞেস করো। ৬০. আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা সিজদা করো

مِنْ أَجْرٍ-কোনো বিনিময় ; إِلَّا-তবে ; مَنْ-যে ; شَاءَ-চায় ; أَنْ يَتَّخِذَ-সে গ্রহণ করুক ; إِلَىٰ-দিকে ; رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের ; سَبِيلًا-পথ। ۝٥٨ وَ-আর ; تَوَكَّلْ-আপনি ভরসা রাখুন ; عَلَى-উপর ; الْحَيِّ-সেই চিরঞ্জীবের ; الَّذِي-যিনি ; لَا يَمُوتُ-মরবেন না ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন ; بِحَمْدِهِ-(ب+حمد+ه)-তাঁর প্রশংসাসহ ; وَ-আর ; كَفَىٰ-তিনি যথেষ্ট ; بِهِ-সম্পর্কে ; بِذُنُوبِ-(ب+ذنوب)-গুনাহ সম্পর্কে ; عِبَادِهِ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; خَبِيرًا-খবরদার হিসেবে। ۝٥٩ الَّذِي-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-সবকিছু ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-উভয়ের মধ্যবর্তী ; فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ-(فى+ستة+ايام)-ছয় দিনে ; ثُمَّ-অতপর ; اسْتَوَىٰ-তিনি আসীন হন ; عَلَى الْعَرْشِ-(على+ال+عرش)-আরশের উপর ; الرَّحْمَٰنُ-তিনি পরম দয়াময় ; فَاسْأَلْ-সুতরাং জিজ্ঞেস করো ; بِهِ-তাঁর সম্পর্কে ; خَبِيرًا-যে খবর রাখে তাকে। ۝٦٠ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; قِيلَ-বলা হয় ; لَهُمُ-তাদেরকে ; اسْجُدُوا-তোমরা সিজদা করো ;

পরিশুদ্ধকারী এবং কাজের আদর্শ। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি হুকুম মুসলমানদের জন্য আইন। এ আইন তাদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

৭২. অর্থাৎ এদেরকে আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে, আপনি দুনিয়াবী লক্ষকে সামনে রেখে একথা বলছেন না। তারা যদি আপনার কথা মেনে চলে, তাহলে তাদের কল্যাণ

لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۞

দয়াময় রহমানের প্রতি, তারা বলে, 'রাহমান আবার কে' ? তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আদেশ করবে তার প্রতিই কি আমরা সিজদা করবে[৭৪] ? এতে তাদের বিমুখতাই বেড়ে যায়।[৭৫]

لِلرَّحْمٰنِ-দয়াময় রাহমানের প্রতি ; قَالُوْا-তারা বলে ; وَمَا-আবার কে ; الرَّحْمٰنُ - রহমান ; اَنَسْجُدُ-(ا+نسجد)-আমরা কি সিজদা করবো ; لِمَا-তার প্রতি যার প্রতি ; تَأْمُرُنَا-আমাদেরকে আদেশ করবে ; وَ-আর এতে ; زَادَهُمْ-(زاد+هم)-তাদের বেড়ে যায় ; نُفُوْرًا-বিমুখতা-ই।

হবে। আর যদি আপনার কথা না মেনে মনগড়া জীবন যাপন করে তাহলে তাদের অকল্যাণ হবে। আপনার বিনিময় তো আল্লাহর কাছে। তারা যদি কুফরী ও শিরকী পরিত্যাগ করে তাদের প্রতিপালকের পথে ফিরে আসে, এটাই হবে আপনার প্রতিদান।

৭৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল আ'রাফের ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যা ও টীকা ৪১ ও ৪২ দ্রষ্টব্য। (শব্দে শব্দে আল কুরআন ৪র্থ খণ্ড)

৭৪. আরবরা 'রাহমান' শব্দের অর্থ জানতো ; আল্লাহর জন্য শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় 'রাহমান আবার কে' প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের গোঁয়ার্তুমি ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে। ফিরআউন যেমন মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল—'রাব্বুল আলামীন আবার কি ?' অথচ ফিরআউন 'রাব্বুল আলামীন' সম্পর্কে যেমন জানতো, তেমনি মক্কার কাফিররাও 'রাহমান' সম্পর্কে অজ্ঞতা ছিল না।

৭৫. এখানে তিলাওয়াতে সিজদার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত। তাই কুরআন মাজীদের এ আয়াতের সকল পাঠক ও শ্রোতার সিজদা করা উচিত।

৫ম রুকূ' (৪৫-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূর্যের আলো তাপ এবং ছায়া উভয়ই দুনিয়াতে প্রাণী ও উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য এক অপরিহার্য উপাদান। আল্লাহ তা'আলা সূর্যের মাধ্যমে ছায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং এ দুটো আল্লাহর অনুপম কুদরতের সুস্পষ্ট প্রকাশ।

২. মানুষের জীবন ছায়ার মতই উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় এর মধ্যেই সীমিত। সূর্য ডোবার সাথে সাথে ছায়ারও বিলয় এসে যায় তদ্রূপ মানুষেরও বিলয় অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য মানুষকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. দুনিয়ার সব বস্তুই বিলয় বা ধ্বংসের পর আল্লাহর নিকটই ফিরে যায়। আমাদেরকেও তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৪. আল্লাহ তাআলা মানুষের দেহকে ঢাকার জন্য পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন, তেমিন সমগ্র সৃষ্টিজগতকে রাতের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেন।

৫. আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির বিশ্রামের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা নবায়নের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং ঘুম আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত।

৬. আল্লাহ তাআলা দিনকে জীবন-জীবিকার উপকরণ সংগ্রহের জন্য সময় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং হালাল পথে জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়া আল্লাহর ইবাদাত।

৭. সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টির মূলে রয়েছে পানি। আর পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আসমান থেকে পানি বর্ষণ আল্লাহর রহমতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

৮. আল্লাহ তাআলা বাতাসের মাধ্যমে বৃষ্টিবাহী মেঘমালা পরিচালনা করেন এবং যেখানে চান বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কোথায় তিনি তা বর্ষণ করবেন আর কোথায় করবেন না, এতে কারো কোনো ভূমিকা নেই।

৯. বৃষ্টির পানি হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানি। এ বিশুদ্ধ পানি দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা শুষ্ক ভূমিকে সিক্ত করেন। সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ এ বিশুদ্ধ পানি দ্বারাই নিজেদের প্রয়োজন মেটায়।

১০. মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যবহৃত পানি দূষিত হয়ে খাল-বিল ও নদী-নালার মধ্যে দিয়ে আবার সমুদ্রে পতিত হয়। সেখান থেকে বাষ্পের আকারে বিশুদ্ধ হয়ে উঠে এবং মেঘে পরিণত হয়। অতপর আবার বাতাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে বৃষ্টি আকারে বর্ষিত হয়।

১১. এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর কুদরত তথা ক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফিররা তাকে 'ইলাহ' হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং মুশরিকরা তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তারই সৃষ্টিকে তাঁর সাথে অংশীদার করে। এটা চরম মূর্খতা।

১২. আল্লাহ তাআলা বিশ্বের সকল জনপদের জন্য একজন করে নবী না পাঠিয়ে সারা বিশ্বের জন্য একজনকে রিসালাতের দায়িত্বে নিযুক্ত করে মানুষের জন্য বিরাট কল্যাণ করেছেন। বিশ্ব-মানবতাকে একসূত্রে গাঁথার জন্য এর বিকল্প কিছু নেই।

১৩. আল্লাহ বিরোধী সকল বাতিল শক্তির সাথে জিহাদ করার জন্য প্রধান হাতিয়ার হলো আল্লাহর মহাগ্রন্থ 'আল কুরআন' এবং বিশ্ব-মানবতার একমাত্র আদর্শ নেতা মুহাম্মাদ (স)-এর 'সুন্নাহ'। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত বাতিলের সাথে সংগ্রামে বিজয় লাভ সম্ভব নয়।

১৪. আল্লাহর কুদরতের অপার এক বিস্ময় হলো মিষ্ট পানি ও লোনা পানির পাশাপাশি দুটো প্রবাহ। দৃশ্যত উভয় প্রবাহের মাঝে কোনো দুর্ভেদ্য দেয়াল নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পানির প্রবাহ দুটো একটার সাথে অপরটার মিশ্রণ ঘটে না। তবে এর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে একটি দেয়াল অবশ্যই রয়েছে, তা হলো আল্লাহর নির্দেশ।

১৫. আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। মানুষের মধ্যে দুটো ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি সম্পন্ন শ্রেণী নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। একজোড়া (নর ও নারী) মানুষ থেকে মানব বংশধারা এগিয়ে চলছে।

১৬. মানুষের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে রয়েছে এক দিকে পুত্র, নাতি ইত্যাদি পুরুষের ধারা, আর অপরদিকে রয়েছে কন্যা, নাতনী ইত্যাদি মেয়েদের ধারা। পুত্র ও নাতিরা অন্য ঘর থেকে স্ত্রী নিয়ে এসে ঘর বাঁধছে। আবার কন্যা ও নাতনীরা অন্যের ঘরে স্ত্রী হয়ে গিয়ে ঘর বাঁধছে—এভাবে বিশ্ববাসী একে অপরের আত্মীয়ে পরিণত হচ্ছে।

১৭. কাফিররা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ইলাহ হিসেবে উপাসনা করে সেসব উপাস্য দেবতা তাদের ভাল-মন্দের কোনো ক্ষমতাই রাখে না। তারপরও তারা আল্লাহর আনুগত্য করে না। এটা চরম মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

১৮. আল্লাহ তাআলা রাসূলকে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের সুসংবাদ দান ও তাঁর কুফরীর জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। কাউকে জোর-জবরদস্তি করে দীনে শামিল করা তাঁর দায়িত্ব নয়।

১৯. তবে যারা দীনে শামিল হয়েছে, তাদের জন্য রাসূল শুধুমাত্র সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীই নন; বরং তিনি তাদের জন্য শাসক, বিচারক ও আমীর। মুসলমানদেরকে রাসূল যে নির্দেশ দেবেন তা বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে হবে, আর যা করতে নিষেধ করবেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২০. আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষকে দীনের পথে ডাকার জন্য কোনো বিনিময় দাবী করেননি। তাদের ডাকে মানুষের দীনের পথে চলাই হলো তাঁদের বিনিময়। রাসূলের এ কর্মনীতিই হবে সকল দায়ী ইলাল্লাহদের কর্মনীতি।

২১. জীবনের সকল পর্যায়ে এবং সকল অবস্থায় ভরসা রাখতে হবে একমাত্র চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর। আর সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের গুনাহের খবর তাঁর কাছে রয়েছে, সুতরাং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে।

২২. আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁর হিসাবের ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এ দিন সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন যে, দিনের পরিমাণ কি ? আমাদেরকে এর উপরই ঈমান রাখতে হবে।

২৩. আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করে অবসর নেননি, বরং তিনি শাসন কর্তৃত্বও নিজের হাতে রেখেছেন। তাঁর ক্ষমতার কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও কাউকে দেয়ার প্রয়োজন হয়নি এবং কোনোদিন হবেও না।

২৪. আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় যা আছে সে সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তাদের নিকট থেকে তা জেনে নিতে হবে।

২৫. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় বর্ণিত হয়েছে—সূরা আল বাকারা ২৫৫ আয়াতে যাকে আমরা 'আয়াতুল কুরসী' নামে জানি। সূরা আন নূর-এর ৩৫ আয়াতে ; সূরা আল হাশর-এর ২২, ২৩ ও ২৪ আয়াত তথা শেষ তিন আয়াতে এবং সূরা ইখলাস-এ আল্লাহ তাআলার পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। আমাদেরকে উল্লিখিত অংশগুলো ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

২৬. আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে বলা হলে যারা বিভিন্ন অজুহাত পেশ করে তা এড়িয়ে যায় তারা কাফিরদের মতো আচরণ করে। মুসলিম নামধারী অনেক লোকেরও এ ধরনের আচরণ। এ জাতীয় আচরণ, কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২৭. উল্লিখিত আচরণে যারা অভ্যস্ত তারা দীন থেকে ক্রমাগত দূরেই সরে পড়ে। যেখান থেকে তার আর ফিরে আসা সম্ভব হয়ে উঠে না।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৭

﴿٦١﴾ تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

৬১. তিনি কত মহান, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানে বিশালাকার দুর্গসমূহ[৭৬] এবং স্থাপন করেছেন তাতে বাতির মত সূর্য[৭৭] ও আলোকময় চাঁদ।

﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

৬২. আর তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুসারীরূপে, তাদের জন্য যারা চায় উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা চায় শোকর করতে।[৭৮]

৬১ تَبٰرَكَ-তিনি কত মহান ; الَّذِىْ-যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; فِى السَّمَآءِ-(فى+ال+سماء)-আসমানে ; بُرُوْجًا-বিশালাকার দুর্গসমূহ; وَ-এবং ; جَعَلَ-স্থাপন করেছেন ; فِيْهَا-তাতে ; سِرٰجًا-বাতির মতো সূর্য ; وَ-ও ; قَمَرًا-চাঁদ ; مُّنِيْرًا-আলোকময়। ৬২ وَ-আর ; هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِىْ-যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; الَّيْلَ-(ال+ليل)-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিনকে ; خِلْفَةً-পরস্পরের অনুসারীরূপে ; لِّمَنْ-(ل+من)-তাদের জন্য যারা ; اَرَادَ-চায় ; اَنْ يَّذَّكَّرَ-উপদেশ গ্রহণ করতে ; اَوْ-অথবা; اَرَادَ-চায় ; شُكُوْرًا-শোকর করতে।

৭৬. 'বুরূজ' অর্থ প্রাসাদ বা দুর্গ। কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—'ওয়া লাও কুনতুম ফী বুরূজিম মুশাইয়াদাহ' অর্থাৎ মৃত্যু তোমাদেরকে খুঁজে পাবেই "যদিও তোমরা কোনো মযবূত দুর্গে থাক না কেন।" তবে এখানে 'বুরূজ' দ্বারা আকাশের বিশাল আকার আকৃতিসম্পন্ন গ্রহ-নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে।

৭৭. 'সিরাজ' অর্থ 'বাতি'। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায়ও সূর্যকে 'বাতি' বলা হয়েছে। যেমন সূরা নূহ এর ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে—'আর তিনি সূর্যকে বাতি বানিয়েছেন'।

৭৮. অর্থাৎ দিন-রাতের আবর্তন সম্পর্কে চিন্তা যারা করে তারা প্রথমত আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা এ থেকে লাভ করতে পারে। তাদের স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয় যে, সুদূর অতীত কাল থেকে যে একই নিয়মে দিন-রাত একে অপরের অনুগমন করছে, এটা নিশ্চিত কোনো একক স্রষ্টা ও সুবিজ্ঞ পরিচালকের কাজ। এ চিন্তা তাকে আল্লাহর একত্বের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসী বানায় এবং আল্লাহর প্রতিপালকের অনুভূতি তার মধ্যে জাগ্রত হয়। ফলে সে আল্লাহর শোকরগুযার বান্দায় পরিণত হয়।

۞ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ

৬৩. আর রাহমান (আল্লাহ) এর বান্দাহতো তারাই[৭৯], যারা যমীনের উপর চলাফেরা করে বিনয়ের সাথে[৮০], আর তাদেরকে অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা যখন সম্বোধন করে,

قَالُوْا سَلٰمًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۞ وَالَّذِيْنَ

তারা বলে—'সালাম'।[৮১] ৬৪. আর তারা, যারা রাত কাটায় তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় ও নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়।[৮২] ৬৫. আর তারা, যারা

৬৩ وَ-আর ; عِبَادُ-বান্দাহতো ; الرَّحْمٰنِ-রাহমান (আল্লাহ)-এর ; الَّذِيْنَ-তারাই যারা ; يَمْشُوْنَ-চলাফেরা করে ; عَلَى-উপর ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ; هَوْنًا-বিনয়ের সাথে ; وَ-আর ; اِذَا-যখন ; خَاطَبَهُمُ-(خاطب+هم)-তাদেরকে সম্বোধন করে ; الْجٰهِلُوْنَ-(ال+جهلون)-অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা ; قَالُوْا-তারা বলে ; سَلٰمًا-সালাম। ৬৪ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; يَبِيْتُوْنَ-রাত কাটায় ; لِرَبِّهِمْ-(ل+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ; سُجَّدًا-সিজদারত অবস্থায় ; وَ-ও ; قِيَامًا-নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়। ৬৫ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ;

৭৯. অর্থাৎ যে 'রাহমান'-কে সিজদা করার জন্য তোমাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা সিজদা করতে অস্বীকার করছো, তোমরাও জন্মগতভাবে তাঁরই বান্দাহ। সব মানুষই সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর বান্দাহ। কিন্তু সচেতনভাবে তাঁর বান্দাহ তারাই যারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাঁর ইবাদাতের পথ অবলম্বন করে। এসব বান্দাহ নিজেদের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণাবলী সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। সামনের দিকে সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের ১৩টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ হলো 'আবদ' বা বান্দাহ হওয়া। 'বান্দাহ' তো সেই যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং যার সমস্ত ইচ্ছা ও কাজ প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। সে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেকটি ইচ্ছা-আকাঙ্খা এবং প্রত্যেকটি আবরণকে পালনকর্তার ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ দেয়া হয় তা পালনের জন্য সদা-সর্বদা সজাগ সচেতন থাকে।

৮০. আল্লাহর সেই বান্দাহদের দ্বিতীয় গুণ হলো—যমীনে অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত, স্বৈরাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর মতো চলার মধ্য দিয়ে নিজ শক্তির প্রদর্শনী করো না। বরং তাদের চাল-চলন হয় ভদ্র, মার্জিত ও সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির মতো। এর অর্থ এটা নয় যে, দুর্বল ও রোগীর মতো হেঁটে যেতে হবে। হযরত উমর (রা) এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি অসুস্থ ?' সে বললো—'না'। তিনি ছড়ি তুলে ধমক দিয়ে বললেন, 'শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো।' এ থেকে বুঝা যায় যে, কৃত্রিম বিনয় দেখিয়ে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়ে চলাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

বলে—"হে আমাদের প্রতিপালক!" আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখুন ; নিশ্চয়ই তার আযাব হলো ধ্বংস।

يَقُولُونَ-বলে ; رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; اصْرِفْ-আপনি দূরে রাখুন ; عَنَّا-আমাদের থেকে ; عَذَابَ-আযাবকে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; عَذَابَهَا-(عذاب+ها)-তার আযাব ; كَانَ-হলো ; غَرَامًا-ধ্বংস।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমে বিনয়ের সাথে চলাফেরার কথা বলা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো—রাহমানের বান্দাহদেরকে সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখলেই বুঝা যাবে তারা কোন ধরনের লোক। কারণ, আল্লাহর বন্দেগী তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে গড়ে তুলেছে তা তাদের চাল-চলনেও ফুটে উঠে। কোনো ব্যক্তি তাদেরকে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানভূতিশীল হৃদয়ের অধিকারী। তাদের নিকট থেকে কোনো প্রকার ক্ষতির আশংকা করা যায় না।

৮১. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের তৃতীয় গুণ হলো—অজ্ঞ-অভদ্র যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং ভদ্র রুচীশীল সৎলোকদের সাথে যারা অশালীন আচরণ করে, এমন লোকদের সাথে কথা না বাড়িয়ে তাদের গালির জবাবে গালি না দিয়ে সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। সূরা আল কাসাসের ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর যখন তারা বেহুদা কথাবার্তা শোনে তখন তা উপেক্ষা করে এগিয়ে যায় এবং বলে—ভাই আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো আর তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে, সালাম তোমাদেরকে আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।"

৮২. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের চতুর্থ গুণ হলো—তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয়। অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদাত করে। আর রাত জেগে ইবাদাত করা যেমন কষ্টকর তেমনি তা রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছামুক্ত থাকে। তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে। দিনের অংশে দীনের প্রচার, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজে এবং হালাল রুযী কামাই করার কাজে ব্যস্ত থাকে ; আর রাত কাটায় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বিনয়াবনত হয়ে তাওবা-ইসতিগফার করে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর এসব বান্দাদের জীবনের এ দিকগুলো এভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা সাজদায় বলা হয়েছে—

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা আশা ও ভয় নিয়ে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকে।"

۞اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞ وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا

৬৬. নিশ্চয়ই তা (জাহান্নাম) অত্যন্ত মন্দ আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান হিসেবে।[৮৩] ৬৭. আর তারা, যারা—যখন খরচ করে, (তখন) অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না

وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۞ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

বরং তারা থাকে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে।[৮৪] ৬৮. আর তারা, যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না।

৬৬ اِنَّهَا-(ان+ها)-নিশ্চয়ই তা ; سَاۤءَتْ-অত্যন্ত মন্দ ; مُسْتَقَرًّا-আশ্রয়স্থল হিসাবে ; وَّ-ও ; مُقَامًا-বাসস্থান হিসেবে। ৬৭ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; اِذَاۤ-যখন ; اَنْفَقُوْا-খরচ করে ; لَمْ يُسْرِفُوْا-(তখন) অপব্যয় করে না ; وَ-এবং ; لَمْ يَقْتُرُوْا-কৃপণতাও করে না ; وَ-বরং ; كَانَ-তারা থাকে ; بَيْنَ ذٰلِكَ-এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ; قَوَامًا-অবস্থানে। ৬৮ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; لَا يَدْعُوْنَ-ডাকে না ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلٰهًا-ইলাহকে ; اٰخَرَ-অন্য কোনো ;

সূরা আয যারিয়াতের ১৭ ও ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"এসব জান্নাতবাসী লোকেরা (দুনিয়াতে) এমন ছিল, যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।"

সূরা আয যুমারের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"সে কি তার (মুশরিকের) মত যে (আল্লাহর) অনুগত, রাতভর সিজদারত ও দণ্ডায়মান থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমতের আশা করে ?"

৮৩. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের পঞ্চম গুণ হলো—তারা দিন-রাত ইবাদাতে মশগুল থাকার পরও নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে না, বরং আল্লাহর ভয়ে তাদের মন কেঁপে উঠে এ আশংকায় যে, তাদের কাজের ভুল-ভ্রান্তিগুলো বুঝি তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের সম্মুখীন করলো। তারা নিজেদের নেক আমল ও তাকওয়ার জোরে জান্নাত পেয়ে যাবে এমন অহংকার তারা করে না। বরং তারা নিজেদের মানসিক দুর্বলতাগুলো স্মরণ করে এবং আল্লাহর রহমতের আশা করে।

৮৪. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের ষষ্ঠ গুণ হলো—তারা খরচ করার সময় ফজুল খরচ করে না এবং প্রয়োজনীয় খরচ করতেও কার্পণ্য করে না। অর্থাৎ তারা এমন নয় যে, আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, ইয়ার-বন্ধু, মেলা-পার্বণ ও বিয়ে-শাদীতে অঢেল পয়সা খরচ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। অপরদিকে তারা এমনও নয় যে, অর্থলোভীর মতো প্রতিটি পয়সা গুণে গুণে হিসাব করে রাখে। ছেলেমেয়ে ও পরিবারের লোকদের যথার্থ প্রয়োজনও পূরণ করে না। আরব দেশে এ দু-ধরনের লোকই বিপুল সংখ্যায় ছিল। একদিকে তারা সমাজে নিজেদের মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য বিলাসিতা-আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় বিপুল অর্থ ব্যয় করতো। অপর দিকে তাদের মধ্যে এমন লোকও

وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ

এবং তারা হত্যা করে না এমন ব্যক্তিকে যথার্থ কারণ ছাড়া, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন ; আর তারা ব্যভিচার করে না[৮৫] ; আর যে করে

وَ-এবং ; لَايَقْتُلُوْنَ-হত্যা করে না ; النَّفْسَ-(ال+نفس)-এমন ব্যক্তিকে ; الَّتِيْ-যার ; حَرَّمَ-হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থ কারণ ; وَ-আর ; لَايَزْنُوْنَ-তারা ব্যভিচার করে না ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَّفْعَلْ-করে ;

ছিল, যারা কৃপণ হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিল। এ উভয় চরমপন্থীদের মাঝামাঝি অর্থব্যয়ে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বনকারী লোকের সংখ্যা নিতান্ত কমছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে কেরামই এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থার অনুসারী ছিলেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে তিন প্রকার ব্যয়কে অমিতব্যয় বা অপচয় বলা হয়—(১) অবৈধ কাজে এক পয়সা ব্যয় করা হলেও তা অপচয় হিসেবে বিবেচিত হবে। (২) বৈধ কাজে নিজের সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় করাও অপব্যয় হবে। (৩) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজে ব্যয় করা।

আর মানুষের দুটো অর্থনৈতিক আচরণকে কৃপণতা বলে বিবেচনা করা হয়—(১) পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ্য ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় না করা (২) জনকল্যাণে তথা কোনো সৎকাজে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা।

মোটকথা, অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া আখিরাতে মুক্তির পথ এবং দুনিয়ার দিক থেকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"অর্থনৈতিক ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা মানুষের জ্ঞানবান হওয়ার পরিচায়ক।"–আহমদ, ইবনে কাসীর

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন—"যে ব্যক্তি ব্যয়ে মধ্যপন্থা ও সাম্যের উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না।"–আহমদ, ইবনে কাসীর

৮৫. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের সপ্তম গুণ হলো—তারা ইবাদাতে আল্লাহর সাথে শরীক করে না। আরবরা যে তিনটি বড় গোনাহের সাথে বেশী জড়িত ছিল তন্মধ্যে একটি হলো শির্ক। আরবে যে মুশরিকী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাওহীদের দাওয়াতের মুকাবিলায় তার কোনো গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল না। তাই কুরআন নিজেই মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলেছে যে, তোমাদের সমাজে যেসব কারণে মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, তাঁরা শির্ক থেকে মুক্ত এবং নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের অষ্টম গুণ হলো—তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। এটা ছিল আরবের মুশরিকদের দ্বিতীয় বড় গুনাহ।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের নবম গুণ হলো—তারা যিনা বা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। এ তিনটি বড় বড় গুনাহের সাথে তৎকালীন আরববাসীরা বেশী বেশী জড়িত ছিল।

ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ

এসব, সে সম্মুখীন হবে কঠিন আযাবের। ৬৯. কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ করে দেয়া হবে তার আযাব[৮৬] এবং সে সেখানে চিরস্থায়ী হবে

مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ

লাঞ্ছিত অবস্থায় ৭০. তবে তারা ছাড়া, যারা তাওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে[৮৭], আর ওরা তারাই—বদলে দেবেন।

ذٰلِكَ-এসব ; يَلْقَ-সে সম্মুখীন হবে ; أَثَامًا-কঠিন আযাবের।(৬৯)يُضٰعَفْ-দ্বিগুণ করে দেয়া হবে ; لَهُ-তার ; الْعَذَابُ-আযাব ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; وَ-এবং ; يَخْلُدْ-সে চিরস্থায়ী হবে ; فِيهِ-সেখানে ; مُهَانًا-লাঞ্ছিত অবস্থায়।(৭০)إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তারা যারা ; تَابَ-তাওবা করে ; وَ-ও ; آمَنَ-ঈমান আনে ; وَ-এবং ; عَمِلَ-করে ; عَمَلًا-কাজ ; صَالِحًا-নেক ; فَأُولٰئِكَ-আর ওরা তারাই ; يُبَدِّلُ-বদলে দেবেন ;

উল্লিখিত তিনটি বড় গুনাহের কথাই রাসূলুল্লাহ (স) বিপুল সংখ্যক হাদীসে ইরশাদ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—সবচেয়ে বড় গুনাহ কি ? তিনি বললেন, 'কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো।' জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কি ? তিনি বললেন, 'খাদ্যে অংশ নেবে এ ভয়ে সন্তান হত্যা করা'। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কি ? তিনি বললেন 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।'

–বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও আহমাদ।

কবীরা তথা বড় গুনাহ যদিও আরও অনেক আছে, কিন্তু সেকালে আরববাসী মুশরিকদের মধ্যে এ তিনটি গুনাহই ব্যাপকভাবে জেঁকে বসেছিলো। তাই এক্ষেত্রে মুসলমান তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের এ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যে, সমগ্র আরব সমাজে মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী এ কয়টি লোকই এ গুনাহগুলো থেকে মুক্ত আছে।

৮৬. অর্থাৎ এসব গুনাহের শাস্তির ধারা খতম হবে না, একের পর এক চলতে থাকবে। যে ব্যক্তি কুফরী, শিরক ও নাস্তিক্যবাদের সাথে হত্যা ও অন্যান্য গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে কিয়ামতের দিন উঠবে, তাকে কুফরীর শাস্তি আলাদা দেয়া হবে এবং উল্লিখিত বড় গুনাহগুলোর শাস্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে দেয়া হবে। তার ছোট বড় সকল গুনাহ হিসাব করা হবে। কোনো একটি ভুলও ক্ষমা করা হবে না। তাদেরকে প্রত্যেক গুনাহের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি এবং প্রত্যেক যিনা তথা ব্যভিচারের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। তাদের অন্যান্য গুনাহের শাস্তিও এমনই হবে।

৮৭. অর্থাৎ সেসব গুনাহের শাস্তি থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পাবে যারা (এসব গুনাহের পর) তাওবা করেছে এবং সৎকাজ করতে থেকেছে। এ সুসংবাদ তাদের জন্য যারা

গুনাহের পর নিজেকে পরিশুদ্ধ করার পথে চলেছে। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা। এ ঘোষণাটিই জাহেলী সমাজের লক্ষ লক্ষ লোককে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। এটা তাদেরকে আশার আলো দেখিয়েছে এবং নিজেদেরকে সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তাদেরকে যদি বলা হতো যে, তোমাদের কোনো গুনাহ ক্ষমা করা হবে না, তাহলে হতাশ হয়ে চিরদিনের জন্য গুনাহের সাগরে ডুবে যেতো। ক্ষমা পাওয়ার আশাই অপরাধীকে অপরাধের নাগপাশ থেকে মুক্তির আলো দেখাতে পারে, নচেৎ হতাশা তাকে ইবলীসে পরিণত করতো। তাওবার সুযোগ পাওয়ার এ নিয়ামতটি আরবের বিভ্রান্ত লোকদেরকে কিভাবে সৎপথের দিকে আকৃষ্ট করেছে, তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে সংঘটিত কিছু ঘটনা থেকে অনুমান করা সহজ হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে ইশার নামায পড়ে এসে দেখি আমার কক্ষের দরজায় এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার কক্ষে চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে দিলাম। কতক্ষণ পর সে মহিলা দরজায় কড়া নাড়লো, আমি দরজা খুলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি চাও' সে বললো, "আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি—আমি যিনা করেছি, আমার পেটে বাচ্চা ছিল, বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর আমি তাকে মেরে ফেলেছি। এখন আমি জানতে চাই আমার গুনাহের কোনো ক্ষমা আছে কিনা ?" আমি তাকে বললাম, 'না, কোনো ক্ষমা নেই।' তখন সে হা-হুতাশ করতে করতে চলে গেল। সে বলতে থাকলো, 'হায় আমার এ সৌন্দর্য আগুনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল।' সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে নামায পড়ার পর তাঁকে রাতের ঘটনা জানালাম। তিনি বললেন, 'আবু হুরায়রা তুমি বড় ভুল জবাব দিয়েছো, তুমি কুরআনে এ আয়াত পড়নি।

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না....................এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮-৭০

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ জবাব শুনে আমি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে মহিলাকে খুঁজতে লাগলাম। রাতে ইশার সময় তাকে পেলাম। আমি তাকে সুখবর দিলাম এবং তাকে বললাম, আমি নবী করীম (স)-কে তোমার এ প্রশ্নটি করার পর তিনি এ জবাব দিয়েছেন। আমার কথা শোনার সাথে সাথেই মহিলা সিজদায় পড়ে গেলো এবং বলতে থাকলো সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। তারপর সে গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং বাড়িতে গিয়ে বাঁদীকে তার পুত্রসহ আযাদ করে দিল।–ইবনে জারীর, তাবারানী

হাদীসে প্রায় এ ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক বৃদ্ধ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরজ করলো—"ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! সারাটি জীবন আমার গুনাহের মধ্যেই কেটে গেলো। দুনিয়াতে এমন কোনো গুনাহ নেই যা আমি করিনি। আমার গুনাহগুলো যদি দুনিয়ার মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় তাহলে সবাইকে গুনাহর সাগরে ডুবিয়ে দেবে। আমার এ গুনাহের কোনো ক্ষমা আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো ? সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যাও আল্লাহ তোমার

اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ

আল্লাহ যাদের গুনাহসমূহকে নেক-এ ;[৮৮] আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৭১. আর যে (ব্যক্তি) তাওবা করে এবং করে

صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ

নেক কাজ, তবে সে অবশ্যই তাওবা করে আল্লাহর নিকট তাওবা করার মতই।[৮৯] ৭২. আর তারা, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না[৯০]

اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَيِّاٰتِهِمْ-(سيات+هم)-যাদের গুনাহসমূহকে ; حَسَنٰتٍ-নেক-এ ; وَ-আর; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু। ⑪وَ-আর ; مَنْ-যে ; تَابَ-তাওবা করে ; وَ-এবং ; عَمِلَ-করে ; صَالِحًا-নেক কাজ ; فَاِنَّهٗ-(ف+ان+ه)-তবে সে অবশ্যই ; يَتُوْبُ-তাওবা করে ; اِلَى-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَتَابًا-তাওবা করার মতই। ⑫وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; لَا يَشْهَدُوْنَ-সাক্ষ্য দেয় না ; الزُّوْرَ-মিথ্যা ;

গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। সে বললো, আমার সব গুণাহই কি ক্ষমা করে দেয়া হবে? তিনি বললেন, তোমার সব গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তোমার গুনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দেবেন।–ইবনে কাসীর

৮৮. গুনাহগুলোকে নেকীর দ্বারা বদলে দেয়ার অর্থ এটা হতে পারে যে, তাওবার আগে কুফরী জীবনে যেসব খারাপ কাজ করতো, তার জায়গায় ঈমানী জীবনে আল্লাহ তাদেরকে শুধু নেক কাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তারা শুধু নেক কাজই করে যেতে থাকবে। ফলে নেক কাজগুলো খারাপ কাজের জায়গা দখল করে নেবে।

অথবা, তার অর্থ এটা হতে পারে যে, তাওবার ফলে তাদের আমলনামা থেকে কুফরী জীবনে যেসব অপরাধ করেছিল কেবলমাত্র সেগুলো কেটেই দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে তাদের প্রত্যেকের আমলনামায় একথা লেখা হবে যে, এ বান্দাহ কুফরী ও নাফারমানীর পথ পরিত্যাগ করে ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে নিয়েছে। অতপর যখনই সে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাওবা করতে থাকবে তখনই তার আমলনামায় নেকী লিখা হতে থাকবে। কারণ গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়াই একটা নেকীর কাজ। এভাবে তার আমলনামায় আগের সমস্ত গুনাহের স্থান দখল করে নেবে পরের সব নেকী। আর তখন সে কেবলমাত্র শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, বরং তাকে পুরস্কৃতও করা হবে।

৮৯. পূর্বোক্ত আয়াতে তাওবার কথা বলা হয়েছে, আবার অত্র আয়াতেও একই কথা বলা হচ্ছে। বাহ্যত একই বিষয়ে পুনরুক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী কাফফাল থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, এ ৭১ আয়াতের তাওবা পূর্বোক্ত ৭০ আয়াতের তাওবা থেকে ভিন্ন। প্রথমটি ছিল কুফরী ও শিরক থেকে তাওবা, যারা হত্যা ও যিনায় লিপ্ত ছিল, তারপর

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

এবং যখন তারা অতিক্রম করে অসার কার্যকলাপের পাশ দিয়ে (তখন)—নিজেদের সম্মান বজায় রেখে অতিক্রম করে।[৯১] ৭৩. আর তারা, যাদেরকে যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তাদের প্রতি পালকের আয়াত

لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا

—তারা তার (আয়াতের) প্রতি বধিরের মতো ও অন্ধের মতো আচরণ করে না।[৯২] ৭৪. আর তারা, যারা প্রার্থনা জানায়—হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দান করুন আমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে

وَ-এবং ; اِذَا-যখন ; مَرُّوْا-তারা অতিক্রম করে ; بِاللَّغْوِ-(ب+ال+لغو)-অসার কার্যকলাপের পাশ দিয়ে ; مَرُّوْا-(তখন) অতিক্রম করে ; كِرَامًا-নিজের সম্মান বজায় রেখে। ﴿٧٢﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা ; اِذَا-যখন ; ذُكِّرُوْا-তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াত ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; لَمْ يَخِرُّوْا-তারা আচরণ করে না ; عَلَيْهَا-তার প্রতি ; صُمًّا-বধিরের মতো ; وَّ-ও ; عُمْيَانًا-অন্ধের মতো। ﴿٧٣﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; يَقُوْلُوْنَ-বলে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; هَبْ-আপনি দান করুন ; لَنَا-আমাদেরকে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اَزْوَاجِنَا-আমাদের স্ত্রীদের ;

ঈমান এনেছিল, ফলে তাদের গুনাহসমূহকে নেকে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। অতপর মুসলমান গুনাহগারদের তাওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এজন্যই প্রথমোক্ত তাওবার সাথে 'ওয়া আ-মানা' অর্থাৎ 'ঈমান এনেছে' কথাটি বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় তাওবায় 'ওয়া আ-মানা' কথাটি উল্লেখ নেই। এতেই বুঝা যায় যে, এটা তাদের তাওবা যারা পূর্ব থেকেই মু'মিন ছিল কিন্তু অসতর্কতা বশত হত্যা ও যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করে এবং তাদের কর্মও সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের তাওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করতে হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা করে। অতপর সৎকর্ম দ্বারা তাওবার প্রমাণ পেশ করে, তাকে মনে করা হবে যে, সে একজন বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অপরদিকে যে তাওবাকারী তার কাজ দিয়ে তাওবার প্রমাণ দিতে না পারে তার তাওবা যেন তাওবাই নয়।

৯০. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের দশম গুণ হলো—তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। অথবা তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। অথবা তারা এমন কোনো জিনিসকে প্রকৃত ও সত্য ঘটনা হিসেবে গণ্য করে না, যে ঘটনা প্রকৃত ও সত্য ঘটনা হিসেবে নিশ্চিতভাবে জানে না। অথবা, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার দেখে না বা দেখার ইচ্ছা পোষণ করে না। প্রত্যেকটি খারাপ কাজের গায়ে শয়তান চাকচিক্য ও লাভের লেবেল লাগিয়ে মানুষকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু যখন বাইরের চকচকে লেবেল উঠে যায় তখন সেগুলোর আসল চেহারা মানুষের সামনে নগ্ন হয়ে ধরা দেয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা সত্যের প্রতি তাদের ঈমানের কারণে মিথ্যার চাকচিক্যে ভুলে না।

وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ

ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে (যারা হবে আমাদের) চোখের শীতলতা[৯৩] এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য নেতা বানিয়ে দিন।[৯৪] ৭৫. এরা তারাই যাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে

وَ-ও ; ذُرِّيّٰتِنَا-(ذريت+نا)-আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে ; قُرَّةَ-(যারা হবে আমাদের) শীতলতা ; أَعْيُنٍ-চোখের ; وَّ-এবং ; اجْعَلْنَا-আমাদেরকে বানিয়ে দিন ; لِلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের জন্য ; إِمَامًا-নেতা। ﴿٧٥﴾ أُولٰٓئِكَ-এরা তারাই ; يُجْزَوْنَ-যাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে ;

৯১. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের একাদশ গুণ হলো—অসার ও আজেবাজে কথা বা কাজের কোনো মাজলিসের নিকট দিয়ে যদি তাদের পথ অতিক্রম করতে হয়, তবে তারা নিজেদের ভদ্রতা ও মর্যাদা বজায় রেখেই সেই পথ অতিক্রম করে যায়। অর্থাৎ তারা জেনে-শুনে এ ধরনের কথা ও কাজে অংশ গ্রহণ করে না। আর যদি কখনও তাদের চলার পথে এমন কোনো পরিস্থিতি তাদের সামনে পড়ে যায়, তাহলে তারা এমনভাবে তা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচীপূর্ণ ব্যক্তি ময়লার স্তুপ অতিক্রম করে যায়।

৯২. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের দ্বাদশ গুণ হলো—তাদেরকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আখিরাতের কথা স্মরণ করে দেয়া হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না বরং শ্রবণশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো মেনে চলে। যেগুলো ফরয করা হয়েছে সেগুলো অবশ্যই পালন করে এবং যে কাজের নিন্দা করা হয়েছে তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকে। আয়াতে যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, তার ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং আল্লাহর কাছে তা থেকে পানাহ কামনা করে।

৯৩. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর ত্রয়োদশ গুণ হলো—তারা নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করে। তাদের দোয়ার সারকথা এটাই থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে তাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দেন। হযরত হাসান বসরী (র)-এর মতে এর অর্থ তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের শীতলতা। তবে যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর বাহ্যিক স্বাস্থ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তাকেও এর মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়, তাও হতে পারে। তবে এখানে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যই অধিক সামঞ্জস্যশীল। কেননা এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখনকার মক্কার মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের প্রায় সকলেরই সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী বা স্বামীদের কেউ না কেউ কুফরীতে অবস্থান করছিল। কোনো পরিবারে স্বামী ঈমান এনেছেতো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি কাফির রয়ে গেছে অথবা কোনো যুবক মুসলমান হয়েছে তো পিতা-মাতা ও ভাই বোন কাফির রয়ে গেছে। অথবা কোনো স্ত্রী মুসলমান হয়েছে; কিন্তু তার স্বামী ও সন্তানরা কাফির রয়ে গেছে। "চোখের শীতলতা" কথাটি দ্বারা

الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ۝

(জান্নাতের) সুউচ্চ কক্ষ[৯৫] যেহেতু তারা সবর করেছে[৯৬] এবং তাদেরকে সেখানে স্বাগত জানানো হবে, অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

۝ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ

৭৬. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে ; কতইনা উৎকৃষ্ট তা আশ্রয়স্থল হিসাবে এবং বাসস্থান হিসাবেও। ৭৭. আপনি বলে দিন—তোমাদের কোনো পরোয়া করেন না

الْغُرْفَةَ-(জান্নাতের) সুউচ্চ কক্ষ ; بِمَا-যেহেতু ; صَبَرُوا-তারা সবর করেছে ; وَ-এবং; يُلَقَّوْنَ-তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে ; فِيهَا-সেখানে ; تَحِيَّةً-অভিবাদন ; وَ-ও ; سَلَمًا-সালাম সহকারে। (৭৬) خَلِدِينَ-তারা চিরস্থায়ী হবে ; فِيهَا-সেখানে ; حَسُنَتْ-কতই না উৎকৃষ্ট তা ; مُسْتَقَرًّا-আশ্রয়স্থল হিসাবে ; وَ-এবং ; مُقَامًا-বাসস্থান হিসাবেও। (৭৭) قُلْ-আপনি বলে দিন ; مَا يَعْبَؤُا-কোনো পরোয়া করেন না ; بِكُمْ-তোমাদের ;

বুঝা যায় যে, নিজের প্রিয়জনদের কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে কোনো লোকই আন্তরিকভাবে প্রশান্ত অন্তরে থাকতে পারে না। তাই এ দোয়ার মাধ্যমে তাদের কামনা প্রকাশ পেয়েছে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রিয়জনদেরকে দীনের ছায়াতলে আশ্রয় দান করে তাদের চক্ষুকে শীতল করে দেন।

৯৪. অর্থাৎ তাকওয়া ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা যেন সবার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারি সেই তাওফীক আমাদেরকে দিন। আমাদেরকে নিছক নেককার নয়, বরং নেককারদের নেতা বানিয়ে দিন, যাতে করে আমরা দুনিয়াতে নেক ও কল্যাণমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। অর্থাৎ আমাদের প্রিয়জনেরা ধন-দৌলত ও গৌরব মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে নয়, বরং আল্লাহ ভীতি ও নেক কাজের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে।

৯৫. অর্থাৎ তাদেরকে এমন উঁচু উঁচু বালাখানা দেয়া হবে যার কোনো নমুনা দুনিয়াতে কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ জান্নাতের বহুতল বিশিষ্ট ভবনগুলো সম্পর্কে আমাদের মানবিক কল্পনা কোনো ধারণা-ই করতে পারে না। জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধির কোনো নমুনা দুনিয়াতে নেই যে, আমাদের চোখ তা দেখতে পাবে, আমাদের কানও সে সম্পর্কে কোনো কথা শুনতে পাবে, এমন কি আমাদের কল্পনাশক্তিও সে সম্পর্কে কল্পনার মাধ্যমে অনুমান করে নিতে সক্ষম হবে।

৯৬. অর্থাৎ তারা সত্যের শত্রুদের যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় সবরকারী ও সুদৃঢ় থেকেছে। সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠা করা ও তার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সব ধরনের বিপদ মসীবত ও কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করেছে। সব ধরনের ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মুকাবিলায় সঠিক পথের উপর দৃঢ় থেকেছে। শয়তানের যাবতীয় প্ররোচনা ও

رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

আমার প্রতিপালক, যদি না থাকে তোমাদের ডাক,[৯৭] তোমরাতো অস্বীকার করেছ, ফলে শীঘ্রই এসে পড়বে অনিবার্য শাস্তি।

رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; لَوْلَا-যদি না থাকে ; دُعَاؤُكُمْ-(دعاؤ+كم)-তোমাদের ডাক ; فَقَدْ كَذَّبْتُمْ-(ف+قد كذبتم)-তোমরাতো অস্বীকার করেছো ; فَسَوْفَ يَكُوْنُ-ফলে শীঘ্রই এসে পড়বে ; لِزَامًا-অনিবার্য শাস্তি।

যাবতীয় কামনা-বাসনাকে উপেক্ষা করে নিজের কর্তব্য কাজ সম্পাদন করেছে। সকল হারাম থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করেছে। যাবতীয় স্বাদ ও লাভকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার কারণে আপতিত বঞ্চনাকে মেনে নিয়েছে। এমন লোকদের জন্যই জান্নাতের প্রতিদান রয়েছে।

৯৭. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না কর, তাঁর ইবাদাত না কর—যার জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য, তাঁকে সাহায্যের জন্য না ডাকো তাহলে আল্লাহর নিকট তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই। তোমাদের এ আচরণের জন্য আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই। দুনিয়ার কোনো মানুষই যদি আল্লাহকে না ডাকে, তাঁর ইবাদাত না করে, তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। আর দুনিয়ার সব মানুষ যদি তাঁর ইবাদাত করে ও তাঁকে ডাকে, তাহলেও তাঁর কোনো লাভ নেই। তাঁর ইবাদাতে তোমাদেরই লাভ এবং তাঁর ইবাদাত না করলে তোমাদেরই ক্ষতি।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৬১-৭৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা আকাশ রাজ্যে বিশালাকার গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সুরুজ সৃষ্টি করেছেন। এসবের সৃষ্টি এবং সুব্যবস্থাপনা মহান আল্লাহর একক অস্তিত্বের প্রমাণ।

২. আল্লাহ তা'আলার একক অস্তিত্বের আরেক নিদর্শন হলো—রাত-দিন সৃষ্টি এবং এ দুয়ের পরস্পরের অনুগমন।

৩. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির-এর মাধ্যমে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।

৪. আল্লাহর দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রতি শোকর আদায় করতে হবে।

৫. এ রুকূ'র ৬৩ আয়াত থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের ১৩টি গুণ উল্লিখিত হয়েছে। এ গুণগুলো অর্জন করার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের সদা-সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। সেই গুণগুলো হলো (১) আল্লাহর বান্দাহ হওয়া এবং এ ব্যাপারে সজাগ থাকা ; (২) বিনীতভাবে যমীনে চলাফেরা করা ; (৩) অজ্ঞ-মূর্খ ও অভদ্র লোকদের সাথে বিতর্ক এড়িয়ে কৌশলে সে স্থান ত্যাগ করা ; (৪) রাতের কিছু অংশে নির্জনে নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হওয়া ; (৫) দিবা-রাত্রি ইবাদাত করার পরও অহংকার না করে নিজের গুনাহের স্মরণ করে আল্লাহর পাকড়াও এর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা ; (৬) ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতা পরিহার করা ; (৭) ইবাদাতে আল্লাহর সাথে

শরীক না করা; (৮) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা; (৯) যিনা-ব্যভিচার থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করা; (১০) মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকা; (১১) চলার পথে অসার ও বাজে কোনো অনুষ্ঠান সামনে পড়লে নিজের মর্যাদা রক্ষা করে তা অতিক্রম করে চলে যাওয়া। (১২) আল্লাহর কিতাবের কোনো বিধান সম্বলিত আয়াত বা আখিরাতের কোনো কথা শুনে নির্বিকার না থেকে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠা; (১৩) নিজের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে দীন ও ঈমানের উপর রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা।

৬. তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।

৭. এ রুকু'তে উল্লিখিত গুণাবলীসম্পন্ন মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে এমন বহুতল বিশিষ্ট বালাখানা দেবেন, যার তুলনা দুনিয়াতে নেই। জান্নাতের এসব বালাখানার মালিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে এবং সেজন্য উল্লিখিত গুণাবলী অর্জনের জন্য চেষ্টারত থাকতে হবে।

৮. সত্যের শত্রুদের যুলম-নির্যাতনের মুকাবিলা সবর ও নামাযের মাধ্যমে করতে হবে।

৯. সকল প্রকার লোভ-লালসা ও ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১০. শয়তানের যাবতীয় প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং যাবতীয় লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।

১১. সকল প্রয়োজনীয়তা, সকল আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে।

১২. স্মরণ রাখতে হবে আমরা যদি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা না করি, আল্লাহর ইবাদাত না করি, তাহলে আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হবে না। আর যদি দুনিয়ার মানুষ সবাই আল্লাহর কাছে চাই বা আল্লাহর ইবাদাত করি তাহলেও আল্লাহর কোনো লাভ হবে না। তিনি এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে।

৮ম খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
অষ্টম খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান